ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রহ.

# জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবন

অনুবাদ : জামীল আহমাদ
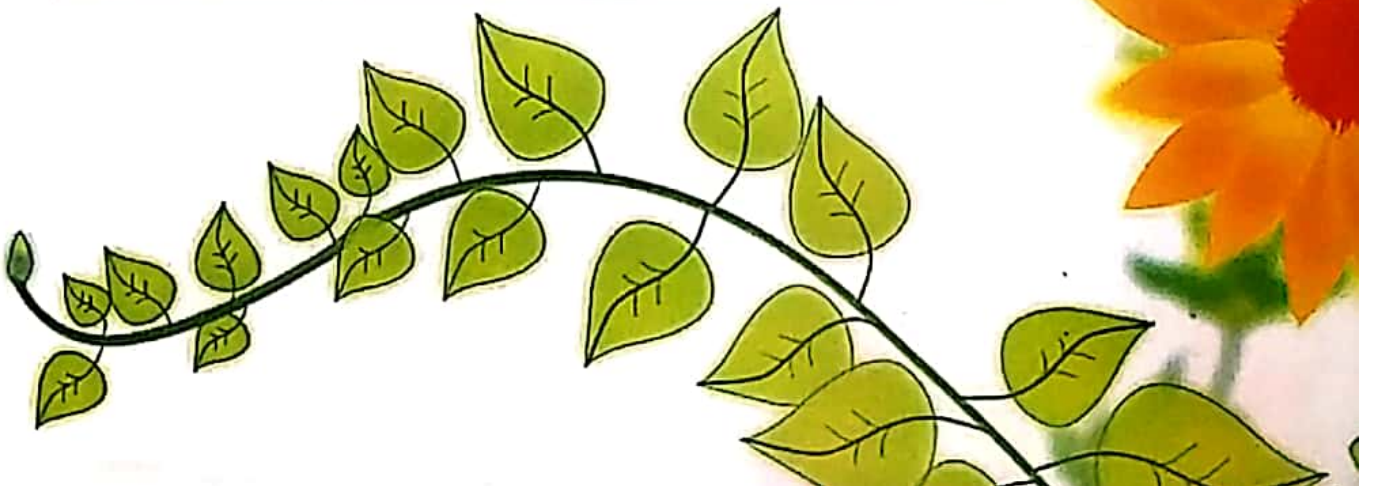
# জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবন

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রহ.

[জন্ম : ৬৯৬। মৃত্যু : ৭৫১]

# জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবন

[حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح]

ইমাম শামসুদ দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর
ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রহ.

জামীল আহমাদ
[উসতাযুল হাদীস. দারুল উলূম রামপুরা, ঢাকা]
অনূদিত

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

**জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবন**
[পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ]

**মূল :** ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রহ.

**অনুবাদ :** জামীল আহমাদ

**প্রকাশনায়**
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ
মাকতাবাতুল আযহার
আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
01924 076365

**২য় মুদ্রণ :** ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ঈ.

**১ম মুদ্রণ :** মার্চ ২০১২ ঈ.



**বর্ণবিন্যাস :** আবূ হুমায়রা
মদীনা মাল্টিমিডিয়া : 01911 525070

**প্রচ্ছদ :** আরিফুর রহমান

**মূল্য :** ৫০০.০০ [পাঁচশত টাকা মাত্র]

---

**Jannater shopnil vubon**
**By** Allama ibnul qyum al-jawziah.
**Transleted** by jamil ahmad.
**Published** by Maktabatul Azhar.

1st Edition at March-2012.
2nd Edition at February-2013.

**Pricc** : BDT. 500.00 Only.
**ISBN :** 978-984-90389-4-8

**নযরানা**

---

**মাওলানা ইউসুফ, হাফেয দিলাওয়ার হুসাইন**
**মাওলানা ইয়াহ্ইয়া মাহমূদ, মাওলানা কবীর হুসাইন।**
প্রথমজন বাবা। শেষোক্ত তিনজন পিতৃতুল্য চাচা।
মানুষ হিসেবে আমার জীবনের চাকা সচল রাখতে
তাঁরা শৈশব থেকে অদ্যাবধি ভূমিকা রেখেছেন।
তাঁদের পদধূলি গায়ে মেখে হই ধন্য।

**উম্মে উমারা তূবা, উম্মে রাফিয়া নূহা**
কলজেছেঁড়া ধন।
মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা;
তাদের আগামীর পথচলা হোক মসৃণ ও সুন্দর।
হৃদয়ের মণিকোঠায় ছোট্ট আশা;
তারা যেন হয় ফাতিমা রা.এর সখী।

অভিমত

## আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দা. বা.

খলীফা. ফিদায়ে মিল্লাত সাইয়্যিদ আস'আদ মাদানী রহ.
সাবেক পরিচালক. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মানুষের জীবন অসীম নয়। একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। এই বিশাল সৃষ্টিমালার সবকিছুই ধ্বংসশীল। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবিনশ্বর সত্তা ছাড়া কিয়ামতের মহাপ্রলয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে সবই।
অযুত কোটি বছর পর আবার জিন-ইনসান জীবন ফিরে পাবে। সমবেত হবে কঠিন হাশরের ময়দানে। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার বিভাজন হবে এখানেই। ইনসাফের পাল্লায় মেপে মহাপরাক্রমশীল আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের জন্য ঘোষণা করবেন, অনন্ত জীবনের স্বপ্নীল জান্নাত। আর মিথ্যার ধ্বজাধারীদের জন্য নির্ধারণ করবেন মর্মন্তুদ শাস্তির নিবাস জাহান্নাম।
বলাবাহুল্য, একজন মুমিনের জন্য পরম চাওয়া-পাওয়া পরকালীন জীবনে জান্নাতে প্রবেশাধিকারের ঘোষণা। প্রতিটি মুমিনের হৃদয়-মন তাই তাড়িত হয় জান্নাতের স্বপ্নীল আকর্ষণে। বক্ষমাণ গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত প্রথিতযশা বিখ্যাত আলিম আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম

আল জাওযিয়্যাহ রহ. কৃত حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح [হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ] কিতাবের সরল বাংলা অনুবাদ।

আরবী ভাষায় মূল লিখকের সাবলীল উপস্থাপনাকে নবীন অনুবাদক মাওলানা জামীল আহমাদ মোটামুটি যাদুর ছোঁয়ার মতোই পাঠকের মরমে পৌছে দেয়ার দক্ষতা দেখিয়েছে। আমি তার সম্ভাবনাময় প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ কামনা করি।

আমার বিশ্বাস, জান্নাতের অনন্তময় স্বপ্নীল জীবন শুধু স্বপ্নের মতোই থাকবে না। হৃদয়বান অন্তরচোখওয়ালা পাঠককে জান্নাতের বাস্তব পরিচিতি ও সুখানুভূতি সহসা প্রদানে বইটি যথেষ্ট সহায়ক হবে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সমস্ত প্রশংসা স্বপ্নীল জান্নাতের একমত্র মালিক বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য।

ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ

১৮. ৩. ২০১২

## অনুবাদকের কথা

আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় হল আমরা মুসলিম। বংশীয় কৌলিণ্য, ভৌগলিক সীমারেখা, বর্ণ ও শ্রেণী-বিভেদ নিতান্তই জাগতিক, সাময়িক ও তুচ্ছ। একজন মুমিনের আমৃত্যু আরাধনা হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তার হৃদয়ের স্পন্দন, অঙ্গ-প্রতঙ্গের সঞ্চালন, মুখরতা ও নিরবতা; সবকিছুতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনাই নিয়ামক ভূমিকা রাখে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জনের ফলই হচ্ছে জান্নাত। জান্নাত মুমিনের চূড়ান্ত ঠিকানা। অভীষ্ট লক্ষ্য। তাই জান্নাতের প্রতি রয়েছে মুমিনের দুর্নিবার আকর্ষণ, অদম্য কৌতুহল ও হৃদয়ের ব্যকুলতা। এ ব্যকুলতা এতটাই গভীর ও উচ্ছল, তা অপেক্ষা দুনিয়ার সকল জৌলুস নেহায়েত তুচ্ছই মনে হয়।

পৃথিবীতে সুখ আছে। কিন্তু আড়ালে তার লুকিয়ে রয়েছে অব্যক্ত দুঃখ। এ জগতে শান্তি আছে, কিন্তু তার নেপথ্যে ঢাকা আছে বেদনার মর্মন্তুদ বুনিয়াদ। এখানকার সকল প্রাপ্তিই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। প্রতিটি প্রাপ্তির পেছনেই তাড়িয়ে বেড়ায় হারানোর সমূহ আশঙ্কা। কিন্তু জান্নাত, সে তো এক অনাবিল সুখ, অনন্ত শান্তি, ক্ষয়হীন প্রাপ্তি, তৃষ্ণাশুন্য সুধা, যবনিকাহীন শৃঙ্গার। সেখানে নেই পেয়ে হারানোর শঙ্কা, ক্ষয়ে যাওয়ার ভয়, ফুরিয়ে যাওয়ার ভীতি, ছেড়ে যাওয়ার ত্রাস। জান্নাতের প্রসাদোপম অট্টালিকার প্লাষ্টার কখনো

খসে পড়বে না। সেখানকার চঞ্চলা তটিনীর স্নিগ্ধ জলধারা কখনো দূষিত হবে না। সেখানকার শয্যাসঙ্গিনীর অঙ্গের ভাজে ভাজে কোনো ক্লেদ কিংবা তার দূরাচার মনে পরকীয়ার আস্তরণ পড়বে না। এ সুখের সীমানা নেই, শুধু ব্যপ্তি আর ব্যপ্তি। এ শান্তির সমাপ্তি নেই, শুধুই প্রলম্বিত হতে থাকে তার ঋদ্ধতা।

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে খুলে খুলে জান্নাতের বিবরণ শব্দ ও অভিব্যক্তির নানামাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। তিনিই কেবল জান্নাত স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। তাঁর সে দেখে আসা জান্নাতের নানা নি'আমত সাহাবায় কিরামকে শুনিয়েছেন। তারা পৌঁছে দিয়েছেন পরবর্তী উম্মতের কাছে।

হাদীসের বিশুদ্ধ কিতাবে সে বর্ণনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। হিজরী সপ্তম শতকের প্রখ্যাত মনীষী আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযী রহ. বিক্ষিপ্ত সেই মণি-মুক্তাগুলো কুড়িয়ে এনে জান্নাত বিষয়ক বর্ণনামালার স্বার্থক সংকলন করেছেন। নাম রেখেছেন حـــادي الأرواح إلى بـــلاد الأفـــراح [হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ]।

আরবী ভাষার নানামাত্রিক শাব্দিক ব্যঞ্জনা, নিপুণ শব্দচয়ন, যথার্থ বাক্যবিন্যাসের শিল্পকলাসমৃদ্ধ গ্রন্থটি আরবী গ্রন্থাগারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। একজন অনারবের পক্ষে গ্রন্থটির নিজ ভাষায় অনুবাদ করাটা নিতান্তই দুরুহ, দুষ্কর, সময়সাপেক্ষ ও প্রচূর শ্রমঋদ্ধ কর্ম।

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া গাজীপুরে শিক্ষকতাকালে গ্রন্থটির অনুবাদের ইচ্ছা জাগে। সুদীর্ঘ কলেবর সমৃদ্ধ এ গ্রন্থের অনুবাদ শেষ করতে প্রায় একটি বছর লেগে যায়। ছয়শত পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ এ বিশাল অনুবাদকর্মের প্রকাশনা নিয়ে যখন হতাশার অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, তখন

'মাকতাবাতুল আযহার'-এর সত্বাধিকারী মাওলানা উবায়দুল্লাহ ভাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। অকল্পনীয় গায়েবী মদদের শুকরিয়া কোনোভাবেই আদায় করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে জাযায়ে খায়ের দান করুন!

ইসলামী গবেষণা পরিষদের মাওলানা রুহুল আমীন সিরাজী সাহেবের অবদানের কথা না বললেই নয়। তার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও সুপরামর্শ গ্রন্থটিকে অপেক্ষাকৃত পরিমার্জিত রূপে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেওয়ার উপযোগী করেছে।

বন্ধুবর মাও. আব্দুল্লাহ আল ফারূক গ্রন্থটির আগা-গোড়া সম্পাদনা করে ভাষার সাবলীল রূপ দানের ক্ষেত্রে যেভাবে শ্রম দিয়েছেন, তার জন্য তিনি অবশ্যই অন্তরের অন্তস্থল হতে উৎসারিত কৃতজ্ঞতা ও দু'আর হকদার। এছাড়াও মাওলানা মাহবুবুর রহমান ভাইর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গ্রন্থটির পরিমার্জনে তিনি বেশ শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাদের ইলম ও আমলে উত্তরোত্তর উন্নতি নসীব করুন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মিনতি জানাই, তিনি যেন এই পরিশ্রম ও সাধনার ফসলটুকু কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার পঙ্কিল জীবনের পাপমুখী লিপ্ততা ত্যাগ করে মু'মিনের অভীষ্ঠ লক্ষ জান্নাতুল ফিরদাউস অর্জন করার মত নেক আমলের জিন্দেগীতে তাবদীল করে দেন। আমীন!

ঢাকা
০৮. ১২. ২০১২ ঈ.

দু'আর মুহতাজ
**জামীল আহমাদ**

# সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্য আবাস বানিয়েছেন এবং সেই জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌছতে সহায়তা করে, এমন সব সৎকর্ম তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। তারা একমাত্র এগুলোকেই গ্রহণ করে জান্নাতের পথে হয় ধাবমান।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বেই এ সকল জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি জান্নাতের বহিরাঙ্গন অপছন্দনীয় বিষয়াবলী দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন। আর বান্দাদেরকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার দুনিয়াতে; এ কথা যাচাই করার জন্য,কে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ করে? যেদিন বান্দারা আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হবে, সেদিনই জান্নাতে প্রবেশের অঙ্গীকারকৃত দিন। এর পূর্বে বান্দাদেরকে পৃথিবীতে একটি ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

আল্লাহ জান্নাতে এমন সব নি'আমত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোনো দিন কেনো চোখ দেখেনি। কোনো কর্ণকুহরে যার বর্ণনা পৌছেনি এবং যার কল্পনা কোনো মানসপটে চিত্রিত হয়নি। তবে হ্যাঁ, জান্নাতের নান্দনিকতার বর্ণনা এতটা বিশদভাবে বলে দিয়েছেন,তাকে সবাই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এই অন্তর্দৃষ্টি চর্মচোখের দৃষ্টি অপেক্ষা অধিক অনুধাবনীয়।

জান্নাতে প্রস্তুত নি'আমতরাজির শুভবার্তা আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ সুসংবাদবাহক, শ্রেষ্ঠতম মানুষ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। এই সুসংবাদকে সঠিকভাবে পরিপূর্ণ করে আল্লাহ জানিয়েছেন, মু'মিনগণ সেখানে চিরকাল এমনভাবে থাকবে যে, জান্নাতের নি'আমত ছেড়ে অন্য কোনো নি'আমত প্রার্থনার কথা কারো মনে উদিতও হবে না।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহরই জন্য, যিনি সকল আসমান ও যমীন অনুপমভাবে সৃষ্টি করেছেন। যিনি ফিরিশতাদেরকে বার্তাবাহক রূপে গঠন করেছেন। যিনি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এই রাসূলদের আগমনের পরে কোনো মানুষ আল্লাহর বিপক্ষে আত্মসমর্থনমূলক অভিযোগ পেশ করতে পারবে না। আল্লাহ কাউকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি এবং কাউকে এমনিতেই ছেড়ে দিবেন না। তিনি কারো সম্পর্কে সামান্যতমও উদাসীন নন। আল্লাহ এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে এক ভয়ানক বিপদ প্রতিরোধে প্রস্তুত করেছেন। তাদের জন্য দু'জাহান আবাদ করেছেন। চাই কেউ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিক বা না দিক এবং কেউ চাই তার প্রভুর সকাশে নিজেকে অর্পণ করুক বা না করুক, সবার ক্ষেত্রে এ কথাগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহরই জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের থেকে অল্প আমলেও খুশি হয়ে যান এবং অনেক ও অসংখ্য বিচ্যুতিও নিজ থেকে ক্ষমা করে দেন। তাদের উপর নি'আমতের বাঁধভাঙ্গা ধারা বর্ষণ করেন। যিনি নিজের সত্তার উপর রহমতকে চূড়ান্ত করে রেখেছেন। যিনি কুরআনে সুনিশ্চিতই লিখেছেন, তাঁর ক্রোধের উপর তাঁর দয়া প্রবল। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শান্তির আলয় জান্নাতের দিকে আহ্বান করেছেন। এই আহ্বান ব্যাপক। মানব সম্প্রদায়ের তাবৎ সদস্যের জন্য ন্যায়পরায়ণতার সাথে তিনি জান্নাতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

জান্নাতপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শন ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাদেরকেই নির্বাচন করেছেন, যাদেরকে তিনি চেয়েছেন আপন দয়া ও বদান্যতা স্বরূপ। এটাই তাঁর ইনসাফ ও কর্মকৌশল। তিনি প্রজ্ঞাময় ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। যাকে ইচ্ছা, তাকে নিজ দয়া ও করুণার পাত্র বানান। তিনি মহামহিম ও দয়াশীল।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি তাঁর দাস হয়ে, তাঁর দাসের পুত্র হয়ে, তাঁর দাসীর সন্তান হয়ে, সম্পূর্ণ তাঁর দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি। তাঁর ক্ষমা ও মহানুভবতা ব্যতিরেকে জান্নাতপ্রাপ্তির বাসনা ও জাহান্নাম হতে মুক্তির প্রত্যাশা করার সুযোগ নেই।

আমি এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর প্রত্যাদেশের বার্তাবাহক ও তাঁর কল্যাণের সুসংবাদদাতা। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত, সবার জন্য আদর্শ, আল্লাহওয়ালাদের জন্য গন্তব্যের পথনির্দেশ ও সকল বান্দার জন্য হুজ্জতরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে পাঠিয়েছেন ঈমানের ঘোষণাকারীরূপে, তাঁর কুরআনের শিক্ষকরূপে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়াসকারীরূপে, সৎকাজের আদেশদাতারূপে, অসৎ কাজ হতে বাধাদানকারীরূপে। তাঁকে পাঠিয়েছেন রাসূল প্রেরণের দীর্ঘ বিরতির পর অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে। তখন তিনি বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। তাদের সামনে সকল পথের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বান্দাদের মননে আল্লাহর আনুগত্য, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, বড়ত্ব ও তাঁর অধিকার আদায়ের অনুভূতি গেঁথে দিয়েছেন। আল্লাহ জান্নাতগামী অন্য সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকাকে জান্নাতের পথরূপে নির্বাচিত করেছেন। কাজেই যে কেউ যে পথ দিয়েই আসুক না কেন এবং যে কোনো দুয়ারের কড়াই নাড়ুক না কেন, নবীর পিছে পিছে না এসে, তাঁর পথে না চলে জান্নাতে যেতে পারবে না।

কতইনা পূত পবিত্র সে সত্তা! যিনি নবীজীর বক্ষকে বিকশিত করে দিয়েছেন, তাঁর বোঝাকে লাঘব করে দিয়েছেন, তাঁর বাহুযুগলে শক্তি সঞ্চার করেছেন, তাঁর নাম উচ্চকিত করেছেন এবং তাঁর আদেশ অমান্যকারীর ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও অসম্মান চূড়ান্ত করে দিয়েছেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দিকে ও তাঁর জান্নাতের দিকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আহ্বান করেছেন। দিনে-রাতে সর্বক্ষণে সবার সামনে তার ঘোষণা দিয়েছেন। এভাবে একদিন ইসলামের রবি উদিত হয়, ঈমানের সূর্য আলো ছড়ায়, রহমানের পতাকা উচ্চকিত হয়, শয়তানের ডাক থেমে যায় এবং দীর্ঘ তমসার সমাপ্তি টেনে, যমীন তাঁর রিসালাতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ভাঙ্গা হৃদয়গুলোয় পুনরায় জোড়া লাগে। সময় হেসে উঠে সৌন্দর্যময় অবয়বে। আলোর নিচে অন্ধকার হারিয়ে যায়। পথহারা খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা।

এরপর যখন তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ দীনকে পরিপূর্ণ করেন। নি'আমতরাজি পূর্ণমাত্রায় বর্ষিত হয়ে সমগ্র সৃষ্টিজীবের মাঝে তাঁর রহমত ছড়িয়ে যায়।

তিনি প্রভুর বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেন। বান্দাদেরকে উপদেশ দান করেন এবং আল্লাহর পথে সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রাণান্ত প্রয়াস করে জিহাদ করেন।

অবশেষে আল্লাহ তাঁকে দুটি বিষয় হতে যে কোনো একটিকে চয়ন করার এখতিয়ার দিয়েছেন, হয় অমরত্ব লাভ করে পৃথিবীতে আজীবন অবস্থান করা। অথবা ইহধাম ত্যাগ করে আল্লাহর সকাশে হাযির হয়ে তাঁর ইপ্সিত দীদার লাভ করা।

আল্লাহর প্রেমে দিওয়ানা নবী তাঁর দীদারকে চয়ন করেছেন। দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। আর উম্মতকে রেখে গেছেন সুস্পষ্ট সরল পথের উপর। সেই পথ ধরে সাহাবায় কিরামসহ অন্য অনুসারীগণ অগ্রসর হয়েছেন নি'আমতঋদ্ধ জান্নাতের দিকে। আর এ পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে অবাধ্যরা পতিত হয়েছে জাহান্নামের অতল গহ্বরে।

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

*"কাজেই সফল কারা, আর ধ্বংস হয়েছে কারা? দু-দলই প্রমাণ সহকারে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে বিশ্ববাসীর সামনে। আর আল্লাহ অবশ্যই সব কিছু শুনেন, সকল বিষয় জানেন"* [১]

### أَمَّا بَعْدُ : হামদ ও সালাতের পর

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অযথা সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে নিষ্ফল ছেড়ে দিবেন না। বরং তাদেরকে এক মহান কর্মকাণ্ড ও গুরুদায়িত্ব প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এমন গুরুদায়িত্ব ও সুবিশাল কর্ম,এই দায়িত্ব প্রতিপালনের প্রস্তাব আসমান ও যমীন এবং পাহাড়-পর্বতের কাছে পেশ করা হলে তারা তাদের নিজেদের সামর্থহীনতা প্রকাশ করে। তারা বলে, হে প্রভু! আপনার আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য, কিন্তু আমাদেরকে যদি এখতিয়ার দেয়া হয়, তাহলে আমরা মাফ চাইছি। কিন্তু মানুষ নিজ দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই গুরুদায়িত্ব পালনে রাযী হয়ে গেল। সে দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিলেও অধিকাংশ মানুষ এখন নিজের

---

১. সূরা আনফাল, আয়াত : ৪২

অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে সেই জোয়াল কাঁধ হতে ফেলে দিচ্ছে। কারণ এখন সে বুঝছে, দায়িত্বটি কতটা বিশাল ও ভারী। এখন তারা দুনিয়ায় বাস করছে ঐ নির্বোধ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, যারা নিজ অস্তিত্ব, অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও রাখে না। সে জানে না কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? কেন সে এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে? যে পৃথিবী হচ্ছে সেই চিরস্থায়ী জগতে যাওয়ার পথ মাত্র।

এই দুনিয়ায় অল্প ক'দিন বাস করেই যে দ্রুত অবিনশ্বর জগতে চলে যেতে হবে, এ নিয়ে সে কোন দিন চিন্তাও করছে না। তার উপর ইন্দ্রিয়লিপ্সা এমনভাবে চেপে বসেছে যে, সে বিবেকের আহ্বান শুনতেই চাচ্ছে না। উদাসীনতা তাকে পেয়ে বসেছে। অলীক স্বপ্ন ও অবান্তর প্রত্যাশা তাকে নিয়ে ছেলেখেলা খেলছে। সে দীর্ঘ আয়ুর আরো দীর্ঘতার খোয়াব দেখছে। অসৎ কর্মকাণ্ড তার হৃদয়রাজ্য ধূসরিত করে রেখেছে। দুনিয়ার মজা ও কু-প্রবৃত্তির ইচ্ছা পূরণে সে আপাদমস্তক ডুবে আছে। পার্থিব অর্জন যেভাবেই অর্জিত হোক; সে লুফে নেবেই। পরকালের পরিবর্তে দুনিয়ার সামান্যতম অংশ পেলেই সে কখনো দলবদ্ধভাবে আবার কখনো একাই ছুটে যায়। দুনিয়ার নগদপ্রাপ্তি সামনে পেলে একে ছুঁড়ে ফেলে পরকালের সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়ার কল্পনা তার মনোজগতে উঁকি মারে না।

يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ○

*তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে গাফিল*[২]।

وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ○

*আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে; ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাতো পাপাচারী*।[৩]

তাজ্জব লাগে তখন, যখন এই জান্নাত সম্পর্কে যদি এমন কোনো সত্তা উদাসীনতা প্রদর্শন করে যার জীবনের মুহূর্তগুলো হাতে গোনার মত অল্প। যার নিঃশ্বাস এতটাই মূল্যহীন,একবার গেলে আর ফিরে আসে না। দিবা-রাত্রির পরিক্রমা দ্রুত শেষ হচ্ছে। অথচ সে ভাবছে না,তাকে কোথায় নিয়ে

---

২. সূরা রূম, আয়াত : ৭

৩. সূরা হাশর, আয়াত : ১৯

যাওয়া হচ্ছে। সে জানে না, শেষ দুই ঠিকানার কোন ঠিকানায় তাকে যেতে হবে? হ্যাঁ, যখন মৃত্যু নেমে আসে, তখন নিজ সত্তার দুরবস্থা ও অস্তিত্বহীনতা স্পষ্ট হয়ে যায়, তাই সে অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ সময়ও সে নিজের কৃতকর্মের কারণে কোনো ভয়ানক মুসীবত ঘনিয়ে আসলে, সে আল্লাহর ক্ষমা ও মহত্ত্বের গুণের দোহাই দিয়ে আত্মসংবরণ করার বৃথা প্রয়াস করে এ কথা বলে,তিনি তো পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। সে এ কথা বেমা'লুম ভুলে গেছে, আল্লাহর শাস্তি সবচেয়ে মর্মন্তুদ।

## নি'আমত ঋদ্ধ ভুবনের পথে

যখন সৌভাগ্যবানরা জানতে পান,কেন তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? কেন শূন্যতা থেকে তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে? তখন তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। অতঃপর যখন তারা এ কথাও জানতে পারে,তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করা আছে, তখন তারা তার দিকে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে থাকে। যখন তারা জানল, জান্নাতের পথ সরল ও সুস্পষ্ট, তখন তারা তার উপর অবিচল থাকে। তারা দেখল; এই জান্নাত এমনি এক পণ্য; যার সৌন্দর্য কোনো চোখ দেখেনি, যার বর্ণনা কোনো কান শোনেনি, যার কল্পনা কোনো মানসপটে ভেসে ওঠেনি। যেই নি'আমত অনন্ত অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। তাকে যদি বিক্রয় করা হয় এমন ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়ে, যার ব্যাপ্তি তন্দ্রাভাব বা ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্নের চেয়ে বেশি নয়। যা বেদনার চাদরে মোড়া বিরক্তিকর ও অসহনীয়। যেখানে আনন্দের চেয়ে কান্নার পরিমাণ অতি বেশি। যেখানে একদিন হাসলে এক মাস কাঁদতে হয়। যেখানে উৎসবের চেয়ে শোক–বিরহ কয়েকগুণ বেশি। যার সূচনা ভয় দিয়ে, আর সমাপ্তি আফসোস ও বঞ্চনা দিয়ে। তখন তারা বুঝতে পারে, এই ক্রয়-বিক্রয় নির্ঘাত ক্ষতিকর ও চরম লস্জনক। তাই তারা এই নগদ মূল্যহীন পণ্য ছেড়ে মূল্যবান অবিনশ্বর অংশরই পণ্য কিনেন। তারা বিপদের কণ্টকাকীর্ণ সংকীর্ণ কারাগারের বিনিময়ে আকাশ থেকে পাতালের নীচ পর্যন্ত ব্যাপ্তিময় জান্নাত কিনেন। ধ্বংসশীল ক্ষয়িষ্ণু কুঁড়েঘরের বিনিময়ে তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণ বহমান জান্নাত কিনেন।

অবৈধ পাপাচারে অভ্যস্ত রূঢ় মানসিকতার নোংরা দুর্গন্ধময় নারীদের পরিবর্তে মুক্তা সুশোভিত সমবয়সী চিরযৌবনা কুমারী রমণী গ্রহণ করেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো দাসীদের পরিবর্তে খিমায় আত্মসংবরণশীল

হূরদের চয়ন করেন। উভয় জাহানের অকল্যাণবহ মেধালোপকারী অপবিত্র মদ্য ফেলে চিরসুস্বাদু পানীয় দিয়ে টইটম্বুর প্রস্রবণকে প্রাধান্য দেন। দৃষ্টিকটু বিরক্তিকর চেহারার দিকে না তাকিয়ে অতিশয় দয়ালু আল্লাহর দীদারে ধন্য হওয়ার সুযোগ লুফে নেন। এখানকার সুর–লহরী ও ঢোল-তবলার বাজ্না শোনার চেয়ে রহমানের সম্বোধন কর্ণকুহরে পৌছানোকে অগ্রাধিকার দেন। ধিক্কৃত শয়তানের সাথে পাপাচারের আসরে বসবার উপর পুরস্কার দিবসে বৈচিত্রময় বিরল পাথরে সুশোভিত মিম্বারে আরোহণের বাসনাকে প্রাধান্য দেন। এ এমন দিন, যে দিন ঘোষকের কণ্ঠে উচ্চকিত হবে, ‘হে জান্নাতবাসীরা! নিশ্চয় তোমরা এমন নি‘আমতপ্রাপ্ত হবে; যার পর আর কখনো হতাশ হবে না। এমন জীবন পাবে, যার পরে কোনো দিন মৃত্যু আসবে না। এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে,আর আদৌ প্রস্থান নিতে হবে না। এমন যৌবন পাবে,তার পর আর কখনো বার্ধক্যের কশাঘাতে জর্জরিত হতে হবে না। বেজে উঠবে:

وقِفَ الهوى بي حيث انت فليث لي ▪ متأخر عنه ولا متقدمُ

أجد الملامة في هواك لذيذة ▪ حبا لذكرك فليلمني اللُّوَّمُ

যেখানে তুমি আছো সেখানেই ভালোবাসার স্পর্শ,
আমাকে নিয়ে তোমার সুখের বসবাস,
সেখান থেকে এক পা আগে বা
পেছনেও যেতে চাই না।
তোমাকে ভালোবেসে কটুবাক্যও
আমার কাছে ফুল চন্দন মনে হয়।
কারণ, সে সুরে তোমার নাম ধ্বনিত হয়
আর সেই নাম আমি ভালোবাসি
নিন্দুকেরা গাল মন্দ করে যাক যাচ্ছে তাই।

কিয়ামতের দিন এই বাণিজ্যিক মহাক্ষতির ব্যাপারটি সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেদিন খোদাভীরুরা রহমানের সকাশে প্রতিনিধি আকারে পুণরুত্থিত হবে, সেদিন জান্নাতের বিক্রেতারা তাদের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করবে। আর সেদিন অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ঘোষকেরা ঘোষণা করবে, বান্দাদের মধ্য হতে কোন্ ব্যক্তি সম্মানের অধিক হকদার? আল্লাহ তাঁর এই বন্ধুদের জন্য

সম্মানের যেই মহা আয়োজন করে রেখেছেন এবং যেই পুরস্কার ও প্রতিদান গচ্ছিত রেখেছেন এবং চক্ষুশীতলকারী এমন নি'আমতরাজির ভাণ্ডার প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোনো দিন কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো হৃদয়ের ক্যানভাসে অংকিত হয়নি।

যদি কোনো হতভাগা পশ্চাদ্ধাবনকারী ব্যক্তি এই নি'আমতের ভাণ্ডার দেখার সুযোগ পেত, তাহলে সে বুঝতো, কোন্ মহামূল্যবান বস্তু সে হারিয়েছে। এখন সব হারিয়ে সে এমন হতভাগ্য জীবনে যাচ্ছে, যেখানে কোনো কল্যাণ নেই। আজ সে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনা হতে চলেছে। আর তার চোখের সামনেই অন্যরা একেকজন সুবিশাল রাজত্বের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। যে রাজত্বে কোনো দিন দুর্যোগ আসবে না, আর তারা সর্বক্ষমতার অধিকারী রাজাধিরাজের প্রতিবেশী হয়ে নি'আমতধন্য জীবনযাপন করছে। তারা জান্নাতের বাগ-বাগিচায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীর্ষদেশে লাল চঞ্চু বিশিষ্ট পাখির পালকের নিচে তাদের আসর বসছে। মূল্যবান পুরু রেশমী তুলো দিয়ে পুষ্ট কার্পেটের উপর তারা হেলান দিয়ে বসে আছে। ডাগর চোখের হূরেরা তাদের বিনোদনের খোরাক জোগাচ্ছে। রংবেরংয়ের ফল-ফলাদি হতে তারা আহার করছে।

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ○ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ○ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ○ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ○ وَحُورٌ عِينٌ ○ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ○ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ○

*তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না এবং তাদের পসন্দমত ফলমূল, আর তাদের ঈপ্সিত পাখির গোশত নিয়ে, আর তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হূর সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ। সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য।*[৪]

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

৪. সূরা ওয়াকিআ, আয়াত : ১৭-২৫

*স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু; যা অন্তর চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।*[৫]

হায় আশ্চর্য! কিভাবে জান্নাতের প্রত্যাশাকারীর চোখে ঘুম আসতে পারে? কিভাবে জান্নাতের প্রস্তাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তার মোহর পরিশোধে এগিয়ে আসে না? জান্নাতের নি'আমতের সুসংবাদ শোনার পরও কিভাবে এই ধূলির ধারায় জীবন কাটাতে ভালো লাগে? কিভাবে জান্নাতী কুমারীদের আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে প্রেমিকের চিত্তে স্থিরতা আসে? কিভাবে জান্নাত না দেখে প্রেমিকের চোখ শীতল হয়? কিভাবে জান্নাতপিয়াসী সংযম দেখাতে পারে? জান্নাতের সংবাদ জানা ব্যক্তিরা কিভাবে নিজেদের চিত্তকে জান্নাত থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে? পানি প্রার্থীর কাছে কোন বস্তু জান্নাতের বিকল্প হতে পারে?

## এ গ্রন্থের পরতে পরতে

এটি এমন একটি গ্রন্থ; যার সংকলন, বিন্যাস, বিবরণ ও অধ্যায় আকারে পরিমার্জিত করতে গিয়ে আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এটি ব্যথিত চিত্তে প্রশান্তি আনবে। বাসরশয্যার কল্পনাকারীর প্রেমিকের চোখে দীপ্তি ছড়াবে। হৃদয়গুলোকে ঈপ্সিত লক্ষ্যের পানে উদ্গ্রীব করবে। পূতঃ-পবিত্র রাজাধিরাজের প্রতিবেশী হওয়ার জন্য আত্মায় আত্মায় শ্লোগান তুলবে। পাঠকের চোখে জান্নাতের দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তুলবে। এ গ্রন্থ পাঠের আসরে আগমনকারীর চিত্তে কখনো বিরক্তি বা ক্লান্তির উদ্রেক হবে না।

গ্রন্থটিতে এমন সব দুষ্প্রাপ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে; প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েও অন্য কোনো গ্রন্থে যাকে সন্নিবেশিত আকারে পাওয়া দুষ্কর। সরাসরি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসের পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামের বাণী দিয়ে গ্রন্থটি সুসজ্জিত করা হয়েছে। কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা গোপন তত্ত্ব ও ইঙ্গিতবহ রহস্যের বিশদ ব্যাখ্যাসহ অনেক জটিল সমস্যার

---

৫. সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৭১

সমাধান তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে বিশুদ্ধ নীতিমালার আলোকে আল্লাহর অনেক সত্তাগত নাম ও গুণবাচক নামের ব্যাখ্যাও সুস্পষ্টাকারে বিবৃত হয়েছে। কাজেই গ্রন্থটির মর্মে মর্মে কেউ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলে তার ঈমানের গতি আরো তীব্র হবে এবং জান্নাত কেমন যেন তার চোখের সামনে ফুটে উঠবে। যার ছত্রে ছত্রে জান্নাতী বাগিচার সংকল্পের অগ্নিশিখার তীব্রতা বৃদ্ধি করে বান্দার হৃদয়রাজ্যে জান্নাতী কামরায় বিলাসী জীবন যাপনের স্বপ্নের পালে হাওয়া দেবে।

গ্রন্থটির নাম রেখেছি, حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح [উৎসবমুখর রাজ্যের পানে আত্মার সঙ্গীত] যথার্য নামই বটে। একেবারে তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য। আল্লাহই ভালো জানেন, আমি কী চেয়েছি? এবং গ্রন্থটির সংকলন ও রচনার পেছনে আমার অভিলাষ কী? তিনিই তো সেই সত্তা, যার নখদর্পণে বান্দার হৃদয়ের চিত্র ও কথার উদ্দেশ্য নিবদ্ধ। সবার ইচ্ছা ও অভিলাষ সম্পর্কে তিনি সম্যক ওয়াকিফহাল।

আমার মূল উদ্দেশ্য হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীদেরকে এই সুসংবাদ দেয়া,আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে কি কি নি'আমত প্রস্তুত করে রেখেছেন? তারাই তো ইহকাল ও পরকালে এই সুসংবাদপ্রাপ্তির সত্যিকারের হকদার। আল্লাহ তাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের নি'আমত দিয়েছেন। তারাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার সুহৃদ ও সৈন্য। আর যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বাইরে নিজেদের নিয়ে যাবে, তারা তো প্রকৃতই রাসূলের শত্রু। প্রকৃত রাসূলপ্রেমী কখনো নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে তাঁর সুন্নাতের সহযোগিতা ছেড়ে দিতে পারে না। কোনো মানুষের মন্তব্যে প্রভাবিত হয়ে সে নবীজী হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ বাণী ছাড়তে পারে না। তাদের হৃদয়রাজ্যে যে কোনো তাত্ত্বিক দর্শণ, কূটনৈতিক আলোচনা, দরবেশী ভাবনা, তার্কিকের বিতর্ক, দার্শনিক যুক্তি, অথবা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার চেয়ে একটি সুন্নাতের মূল্য অনেক বেশি। এর উল্টো যদি কেউ করে, তাহলে বুঝতে হবে সত্যের পথ তার সামনে রুদ্ধ এবং বাস্তবতার রাজপথ হতে সে সততই বিচ্যুত।

পাঠক! গ্রন্থটিতে আপনার জন্য অতীব মূল্যবান গনীমত রয়েছে। যদি কোন ভুল থেকে থাকে তাহলে তা সংকলকের দায়িত্বে বর্তাবে। গ্রন্থটির

সঠিক স্বচ্ছ সলিল আপনার। আর যাবতীয় পঙ্কিল ক্লেদাক্ততা লেখকের জন্য তোলা থাকবে। লেখক তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আপনার সকাশে পেশ করছে। প্রচুর গবেষণার অর্জন আপনার হাতে তুলে দিচ্ছে। আপনি একে একটি কল্যাণকর, মঙ্গলজনক সম্পদ ভেবে গ্রহণ করলে সে কৃতার্থ হবে। অন্যথায় আল্লাহই সর্বোত্তম প্রতিদানকারী।

গ্রন্থটিতে যত সঠিক তথ্য রয়েছে, তা একক অনুগ্রহশীল আল্লাহ প্রদত্ত। যদি কোথাও কোনো অসঙ্গতি থেকে থাকে, তাহলে তার জন্য লেখকের অসাবধানতা ও শয়তানী কুমন্ত্রণা দায়ী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই এই অসঙ্গতির দায়িত্বভার হতে মুক্ত। গ্রন্থটিতে ৭০টি অধ্যায় রয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর সকাশেই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই প্রচেষ্টাকে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে নিবেদিত রূপে গ্রহণ করে গ্রন্থটির সংকলক, পাঠক ও প্রকাশকদেরকে নি'আমতধন্য জান্নাতের বাসিন্দারূপে কবুল করে নেন। গ্রন্থটি যেন সংকলকের বিপক্ষে প্রমাণ না হয়ে তার পক্ষে প্রমাণ হয় এবং পাঠকমাত্রেরই যেন গ্রন্থটি উপকার বয়ে আনে; সেই কামনা করছি। নিশ্চয় তিনি–ই প্রার্থনা ও আবেদন পূরণের সর্বোত্তম সত্তা। তিনি–ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি–ই উত্তম কার্য সম্পাদক।

## জান্নাত এখনো আছে

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সহচর সাহাবায় কিরাম, তাদের অনুসারী তাবেঈন, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবয়ে তাবেঈন সহ সর্বযুগের সকল বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, ফুকাহা, সুফিয়ায়ে কিরাম সহ হকপন্থী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল জান্নাতের অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তারা তাদের এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হাদীসের সাথে সাথে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগত নবী-রাসূলগণের অমূল্য বাণী পেশ করেন। কেননা, যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ তাঁদের উম্মতদেরকে বিদ্যমান ও অস্তিত্বশীল জান্নাতের দিকে আহ্বান করে এসেছেন। (অস্তিত্বহীন বিষয়ের দিকে আহ্বান তাঁদের মিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।)

## জান্নাতের বর্তমান অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়

মু'তাযিলা ও কাদরিয়্যা সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জান্নাতের বর্তমান অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে থাকে। তারা বলে, জান্নাত এখনো সৃষ্টি করা হয়নি; বরং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণ তাদের এমন কিছু বিভ্রান্ত নীতিমালা; যার আলোকে তারা আল্লাহর কর্মপন্থা সম্পর্কে নিজেদের মনগড়া মূলনীতি উদ্ভাবন করেছে। তারা বলছে, অমুক কাজ আল্লাহ তা'আলার উপযোগী, তাই তিনি তা করেন। অমুক কাজ তাঁর শানের খিলাফ, তাই তিনি তা হতে বিরত থাকেন। তারা আল্লাহ তা'আলার কাজকে বান্দার কাজের সাথে তুলনা করে। তারা কি এ কারণেই আল্লাহ

তা'আলার কাজকে বান্দার কাজের সাথে তুলনা করে,বান্দার কর্ম আর আল্লাহ তা'আলার কর্ম সামঞ্জস্যশীল?

এ বিশ্বাষের উপর এই দুই বিভ্রান্ত গোষ্ঠী এতটাই দৃঢ়,তারা আল্লাহ তা'আলার সকল সিফাত তথা গুণবাচক নামকে অনর্থক মনে করে। এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে তারা বলে, প্রতিদানের পূর্বে জান্নাত সৃষ্টি করে রাখার কোনো অর্থ হয় না। কারণ, এমতাবস্থায় জান্নাত দীর্ঘকাল বেকার পড়ে থাকবে। এতে কোন বসতি থাকবে না।

তারা আরো যুক্তি পেশ করে, সুস্পষ্টই কোন বাদশাহ যদি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে সেখানে নানাবিধ পানাহার দ্রব্যের ও আরাম-আয়েশের সকল প্রকার উপকরণের ব্যবস্থা করে দীর্ঘকাল তাকে অনাবাদ রাখে এবং মানুষকে তাতে প্রবেশ করতে বারণ করে, তবে তার এ কাজ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিপন্থী। এর ফলে ইসলামবিরোধী বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকরা অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ পেয়ে যাবে।

## সংশয়ের জবাব

মু'তাযিলারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও বিফল জ্ঞানের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রজ্ঞাবিরুদ্ধ কর্ম সম্পাদনের আপত্তি হতে আত্মরক্ষার্থে বর্তমান সময়েও জান্নাত বিদ্যমান থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তা'আলার কর্মকে নিজেদের কর্মের সাদৃশ্যময় সাব্যস্ত করে।

সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলার কর্মের ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া বিশ্বাষের সাথে সাংঘর্ষিক সকল 'নস' (কুরআন-হাদীসের অকাট্য নির্দেশনা)-কে অস্বীকার করেছে। কোথাও কোথাও কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট অর্থ থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া অর্থ ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। তাই যারা তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে তারা উল্টো ভ্রান্ত ও বিদ'আতী বলে বেড়ায়। তারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাষের মাঝে এমন সব বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞজনদের হাসির খোরাক হয়। এ কারণেই (তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনের জন্য) সালফে সালেহীন তাদের আকায়েদগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,জান্নাত ও জাহান্নাম অবশ্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ করেছেন,এটি (জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান

থাকা) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা। এতে কারো দ্বিরুক্তি নেই।

## ঈমানের মৌলিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী রহ. তাঁর "মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুদিল্লীন" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'সকল মুহাদ্দিসসহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ ও তাঁর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ বিষয়াবলীর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্য হতে কোনটিকে প্রত্যাখ্যান না করা এবং এ আকীদা পোষণ করা যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই মা'বূদ তথা উপাস্য। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান ও স্ত্রী নেই। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তদীয় রাসূল। নিঃসন্দেহে জান্নাত ও দোযখ সত্য। কিয়ামত তথা প্রতিদান দিবস অবশ্যই আসন্ন। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই এবং সমাধিস্থদের আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পুনর্জীবন দান করবেন। (মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির শরীর যেখানেই থাকুক, যে অবস্থাতেই থাকুক, তা-ই তার জন্য কবর। সুতরাং কিয়ামতের দিন সবাইকে উঠানো হবে, কেউ বাকি থাকবে না।) এবং আল্লাহ তা'আলা আরশে অধিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى *তিনি পরম দয়াময় আরশে সমাসীন হয়েছেন।*[৬-৭] এবং তাঁর দু'হাত আছে, কিন্তু তা কেমন জানা নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

*হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাঁর সামনে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?*[৮]

---

৬. সূরা ত্বহা, আয়াত : ৫

৭. আল্লাহ তা'আলা নিরাকার। তাই এখানে হাত, চেহারা ইত্যাদি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

৮. সূরা সাদ, আয়াত : ৭৫

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان (*ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ।*)
তাদের এ কথা ভুল। *বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত।*[৯]
তাঁর দুটি চক্ষু রয়েছে; কিন্তু তার প্রকৃতি অজানা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا *যা (হযরত নূহ আ.-এর তরী) চলত আমার দৃষ্টির সামনে।*[১০]
এমনিভাবে তাঁর চেহারাও আছে। কিন্তু তার প্রকৃতি জানা নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ *একমাত্র তোমার প্রতিপালকের চেহারাই (সত্তা) অবিনশ্বর।*[১১]
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের মত হল, আল্লাহ তা'আলার সুন্দর গুণবাচক নামগুলো তাঁর সত্তা হতে বিচ্ছিন্ন নয়। পক্ষান্তরে মু'তাযিলা ও খারেজীদের আকীদা হল,আল্লাহর সত্তা ও নাম ভিন্ন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহর জন্য ইলমের গুণ সাব্যস্ত হওয়ার আকীদা পোষণ করে। যেমন আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেন, أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ *তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন নিজ জ্ঞানে।*[১২]
তিনি আরো ইরশাদ করেন, وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ *আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না।*[১৩]
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহ তা'আলার জন্য শ্রবণ ও দর্শন গুণদ্বয় সাব্যস্ত করেন। এর কোনোটি অস্বীকার করে না। যেমনটি মু'তাযিলারা করে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহ তা'আলার সত্তার মাঝে শক্তির গুণ রয়েছে বলে বিশ্বাস রাখেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً *তারা কি*

---

৯. সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৪
১০. সূরা ক্বামার, আয়াত : ১৪
১১. সূর. আর রাহমান, আয়াত : ২৭
১২. সূরা নিসা, আয়াত : ১৬৬
১৩. সূরা ফাতির, আয়াত : ১১

*তবে লক্ষ্য করেনি, আল্লাহ: যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী?* [১৪]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ আকীদাও পোষণ করে, এ পৃথিবীতে ভাল-মন্দ যা-ই ঘটে, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই ঘটে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই প্রত্যেক বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ *তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।*[১৫] যেমন, মুসলমানরা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হবে। আর যা ইচ্ছা করবেন না, তা হবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কেউ সে কাজ করতে সক্ষম নয়। অথবা আল্লাহকে না জানিয়ে কেউ কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারবে না এবং যে কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ জানেন যে হবে না, কোন ব্যক্তি সে কাজ গঠন করতে পারবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। বান্দার সকল কাজ-কর্ম একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। বান্দার কোন কিছু সৃজনের ক্ষমতা নেই।[১৬] এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্যের তাওফীক প্রদান করেন। আর কাফির তথা অবিশ্বাসীদেরকে অপদস্থ করেন এবং মু'মিনদের প্রতি দয়া করেন, তাদের সাহায্য করেন ও সংশোধন করেন। হিদায়াত তথা সরল পথ লাভের সৌভাগ্য দান করেন। কিন্তু কাফিরদের প্রতি তিনি (তাঁর বিশেষ) অনুগ্রহ করেন না ও তাদেরকে সংশোধন করেন না ।

যদি তিনি তাদেরকে সংশোধন করতেন, তবে তারা মু'মিন হতো। যদি তিনি তাদেরকে হিদায়াত প্রদান করতেন, তবে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতো। আর আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কাফিরদেরকে হিদায়াত প্রদানে সক্ষম।

---

১৪. সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ১৫

১৫. সূরা দাহর, আয়াত : ৩০

১৬. খোদাপ্রদত্ত মেধার সাহায্যে মানুষ নব নব বস্তু আবিষ্কার করে। সৃষ্টি করে না। সৃষ্টি আর আবিষ্কার দু'টি এক বিষয় নয়; বরং ভিন্ন বিষয়।

তিনি তাদের প্রতি এতটুকু দয়া করতে পারেন,তারা ঈমানের দৌলত লাভে ধন্য হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম মুতাবিক[১৭] চান,তারা কাফির-ই থাকুক। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অপমানিত করেছেন, পথভ্রষ্ট করেছেন ও তাদের অন্তরে মোহরাঙ্কন করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ভাল-মন্দ আল্লাহর ফায়সালার উপর নির্ভরশীল। মু'মিন আল্লাহর ফায়সালা তথা তাকদীর ও তার ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এ কথাও বিশ্বাস করে,তারা নিজের কোন প্রকার মঙ্গল ও অমঙ্গলের মালিক নয়; বরং তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইচ্ছাধীন।[১৮] মু'মিন তার সকল বিষয়কেই আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করে থাকে এবং সর্বাবস্থায়ই তাঁর নিকট নিজ প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে থাকে।

এ আকীদাও পোষণ করে, কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার কালাম তথা বাণী। এটা মাখলূক নয়। কাজেই কুরআনুল কারীমকে মাখলূক (সৃষ্ট) বলা যেমন ভ্রান্ত মত। তেমনি সৃষ্ট বা অসৃষ্ট নিরূপণ না করে মৌনতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাও বিদআতী মতবাদ।[১৯]

---

১৭. যেহেতু তারা ফিতরাত তথা স্বভাবগত তাওফীককে বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং এরা ঈমানের পথে অগ্রসর-ই হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলাও জোরপূর্বক তাদেরকে হিদায়াত প্রদান করেন না।

১৮. যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী: قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ(*বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই।)*

১৯. সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনে কারীমকে শব্দ (অর্থাৎ মাখলূক) সাব্যস্ত করেছে বা এ ব্যাপারে কোন মত পোষণ থেকে বিরত থেকেছে, সে ব্যক্তি তাদের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) নিকট বিদআতী বলে গণ্য হবে। এটা বলা ঠিক নয় যে, এটা মাখলূক নয় (অর্থাৎ কুরআনে কারীমের দুটি অবস্থা। (এক) এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম বা বাণী। (দুই) এটা মানুষ তিলাওয়াত করে, পড়ে ও পড়ায়।

মূল বিষয় হল, এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী। আর মানুষ এটি তিলাওয়াত করে। সুতরাং মানুষ যে শব্দগুলো তিলাওয়াত করে, সেগুলো তার মূলকে (আল্লাহ তা'আলার বাণী) বুঝায়। যেমনিভাবে 'আগুন' শব্দটির উচ্চারণ তার মূল সত্তাকে বুঝায়। তার মূল উচ্চারণ করা যায় না; বরং মূলের উপর নির্দেশক শব্দটি মাত্র উচ্চারণ করা যায়। তেমনিভাবে কুরআনুল কারীমের হাকীকত তথা মূল সে অর্থসমূহ যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথেই সংশ্লিষ্ট। এ শব্দগুলো সে হাকীকত তথা মূলের উপর নির্দেশক মাত্র। যেহেতু এই শব্দাবলী মূল নির্দেশক, সুতরাং এগুলো কুরআন। সেজন্য উসূলে

মু'মিনগণ এ কথার প্রতিও বিশ্বাস রাখে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলাকে চর্মচক্ষে তেমনিভাবে দেখা যাবে, যেমনিভাবে পূর্ণিমার রজনীতে চাঁদকে দেখা যায়। তবে শুধু মু'মিনগণই আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে, কাফিররা নয়। কারণ, তাদের মাঝে ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে আড়াল থাকবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ *না, অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে।* [২০]

কিয়ামতের দিনে কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট যেতে দেয়া হবে না। হযরত মূসা আ. দুনিয়াতেই আল্লাহ তা'আলাকে দেখার জন্য তাঁর নিকট আবেদন করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর স্বীয় নূরের তাজাল্লী ফেললেন, এতে পাহাড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তখন হযরত মূসা আ. বুঝতে পারলেন, এ জগতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়। কেউ তাঁকে এ জগতে দেখতে পারবে না; বরং একমাত্র পরকালেই তাঁকে দেখা সম্ভব হবে।

মু'মিনগণ আহলে কিবলাদেরকে ব্যভিচার, চুরি বা এ জাতীয় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ফলে কাফির সাব্যস্ত করে না।[২১] বরং তারা এ জাতীয় কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারা ঈমানের সংজ্ঞা এভাবে করে থাকেন, "ঈমান হল, আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর অবতীর্ণকৃত সকল কিতাবের প্রতি, তাঁর সকল নবী-রাসূলের প্রতি ও তাকদীরের ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল; সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এ কথার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা,যে বস্তু

---

ফিকাহবিদগণ বলেন, هو إسم للنظم والمعنى جميعا শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি-ই হল, কুরআন।

২০. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত : ১৫।

২১. আহলে কেবলা তারা, যারা কেবলাভিমুখী হয়ে নামায আদায়কারীদের সাথে সকল প্রকার মৌলিক ও প্রশাখামূলক মাসআলাতে সমমত পোষণ করে। কিবলাভিমুখী হয়ে নামায আদায়কারী দ্বারা সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলেন, সাহাবায় কিরাম রা.। সে জন্য মির্জায়ী তথা কাদিয়ানী, চকড়ালভী এবং কুরআন অস্বীকারকারী রাফেযীদেরকে আহলে কিবলা বলা হয় না।

অর্জিত হয়নি, তা কোনভাবেই অর্জিত হবার নয়। আর যা অর্জিত হয়েছে, তা কোনভাবেই লক্ষভ্রষ্ট হয়ে যাবার মত নয়।"

আর ইসলাম হল, "ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেবে,আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ তথা উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল।" যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে।[২২]

সাথে সাথে তাঁরা ঈমান ও ইসলাম দুটিকে পৃথক দুটি বিষয় মনে করেন। তাঁরা এ-ও বিশ্বাস করেন,একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অন্তরকে পরিবর্তনকারী এবং কিয়ামতের দিবসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্যও সুপারিশ করবেন। আর এ সুপারিশ হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য হতে কবীরা গুনাহকারীদের জন্য। তারা এ আকীদাও পোষণ করেন,কবরের আযাব সত্য। হাউযে কাউসারও সত্য। পুলসিরাতও সত্য। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানও সত্য। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার হিসাব নেয়ার বিষয়টিও সত্য এবং আল্লাহর সামনে একদিন উপস্থিত হতে হবে; এটিও সত্য। তাঁরা বলেন, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কর্মে পরিণতকরণ উভয়ের সমষ্টি-ই হল, ঈমান। তাতে হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটে।[২৩] তারা আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার সিফাত (গুণাবলী) তাঁর সত্তা থেকে পৃথক কিছু নয় এবং তারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে জাহান্নামী হওয়ার ফায়সালা দেন না। তেমনিভাবে কোনো (নির্দিষ্ট) মু'মিন–এর ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ারও ফায়সালা প্রদান করেন না।[২৪]

---

২২. ঐ হাদীস যাতে রয়েছে যে, হযরত জিবরীল আ. এসে রাসূল সা. কে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

২৩. কতিপয় ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের অভিমত হল, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কর্মে পরিণত করণ উভয়ের সমষ্টি-ই হল, ঈমান। অন্যরা বলেন, শুধু অন্তরের বিশ্বাস-ই হল ঈমান। যারা বলেন ঈমান উভয়ের সমষ্টি, তাদের মতে, ঈমানের মাঝে বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে। আর যারা বলেন, শুধু অন্তরে বিশ্বাস-ই হল ঈমান, তাদের মতে, ঈমানের মাঝে বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে না। তাদের মতে ঈমানের মাঝে বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটা সমৃদ্ধ বর্ণনাগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঈমানের ফলাফলের মাঝে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে

২৪. এ মতামত সাহাবায়ে কিরাম রা. ব্যতীত অন্য মু'মিনদের ব্যাপারে, কেননা, তাঁদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং রাসূল সা. এর যবান দ্বারাই সাব্যস্ত; বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে যেথায় ইচ্ছা সেথায় স্থান দিবেন।

আর তারা এ বিশ্বাসও রাখেন,তাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহর-ই নিকট। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন, আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। এবং তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) এ-ও বিশ্বাস করে,আল্লাহ তা'আলা তাওহীদে বিশ্বাসী একদল উম্মতকে (যাদেরকে তাদের পাপের শাস্তি ভোগের লক্ষ্যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং তাদের শাস্তির মেয়াদ সম্পন্ন হয়ে গেছে) জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে।[২৫] তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) বিশুদ্ধতম বর্ণনাগুলোকে মান্য করায় দীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ, তাকদীরের (ভাগ্যলিপি) ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক এবং যে বিষয়গুলোতে বিবাদকারীরা (প্রশাখামূলক মাসআলাগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করে) বিতর্ক করে থাকে, তা পসন্দ করেন না। যদি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্রে তাদের নিকট কোনো হাদীস পৌঁছে, তবে তারা কোনো প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করেন না। এটাও বলেন না,এটা কেন হল?[২৬] কেননা, কোনো হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এরূপ (টাল-বাহানা) করা নির্ঘাত বিদ'আত।

তাঁরা এ বিশ্বাসও রাখেন,আল্লাহ তা'আলা কোনো মন্দ কাজের নির্দেশ দেন না, (বরং আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ভাল-মন্দ উভয়ের শক্তি প্রদান করেন। বান্দা তার মধ্যে যেটি করার ইচ্ছা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা সে ইচ্ছা পূর্ণ করার সুযোগ করে দেন।) বরং আল্লাহ তা'আলা মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেছেন ও উত্তম কার্যাবলীর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা শিরককে পসন্দ করেন না। যদিও তা তাঁর ইচ্ছাধীন।[২৭] এবং

---

২৫. তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৮৬, বুখারী, খ. ১, পৃ. ১১

২৬. বরং তা মেনে নেয়। আর যদি কোনো ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে তা হতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়া তো হাদীস বিশারদদের কাজ। সুতরাং কোন একটি হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে সে মুতাবিক আমল করা ও অপরটিকে বর্জন করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২৭. বান্দাকে সকল কাজের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে বান্দার সকল কাজ-ই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং বান্দার শিরক করার বিষয়টিও আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু তিনি তা পসন্দ করেন না। কোন কিছু সৃষ্টি করা বা তার ইচ্ছা ও কর্তৃত্বাধীন হওয়া ভিন্ন বিষয় আর তা পসন্দ করা ভিন্ন বিষয়। বান্দার ভাল-মন্দ সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। বান্দার সকল কর্ম-ই তাঁর ইচ্ছা ও

তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) তাদের সেই পূর্বসূরীদের প্রতি মর্যাদা পোষণ করেন ও মূল্যায়ন করেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাদের পারস্পরিক ছোটখাটো মতবিরোধকে সমালোচনার বস্তুতে পরিণত করেন না।

তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) মনে করে, সাহাবায় কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. সর্বশ্রেষ্ঠ, অতঃপর হযরত উমর রা., অতঃপর হযরত উসমান রা., অতঃপর হযরত আলী রা.। তারা আরো বিশ্বাস করেন,এই চারজনই সেই খলীফা; যাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জীবদ্দশায় হিদায়াতপ্রাপ্ত ও হিদায়েতপ্রদর্শক; এই দুই মহান উপাধিতে ভূষিত করে গেছেন। আর অবশ্যই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ও অন্যান্য নবীগণ)–এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সে সকল হাদীসকেও সত্যায়ন করেন, যাতে রয়েছে, ان الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل مــن مســتغفر؟ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে (প্রথম আকাশে) অবতরণ করেন, (তাঁর শান মুতাবিক) এবং বলতে থাকেন, আছে কি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী কেউ? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।[২৮]

তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমল করেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّــهِ وَالرَّسُــولِ *(কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট উপস্থিত কর।[২৯])*

---

কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু তিনি কোনো মন্দ কাজ পসন্দ করেন না। কেবল বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য তা সৃষ্টি করা হয়েছে।

২৮. বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৫৩, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৫৮

২৯. সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯

এবং তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) আইম্মা কিরামের অনুসরণ করেন। তারা নিজ ধর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুমতির বাইরে অন্য কারো আনুগত্য করেন না। তারা আরো মনে করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার সম্মুখে আগমন করবেন। যেমন তাঁর বাণী, وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا *(এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও।)*[৩০] এবং তারা এ বিশ্বাষও রাখেন,আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর শান মুতাবিক মাখলূকের অতি নিকটে অবস্থান করেন। যেমন, তাঁর বাণী, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ *(আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।)*[৩১]

এবং তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) দুই ঈদের নামায, জুমু'আর নামায ও অন্যান্য নামায নেককার ও ফাসিক প্রত্যেক ইমামের পেছনে পড়াকে জায়েয মনে করেন।

তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) মোজার উপর মাসেহ করাকে হাদীসের আলোকে বৈধ মনে করেন। সফর ও ইক্বামত উভয় অবস্থাতেই তা জায়েয মনে করেন। মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার সময় থেকে এ উম্মতের শেষ দল যখন দাজ্জালের সাথে জিহাদ করবে এবং তারপর কিয়ামত পর্যন্ত তারা জিহাদকে ফরয মনে করেন। এবং মুসলিম শাসকদের সংশোধনের জন্য দু'আ করাকে জায়েয মনে করেন। আর তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাল মনে করেন না। দাজ্জালের আবির্ভাবের উপর বিশ্বাস করে। আর এ-ও বিশ্বাস করে,হযরত ঈসা আ. আকাশ থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মৃত্যু পরবর্তী আলমে বরযখ তথা কবর জগতে প্রশ্নকারী মুনকার-নাকীরের বিষয়টি সহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সশরীরে মি'রাজ গমন ও স্বপ্নযোগে আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভের সত্যতার উপর ঈমান রাখেন এবং এও বিশ্বাস করেন,মৃত

---

৩০. সূরা ফাজ্‌র, আয়াত : ২২

৩১. সূরা কাফ, আয়াত : ১৬

মুসলমানদের জন্য দু'আ করা হলে, অথবা তাদের পক্ষ থেকে দান-সদকা করা হলে এর সাওয়াব তাদের আমলনামায় সংযুক্ত হয়। এ কথারও সত্যায়ন করেন,পৃথিবীতে যাদুকর রয়েছে। আর যাদুকররা (অর্থাৎ যাদু–টোনাকে হালাল বিশ্বাষকারী) কাফির। যেমন, আল্লাহর বাণী, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ *(আর) সুলাইমান কুফরী করেননি অর্থাৎ যাদু ক্রিয়া করেননি।[৩২])*

আহলে কিবলাদের মধ্য হতে নেককার মু'মিন বা ফাসিক যে-ই মৃত্যুবরণ করবে, তাকে জানাযা দিতে হবে। আর এ কথাও বিশ্বাস করেন,জান্নাত ও দোযখ তৈরী করা হয়েছে। যে মৃত্যুবরণ করে, সে তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়েই মৃত্যুবরণ করে। আর যে কাউকে হত্যা করে, সে তার মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে-ই হত্যা করে। (হত্যাকে শরী'আত নিষেধ করেছে। তাই যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাকে শরী'আতের হুকুমের বিরোধিতার দরুন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এর অর্থ এই নয়,হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই হত্যা করেছে।)

হালাল-হারাম সব প্রকার রিযিক-ই খোদা প্রদত্ত। অবশ্য শয়তান মানুষকে ধোকা দিয়ে সন্দেহে ফেলে ও পথভ্রষ্ট করে। এটিও সম্ভব,আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নেক বান্দাদের মধ্য হতে কারো থেকে কারামাত প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে বিশেষিত করতে পারেন এবং তারা এ বিশ্বাসও রাখেন,হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করা বৈধ নয়।[৩৩]

শৈশবে যারা মৃত্যুবরণ করে, তাদের বিষয় আল্লাহ তা'আলার নিকট-ই সমর্পিত। তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিতে পারেন বা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন আচরণ করতে পারেন। (অধিকাংশ উলামা কিরামের নিকট অপ্রাপ্ত বয়সে কোন শিশু মারা গেলে, সে শিশু কোন নেক আমল না করেও জান্নাতী হবে। কেননা, তারা মৃত্যুকালেও মুকাল্লাফ তথা শরী'আতের বিধানাবলী পালনে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত হয়নি। মুকাল্লাফ তো শুধু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ।) বান্দা কোন আমল করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা

---

৩২. সুরা বাকারা, আয়াত : ১০২

৩৩. হাদীস দ্বারা এখানে خبر واحد উদ্দেশ্য। কেননা, متواتر হাদীস দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে আর مشهور হাদীস দ্বারা কারো কারো নিকট কুরআনের বিশেষ কিছু বিধান রহিত করা যায়।

সে সম্পর্কে জানেন। তিনি লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন, বান্দা তার ইচ্ছা মুতাবিক এই এই কাজ করবে। মূলতঃ সকল বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন।

তারা বিশ্বাস করেন, সকল বিষয়ের ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। কাজেই তাঁর নির্দেশ পালনের উপর অবিচল থাকতে হবে এবং তিনি যা করতে বলেছেন তা প্রতিপালন করতে হবে এবং যা থেকে বারণ করেছেন, তা হতে বেঁচে থাকতে হবে। সকল কাজকর্ম তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত হতে হবে। ব্যভিচার, মিথ্যাচার, অবাধ্যতা, গর্ব, অহংকার, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান, আত্মম্ভরিতা ইত্যকার কবীরা গুনাহ পরিহার করতে হবে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকামনা করতে হবে ও ইবাদতকারীদের সাথে মিলে আল্লাহর ইবাদত করাকে দ্বীন মনে করতঃ বিদ'আতের প্রতি আহ্বানকারীদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত, হাদীস লিখা ও ফিকহী মাসআলা-মাসাইলে চিন্তা-গবেষণাকে নিজেদের ব্রত বানিয়ে নিতে হবে। সাথে সাথে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করে অশ্লীল কথাবার্তা বর্জনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পানাহারের ব্যাপারে যাচাই করবে। (এ খাদ্য হালাল কিনা?) আর যে সকল বিষয়ে তারা আদিষ্ট তার উপর আমল করেন এবং সেগুলো সত্য হওয়ার বিশ্বাস রাখেন।"

হযরত আশআরী রহ.-এর প্রাগুক্ত গ্রন্থ হতে এ কথাগুলো উদ্ধৃত করার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য হল, 'জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতেই সৃষ্ট' এ বিষয়ের উপর সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐকমত্য পাঠকবর্গের কাছে স্পষ্ট করা। উপরন্তু কারা সেই জান্নাত লাভের মহা সুসংবাদের প্রাপক তাও উক্ত কথামালার আলোকে পাঠকবর্গের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর তারা হলেন তারাই, যারা জান্নাত-জাহান্নাম আদি যুগেই সৃষ্টি হওয়ার প্রবক্তা। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

পূর্ণ ইবারাত তথা রচনা পূর্বাপরসহ এ জন্য উল্লেখ করেছি, যাতে এ কিতাব সে সকল লোকের পরিচিতির ব্যাপারে প্রধান সঞ্চালকের ভূমিকা রাখতে পারে, যারা উল্লিখিত সুসংবাদের যোগ্য। নিশ্চয়ই এ আকীদা পোষণকারীরা-ই তার যোগ্য। আর তাওফীক একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে-ই হয়ে থাকে।

## জান্নাত এখনো আছে, তার প্রমাণ

নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমাহ দ্বারা বুঝা যায়,জান্নাত এখনো আছে। আয়াতটি হল, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, *নিশ্চয়ই তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) তাঁকে (জিবরীল আ. কে) আরেকবার দেখেছিলেন প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকট। যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।*[৩৪]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রা. হতে মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অতঃপর হযরত জিবরীল আ. আমাকে "সিদরাতুল মুনতাহা" পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তা বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় সুশোভিত। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, তা কেমন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ثم دخلت الجنة অতঃপর আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে রয়েছে মুক্তার মুকুলকলি। আর তার মাটিগুলি মৃগনাভির ন্যায় সুগন্ধিময়।[৩৫]

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তার নিকট তার প্রাত্যহিক চির ঠিকানা পেশ করা হয়। ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة যদি সে জান্নাতী হয়ে থাকে, তাহলে তার ঠিকানাও জান্নাতীদের ঠিকানায় থাকে। وإن كان من أصحاب النار فمن أهل النار আর যদি সে জাহান্নামী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে জাহান্নামীদের ঠিকানায় অন্তর্ভূক্ত দেখানো হয়। فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة অতঃপর তাকে বলা হবে, এটা তোমার ঠিকানা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করা পর্যন্ত তোমাকে এখানে বাস করতে হবে।।[৩৬]

---

৩৪. সূরা নাজম, আয়াত : ১৩-১৫

৩৫. বুখারী, খ. ১, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৯১

৩৬. বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৮৪, মুসলিম. খ. ২, পৃ. ৩৮৫

মুসনাদে আহমদ,[৩৭] মুসতাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবনে হাব্বান; হাদীসের এসকল নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গেলাম। এরপর হাদীসটি দীর্ঘ। যার শেষাংশে আছে, কবরদেশে শায়িত হওয়ার পর মৃত ব্যক্তি যদি মুনকার-নাকীর ফিরিশতদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারে, فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة সুতরাং তার জন্য জান্নাতী গালিচা এনে বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাত হতে পোশাক এনে পরিয়ে দাও। وافتحوا له بابا إلى الجنة এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দ্বার খুলে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটি দ্বার খুলে দেয়া হবে। فيأتيه من روحها وطيبها এবং তার কবরে জান্নাতের সুবাতাস ও সুগন্ধি ভেসে বেড়াবে।

সহীহায়নে[৩৮] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إن العبد إذا وضع في قبره যখন ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়। وتولى عنه أصحابه এবং তার নিকট থেকে তার স্বজনরা চলে আসে। انه يسمع قرع نعالهم তখন সে তাদের জুতার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়। فيأتيه ملكان অতঃপর তার নিকট দু'জন ফিরিশতা উপস্থিত হয়। فيقعدانه فيقولان ماكنت تقول في هذا الرجل অতঃপর ফিরিশতাদ্বয় তাকে বসায়। ফিরিশতাদ্বয় জিজ্ঞাসা করে, এই মহান ব্যক্তিত্ব (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) সম্পর্কে তুমি কী বলতে?[৩৯] যদি সে

---

৩৭. খ. ৪, পৃ. ২৮৭

৩৮. বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৮৩, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৮৬

৩৯. هذاالرجل এই ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সামনেই রাসূল সা. উপস্থিত হন; বরং আরবদের ভাষারীতি হল, প্রসিদ্ধ হওয়ার দরুণ তারা কারো কারো ক্ষেত্রে إسم إشارة (ইঙ্গিতসূচক শব্দ) ব্যবহার করে। রাসূল সা. এর সুপ্রসিদ্ধর

সমাধিস্থ ব্যক্তি মু'মিন হয়, তবে বলবে, أشهد انه عبد الله ورسوله আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে ফিরিশতা তাকে বলবে, انظر إلى مقعدك من النار জাহান্নামে তোমার ঠিকানা দেখ। যদি তুমি মু'মিন না হতে, তবে এটাই হত তোমার ঠিকানা। যেহেতু তুমি মু'মিন قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة قال نبي الله فيراهما جميعا সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে জান্নাতকে তোমার ঠিকানা বানিয়েছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে উভয় ঠিকানাই দেখবে।

সহীহে আবূ আওয়ানা ইমাম ইসফারাইনী রহ. ও সুনানে আবী দাউদে[৪০] হযরত বারা ইবনে আযিব রা. হতে রূহ কব্য করার ব্যাপারে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যাতে রয়েছে, ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا كان منزلك لو عصيت الله تعالى অতঃপর তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটি দ্বার ও জাহান্নামের দিকে একটি দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। (জাহান্নামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে) যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করতে, তবে এই জাহান্নামই হত তোমার ঠিকানা। কিন্তু أبدلك الله به هذا আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে জান্নাতকে তোমার আবাসস্থল নির্ধারণ করেছেন। فإذا رأى ما في الجنة সুতরাং সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি জান্নাতের বস্তুসমূহ দেখে বলবে, يارب عجّل قيام الساعة أرجع إلى أهلي ومالي হে প্রভু! শীঘ্র কিয়ামত সংগঠিত করুন, যেন আমি আমার পরিজন ও সম্পদ ফিরে পাই। তখন বলা হবে, أسكن এখন তুমি বিশ্রাম কর।

মুসনাদে বায্যায ও অন্যান্য[৪১] গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

কারণেই এরূপ প্রশ্ন করা হয়। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কাস্তালানী রহ. বলেন, আমি এমন কোনো সহীহ হাদীস পাইনি, যাতে বুঝা যায় যে, রাসূল সা. কে প্রত্যেক কবরে উপস্থিত করানো হয়।

ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, أيها الناس ان هذه الأمة تبتلى في قبورهـــا হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে এ সকল মানুষ (মৃত) স্বীয় কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه جاء ملك في يـــده مطراق যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে তার স্বজনরা তার নিকট হতে চলে আসে, তখন একজন ফিরিশতা আসেন, যার হাতে একটি লোহার হাতুড়ি থাকবে। (তার সাথে অন্যান্য ফিরিশতাও থাকবেন; কিন্তু শুধু এই ফিরিশতার অবস্থা-ই দৃশ্যমান হবে। এ জন্যই শুধু তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে) فاقعـــده অতঃপর সে ফিরিশতা ঐ ব্যক্তিকে বসাবে ও তাকে প্রশ্ন করবে, ما تقـــول في هـــذا الرجـــل؟ তুমি এ মহান ব্যক্তি ( হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে) কী বলতে? فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله যদি সে ব্যক্তি মু'মিন হয়, তবে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি,আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর সে ফিরিশতা বলবেন, তুমি সত্যই বলেছ। ثم يفتح له باب إلى النـــار অতঃপর তার জন্য জাহান্নামমুখী একটি দ্বার উন্মুক্ত করে বলবে, যদি তুমি কাফির হতে, তবে এটা হতো তোমার আবাসস্থল। যেহেতু তুমি ঈমান এনেছ, তাই এটি হল তোমার আবাসস্থল। فيفتح له باب إلى الجنـــة অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তখন সে জান্নাতে যেতে চাইলে ফিরিশতা তাকে বলবে, أسكن এখন বিশ্রাম নাও।

সহীহ মুসলিমে[৪২] হযরত আইশা সিদ্দীকা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হলে তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন। তাতে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে বললেন, ان الشمس والقمر آيتان من أيـــات الله تعـــالى অবশ্যই চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী হতে দু'টি নিদর্শন।

৪২. খ. ১, পৃ. ২৯৬

لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته সেগুলোতে কারো মৃত্যুর কারণে বা জন্মলাভের কারণে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা সেগুলোকে এমন হতে দেখলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও।[৪৩]

উক্ত খুতবায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم আমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে সে বস্তুগুলো দেখতে পেলাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এমনকি আমি নিজেকে জান্নাতে একটি আঙ্গুরের গুচ্ছ ধরতে দেখতে পেলাম। এটা তখন, যখন তোমরা আমাকে একটু সামনে অগ্রসর হতে দেখলে। আমি জাহান্নামও দেখেছি,তার একাংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছিল। এটা তখন, যখন তোমরা আমাকে একটু পেছনে সরে যেতে দেখলে।

সহীহায়নে[৪৪] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময় একবার সূর্য গ্রহণ হয়। হাদীসটি বেশ দীর্ঘ। যার শেষাংশে রয়েছে, চন্দ্র-সূর্য; এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে দু'টি অন্যতম নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুতে তাতে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হতে দেখলে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে থাক।[৪৫] অতঃপর সাহাবায় কিরাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে দেখতে পেলাম, আপনি আপনার স্থান থেকে কোনো কিছু ধরতে চাইছেন। একটু পর দেখলাম, আপনি একটু পেছনে সরে এলেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেলাম

---

৪৩. সে সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল, কোন বড় ব্যক্তিত্বের মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ লাগে। আর ঘটনাক্রমে সে দিন রাসূল সা.-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম রা. মৃত্যুবরণ করেন। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। কিন্তু রাসূল সা. জোরালোভাবে এটিকে নাকচ করে দিলেন। -অনুবাদক

৪৪. বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৪৪, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৯৮

৪৫. গ্রহণের ফলে চন্দ্র-সূর্যের চিরায়িত নীতির মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তার ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ঋতু ও ফলের উপর তার প্রভাব পড়ে। এটি আযাবেরই একটা প্রকৃতি। এ সময় আল্লাহ তা'আলার যিকির-ইস্তিগফার ও নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেন আল্লাহর রহমতে এ অবস্থা কেটে যায়। -অনুবাদক

এবং আঙ্গুর গুচ্ছ ধরতে চাইলাম। যদি আমি তা নিয়ে নিতাম, তবে তোমরা আজীবন খেতে পারতে (কখনো শেষ হতো না)।

আমি দোযখও দেখেছি। এতো ভয়ানক চিত্র অদ্যাবধি আর কখনো দেখিনি। জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা অধিক দেখলাম। সাহাবায় কিরাম রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করা হল, এরা কি আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞতা করে? বললেন, يكفرن العشير না, এরা স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়। ويكفرن الإحسان এবং অনুগ্রহ ভুলে যায়। যদি তোমরা আজীবন তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর, অতঃপর তোমার থেকে সে সামান্যতম কষ্ট পায়, তবে বলবে, مارأيت منك خيرا قط আমি তোমার থেকে কখনো কোন উত্তম ব্যবহার পাইনি।

সহীহ বুখারীতে[৪৬] হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণ চলাকালে নামায আদায় করেছেন। এরপর ইরশাদ করেন, জান্নাত আমার এত নিকটবর্তী করা হয়েছে যে, যদি আমি সাহস করে আঙ্গুরের থোকা তোমাদের জন্য নিতে চাইতাম, তবে নিতে পারতাম। এমনিভাবে জাহান্নামও আমার এত নিকটবর্তী করা হল যে, আমি বললাম, হে প্রভু! أنا معهم আমি তো তাদের মাঝে রয়েছি।[৪৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে এমন এক মহিলা ছিল, যাকে একটি বিড়াল তার পাঞ্জা দ্বারা আঁচড় দিচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মহিলার এ অবস্থা কেন? ফিরিশতাগণ বললেন, এ মহিলা এ বিড়ালটিকে আবদ্ধ করে রেখেছিল, যার ফলে সেটি ক্ষুৎ-

---

৪৬. খ. ১, পৃ. ১০৩

৪৭. এর দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, হে মুহাম্মদ! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের মাঝে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কোন আযাব দেব না। তাই জাহান্নাম নিকটে দেখে রাসূল সা. বললেন, হে প্রভু! আমি তো তাদের মাঝে এখনো আছি, তবু কেনো জাহান্নাম নিকটে আসছে। -অনুবাদক

পিপাসায় মারা গেল। সে তাকে নিজেও কোন খাদ্য দেয়নি, আর তাকে মুক্তও করে দেয়নি, যাতে সে নিজে খাবার সংগ্রহ করে খেতে পারে।

সহীহ মুসলিমে[৪৮] সূর্যগ্রহণের নামায সংক্রান্ত ঘটনায় হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার সামনে সে সব বস্তু উপস্থিত করা হল, যাতে মানুষ প্রবেশ করবে। সুতরাং আমার সামনে জান্নাত উপস্থিত করা হল। এমনকি আমি আঙ্গুরের থোকা নিতে চাইলাম। কিন্তু আমার হাত সে পর্যন্ত যায়নি এবং আমার সামনে জাহান্নামও উপস্থিত করা হয়েছে। فرأيت فيها إمرأة من بني إسرائيل تعــذب في هرة لهــا তাতে আমি বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখলাম, যাকে তার বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

সহীহ মুসলিমের[৪৯] অন্য এক বর্ণনায় হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত আছে। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুত ঘটনাবলীর দৃশ্য আমি আমার এ নামাযে দেখেছি। তখন আমার সামনে জাহান্নাম উপস্থিত করা হল, এটা তখন যখন তোমরা আমাকে পেছনে সরে যেতে দেখলে। আমি এ ভয়ে পেছনে সরে এলাম, যেন তার তাপ আমার গায়ে না লাগে। তখন আমি একজন যষ্টিধারী ব্যক্তিকে সেখানে শাস্তিভোগ করতে দেখলাম, যে দুনিয়ায় থাকাকালে হাতে লাঠি নিয়ে হাজীদের মালামাল চুরি করছিল। যদি কেউ তার এ কাজ দেখে ফেলত তখন সে বলত, আমার লাঠি আটকে গেছে। যদি ঐ মালের মালিক না জানতো, তবে সে এ মাল চুরি করে নিত। আর সেখানে আমি এক বিড়ালের মালিক মহিলাকে দেখলাম, যে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল। সে নিজেও তাকে কোনো খাবার দেয়নি আর তাকে মুক্তও করে দেয়নি,সে নিজ খাবার নিজেই সংগ্রহ করে তা খেয়ে জীবন ধারণ করবে। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা গেল।

অতঃপর আমার সামনে জান্নাত উপস্থিত করা হল। এটা তখন যখন তোমরা আমাকে একটু সামনে অগ্রসর হতে দেখলে। তখন আমি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে জান্নাতের ফল-ফলাদি হতে কিছু নিতে

---

৪৮. খ. ১, পৃ. ২৯৭

৪৯. খ. ১, পৃ. ২৯৮

চাইলাম। যাতে তোমরা তা দেখতে পাও। কিন্তু পরে ভাবলাম এরকম না করাই সংগত। তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুত ঘটনাবলীর দৃশ্য আমি আমার এ নামাযে দেখেছি।

মুসনাদে আহমাদ,[৫০] সুনানে আবী দাউদ ও নাসায়ীতে[৫১] সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই জান্নাত আমার এত নিকটবর্তী করা হয়েছে, আমি তার ফলের থোকা থেকে কিছু নেয়ার জন্য হাত বাড়ালাম। জাহান্নামও আমার এত নিকটবর্তী করা হয়েছে, আমি তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম, এ ভয়ে যে; তা যেন তোমাদেরকে গ্রাস করে নিতে না পারে।

সহীহ মুসলিম শরীফে[৫২] হযরত আনাস বিন মালিক রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। একবার নামাযের ইকামত বলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, يأيها الناس إنّي إمـامكم فلاتسـبقوني بـالركوع ولابالسجود ولا ترفعوا رؤوسكم، فإني أراكم كثيرا من أمامي و من خلفي، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকু-সিজদাতে আমার থেকে অগ্রসর হয়ো না। আমার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা উঠিও না। কেননা, আমি তোমাদেরকে আমার সামনে ও পেছনে উভয় দিকেই দেখি। আমি যা দেখেছি, তোমরা যদি তা দেখতে, তবে তোমরা কম হাসতে ও অধিক কাঁদতে।

সাহাবায় কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! مارأيـت আপনি কী দেখেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, رأيت الجنة والنار আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।

মুয়াত্তা[৫৩] ও সুনানে আবী দাউদে হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা.-এর বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إنما نسمة المؤمن

৫০. খ. ২, পৃ. ১৮৮
৫১. খ. ১, পৃ. ২১৮
৫২. খ. ১, পৃ. ১৮০
৫৩. পৃ. ২২১

طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة মু'মিনের রূহ একটি পাখির আকৃতিতে জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় শরীরে ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্ত।

এই হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্টাকারে রয়েছে, কিয়ামতের পূর্বেই রূহ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা. হতে এ রকম অন্য একটি বর্ণনা আছে,[৫৪] নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, إن ارواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق في ثمر الجنة أوشجر الجنة শহীদগণের রূহ সবুজ রংয়ের পাখির পেটে থাকে। জান্নাতের ফল খেয়ে বেড়ায়। অথবা বললেন, জান্নাতের গাছ থেকে খেয়ে বেড়ায়।

আসহাবে সুনানও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী রহ. এটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। এ গ্রন্থের শেষাংশে ইনশাআল্লাহ সে সকল হাদীস উল্লেখ করা হবে, যাতে কিয়ামতের পূর্বেই মু'মিনদের রূহ জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত, কুরআন কারীমের আয়াত দ্বারাও তা-ই বুঝা যায়।

সহীহ মুসলিম, সুনানে আবী দাঊদ ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال إذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وعزتك لا يسمع بها أحد إلا أدخلها আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে হযরত জিবরীল আ.-কে জান্নাত পরিদর্শনে পাঠালেন। বললেন, যাও সে উদ্যানসমূহ দেখে আসো। সেখানে বসবাসকারীদের জন্য যে সকল বস্তু তৈরী করে রেখেছি, সেগুলোও দেখ। জিবরীল আ. গিয়ে তা দেখে বললেন, হে প্রভু! আপনার ইয্যতের শপথ, যে ব্যক্তিই এর সম্পর্কে অবগত হবে, সে-ই এতে প্রবেশ করার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাবে। فأمر بالجنة فحفت بالمكاره অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতের চতুর্পার্শ্বে কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা বেষ্টনের নির্দেশ দিলেন। তাই চতুর্পার্শ্বে কষ্টদায়ক বস্তু

---

৫৪. তিরমিযী. খ. ১, পৃ. ২৯৩

দ্বারা বেষ্টনি গড়ে তোলা হল। তখন হযরত জিবরীল আ. কে বলা হল, পুনরায় জান্নাতে ফিরে গিয়ে আরেকবার দেখে এসো। জিবরীল আ. তা দেখে বললেন, হে প্রভু! আপনার ইয্যতের শপথ, আমার ভয় হয়, (সে সকল কষ্টদায়ক বস্তুর কারণে) তাতে কেউ প্রবেশ করবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল আ. কে জাহান্নামে ও তাতে অবস্থানকারীদেরকে পরিদর্শনের জন্য পাঠালেন। হযরত জিবরীল আ. তা দেখলেন। فإذا هي يركب بعضها بعضا (জাহান্নামের অবস্থা এমন যে,) তার অগ্নিশিখা একটি অপরটির উপর আরোহণ করছে। অর্থাৎ একটি থেকে অন্যটি অধিক লেলিহানময়। হযরত জিবরীল আ. ফিরে এসে বললেন, وعزّتك وجلالك لايدخلها أحد سمع بها হে প্রভু, আপনার ইয্যত ও বুযুর্গীর শপথ, যে ব্যক্তি দোযখ সম্পর্কে জানবে, সে কোনো ভাবেই তাতে প্রবেশ করতে চাবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে জাহান্নামের চারপাশ কামনা ও অভিলাষের বস্তু দ্বারা বেষ্টন করা হল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল আ. কে বললেন, এবার তা দেখে এসো। তিনি গিয়ে দেখে ফিরে এসে বললেন, وعزّتك لقد خشيت أن لاينجو منها أحد আপনার ইয্যতের শপথ, আমার ভয় হয়, এতে প্রবেশ করা থেকে কেউ-ই বাঁচতে পারবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ-এর পর্যায়ে।

সহীহায়নে[৫৫] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, জান্নাতকে কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে। আর জাহান্নামকে কামনা ও অভিলাষের বস্তু দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে। সহীহায়নে احتجت। শব্দে বর্ণিত হয়েছে।[৫৬]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

৫৫. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৯৬০, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৭৮
৫৬. বুখারী, খ. ২, পৃ. ১১১, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৮১,

اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة : يا رب ما لها إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار : يا رب ما لها يدخلها الجبارون والمتكبرون، فقال : أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وأنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها .

বেহেশত দোযখ পরস্পর তর্কে লিপ্ত হবে। তখন জান্নাত বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার মর্যাদা কত উচ্চ, আমার মধ্যে দুনিয়ার দুর্বল ও নিম্ন মর্যাদাবান লোক প্রবেশ করবে। আর দোযখ বলবে, হে আমার প্রভু, আমার মর্যাদা কত উচ্চ, আমার মধ্যে দুনিয়ার বড় বড় প্রতাপশালী ও অহংকারীরা প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি আমার রহমত; যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তা প্রদান করব। হে জাহান্নাম! তুমি হলে আমার শাস্তি। যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিব। তোমাদের প্রত্যেককে (প্রবেশকারীদের দ্বারা) পূর্ণ করে দেয়া হবে।

সহীহায়নে[৫৭] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দোযখ আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিযোগ করে বলল, أكل بعضي بعضا হে আমার প্রভু, তাপদাহের প্রচণ্ডতার দরুন আমার একাংশ অপরাংশকে গ্রাস করে ফেলছে। فأذن لها بنفسين তখন তাকে দু'বার নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করা হল, نفس في الشتاء ونفس في الصيف। শীতকালে একবার শ্বাস নিবে, আর গরম কালে একবার শ্বাস নিবে।

হযরত আবদুল মালিক বিন বশীরের সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রতিদিন জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার নিকট নিবেদন পেশ করে।

জান্নাত বলতে থাকে, হে প্রভু, আমার ফল পেকে আছে। আমার প্রস্রবণগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে বয়ে চলছে। আর আমার মাঝে যারা বসবাস করবে, তারা এগুলোতে আগ্রহীও। সুতরাং আমার অধিবাসীদের তাড়াতাড়ি আমার মাঝে পাঠিয়ে দিন।

---

৫৭. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৭৭, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২২৪

জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রভু, আমার তাপদাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার গভীরতা অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে এবং আমার অঙ্গারও প্রচুর হয়ে গেছে। সুতরাং আমার অধিবাসীদের পাঠিয়ে দিন।

সহীহ বুখারীতে[৫৮] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, بينما أسير في الجنة، وإذا بنهر في الجنة حافتاه قباب الدّرّ المجوف، قال : قلت : ماهذا؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فضرب الملك بيده فإذا طينه المسك الإذخر একবার আমি জান্নাতে বিচরণ করছিলাম, তখন জান্নাতের একটি প্রস্রবনের কাছে গেলাম। যার উভয় পার্শ্বে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, হে জিবরীল! এটি কী? জিবরীল আ. বললেন, এটি সেই হাউযে কাউসার, যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তখন ফিরিশতা তাতে নিজ হাত দ্বারা পানিতে আলোড়ন তুললেন। তার কাদাগুলো সুরভিত কস্তুরীসম।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –কে বলতে শুনেছি, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম, তখন একটি প্রাসাদ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার? উত্তর এল, لرجل من قريش এটি কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তির। فرجوت أن أكون أنا، فقيل : لعمر بن الخطاب (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,) আমি মনে মনে আশা করলাম, আমি-ই সেই ব্যক্তি হব। তখন আমাকে জানানো হল, এটি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.–এর প্রাসাদ। فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর রা.কে লক্ষ্য করে বললেন,) হে আবূ হাফস! আমি যদি তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা চিন্তা না করতাম, তবে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করতাম। قال : فبكى عمر،وقال : أ يغار عليك يارسول الله ! বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত উমর রা. কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার উপর কি কেউ আত্মমর্যাদাবোধ দেখাতে পারে?

---

৫৮. খ. ২, পৃ. ৯৭৪

হযরত বিলাল রা. সম্পর্কেও এমন বর্ণনা রয়েছে। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা.-কে বলেছেন, আমি আমার পূর্বে জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস সামনে বর্ণনা করবো, ইনশাআল্লাহ!

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওহাব রহ. নিজ সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। ثم مدّ يـــده ثم فلما سلم أخرهـــا নামাযের ভেতর একবার হাত সামনে বাড়িয়ে দেন। পরের বার পেছনে টেনে আনেন। নামায সমাপনান্তে সালাম ফিরালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলা হল, يارسول الله لقدصنعت في صلواتك شـــيئا لم تصنعه في غيرها হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ নামাযে এমন কাজ করলেন, যা ইতোপূর্বে আর কোনো নামাযে করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اني رأيت الجنة، فرأيت فيها دالية، تطوفها دانية حبهاكالـــدباء، فأردت أن أتناوّل منها فأوحي إليها أن إستأخرى، فاستأخرت، ثم رأيت النار فيما بـــيني وبينكم حتى لقـــد رأيـــت ظلّـــي وظلّكـــم আমি জান্নাত দেখেছি। তাতে আমি আঙ্গুরের থোকা দেখেছি, যাতে ফল ঝুলে আছে এবং ফলগুলো কদুর সমান। আমি তা থেকে কিছু নেয়ার ইচ্ছে করলাম, তখন জান্নাতকে পিছে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল এবং জান্নাত পিছে সরে গেল। অতঃপর আমি আমার ও তোমাদের মাঝে জাহান্নামের আগুন দেখতে পেলাম। এমনকি আমি আমার ও তোমাদের ছায়া দেখতে পেলাম। (বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছায়ার কথা উল্লেখ আছে) فاومأت إلـــيكم ان اســـتأخروا তাই আমি তোমাদেরকে পেছনে সরে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলাম। কিন্তু আমার নিকট প্রত্যাদেশ এল, তাদেরকে স্ব-স্ব স্থানে থাকতে দাও। (তাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না।) যেহেতু আপনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনি হিজরত করেছেন। তারাও হিজরত করেছে। আপনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন, তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায় কিরাম রা. কে লক্ষ্য করে বললেন,) فلم أر لي علـــيكم

فضلا إلا بـالنبوة তখন নবুওয়াত ছাড়া তোমাদের উপর আমার আর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব চোখে পড়ল না। (এহাদীস শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ হযরত আনাস রা. থেকে মুসতাদরাকে হাকিমেও বর্ণিত রয়েছে। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী উভয়ে এটিকে বিশুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।)

**প্রশ্ন :** যদি প্রশ্ন করা হয়, জান্নাত বর্তমানেও বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে হযরত আদম আ.-এর ঘটনা দ্বারা কেন দলীল দেয়া হয়নি? তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করা ও বের হওয়া এবং জান্নাতের নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া দ্বারা কেন দলীল দেয়া হয়নি। অথচ দলীলটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট!

**উত্তর :** উত্থিত প্রশ্নের উত্তর হল, অনেকের নিকট তো এর দ্বারা দলীল দেয়া অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার। কিন্তু এর দ্বারা দলীল দেয়া এ জন্য কষ্টসাধ্য যে, হযরত আদম আ.-কে যে জান্নাত দেয়া হয়েছিল, তা কি সেই চিরস্থায়ী জান্নাত; যাতে মু'মিনদেরকে কিয়ামতের দিন প্রবেশ করানো হবে? নাকি আল্লাহ তা'আলার মহিমাগুণে পৃথিবীতে সৃষ্ট কোনো জান্নাত? তাতে কারো কারো মতভেদ রয়েছে। আমি এ ব্যাপারে পক্ষ- বিপক্ষের মতামত পেশ করে উভয় পক্ষের বিশদ প্রমাণাদি তুলে ধরব। চেষ্টা করব, সঠিক মত অবলম্বনকারীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের প্রমাণ খণ্ডাতে। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে শক্তি ও সামর্থ কামনা করি।

## হযরত আদম আ. কোন জান্নাতে ছিলেন?

এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য হচ্ছে "হযরত আদম আ. যে জান্নাতে অবস্থান করেছেন এবং যে জান্নাত থেকে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে সেটি কি ঐ জান্নাতই, যাকে জান্নাতুল খুল্‌দ বা চিরস্থায়ী জান্নাত বলা হয়, নাকি তা পৃথিবীর কোনো উঁচু স্থানে নির্মিত কোনো উদ্যান ছিল?[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ *'তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর'।*[৬০] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুনযির ইবনে সাঈদ বলেন, একদল মুফাসসির বলেন, হযরত আদম আ.-কে সেই জান্নাতুল খুলদ বা চিরস্থায়ী জান্নাতে রাখা হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ প্রবেশ করবেন। অন্য একদল বলেন, হযরত আদম আ.-কে যে জান্নাতে রাখা হয়েছে, তা জান্নাতুল খুলদ বা চিরস্থায়ী জান্নাত ছিল না। বরং আল্লাহ তা'আলা অন্য একটি জান্নাত তৈরী করেছিলেন। মুনযির ইবনে সাঈদ বলেন, এ মতের সমর্থনে এমন অনেক দলীল রয়েছে, যা এ মতকে শক্তিশালী করে।

আবুল হাসান মাওয়ারদী রহ. উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যে জান্নাতে হযরত আদম আ. কে রাখা হয়েছিল, সে ব্যাপারে দু'টি উক্তি রয়েছে। এক. সেটি জান্নাতুল খুলদ-ই ছিল। দুই. সেটি জান্নাতুল খুলদ

---

৫৯. তাফসীরে কাবীর ও তাফসীরে রূহুল মা'আনী ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

৬০. সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৫

ছিল না; বরং অন্য কোন জান্নাত ছিল, যেটি আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর পরীক্ষার জন্য তৈরি করেছিলেন এবং সেটি নেক আমলের প্রতিদান প্রদানের জন্য তৈরিকৃত জান্নাতুল খুলদ ছিল না। যারা এ মত পোষণ করেন, তাদের পরস্পরের মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে। এতে দুটি মত রয়েছে।

প্রথম মতটি হল, আদম ও হাওয়া আ.-এর জন্য তৈরিকৃত জান্নাতটি আকাশে ছিল। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়জনকে নিচে (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটি ইমাম হাসান রহ.-এর মত।

দ্বিতীয় মতটি হল, সে জান্নাতটি পৃথিবীতেই ছিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে (আদম ও হাওয়া আ.) একটি গাছের ফল খাওয়া থেকে নিষেধ করে তাঁদের পরীক্ষা করেছিলেন। অন্যান্য ফল খাওয়া থেকে নিষেধ করেননি। এটা ইবনে বাহর-এর মত। এটি ঐ ঘটনার পরে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে সিজদা করার জন্য ইবলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন। والله أعلم بالصواب

ইবনে খতীব তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, এ আয়াতে যে জান্নাতের উল্লেখ রয়েছে, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সেটি কি আকাশে ছিল, না পৃথিবীতে ছিল? যদি ধরে নেয়া হয়, তা আকাশে ছিল, তবে সেটি কি আমলের প্রতিদানক্ষেত্র জান্নাতুল খুলদ ছিল, নাকি অন্য কোন জান্নাত ছিল? এ ব্যাপারে আবুল কাসিম বলখী ও মুসলিম ইস্পাহানী বলেন, এটি পৃথিবীতে ছিল। এ ক্ষেত্রে তারা اهْبِطُوا (অর্থাৎ নিচে নেমে আস।) নির্দেশকে "এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া"-এর অর্থে ব্যাখ্যা করেন। যেমন اهْبِطُوا مِصْرًا -এই আয়াতে বনী ইসরাঈলকে এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোন শহরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা তাদের মতের সমর্থনে আরো কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় মতটি হল, জুব্বাই মু'তাযেলীর। তার মত হল, এটি সপ্তম আকাশের উপর ছিল।

তৃতীয় উক্তি হল, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের। তারা বলেন, সেটি আমলের প্রতিদানক্ষেত্র জান্নাতই ছিল।

আবুল কাসিম আর-রাগেব তাঁর তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখ করেন, যে জান্নাতে হযরত আদম আ.-কে রাখা হয়েছিল, সে জান্নাতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিমীন বলেন, সেটি একটি বিশেষ উদ্যান ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে পরীক্ষা করার জন্য তৈরী করেছেন। সেটি জান্নাতুল মা'ওয়া বা মু'মিনের চিরস্থায়ী আবাসস্থল ছিল না। তিনি (আবুল কাসিম আর-রাগেব) উভয় মতের পক্ষে বেশ কিছু দলীলও উল্লেখ করেছেন।

আবূ ঈসা আর-রামালী রহ. স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে এব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি জান্নাতুল খুলদ তথা চিরস্থায়ী জান্নাত হওয়ার মতটিকেই সমর্থন করে বলেছেন, নিঃসন্দেহে সেটি জান্নাতুল খুলদই ছিল। তিনি আরো বলেন, আমি যে মতটি গ্রহণ করেছি, সেটিই হযরত হাসান রহ., হযরত আমর রহ., হযরত ওয়াসিল রহ.ও আমাদের অধিকাংশ সাথীর মত এবং হযরত আবূ আলী ও আমার শায়খ হযরত আবূ বকর রহ.ও এ মত গ্রহণ করেছেন। মুফাস্‌সিরীনও এ মত গ্রহণ করেছেন।

ইবনুল খাতীব এ ব্যাপারে কোনো মত প্রদান করা থেকে বিরত থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ প্রশ্নে এটিকে চতুর্থ মত বলা চলে। মূলতঃ চতুর্থ উক্তিটি হল এই, প্রত্যেকটির-ই সম্ভাবনা রয়েছে, আর দলীলও এ ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। সুতরাং বিতর্ক না করে এ ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল।

মুনযির ইবনে সাঈদ রহ. বলেন, যারা বলেন এটি জান্নাতুল খুলদ ছিল না; বরং পৃথিবীতেই ছিল। তাদের মধ্যে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর সাথীগণ রয়েছেন।

ইবনে মুনযির রহ. বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম কিছু লোক আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাতের ব্যাপারে আমাদের বিরোধিতার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তারা কোন প্রকার দলীল ব্যতীত-ই শুধু দাবী ও আবেগের জোরে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। তারা কুরআন-সুন্নাহর কোন দলীল উপস্থাপন করতে পারেনি। কোন সাহাবী, তাবেঈ, তাবয়ে তাবেঈর উক্তি বা মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারা) বা শায বা মশহূর সনদে বর্ণিত হাদীস কোনটি দ্বারা-ই দলীল উপস্থাপন করতে পারেনি।

আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি, ইরাকের অন্যান্য ফকীহগণও বলেন, সেটি জান্নাতুল খুলদ ছিল না। এই সুবিশাল গ্রন্থগুলো তাদের বিদ্যা-প্রজ্ঞা দিয়ে পরিপূর্ণ। তারা কোনো জনবিচ্ছিন্ন ইমাম নন। তারা আমাদের প্রতিপক্ষদের নেতৃস্থানীয়। আমি এ জন্য উপস্থাপন করলাম, যেন কেউ আমার উপর দোষ আরোপ না করতে পারে, আমি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবকে শক্তিশালী করছি। বরং আমি সে মতকেই সমর্থন করছি, যা আমার নিকট কুরআন-হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত মনে হয়েছে।[৬১]

ইবনে যায়েদ মালিকীর মত ব্যক্তিত্ব তাঁর তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আমি হযরত নাফে' রহ. কে জান্নাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তা কি সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, এ জাতীয় বিষয়ে চুপ থাকা-ই শ্রেয়। অপরদিকে ইবনে উআয়নাহ রহ. কুরআনে কারীমের আয়াত إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى–এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে জান্নাতটি পৃথিবীতেই ছিল। ইবনে 'উয়ায়নাহ ও ইবনে নাফে' উভয়ে ইমাম। তাদের ব্যক্তিত্ব এতটাই উঁচু, কেউ তাদের সমতুল্য ব্যক্তিত্ব দেখাতে পারবে না। এমনকি বিরোধী পক্ষও না।

ইবনে কুতাইবা তাঁর "আল-মাআরিফ" গ্রন্থে হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.–এর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করার পর বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ফল-ফলাদি খাও। আর পৃথিবীকে সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। সমুদ্রের মাছ, শূন্যের পাখী, চতুষ্পদ জন্তু, যমীনের সবুজ-শ্যামল তৃণ, বৃক্ষরাজি ও তার ফলের উপর কর্তৃত্ব কর। এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ জানাচ্ছেন, তাদের সৃষ্টি পৃথিবীতেই হয়েছে এবং এ নির্দেশনাবলী সেখানেই ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরদাউস সৃষ্টি করেছেন। তাকে চারটি নদীতে বিভক্ত করেছেন। আর তা হল সাইহূন, জাইহূন, দজলা (টাইগ্রীস) ও ফুরাত (ইউফ্রেটিস)।

অতঃপর তিনি সাপের কথা উল্লেখ করেন, যে সাপ স্থলভাগের সর্বাপেক্ষা বড় প্রাণী ছিল। সাপ হযরত হাওয়া আ.–কে বলল, যদি তোমরা ঐ বৃক্ষের

---

৬১. আল্লামা যাহেদ কাওসারী রহ. বলেন, এ জান্নাতের ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী যা বর্ণনা করেছেন, তা হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত নয়।

ফল খাও তবে তোমরা চিরস্থায়ী হবে। কখনো তোমাদের মৃত্যু আসবে না। কিছু আলোচনার পর তিনি উল্লেখ করেন, অতঃপর তাকে আদন (একটি আরব উপদ্বীপ) থেকে উদ্যানের পূর্ব দিক দিয়ে সে যমীনে পাঠিয়ে দেয়া হল, যা থেকে তাঁর সৃষ্টির সময় মাটি সংগ্রহ করা হয়েছিল।

হযরত ইবনে ওহাব রহ. বলেন, হযরত আদম আ.-এর আদন হতে অবতরণের স্থানটি হল ভারতবর্ষের পূর্ব দিক। সম্ভবতঃ কাবিল তার ভাইকে হত্যা করার পর আদন-এর পূর্ব দিকে ইয়ামেন-এর কোনো এক উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিল। যেখানে সে তার লাশ সমাধিস্থ করে। অন্য মুফাসসিরীনের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন, আবূ সালেহ রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে اهْبِطُوا -এর যেই তাফসীর বর্ণনা করেছেন, সেই তাফসীরও পূর্বোল্লিখিত তাফসীরগুলোর ন্যায়। মুনযির ইবনে সাঈদও এ রূপ বলেছেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. বর্ণনা করেন, হযরত আদম আ. কে পৃথিবীতেই সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবীতেই রাখা হয়েছে। পৃথিবীতে ফিরদাউস তৈরি করা হয়েছে। আর তা ছিল 'আদন' নামক আরব উপদ্বীপে। যাকে ফিরদাউসে আদম বলা হয়। তাকে চারটি নদী দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো আজও পৃথিবীর বুকে রয়েছে। এতে মুসলমানগণ একমত। সুতরাং হে বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ! এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর।

তিনি এ-ও উল্লেখ করেছেন, যে সাপটি হযরত আদম আ.-এর সাথে কথা বলেছিল, সেটি সর্ববৃহৎ স্থলচর প্রাণী ছিল। তিনি বলেন, সেটি সর্ববৃহৎ নভচর প্রাণী ছিল না। তাহলে তারা কিভাবে বলে, সেই জান্নাত পৃথিবীতে ছিল না; বরং সপ্তম আকাশে ছিল।

তিনি আরো বলেন, হযরত আদম আ.-কে আদন উদ্যানের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বের করা হয়। অথচ জান্নাতুল মা'ওয়া (চিরস্থায়ী আবাসস্থল)-এর কোনো পূর্ব-পশ্চিম নেই। কারণ সেখানে তো সূর্যই নেই।

তিনি এ-ও বলেন, অতঃপর হযরত আদম আ.-কে সে স্থানে অবতরণ করা হয়েছে, যে স্থান থেকে তাঁকে সৃষ্টির জন্য মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাকে ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত 'আদন' উপদ্বীপে

অবস্থিত জান্নাতুল ফিরদাউস হতে নামিয়ে আনা হয়েছে। হযরত ইবনে কুতায়বাহ কর্তৃক বর্ণিত এ সকল তথ্য দ্বারা বুঝা যায়, সেটি ইয়ামেনের অন্তর্গত ছিল। আর 'আদন'ও ইয়ামেনে অবস্থিত। তিনি আরো উল্লেখ করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-এর জন্য 'আদনে' উদ্যান তৈরী করেছেন এবং তার সমর্থনে বলেন, এর চারটি নদী (সাইহূন, জাইহূন, দজলা ও ফোরাত) ফেরদাউসে আদম নামক নদ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে।

মুনযির রহ. বলেন, ইবনে কুতায়বা ইবনে মুনাব্বিহ-এর সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম আ. মৃত্যুকালে সেই উদ্যানের ফলের আকাংখা করেছিলেন, যেখানে তিনি পূর্বে ছিলেন। যারা বলে তা সপ্তম আকাশে ছিল, তাদের মত অনুযায়ী তা কি করে সম্ভব? কেননা, হযরত আদম আ. তো পৃথিবীতেই ছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তখন সে ফলের সন্ধানে বের হন। কিন্তু ফেরেশতারা হযরত আদম আ.-এর মৃত্যুর সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছে দিলেন।

তাহলে তাদের মতানুসারে কি আদম আ.-এর সেই সন্তানেরা পাগল ছিল, যারা ফলের সন্ধানে বের হলেন। (যে, উক্ত চিরস্থায়ী জান্নাত আকাশে আর তারা যমীনে সে জান্নাতের ফল অনুসন্ধানে বের হলেন?)

ইবনে কুতায়বা যা বর্ণনা করলেন, 'তারা' (আদম আ.এর সন্তান) তাদের পিতার জন্য জান্নাতুল খুলদ- এর ফলের অনুসন্ধানে বের হলেন, তা যদি সত্যি হয়, তবে এটা বাস্তবেই একটি পাগলামি। তিনি (ইবনুল মুনযির) বলেন, তাঁরা যা বলেন, আমি এর বিপরীত অন্য কিছুই বলি না। যদি সে জান্নাত জান্নাতুল খুলদ হত, তবে তাতে আজীবন থাকত। আমরা কুরআন দ্বারা দলীল পেশ করি। আর আমাদের প্রতিপক্ষ তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এমন দাবী করে, যার কোন দালীলিক ভিত্তি নেই।

উক্ত মাসআলাতে যারা মতভেদ করেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজনের মত উল্লেখ করা হল। এখন আমরা উভয় মতাবলম্বন কারীদের দলীল-প্রমাণ পেশ করে প্রত্যেকের পক্ষের ও বিপক্ষের জবাবগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।
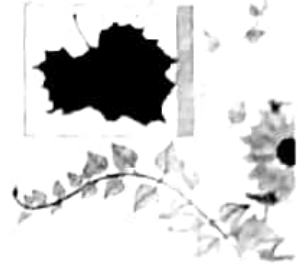
## জান্নাতুল খুলদে আদম আ.-এর অবস্থানের প্রমাণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব শ্রেণীর মানুষকে যেই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেই বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করেছি। আর আমাদের এ বক্তব্য সকল ব্যক্তিই সমর্থন করবে। কারো মনে এর উপর দ্বিমতের বাসনা জাগবে না।

ইমাম মুসলিম রহ. স্বীয় গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিমে'[৬২] হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন হাশরের ময়দানে মানুষদের একত্রিত করবেন, তখন মু'মিনগণ এমন অবস্থায় উঠবে, জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। তারা তখন হযরত আদম আ.-এর নিকট গিয়ে বলবেন, আব্বাজান! জান্নাতের দরযা খোলার ব্যবস্থা করুন। তখন হযরত আদম আ. বলবেন, তোমাদেরকে তো তোমাদের পিতার ভুলের কারণেই জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে।

জান্নাতুল খুলদ হওয়ার প্রবক্তারা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে পেশ করে বলে, যে জান্নাত হতে আদম আ. পৃথিবীতে এসেছিলেন এটি সে জান্নাত-ই, যে জান্নাতের প্রার্থনা কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানরা করবে।

সহীহায়নে[৬৩] হযরত আদম আ. ও হযরত মূসা আ.-এর পারস্পরিক তর্কের হাদীসটি রয়েছে। যাতে আছে, হযরত মূসা আ. হযরত আদম

---

৬২. খ. ১, পৃ. ১১২

৬৩. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৮৪, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৩৫

আ.-কে বললেন, 'আপনি আমাদেরকে সহ নিজেকেও জান্নাত হতে বের করেছেন'। যদি ঘটনাটি পৃথিবীতেই ঘটত, তাহলে সবাই পৃথিবীর কোনো উদ্যান হতে বিতাড়িত হতেন। জান্নাত থেকে নয়।

এমনিভাবে মু'মিনদের লক্ষ্য করে হযরত আদম আ.-এর উক্তি هل أخرجكم من الجنة إلاخطيئة ابيكم তোমাদেরকে তোমাদের পিতার ভুল-ই জান্নাত থেকে বের করেছে। (এতে প্রতীয়মান হয়, সেটি পৃথিবীতে ছিল না।) কেননা মু'মিনদেরকে তো দুনিয়ার উদ্যান থেকে বের করা হয়নি।

তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন, يَاآدم اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّـٰالِمِيْنَ *হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেথা হতে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।* فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِيْنٍ ○ *কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল, সেখান থেকে তাদেরকে বের করল। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।*[৬৪]

সুতরাং উক্ত আয়াত এ কথাই বুঝায়, হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। তার দু'টি কারণ। প্রথমতঃ اهبطوا হলো, উপর থেকে নিচে নামা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, পৃথিবীতে কিছু কাল তোমাদের বসবাস করতে হবে। আর এ শব্দ বলেছেন, اهبطوا-এর পরে। সুতরাং এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, তিনি ইতোপূর্বে পৃথিবীতে ছিলেন না। তার সমর্থনে সূরা আ'রাফে ইরশাদ হচ্ছে, فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ *সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে। সেখানেই*

---

৬৪. সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৫

*তোমাদের মৃত্যু হবে। এবং তথা হতে তোমাদেরকে বের করে আনা হবে'।*[৬৫]

যদি উক্ত জান্নাত পৃথিবীতেই হত, তবে জান্নাতী জীবনের পূর্বাপর জীবনও পৃথিবীতে ছিল। তাহলে এ কথা বলা কিভাবে ঠিক হল, জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর তোমাদের জীবন পৃথিবীতেই কাটাতে হবে।

তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাতের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর কোন উদ্যানের হতে পারে না। বরং তা একমাত্র জান্নাতুল খুলদ তথা চিরস্থায়ী জান্নাতের-ই হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ○

*তোমার জন্য ব্যবস্থা এমন যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না, নগ্নও হবে না এবং সেখানে পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লিষ্ট হবে না।*[৬৬]

এ তো পৃথিবীতে কোন রূপেই সম্ভব নয়। চাই কোন ব্যক্তি এ পৃথিবীর উঁচু থেকে উঁচুতম স্থানে থাকুক, সে এ বিষয়গুলির কোন না কোনটির সম্মুখীন হবেই। আল্লাহ তা'আলা جوع –এর বিপরীতে ظمأ, عرى, ضحى শব্দ এনেছেন। সুতরাং جوع দ্বারা উদ্দেশ্য হল অভ্যন্তরীন অপমান, আর عرى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাহ্যিক অপমান। ظمأ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা, আর ضحى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বাহ্যিক তাপ। তাহলে জান্নাতে বসবাসকারীদের থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সবধরনের অপমান, উষ্ণতা হতে মুক্ত পরিবেশ দেয়া হচ্ছে। কাজেই তাকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নগ্নতা ও রৌদ্রের প্রখরতার মুখামুখি হতে হচ্ছে না। এধরনের পরিবেশ একমাত্র জান্নাতুল খুলদেই সম্ভব। অন্য কোথাও নয়।

আরো বলেন, যদি উক্ত জান্নাতটি পৃথিবীতেই হত, তাহলে আদম আ. ইবলীসের মিথ্যা প্রতারণা সম্পর্কে জানতে পারতেন। যেহেতু শয়তান

---

৬৫. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ২৫

৬৬. সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১১৮-১৯

বলেছে, هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ○ *আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?*[৬৭]

আর আদম আ. জানতেন, এ পৃথিবী অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এবং এ পৃথিবীর রাজত্ব অবশ্যই ক্ষয়িষ্ণু।

এমনিভাবে তারা আরো বলেন, এ ঘটনা সূরা বাক্বারায় আরো স্পষ্টভাবে রয়েছে, হযরত আদম আ. কে যে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে, তা আকাশে ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ○ এবং যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। وَقُلْنَا يَاآدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ○ এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা হতে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○ কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল, সেখান থেকে তাদেরকে বহিস্কৃত করল। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা থাকবে। فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ○ অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। ফলে আল্লাহ তাঁর প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬৮]

জান্নাত হতে আদম আ. ও হাওয়া আ. ও মরদূদ শয়তানকে অবতরণ করতে হয়েছে। সে জন্যই ٱهْبِطُواْ বহুবচন বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন,

---

৬৭. প্রাগুক্ত, আয়াত : ১২০

৬৮. সূরা বাকারা, আয়াত : ৩৪-৩৭

এই আয়াতে হযরত আদম ও হাওয়া আ.-এর সাথে সে সাপের অবতরণের নির্দেশ হয়েছিল। কিন্তু এটি অত্যন্ত দুর্বল মত। কেননা, হযরত আদম আ.-এর ঘটনায় সাপের কোন উল্লেখও নেই এবং আলোচনার পূর্বাপর দ্বারাও তা বুঝা যায় না।

কেউ কেউ বলেন, اَهْبِطُوْا দ্বারা হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. দুজনকেই সম্বোধন করা হয়েছে। দু'জনের ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহারের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, হযরত দাউদ আ. ও সুলাইমান আ.-এর ঘটনায় বলা হয়েছে, وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ ○ *আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম, তাদের বিচার।*[৬৯] এখানে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আ. তাঁরা দু'জন হওয়া সত্ত্বেও বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতিও যেহেতু অবতরণের নির্দেশ ছিল একারণে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। মূলতঃ প্রথম মতটি ব্যতীত সবই দুর্বল। কারণ, এ মতগুলো সব কয়টিই দলীলবিহীন দাবী মাত্র। তা ছাড়া আয়াতের শব্দাবলীও সেগুলোর বিপরীত বুঝায়। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হল, اَهْبِطُوْا-এর সম্বোধনে (অর্থাৎ জান্নাত থেকে বের হওয়ার নির্দেশে) হযরত আদম আ. ও হযরত হাওয়া আ.-এর সাথে ইবলীসও শরীক ছিল। সেও অবতরণ করেছে। সুতরাং এ কথা যখন দৃঢ় হয়ে গেল, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় অবতরণের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ○. *আমি বললাম, তোমরা সকলই এ স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎ পথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।*[৭০]

উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, জান্নাত হতে অবতরণের প্রথম নির্দেশ এবং এ নির্দেশ দু'টি স্বতন্ত্র। প্রথমোক্ত নির্দেশ হল, জান্নাত থেকে

---

৬৯. সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৭৮

৭০. সূরা বাক্বারা, আয়াত : ৩৮

অবতরণের। আর দ্বিতীয় নির্দেশ হল, আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণের। সুতরাং যে জান্নাত থেকে তাঁদেরকে অবতরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তা ছিল আকাশে, আর সেটিই তো জান্নাতুল খুলদ।

আল্লামা যামাখশারী রহ.-এর মত হল, اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا -এর দ্বারা সম্বোধন হল, হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.। তবে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের অধীনস্থ মনে করে বহুবচন আনা হয়েছে। এর দলীল হল, ষোল পারায় আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا হে *আদম ও হাওয়া! তোমরা সকলই জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও।*

আর এ সম্বোধন যেহেতু তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের অধীনস্ত সাব্যস্থ করে করা হয়েছে, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ তোমরা একে অপরের শত্রু। এই আয়াতও এ কথাই বুঝায়, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ *আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা আমার সৎ পথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা কুফরী করবে এবং আমার নির্দেশসমূহকে অস্বীকার করবে, তারাই অগ্নিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।* এটা তখনি সম্ভব, যদি এ সম্বোধন আদম আ.-এর সকল সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষ একে অপরের সাথে শত্রুতা করা, অবাধ্য হওয়া, তাদের একজনকে অন্য জনের ভ্রষ্ট করা।

আল্লামা যামাখশারীর গ্রহণ করা এই মতটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ, উক্ত আয়াতে শত্রুতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শয়তান ও মানুষের মধ্যকার শত্রুতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا *শয়তান তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর।*

আল্লাহ তা'আলা শয়তান ও মানুষের মধ্যকার বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। কারণ, এই শত্রু থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। তা ছাড়া হযরত আদম ও হাওয়ার মাঝে তো কোন শত্রুতা ছিল না। বরং

তাদের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হল, لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا হযরত আদম আ.–এর *স্ত্রী হাওয়াকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।*[৭১]

এবং আল্লাহ তা'আলা وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً *তিনি তোমাদের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন।*

সুতরাং ভালবাসা ও মমতা হয় ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে। আর শয়তান ও মানুষের মাঝে হয় শত্রুতা। আর পূর্বে এ কথা উল্লেখ হয়েছে, এখানে তিন জনকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আদম আ., তাঁর স্ত্রী ও ইবলীস। তাহলে اهْبِطُوا –এর মধ্যে বহুবচনের ضمير বহুবচনের কিছু অংশের দিকে ফিরানো আর কিছুকে বাদ দেয়া ভাষার ব্যবহারিক ব্যাকরণ পরিপন্থী। শব্দ ও অর্থের চাহিদা তাই। সুতরাং (এর বিপরীত কথা বলে) আল্লামা যামাখশারী কোন অভিনব কথা বলেননি।

আর ষোল পারায় সূরা ত্বা-হাতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى–এর মধ্যে اهْبِطَا দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং اهْبِطَا–এর মধ্যে দ্বিবচনের ضمير হয়ত হযরত আদম ও হাওয়া আ.–এর প্রতি ফিরেছে। অথবা হযরত আদম আ. এবং ইবলীসের দিকে ফিরেছে। হযরত হাওয়া হযরত আদম আ.–এর অধীনস্থ হওয়ায় তাঁর আলোচনা করা হয়নি। এ হিসাবে অবতরণের সাথে যে শত্রুতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই দুই সম্বোধিত সত্তার মধ্যেই হবে। আর দুই সম্বোধিত সত্তা হল, হযরত আদম আ. ও ইবলীস।

সুতরাং এতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে প্রথম অবস্থা যাতে ضمير হযরত আদম ও হাওয়া আ.–এর দিকে ফিরে। তখন আয়াতে দু'টি বিষয় সন্নিবেশিত হয়। এক. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ.–কে অবতরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দুই. হযরত আদম আ. ও তাঁর স্ত্রীর সাথে ইবলীসের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এজন্য بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

---

৭১. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৮৯

–এর মধ্যে বহুবচনের ضمير ব্যবহার করা হয়েছে। আর اهْبِطَا–এর মধ্যে যেহেতু ইবলীস অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই দ্বিবচন আনা হয়েছে। তবে শত্রুতার বিষয়টির মধ্যে ইবলীস অবশ্যই অকাট্যভাবে অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, هٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ *হে আদম! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু।*[৭২]

আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদেরকে বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا শয়তান তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর।[৭৩]

ভেবে দেখার বিষয়, যেখানে শত্রুতা ও বৈরিতার উল্লেখ এসেছে, সেখানে দ্বিবচনের ضمير বর্জন করে বহুবচন আনা হয়েছে। আর পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ করার সময় কখনো একবচন, কখনো দ্বিবচন ও কখনো বহুবচনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন সূরা আ'রাফে রয়েছে, قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا আল্লাহ বলেন, হে ইবলীস! তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও। এমনিভাবে সূরা সাদে রয়েছে, فَاخْرُجْ مِنْهَا হে ইবলীস! তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও।

সুতরাং এর দ্বারা সম্বোধন শুধু ইবলীসকে করা হয়েছে। আর যেখানে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে হযরত আদম, হাওয়া ও ইবলীস সকলকেই করা হয়েছে। কারণ, ঘটনা সকলকে নিয়েই আবর্তিত হয়েছে। আর যেখানে দ্বি-বচন ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে হযরত হযরত আদম ও হাওয়া আ. উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁরা উভয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছেন। স্খলন তাদের দ্বারাই হয়েছে। অথবা এর সম্বোধন আদম আ. ও ইবলীস। কেননা উভয়েই মুকাল্লাফ তথা শরীআতের হুকুম-আহকাম পালনে নির্দেশিত দুই জাতির (মানুষ ও জিন) পিতা এবং তাদের পরবর্তী বংশধরদের মূল। তাই তাদের অবস্থা ও তার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তাদের বংশধররা এ থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে। এ

---

৭২. সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১১৭

৭৩. প্রাগুক্ত, আয়াত : ৬

ব্যাপারে আমি উভয় মত-ই উল্লেখ করলাম। তবে এ ব্যাপারে স্পষ্টতর কথা হল, اهبطا এর মধ্যে সম্বোধন হযরত আদম আ. ও ইবলীসকেই করা হয়েছে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা যেখানে তাঁর নির্দেশের বিপরীত আচরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে শুধু হযরত আদম আ.-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্ত্রী হাওয়া আ. এর কথা উল্লেখ করেননি। যেমন সূরা ত্বা-হা-এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ *আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। তার তাওবা কবূল করলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন।* قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا *অতঃপর বললেন, তোমরা উভয় একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও।*[৭৪]

উক্ত আয়াতগুলি হতে সুস্পষ্টতই বুঝে আসে, জান্নাত হতে নেমে যাওয়ার নির্দেশ হযরত আদম আ. কে করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী তো তাঁর অধীনস্থ হয়ে এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হল, মুকাল্লাফ দুই জাতি জিন ও ইনসানকে সে বিষয়ে অবহিত করা, যা তাদের আদি পিতা দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অমান্য করা ও তার বিপরীত করার কারণে যে অমঙ্গলজনক দুর্বিপাকের সম্মুখীন হতে হল।

সুতরাং শুধুমাত্র মানব জাতির আদি পিতার কথা উল্লেখ করার চেয়ে উভয় মুকাল্লাফ জাতির আদি পিতার কথা উল্লেখ করাই পরিপূর্ণতর। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে জানান, আদম আ.-এর স্ত্রীও নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছেন এবং সে জন্যই হযরত আদম আ. কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ কথাও বুঝা যায়, যেহেতু আদম আ. এর স্ত্রী নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে শরীক ছিল। সুতরাং জান্নাত থেকে বহিষ্কারকরণ ও নিচে অবতরণের নির্দেশের মাঝে সেও অন্তর্ভুক্ত।

---

৭৪. সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১২১-২৩

অবশ্যই তারও সে অবস্থা-ই হয়েছে, যে অবস্থা হয়েছিল হযরত আদম আ.-এর ।

মুদ্দাকথা হল, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ–এর মধ্যে বহুবচনের সম্বোধন সম্পূর্ণ স্পষ্ট। সুতরাং তাকে اهْبِطَا দ্বিবচনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তে দ্বি-বচনের ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তা নিষ্প্রয়োজন। তারা (যারা বলেন, উক্ত জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাতুল খুলদ) বলেন, প্রত্যেক স্থানে الْجَنَّةَ নির্দিষ্টকরণের 'আলিফ লাম' যুক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ও এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত। জান্নাতুল খুলদ ব্যতীত অন্য কোন জান্নাতই তার معهود তথা প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে না। সম্বোধিত ব্যক্তিগণ الْجَنَّةَ দ্বারা তার আল্লাহর প্রতিশ্রুত সেই جنة الخلد বা চিরস্থায়ী জান্নাতকেই বুঝেন। যেমন মদীনা (শহর) নাজম (তারকা) আল-বাইত (ঘর) আল-কিতাব (বই) এর উদ্দেশ্য ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট স্থানের নামে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং যে স্থানে জান্নাত শব্দটি নির্দিষ্টকরণের 'আলিফ লাম' দ্বারা ব্যবহৃত হয়, সেখানে জান্নাত দ্বারা নির্দিষ্ট জান্নাতই উদ্দেশ্য হবে, যা মু'মিনদের মনে গ্রথিত। আর যদি জান্নাতুল খুলদ ব্যতীত অন্য কোনো জান্নাত উদ্দেশ্য নিতে হয়, তবে হয়ত অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হবে অথবা অন্য শব্দের সাথে ইযাফতের (দুই বিশেষ্য পদের পরস্পর সংযোগ) মাধ্যমে ব্যবহৃত হবে। অথবা পূর্বাপর এমন কোন শর্তযুক্ত হবে, যদ্বারা বুঝা যাবে, তা পৃথিবীর কোন উদ্যান। তার অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহার যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ।

ইযাফতের মাধ্যমে তার ব্যবহার যেমন, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ । পূর্বাপর এমন কোন শর্তযুক্ত হয়, যার দ্বারা বুঝা যায়, তা পৃথিবীর কোন উদ্যান ছিল, তার ব্যবহারের উদাহরণ হল আল্লাহ তা'আলার এই বাণী, إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ *নিশ্চয়-ই আমি তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছি, যেমনিভাবে করেছিলাম উদ্যান মালিকদেরকে।*

তারা বলেন, উক্ত জান্নাত জান্নাতুল খুলদ হওয়ার উপর নির্দেশক প্রমাণগুলির অন্যতম হল নিম্নের এই বর্ণনা। হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. বলেন, ان الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة، وعلمه صنعة كل شيئ، فماعندكم هذه من ثمارالجنة، غير ان هذه يتغيروه تلك لايتغير আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম আ. কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করলেন, তখন তাকে খাদ্যসম্ভার হিসাবে কিছু জান্নাতের ফল দান করলেন এবং তাঁকে প্রত্যেক বস্তু তৈরীর পদ্ধতি শিখালেন। সুতরাং পৃথিবীতে তোমরা যে ফল-ফলাদি দেখছ, তা জান্নাতেরই ফল। তবে হ্যাঁ, ব্যবধান এটুকু, দুনিয়ার ফলগুলোতে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু জান্নাতের ফলগুলোয় কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না।

তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে জামানত দিয়ে বলেছেন, তিনি যদি তাওবা করে ফিরে আসেন, তবে তাকে জান্নাতে ফিরিয়ে আনা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَتَلَقَّى آدم مِن رَّبِّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মিনহাল রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে একটি হাদীস নকল করেছেন, হযরত আদম আ. আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন, يارب خلقتني بيدك হে প্রভু! আপনি কি আমাকে স্ব-হস্তে তৈরী করেননি? আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেন নয়?

অতঃপর আদম আ. বলেছেন, أي رب ألم تنفخ فِيَّ من روحك হে প্রভু! আপনি কি আপনার থেকে আমার মাঝে আত্মা দান করেননি? আল্লাহ তা'আলা বললেন, কেন নয়?

অতঃপর আদম আ. বললেন, ألم تسكنني جنتك হে প্রভু! আপনি কি আমাকে জান্নাতে স্থান দেননি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, কেন নয়?

অতঃপর হযরত আদম আ. বললেন, رب ألم تسبق رحمتك غضبك হে প্রভু! আপনার রহমত কি আপনার ক্রোধের উপর বিজয়ী নয়?

আল্লাহ তা'আলা বললেন, কেন নয়? তখন হযরত আদম আ. বললেন, أرأيت أن أتبت وأصلحت أرجع أنت إلى الجنة আমি যদি তাওবা করি এবং ভুল

শুধরে নেই, তবে কি আমাকে পুনরায় জান্নাতে ফিরিয়ে নেবেন না? আল্লাহ তা'আলা বললেন, কেন নয়?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَتَلَقَّى آدم من رَّبِّه كَلِمَـــات এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ হাদীসের কয়েকটি সনদ রয়েছে। সে সনদগুলোর কোনো কোনোটিতে একথাও রয়েছে, হযরত আদম আ. স্বীয় প্রভুর হুকুম লঙ্ঘন করলেন। অতঃপর স্বীয় প্রভুকে বললেন, যদি আমি তাওবা করে নেই? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, পুনরায় আমি তোমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে নেব।

একথাগুলো হল সেই মত পোষণকারীদের দলীল, যারা বলেন, আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাত দ্বারা জান্নাতুল খুলদ উদ্দেশ্য। এখন আমি উক্ত মতের সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের দলীলসমূহ উপস্থাপন করব।
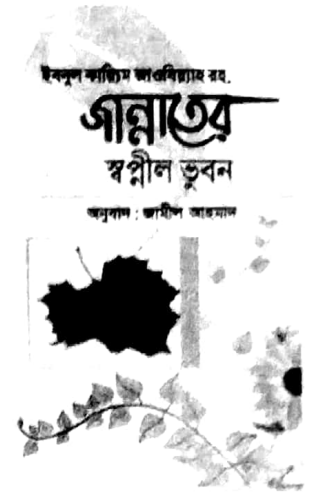
## আদম আ. পৃথিবীতেই ছিলেন-এর প্রমাণ

এ মতালম্বীদের ভাষ্যমতে তাদের মতের পেছনে প্রচুর যুক্তি রয়েছে। সেগুলোর মধ্য হতে নির্বাচিত কয়েকটি যুক্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণের মাধ্যমে এ সংবাদ-ই জানিয়েছেন, জান্নাতুল খুলদ তথা চিরস্থায়ী জান্নাতে শুধু কিয়ামতের দিনই প্রবেশ করানো হবে। সুতরাং তাতে প্রবেশ করার সময় এখনো আসেনি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে উক্ত জান্নাতের বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুর যেই গুণাগুণ বর্ণনা করবেন, তাতে সেই গুণাগুণ বিদ্যমান থাকবে না; এটি অসম্ভব। উক্ত মত পোষণকারীগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তা খোদাভীরু তথা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তা হবে স্থায়ী আবাসস্থল। যে তাতে প্রবেশ করবে, সে তাতেই অবস্থান করবে। কিন্তু আদম আ. কে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, তাতে তো তিনি স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি। এখন আল্লাহ তা'আলা যেই জান্নাতকে জান্নাতুল খুলদ তথা চিরস্থায়ী জান্নাত বলেই অবহিত করেছেন। হযরত আদম আ. যে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, অথচ তাতে স্থায়ী ভাবে থাকেননি।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতুল খুলদের বর্ণনায় আরো বলেন, সেটি হল কর্মের প্রতিদানস্থল। সেটি আদেশ-নিষেধ ও কোনো প্রকার বাধ্য-বাধকতার স্থল নয়। আল্লাহ তা'আলা তার গুণাগুণ বর্ণনায় আরো বলেন, তা সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ স্থান। তা কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান নয়। অথচ হযরত আদম আ. কে যে জান্নাতে স্থান দেয়া হয়েছে, তাঁকে সেখানে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর তা ছিল অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের গুণাগুণ বর্ণনায় আরো বলেন, সেখানে কেউ তাঁর হুকুম অমান্য করবে না। কিন্তু আদম আ. দ্বারা তো তা সংঘটিত হয়েছে সে জান্নাতেই, যাতে তিনি প্রবেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের গুণাগুণ বর্ণনায় আরো বলেন, তা কোন প্রকার চিন্তা ও পেরেশানীর স্থান নয়। অথচ তাতে হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. চিন্তা ও পেরেশানীতে নিপতিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে দারুস সালাম তথা শান্তি নিবাস বলে অভিহিত করেছেন। অথচ আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিরাপদ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে দারুল ক্বারার তথা স্থায়ী নিবাস ঘোষণা করেছেন। অথচ হযরত আদম ও হাওয়া আ. যে জান্নাতে ছিলেন, তাতে স্থায়ী হননি।

জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, وَمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ *তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না।*[৭৫] অথচ হযরত আদম আ. যে জান্নাতে ছিলেন, তা হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ *জান্নাতবাসীদের সেখানে কোন প্রকার কষ্ট হবে না।* অথচ হযরত আদম আ. যে জান্নাতে ছিলেন, তাতে তাঁর শরীর থেকে বস্ত্র খুলে ফেলার পর তিনি লজ্জায় তাড়িত হয়ে ফিরতে লাগলেন। বৃক্ষপাতা দ্বারা স্বীয় শরীরকে আচ্ছাদিত করতে লাগলেন। এটিতো পূর্ণ মাত্রায় কষ্টকর। জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেখানে তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য।[৭৬] অথচ হযরত আদম আ. যে জান্নাতে ছিলেন, সেখানে তিনি ইবলীসের অসার ও পাপবাক্য শুনেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে مَقْعَدِ صِدْقٍ সত্যের ভূমি বলে ঘোষণা করেন। অথচ আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাতের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তো ইবলীস মিথ্যাচার করেছিল; এমনকি মিথ্যার উপর শপথও করেছিল।

---

৭৫. সূরা হিজর, আয়াত : ৪৮

৭৬. সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ২৫

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে সৃষ্টির পূর্বে ফিরিশতাদের সম্মুখে ঘোষণা করেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً *আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।*[৭৭] *ফিরিশতাগণ প্রত্যুত্তরে বললেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চান, যারা অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে।* এটি জান্নাতুল মা'ওয়াতে কোন ভাবেই হতে পারে না। ইবলীস জান্নাতে হযরত আদম আ. কে যা বলেছিল আল্লাহ তা'আলা সেটি বর্ণনা করেন, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা। সুতরাং যদি হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাত জান্নাতুল খুলদ বা স্থায়ী জান্নাত হত, তাহলে তিনি কেন ইবলীসের এ কথার উত্তর দেননি, তুমি আমাকে সে স্থানের-ই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, যে স্থানে আমি বর্তমানে আছি। তা তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.–কে জান্নাতে স্থান দিয়ে বলেননি যে, এখানে চিরস্থায়ী হবে। তিনি যদি তা জানতেন, তবে ইবলীসের কথায় কান দিতেন না। তার উপদেশের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি এমন জান্নাতে ছিলেন, যা চিরস্থায়ী ছিল না, ফলে তিনি সে বস্তু ভক্ষণের মাধ্যমে ধোকায় পড়ে গেলেন অমরত্ব অর্জনের মিথ্যা প্রবঞ্চনায়। তারা আরো বলেন, জান্নাত হল পূতঃপবিত্র ব্যক্তিদের স্থান। সুতরাং যদি হযরত আদম আ. জান্নাতুল খুলদে অবস্থান করতেন, তবে ধোকাবাজ ও বিতাড়িত শয়তান সেখানে কিভাবে পৌছল? এবং কিভাবে তাঁকে পরীক্ষায় ফেলল ও কু-মন্ত্রণা দিল?

এ কু-মন্ত্রণা চাই তাঁকে শুনানো হোক বা তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করা হোক, সে অভিশপ্ত শয়তান সেখানে কিভাবে প্রবেশ করল? এমনিভাবে যখন তাকে বলা হল, তুমি এ থেকে নেমে যাও فما يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا *এখানে থেকে অহংকার করবে, তা হতে পারে না।*[৭৮]

এরপরও তার জন্য জান্নাতুল মা'ওয়াতে উঠা কিভাবে সম্ভব হল, যা সম্ভবত আকাশেরও উর্ধ্বে? অথচ এ সব কিছুই তার অবাধ্যতা ও অহংকারীর

---

৭৭. সূরা বাক্বারা, আয়াত : ৩০

৭৮. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৩

কারণে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি বশতঃ তাকে বের করে দেয়া ও ধমকানির পর হয়েছে। এসব কল্পনা কি এ আয়াতের فما يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبَّرَ فِيهَا (এখানে থেকে অহংকার করবে, তা হতে পারে না) সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে?

সুতরাং যে ভাষায় শয়তান হযরত আদম আ.-কে সম্বোধন করেছে ও তার উপর শপথ করেছে, এটিই যদি অহংকার না হয়, তবে অহংকার আবার কি?

যদি কেউ বলে, হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. ছিলেন আকাশে আর শয়তান ছিল পৃথিবীতে এবং এ অবস্থাতেই শয়তান তাঁদের কু-মন্ত্রণা দিয়েছে। তার এ কথা অভিধান, অনুভূতি ও পরিভাষা; কোন দিক থেকেই যুক্তিসম্মত নয়। যদি মনে করা হয়, ইবলীস সাপের মুখে প্রবেশ করে সাপের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, এটিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভুল। কেননা সে জান্নাত থেকে একবার বহিস্কৃত হওয়ার পর পুনরায় জান্নাতে কিভাবে প্রবেশ সম্ভব? যদিও সাপের মুখে করে হোক।

যদি বলা হয়, সেই ইবলীস হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর অন্তরে প্রবেশ করে তাঁদেরকে কু-মন্ত্রণা দিয়েছে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে শয়তানের সাথে তাঁদের কথোপকথনকালে তাঁদের সাথে তার সম্বোধনকেও বর্ণনা করেছেন। তাতে বুঝায় যায়, তাঁরা তার কথা সামনাসামনি শুনেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ۝ *'শয়তান বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও, এই জন্য-ই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরক নিষেধ করেছেন'*।[৭৯]

আল্লাহর বক্তব্যের ধরন এ কথারই নির্দেশ বহন করে, সে তাঁদের উভয়ের সামনে সে নিষিদ্ধ বৃক্ষের পাশেই উপস্থিত ছিল। যখন হযরত আদম আ. জান্নাতের বাইরে ছিলেন; জান্নাতে ছিলেন না, তখন আল্লাহ তা'আলা

---

৭৯. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ২১

বললেন, أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ *আমি কি তোমাদেরকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি।*[৮০]

عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ বলেননি। যখন তাঁরা জান্নাতে ছিলেন, তখন هذه নিকটবর্তী বস্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। আর যখন জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তখন تلك দূরবর্তী বস্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, তারা এখন আর জান্নাতে নেই। সে নিষিদ্ধ বৃক্ষ আর তাঁদের সামনে নেই। এটি এ কথারই প্রমাণবহ, তাঁরা সেই জান্নাতে চিরস্থায়ী ছিলেন না। অথচ জান্নাতুল খুলদ তথা চিরস্থায়ী জান্নাতের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তার নিবাস হবে চিরস্থায়ী।

সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাতটি জান্নাতুল খুলদ ছিল না। ইবলীস পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও তার কু-মন্ত্রণা হযরত আদম ও হাওয়া আ. পর্যন্ত আকাশে পৌঁছিয়ে ছিল; এ কথা বলাও ঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ *তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ উত্থিত হয়।*[৮১] অথচ অভিশপ্ত ইবলীসের কথা তো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অপবিত্র। সুতরাং তা পবিত্র স্থানে উত্থিত হতে পারে না।

মুনযির রহ. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আদম আ. نام في جنته তিনি তাঁর জান্নাতে ঘুমিয়েছেন। অথচ নস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত, জান্নাতুল খুলদে নিদ্রা আসবে না। যেমন, এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জান্নাতবাসী কি জান্নাতে নিদ্রা যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুত্তরে বললেন, النوم أخو الموت والنوم وفاة 'নিদ্রা মৃত্যুসদৃশ, নিদ্রা তো মৃত্যুই'। কিন্তু জান্নাতে মৃত্যু হবে না। কুরআন কারীমেও তার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। তা ছাড়া নিদ্রা তো অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। অথচ জান্নাতী ব্যক্তি দারুস সালাম অর্থাৎ জান্নাতে যে

---

৮০. প্রাগুক্ত, আয়াত : ২২
৮১. সূরা ফাতির, আয়াত : ১০

কোনো প্রকার অবস্থার পরিবর্তন থেকে নিরাপদ থাকবে। আর ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃতুতুল্য।

আমি বলব, মুনযির রহ. যে বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা মুজাহিদের উপর মাওকূফ। তিনি বলেন, হযরত আদম আ.-এর ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে হযরত হাওয়া আ. কে সৃষ্টি করেছেন।

আসবাত রহ. সুদ্দী রহ. হতে বর্ণনা করেন, হযরত আদম আ. যে জান্নাতে অবস্থান করছিলেন, তাতে একাকী বসবাস করছিলেন। তাঁর কোনো এমন সঙ্গী ছিল না; যার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। তখন তিনি একবার ঘুম থেকে জেগে তাঁর শিয়রের কাছে একজন রমণীকে বসা অবস্থায় পেলেন, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাম পাঁজর থেকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম আ. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি একজন নারী। আদম আ. প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হল? তিনি উত্তরে বললেন, যেন তুমি প্রশান্তি লাভ করতে পার।

ইবনে ইসহাক রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে নিদ্রাচ্ছন্ন করে দিলেন। এরপর তাঁর বাম পাঁজর হতে একটি হাড় বের করে তাতে পুনরায় গোস্ত ভরিয়ে দিলেন। আদম আ. ঘুমন্ত ছিলেন। তিনি নিদ্রা হতে জেগে উঠার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃজিত স্ত্রী হাওয়া আ.-কে পুরোদস্তুর একজন নারী হিসাবে সৃষ্টি করলেন, যেন তিনি তাঁর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। হযরত আদম আ. নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সে রমণীকে নিজের পার্শ্বে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, لحمي ودمي وروحي হে আমার গোস্ত, হে আমার রক্ত ও আমার আত্মা! فسكن إليها অতঃপর তার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করলেন।

তাদের আরো যুক্তি হল, এতে কোন মতভেদ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। কোথাও এ বিষয়ে উল্লেখ নেই, তাঁকে পরবর্তীতে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। যদি তাঁকে পরবর্তীতে আকাশে তুলে নেয়া হয়, তবে অবশ্যই তা উল্লেখ না করলে নয়। কারণ এটি তখন আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে হতে একটি নিদর্শন হত এবং হযরত আদম আ.-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক

মহান নি'আমত হত। কারণ, তা হত হযরত আদম আ.-এর সশরীরে উর্ধ্বগমন।

তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে কিভাবে আকাশে স্থানান্তরিত করবেন, অথচ তিনি ফিরিশতাদের লক্ষ্য করে বলেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً *আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব*[৮২]। সুতরাং যেথাকার নিবাস স্থায়ী, কখনো বহিষ্কার হতে হয় না, সেখানে তাঁকে কিভাবে অস্থায়ীভাবে রাখা হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ *তারা সেথা হতে বহিস্কৃত হবে না।*[৮৩]

তারা আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁকে সিজদা করার জন্য ইবলীসকে নির্দেশ দিলে সে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর প্রেক্ষিতে তাকে নির্দেশ দেয়া হল, فَاهْبِطْ مِنْهَا তুমি জান্নাত থেকে নিচে নেমে যাও। এরপরই হযরত আদম আ.-কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

সুতরাং উক্ত জান্নাত দ্বারা যদি নভোমণ্ডলের উপরস্থ জান্নাত উদ্দেশ্য হয়, তবে ইবলীসকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেয়ার পরও সে কিভাবে আকাশে আরোহণ করতে পারে? এটাও এ কথার প্রমাণবহ, উক্ত জান্নাত পৃথিবীতে ছিল। জান্নাতুল মা'ওয়া ছিল না।

পক্ষান্তরে বিরোধীপক্ষ যে ব্যাখ্যা পেশ করছেন তা নিতান্তই কাল্পনিক, কৃত্রিম ও বানোয়াট। যেমন তাদের কেউ বলে, ইবলীস সর্বদার জন্য নয়; বরং সাময়িকভাবে আকাশে আরোহণ করেছিল। আবার কেউ বলেছেন, ইবলীস সাপের পেটে অথবা মুখে অবস্থান করে জান্নাতে প্রবেশ করেছিল। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইবলীস পৃথিবীতে ছিল, আর হযরত আদম ও হাওয়া আ. আকাশে ছিলেন। এ অবস্থায়-ই সে তাঁদেরকে ধোকা দিয়েছে। কিন্তু এসবগুলোর ভ্রষ্টতা ও বাস্তবতা বিবর্জিত হওয়ার বিষয়টি মোটেই অস্পষ্ট নয়।

---

৮২. সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০

৮৩. সূরা হিজর, আয়াত : ৪৮

এর বিপরীতে আমাদের মত সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক। কেননা, আমরা বলি, ইবলীস যখন হযরত আদম আ.-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ফিরিশতা জগৎ থেকে বহিষ্কার করে দেন। আর তখন থেকেই ইবলীসের চোখে আদম আ. শত্রু হয়ে যায়।

আর যখন তার শত্রু হযরত আদম আ.-কে মনোরম উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত করা হল, তখন থেকে তার শত্রুতা চরম বিদ্বেষে রূপ নিল এবং ধোকা ও কু-মন্ত্রণার মাধ্যমে তাঁকে সেখান থেকে বের করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করল।

তারা বলেন, সকল দলীল দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাতটি সেই জান্নাতুল খুলদ তথা স্থায়ী জান্নাত ছিল না; যার ব্যাপারে খোদাভীরুদের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। এর উপর ভাল একটি দলীল হল, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর জীবন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরপর তাঁর জীবনের ইতি ঘটবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্থায়ীরূপে সৃষ্টি করেননি। যেমন ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে' তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

**قال رسول الله ﷺ لما خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بأذنه. فقال ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأمنهم جلوس فقال السلام عليكم وقالوا وعليك السلام. ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختراَيهما شئت، فقال اخترت يمين ربِّي وكلتا يديه يمين مباركة. ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته فقال يا رب ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك، فاذًا كل انسان مكتوب بين عينيه عمره. فاذا فيهم رجل أضوؤهم قال يا رب من هذا؟ قال هذا إبنك داوْد وقد كتبت له عمره أربعين سنة. قال ذالك الذي كتبت له قال أى ربي فإني قد جعلت له من عمرى ستين سنة قال أنت وذالك . قال ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم اهبط منها يعد لنفسه . قال فأتاه ملك الموت فكان آدم فقال آدم قد عجلت قد كتبت لى ألف سنة قال بلى ولكنك جعلت لإبنك داوْد ستين سنة. فجحد فجحدت ذريته ونسى فنسيت ذريته فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود.**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করে তাঁর মাঝে আত্মা দান করেছেন, তখন হযরত আদম আ.-এর হাঁচি এলো এবং তিনি বলে উঠলেন, الحمد لله। । আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই তিনি তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার প্রতি রহমত বর্ষিত হোক হে আদম! এখানে ফিরিশতারা আছে, তাদের নিকট যাও। যখন হযরত আদম আ. তাদের নিকট গিয়ে বললেন, আস্-সালামু আলাইকুম। তাঁরা (ফিরিশতাগণ) বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম। অতঃপর তিনি তাঁর প্রভুর নিকট ফিরে এলে তিনি তাঁকে বললেন, এটিই হল তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততিদের পারস্পরিক সালাম বা অভিবাদনের পদ্ধতি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ দুই মুষ্টি হতে যেটিকে ইচ্ছা পসন্দ কর। হযরত আদম আ. বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের ডান হাতকে গ্রহণ করলাম। আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান হাত ও বরকতময়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুষ্টি খুললেন, তাতে ছিল হযরত আদম আ. ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল বংশধর। তখন হযরত আদম আ. জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এরা তোমার সন্তান-সন্ততি। প্রত্যেকের দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থলে তাদের আয়ু লিপিবদ্ধ ছিল। তাদের মাঝে অত্যধিক উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একজন ছিলেন। হযরত আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু! এ কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ হল, তোমার পুত্র দাউদ। আমি তার বয়স চল্লিশ বছর নির্ধারণ করেছি। হযরত আদম আ. বললেন, হে প্রভু! তার বয়স কিছু বৃদ্ধি করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তার জন্য আমি এ পরিমাণ-ই লিপিবদ্ধ করে ফেলেছি। তখন হযরত আদম আ. বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার বয়স থেকে তাকে আমি ষাট বছর দিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটা তার ও তোমার ব্যাপার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর হযরত আদম আ. যত দিন অনুমতি ছিল, জান্নাতে অবস্থান করেছেন। তারপর জান্নাত থেকে অবতারিত হলেন।

হযরত আদম আ. তাঁর আয়ূকাল গণনা করছিলেন। হযরত আদম আ.-এর আয়ূকাল পূর্ণ হওয়ার ষাট বছর পূর্বেই মৃত্যুর ফিরিশতা এসে উপস্থিত

হলেন। তখন হযরত আদম আ. বললেন, আপনি তো একটু পূর্বেই এসে পড়লেন। কারণ, আমার আয়ূকাল এক হাজার বছর লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফিরিশতা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু আপনি আপনার পুত্র দাউদকে তা থেকে ষাট বছর প্রদান করেছেন। তখন হযরত আদম আ. অস্বীকার করলেন। যার ফলে তার সন্তানদেরও অস্বীকৃতি ও বিবাদ করার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তিনি ভুলে গেছেন, ফলে তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেদিন থেকেই মানুষকে পারস্পরিক লেনদেন লিখে রাখার ও সাক্ষী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ হাদীস উক্ত সনদে حسن غريب এর পর্যায়ে।

এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে অন্য সনদেও বর্ণিত আছে।

তারা বলেন, উল্লিখিত হাদীসটি এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট, হযরত আদম আ. কে দারুল ক্বারার তথা স্থায়ী নিবাসে সৃষ্টি করা হয়নি। যাতে প্রবেশকারীর কখনো মৃত্যু ঘটবে না। চূড়ান্ত কথা হল, তাঁকে দারুল ফানা তথা পৃথিবীতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাতে অবস্থানের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেন। সে সময়েই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেখানে অবস্থান করতে দেন।

**প্রশ্ন :** যদি প্রশ্ন করা হয়, হযরত আদম আ. এর যদি জানা-ই থাকে, তাঁর জীবন চিরস্থায়ী নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এরপর তাঁর জীবনের ইতি ঘটবে, তবে তিনি ইবলীসের মিথ্যাচার বুঝতে পারলেন না কেন? যখন ইবলীস তাঁকে বলল, هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা।[৮৪] অথবা যখন ইবলীস তাঁকে বলেছিল, তোমরা স্থায়ী হয়ে যাবে।[৮৫] তাহলে তার উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়।

**১ম উত্তর :** خلد শব্দ ব্যবহারের দ্বারা চিরস্থায়ীর অর্থ বুঝানো আবশ্যক নয়; বরং خلد শব্দটি দীর্ঘকাল অবস্থান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

৮৪. সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১২০

৮৫. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ২০

**২য় উত্তর :** যখন ইবলীস তার কু-মন্ত্রণা প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ করে বলল এবং তাকে ধোকা দিয়ে চিরস্থায়ী হওয়ার লোভ দেখাল, তখন হযরত আদম আ. তাঁর নির্ধারিত বয়সের কথা ভুলে গেলেন।

তারা বলেন, এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট কথা এবং এতে কোন মুসলমানের দ্বিমত নেই, হযরত আদম আ.-কে এ পৃথিবীর মাটি দ্বারা-ই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ নির্বাচিত মৃত্তিকার উপাদান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (আদম আ.কে)।

এবং তিনি আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন, আদম আ. কে সৃষ্টি করা হয়েছে, مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ *গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে।*[৮৬]

কেউ কেউ বলেন, صَلْصَالٍ বলা হয় ঐ মাটিকে; যা শুকানোর পর বাজালে শব্দ হয়। অন্যরা বলেন, যে মাটির গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাকে صَلْصَالٍ বলা হয়। যা صل اللحم শব্দ হতে নির্গত। صل اللحم-এর অর্থ হল, দুর্গন্ধময় গোশত। حمأ হল, নিকষ কালো পরিবর্তিত মাটি, مَّسْنُونٍ বলা হয়, ঐ মাটিকে যার উপর পানি প্রবাহিত করা হয়েছে।

এ সবই হল মৃত্তিকার বিভিন্ন অবস্থা, যা হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টির প্রথম পর্ব। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আদমসন্তানের সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, প্রথমে বীর্য, অতঃপর জমাট রক্ত, অতঃপর মাংসপিণ্ড সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এমন অকাট্য কোন সংবাদ দেননি, হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টির পূর্বে বা পরে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। বলুন, এমন কোন দলীল আছে, যা হযরত আদম আ.-এর উপাদান বা সৃষ্টির পর তাঁকে আকাশে তুলে নেয়ার নির্দেশক? এটি এমনি একটি বিষয় যে ব্যাপারে প্রতিপক্ষের নিকট কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলার দেয়া সংবাদসমূহ দ্বারাও তা প্রতীয়মান হয় না।

---

৮৬. সূরা হিজর, আয়াত : ২৬

তারা আরো বলেন, নিশ্চয় নভোমণ্ডলের উপর এমন কোন স্থান নেই, যেখানে ভূ-মণ্ডলের মৃত্তিকা বিকৃত গন্ধযুক্ত হয়ে যেতে পারে। এটিই নিশ্চিত কথা, বিকৃতির স্থল একমাত্র পৃথিবী-ই। নভোমণ্ডলের উপর কোন বস্তু পরিবর্তিত, দুর্গন্ধযুক্ত ও বিকৃত হতে পারে না। এতে কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই সংশয় পোষণ করতে পারে না।

তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرض إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذ ○ *পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যত দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।*[৮৭] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জান্নাতুল খুলদের নি'আমত নিরবচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টিই অবহিত করলেন।

তারা আরো বলেন, যদি এ বিষয়গুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয়, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। ইবলীস তাঁকে ধোকায় ফেলল সে স্থানে, যেখানে সে ছিল। ইবলীস তাঁর সিজদা করার নির্দেশ অমান্য করার দরুন তাকে আকাশ থেকে বহিস্কৃত করার পর। এবং আল্লাহ তা'আলা এটাও বললেন, আমি আদমকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি মনোনীত করব। এগুলো হচ্ছে অস্থায়ী নিবাস। স্থায়ী নিবাস হবে সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে, যেটি পৃথিবীতে সহ্য করা কষ্টক্লেশের বিনিময় স্বরূপ পাওয়া যাবে। সেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা, পেরেশানী নেই। কোন ভয়ও নেই। সেখানে নিদ্রাও নেই। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য জান্নাতুল খুলদ হারাম করে দিয়েছেন। আর ইবলীস তো কুফরীর মূল।

উক্ত দলীলগুলোর মাঝে যখন সমন্বয় সাধন করা হবে এবং নিরপেক্ষ মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাতে চিন্তা-গবেষণা করবে, তখন সে অবশ্যই এ দিকেই (হযরত আদম আ.-এর জান্নাত জান্নাতুল খুলদ ছিল না) ঝুঁকে পড়বে। যে নিজেকে অন্যায় অনুসরণ থেকে মুক্ত রেখেছে, তার কাছে সঠিক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক প্রদানকারী।

---

৮৭. সূরা হূদ, আয়াত : ১০৮

তারা বলেন, যদি এতে অন্য কোন দলীল না থাকে। আর শুধু এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, জান্নাতে তো কোন বিধি-নিষেধ নেই। অথচ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে তাঁর জান্নাতে নির্দিষ্ট বৃক্ষে ফল খেতে নিষেধ করেছেন। এটি এ কথারই স্পষ্ট প্রমাণবহ করে, হযরত আদম আ.-এর জান্নাত দারুত তাকলীফ তথা বিধি-নিষেধের স্থান ছিল; প্রতিদান স্থান বা জান্নাতুল খুলদ ছিল না। সংক্ষেপে একথাগুলোই নির্বাচিত যুক্তি। তবে আল্লাহ-ই একমাত্র সত্তা, যিনি সর্বাধিক ও সম্যক জ্ঞাত।

# জান্নাতুল খুলদে অবস্থানের প্রমাণ ও তার জবাব

## প্রথম প্রমাণ ও তার উত্তর

তারা বলেন, আপনারা যে বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমন ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। বিষয়টি শ্রবণের সাথে সম্পৃক্ত। রাসূলগণ কর্তৃক অবহিত করা ব্যতীত তা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এটি এমন এক বিষয়; যা সম্পর্কে আমরা এবং আপনারা সকলই একমাত্র কুরআন দ্বারা অবগতি লাভ করতে পারি। বিষয়টি যুক্তি দ্বারাও বুঝা সম্ভব নয়, স্বভাবজাতভাবেও বুঝা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা যা বুঝা যাবে, একমাত্র তার উপরই আমল করতে হবে। অতএব, আমরা আপনাদেরকে বলব, কোন সাহাবী বা তাবেঈ থেকে সহীহ অথবা হাসান পর্যায়ের কোন হাদীস পেশ করুন, যা এ কথা নির্দেশ করে, হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাত জান্নাতুল খুলদ-ই ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য তৈরী করেছেন। এটা আপনাদের জন্য সম্ভব নয়। অথচ আমরা আপনাদের সামনে সালাফ তথা পূর্বসূরীদের এমন ইবারাত (মন্তব্য) উপস্থাপন করেছি, যা তার বিপরীত অর্থ নির্দেশ করে। কিন্তু যেহেতু আলোচ্য ঘটনায় জান্নাত শব্দটি শর্তহীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, আর এভাবে শর্তহীনভাবে ব্যবহৃত হলে তা সে জান্নাতের নামের অনুরূপ বুঝা যায়, যাকে আল্লাহ তা'আলা বান্দার নেক আমলের প্রতিদান প্রদানের জন্য তৈরী করেছেন এবং কিছু কিছু গুণাগুণের ক্ষেত্রে উভয়টির মাঝে কিছুটা সামঞ্জস্যও রয়েছে, যার ফলে অনেকে এ সংশয়ে পড়ে গেছে, এটি-ই হুবহু সেই জান্নাতুল খুলদ।

সুতরাং আপনারা যদি ফিতরাত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নেন, তবে তা আপনাদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না। আর ফিতরাত দ্বারা যদি সে ফিতরাত উদ্দেশ্য নেন, যে ফিতরাত বা স্বভাবের উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন মানুষের ফিতরাতের দাবী হল, ন্যায় বিচারকে ভাল মনে করা আর অত্যাচারকে খারাপ মনে করা। অন্য কোনো স্বভাবজাত মানসিকতা নয়। তখনও আপনাদের দাবী বাতিল বলে গন্য হবে। কারণ, যখন আমরা আমাদের ফিতরাতের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন আমরা এ বিষয়ের অবগতি সেভাবে লাভ করতে পারি না, যেমনি ভাবে পারি অবশ্যম্ভাবীর অস্তিত্বের আবশ্যকতা ও অসম্ভবের অস্তিত্বে না আসার বিষয়টি। যা এ কথার-ই প্রমাণ বহন করে, আলোচ্য বিষয়টি কোন ফিতরী বিষয় নয়।

## দ্বিতীয় প্রমাণ ও তার জবাব

আপনারা হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, যাতে রয়েছে, 'হযরত আদম আ. বলবেন, তোমাদের পিতার পদস্খলনই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছে, তাহলে এখন সে পিতা কিভাবে তোমাদের জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করবে'। এ কথায় এটা প্রতীয়মান হয়, তাঁর দ্বারা দুনিয়ায় ত্রুটি হয়ে যাওয়ার দরুন তিনি জান্নাতের দরযা খোলা থেকে নিজেকে নিবৃত রাখবেন। আর তিনি এ কারণেই জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। যেমন অন্য এক স্থানে রয়েছে, তিনি বলেন, আমাকে একটি বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আমি তা খেয়ে ফেলেছিলাম। তাহলে এতে এমন কি প্রমাণ আছে, যার দ্বারা বুঝা যায়, সেটি জান্নাতুল মা'ওয়া তথা স্থায়ী জান্নাত ছিল?

শব্দের মূল গঠনপ্রণালী বা তার মূল অর্থের অংশ বিশেষ বা মূল অর্থের জন্য আবশ্যকীয় কোন অর্থ, কোনো বিচার-বিশ্লেষণেই উক্ত বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনিভাবে হযরত মূসা আ. কর্তৃক আদম আ.-কে এ কথা বলা, اخرجتنا ونفسك من الجنة। 'আপনি আমাদেরকেও জান্নাত থেকে বের করেছেন এবং নিজেকেও বের করেছেন।' এতেও এমন কোন প্রমাণ নেই, হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাত জান্নাতুল খুল্‌দ ছিল। কারণ তিনি তো বলেননি, আপনি আমাদেরকে জান্নাতুল খুল্‌দ থেকে বের করেছেন।

## তৃতীয় প্রমাণ ও তার উত্তর

আপনারা বলেন, হযরত আদম আ. পৃথিবীর বুকে কোনো এক উদ্যানে নির্বাসিত হয়েছিলেন। কাজেই জান্নাত বলে যদি সেই পার্থিব স্বর্গীয় উদ্যানকেও বুঝানো হয় তারপরও হযরত আদম আ.-কে প্রদত্ত জান্নাত ও দুনিয়ার অন্যান্য উদ্যানের মধ্যে বিশাল পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। বরং তার তুলনায় তো এ উদ্যানসমূহ বন্দীশালার ন্যায় মনে হবে। এ উদ্যানগুলো পৃথিবীতে অবস্থিত জান্নাতের সাথে নামের দিক দিয়ে শরীক থাকায় এ কথা বুঝা যায় না, উভয়টার মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান থাকতে পারে না, যা অন্যান্য বস্তুর মাঝে হয়ে থাকে। আপনারা اهْبِطُوا দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, তা-ও ঠিক নয়। কারণ هبوط শব্দটি আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করার অর্থ প্রদান করা জরুরী নয়। বেশির চেয়ে বেশি বুঝা যায়, কোন উঁচু ভূমি থেকে নিম্নভূমিতে অবতরণ করা। هبوط-এর অর্থ কেউ অস্বীকার করতে পারবেন?

সুতরাং আমরা বলব, উক্ত জান্নাত পৃথিবীর কোন উঁচু ভূমিতে অবস্থিত ছিল, সেখান থেকে হযরত আদম আ. নিচু ভূমিতে অবতরণ করেছেন। আমরা প্রথমেই এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি, اهْبِطُوا-এর উক্ত সম্বোধনের মাঝে হযরত আদম-হাওয়া আ. ও ইবলীস সকলই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতএব, যদি তা আকাশে অবস্থিত জান্নাত হয়, তবে হযরত আদম আ.-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর ফলে ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার পরও সে সেখানে যেতে কিভাবে সক্ষম হল? কাজেই এধরনের যুক্তি অত্যন্ত অস্পষ্ট, কল্পনাপ্রসূত ও হঠধর্মী দলীল।

## চতুর্থ প্রমাণ ও তার উত্তর

তাদের চতুর্থ দলীল হল এই আয়াত وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ *পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।*

এই আয়াত এ কথা বুঝায় না, তিনি ইতোপূর্বে পৃথিবীতে ছিলেন না। কেননা الأرض শব্দটি ইসমে জিন্‌স তথা শ্রেণীবাচক বিশেষ্য। অর্থাৎ তিনি

পূর্বে এর চেয়ে উত্তম স্থানে ছিলেন, যেখানে ক্ষুৎ-পিপাসা ও তাপ কিছুই লাগত না। এমতাবস্থায় হযরত আদম আ.-কে দন্ডাদেশ জানিয়ে নির্দেশ দেয়া হল, আপনি এমন স্থানে নেমে যান, যেখানে এ সব ঝামেলার আপনাকে সম্মুখীন হতে হবে এবং সেখানে আপনাকে এভাবেই জীবনযাপন করতে হবে। সে স্থানেই কবর থেকে উত্থিত হবেন। বিপরীতে ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে জান্নাতে রেখেছিলেন, সেখানে কোন প্রকার ক্লান্তি, কষ্টক্লেশ কিছুই ছিল না। কিন্তু পৃথিবীর যে স্থানে তাঁকে নামিয়ে দেয়া হল, তা বিভিন্ন ধরনের কষ্টক্লেশ ও ক্লান্তির স্থান।

কিন্তু আপনারা যে বলেন, আল্লাহ তা'আলা উক্ত জান্নাতের চিত্রায়নকালে এমন সব গুণাগুণ আর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তা পৃথিবীর কোন উদ্যানের হতে পারে না। তার উত্তর হল, এ সব গুণাগুণ সম্পন্ন উদ্যান পৃথিবীর সে স্থানের ছিল না, যে স্থানে হযরত আদম আ.-কে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা আপনারা কিভাবে প্রমাণ করবেন, তিনি পৃথিবীর বাইর হতে পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়েছেন?

## পঞ্চম প্রমাণ ও তার উত্তর

আপনারা বলেন, হযরত আদম আ. জানতেন এ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং যদি উক্ত জান্নাত এ পৃথিবীতে হত, তাহলে তিনি ইবলীসের মিথ্যাচার বুঝে ফেলতেন। কেননা, সে বলেছিল, هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ *"আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা।' এর উত্তর দু'ভাবে হতে পারে।*

### প্রথম উত্তর

شَجَرَةِ الْخُلْـــدِ শব্দটি অমরত্বের সাথে সাথে স্থায়িত্বের অর্থও নির্দেশ করে। আর خلـــد শব্দটি دوام শব্দ থেকেও ব্যাপক; যা বিরামহীন দীর্ঘ অবস্থানকে বুঝায়। অভিধানে এর অর্থ হল, দীর্ঘ অবস্থান। আর প্রত্যেক বস্তুর দীর্ঘ অবস্থান তার নিয়ম অনুযায়ী-ই হয়ে থাকে। যেমন আরবগণ অশীতিপর বৃদ্ধের ক্ষেত্রে বলে থাকে, رجل مخلـــد এবং সে অর্থেই চুলার পাথরকে বলা হয়, خوالد। কারণ তা অনেক দিন স্থায়ী হয়। তেমনিভাবে আরবরা قـــديم শব্দটি সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে, যা দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে। যদিও তার সূচনা নির্দিষ্ট থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, كَالْعُرْجُونِ الْقَـــدِيمِ

*চন্দ্র শুষ্ক পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।* তদ্রূপ কুরআন পাকে রয়েছে, إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ *আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।*[৮৮] কুরআন পাকে আরো রয়েছে, إِفْكٌ قَدِيمٌ পুরাতন অপবাদ।

আল্লাহ তা'আলা অনেক নাফরমান বান্দার ক্ষেত্রে خلـود في النـار শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন, خالـدين فيهـا *জাহান্নামে দীর্ঘকাল অবস্থান করবে।* এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকারীর ক্ষেত্রে خلود في النار শব্দের ব্যবহার করেছেন।[৮৯]

**দ্বিতীয় উত্তর**

এ কথা সর্বজনবিদিত, পৃথিবী যে ধ্বংসশীল এবং পরকাল যে সমাগত; এই জ্ঞান একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই জানা সম্ভব। কিন্তু হযরত আদম আ.-এর পূর্বে তো কোন নবী ছিলেন না, যার মাধ্যমে এগুলো জানা সম্ভব। যদিও হযরত আদম আ.-কে নবুওয়াত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করা হয়েছে, তাঁর নিকট ওহী ও সহীফা প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন, হযরত আবূ যার রা.-এর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ সবই ছিল পৃথিবীতে অবতরণের পর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً *তোমরা সকলে জান্নাত থেকে নেমে যাও।* إِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى *যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে।* فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ *তখন যারা আমার সৎ পথের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।*[৯০]

ষোল পারায় রয়েছে, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَايَضِلُّ وَلَايَشْقَىٰ *যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না।*[৯১]

---

৮৮. সূরা ইউসূফ, আয়াত : ৯৫

৮৯. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হল, অন্যায় ভাবে হত্যাকারী ও আত্মহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না; বরং দীর্ঘকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে।

৯০. সূরা বাক্বারা, আয়াত : ৩৮

৯১. সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১২৩

## ষষ্ঠ প্রমাণ ও তার উত্তর

আপনারা যে বলেন, الجنة শব্দের মধ্যে الف لام (আলিফ লাম) নির্দিষ্ট অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হল, জান্নাতুল মা'ওয়া। তার উত্তর হল, কুরআন কারীমে الجنة আলিফলাম যুক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা জান্নাতুল মা'ওয়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ *আমি তাদের পরীক্ষা করেছি, যেমনিভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে।*[৯২]

## সপ্তম প্রমাণ ও তার উত্তর

আপনারা বলেন, বাক্যের পূর্বাপর আলোচনা দ্বারা বুঝে আসে ঘটনাটি পৃথিবীতে ঘটেনি। তার উত্তরে বলব, আমাদের উল্লিখিত দলীলসমূহ দ্বারা বুঝায়, হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাত পৃথিবীতে ছিল এবং এটাই সঠিক। কেননা, দলীলের সুস্পষ্ট অর্থকে বর্জন করে উদ্দেশ্যমূলক অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণের বৈধতা নেই।

## অষ্টম প্রমাণ ও তার উত্তর

আপনারা হযরত আবূ মূসা রা.-এর ঐ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন, যেখানে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার পর পাথেয় স্বরূপ জান্নাতের ফল দান করেছেন। এর দ্বারা এর বেশি কিছু প্রতীয়মান হয় না, হযরত আদম আ. জান্নাত থেকে নির্বাসিত হওয়ার পরও পাথেয় স্বরূপ জান্নাতের ফল প্রাপ্ত হয়েছেন। এ বর্ণনায় এমন কোনো নিশ্চিত তথ্য নেই, তা জান্নাতুল খুলদ ছিল। কুরআনের তথ্যের বাইরে এখানে কিছু নেই।

## নবম প্রমাণ ও তার উত্তর

আপনারা বলেন, জান্নাতের ফল পচবে না, কিন্তু দুনিয়ার ফল পচে। আপনারা কোথায় পেলেন? হযরত আদম আ.-এর অবস্থানকৃত জান্নাতের ফলমূল দুনিয়ার ফল-ফলাদির মত পচেনি।

---

৯২. সূরা ক্বালাম, আয়াত : ১৭

অন্যদিকে বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে গোশতে পরিবর্তন আসত না। অর্থাৎ তা নষ্ট হত না এবং গন্ধযুক্ত হত না। এছাড়াও আমরা দেখেছি, হযরত উযাইর আ.-এর খাদ্য পানীয় একশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহর হুকুমে অবিকৃত ও অক্ষুন্ন ছিল।

## দশম প্রমাণ ও তার উত্তর

আপনারা বলেন, হযরত আদম আ.-কে এ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, তিনি তাওবা করলে তাঁকে পুনরায় জান্নাতে ফিরিয়ে নেয়া হবে। বিষয়টি এমনি, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি কি তাঁকে হুবহু পূর্বোক্ত জান্নাতে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে ছিল? না জান্নাতুল খুলদের ব্যাপারে ছিল? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণও করেছেন। العـود শব্দটি পূর্বের অবস্থা বা সময় বা স্থানে ফিরিয়ে আনার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। এমনকি পূর্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াকেও আবশ্যক করে না। যেমন হযরত শুআইব আ. তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন, إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم الخ। *'যদি আমি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে তা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি মিথ্যাচারের নামান্তর হবে। তিনি আমাকে রক্ষা করার পরও আমার জন্য কখনো সে ধর্মে ফিরে যাওয়া সমীচীন নয়। তবে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, যিনি আমার প্রভু'*। এখানে তো عـود শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে عود শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বের ধর্মে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপক অর্থে। অথচ হযরত শুয়াইব আ. পূর্বেও তাঁর স্বজাতির নাস্তিক্যবাদী ধর্মের অনুসারী ছিলেন না।

এছাড়াও ইলমে ফিকাহর পরিভাষায় যিহারকারী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে বা সঙ্গমের ইচ্ছা করলে তাকে عائـد প্রতিপন্ন করেছেন। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, عـود দ্বারা ঠিক পূর্বোক্ত অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অর্থ নির্দেশ করা জরুরী নয়।

## জান্নাতুল খুলদে অবস্থানের পক্ষে দলীল ও প্রতিপক্ষের জবাব

### প্রথম দলীল ও তার উত্তর

তাদের কথা হল, আপনারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জান্নাতুল খুল্‌দে প্রবেশের সময় এখনো আসেনি; বরং কিয়ামতের দিন তাতে প্রবেশ করা যাবে। তা হল স্থায়ী প্রবেশের ব্যাপারে। কিন্তু জান্নাতুল খুলদে সাময়িক প্রবেশ কিয়ামতের পূর্বে হতে পারে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রাতে তাতে প্রবেশ করেছিলেন। সাধারণ মু'মিন ও শহীদদের রূহ আলমে বরযখে থাকা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করে থাকে। এটা সে প্রবেশ নয়, কিয়ামতের দিন যে প্রবেশের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং প্রতীয়মান হল, স্থায়ীভাবে প্রবেশ কিয়ামতের দিনই হবে। কিন্তু আপনারা কোথায় পেলেন, কিয়ামতের দিনের পূর্বে কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ ঘটবে না? এর দ্বারা আপনাদের সে কথার জবাবও মিলে, জান্নাত হল দারুল খুল্‌দ তথা স্থায়ী নিবাস। আপনারা অন্য যে সব বিষয় দ্বারা দলীল পেশ করেন, যেমন, উলঙ্গ হওয়া, ক্লান্তি, পেরেশানী, অনর্থক ও মিথ্যা কথা ইত্যাদি। এগুলো জান্নাতুল খুলদে হতে পারে না। এ সব বিষয়ই ঠিক।

আমরা এগুলো অস্বীকার করি না। এমনকি কোন মুসলমান-ই তা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এ সব বিষয় তখন, যখন মু'মিনগণ কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। সকল আয়াতের পূর্বাপর আলোচনা এটাই বুঝায়।

সুতরাং প্রতীয়মান হল, উক্ত বিষয়াবলী না পাওয়ার বিষয়টি মু'মিনদের বেহেশতে প্রবেশের সাথে সম্পৃক্ত। এর দ্বারা জিন ও ইনসান দুই মুকাল্লাফ জাতির আদি পিতা হযরত আদম আ. এবং ইবলীসের জান্নাতে থাকার বিষয়টি অসম্ভব প্রমাণিত হয় না।

মু'মিনের জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাদের আমোদ-প্রমোদ ও আরাম-আয়েশের যে ঘটনা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, তারা জান্নাতে প্রবেশের পরই সে আচরণ করা হবে। সুতরাং দু'টি বিষয়ে কোন বিরোধ নেই। আদম আ.–এর ঘটনা ও মু'মিনদের কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের পরবর্তী ঘটনা সব-ই স্ব-স্ব জায়গায় ঠিক আছে।

## দ্বিতীয় দলীল

আপনারা যে বলেন, জান্নাতুল খুল্‌দ প্রতিদানস্থল ও তাকলীফ তথা বাধ্যবাধকতার স্থান নয়। অথচ আদম আ. যে জান্নাতে ছিলেন, সেখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল ভক্ষণ থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা বা সীমারেখা আরোপ করেছেন। এর দ্বারা এ কথারই প্রমাণ বহন করে, আদম আ.–এর অবস্থানকৃত জান্নাত জান্নাতুল খুল্‌দ ছিল না; বরং দারুত তাকলীফ তথা বাধ্যবাধকতার স্থান ছিল। এর উত্তর দু'ভাবে হতে পারে।

### প্রথম উত্তর

মু'মিনরা কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করার পর তা দারুত তাকলীফ তথা বাধ্যবাধকতার স্থান হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার পূর্বে তা দারুত তাকলীফ হওয়া অসম্ভব নয়। আর তা অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীলও নেই। অসম্ভবই বা কিভাবে হতে পারে। অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেন, دخلت البارحة الجنة، فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت : لمن أنت؟ আমি গত রাতে জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে একজন মহিলাকে একটি প্রাসাদের নিকট ওযূ করতে দেখলাম। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার জন্য?

এটা অসম্ভব নয়, জান্নাতে কিয়ামত দিবসের পূর্বে এমন লোকগণ থাকবে, যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছে ও তাঁর ইবাদত করেছে;

বরং এটাই বাস্তব বিষয়। সুতরাং জান্নাতে এখনও এমন লোকজন রয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁর নির্দেশ লংঘন করেন না। চাই তাকে বাধ্যবাধকতা বলা হোক বা না হোক।

### দ্বিতীয় উত্তর

সেখানে কাউকে সে সকল বিষয়ে মুকাল্লাফ তথা বাধ্য করা হয়নি, যে সকল বিষয়ের অর্থাৎ নামায, রোযা, জিহাদ ইত্যাদির মুকাল্লাফ তথা বাধ্য করা হয়ে থাকে দুনিয়াতে। সেখানে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি বৃক্ষ বা এক প্রকারের বৃক্ষের ফল ভক্ষণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর এতটুকু বাধ্যবাধকতা তো দারুল খুল্‌দ তথা স্থায়ী নিবাসে হতেই পারে। যেমন, প্রত্যেক জান্নাতবাসীকে অন্যের পরিজনের নিকট যাওয়া থেকে বারণ করা হবে। যদি আপনাদের উদ্দেশ্য এটাই হয়, তাতে এতটুকু বাধ্যবাধকতাও থাকবে না, তবে তা প্রমাণবিহীন উত্তর বৈ কি? আর যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, দুনিয়ার ন্যায় বাধ্যবাধকতা থাকবে না, তবে তা সমর্থিত ও প্রমাণিত বিষয়। কিন্তু তার দ্বারা আপনাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

## তৃতীয় দলীল ও তার উত্তর

আপনারা যে বলেন, হযরত আদম আ. সেখানে ঘুমিয়েছেন। অথচ জান্নাতবাসী তো নিদ্রা যাবে না। যদি এই বর্ণনা প্রমাণিত হয়, তবু এর দ্বারা এটাই বুঝা যাবে, তাদের নিদ্রার বিষয় নিষেধ করা হয়েছে স্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশের পর। কেননা, তারা সেখানে মৃত্যুবরণ করবে না। কিন্তু এর পূর্বের নিষিদ্ধতা কোনো ভাবে প্রমাণিত হয় না।

## চতুর্থ দলীল ও তার উত্তর

আপনারা এ কথার দ্বারা দলীল পেশ করেন, হযরত আদম আ. কে সিজদা না করার কারণে যখন ইবলীসকে আকাশ থেকে নামিয়ে দেয়া হল, তার পরও সে প্রবঞ্চনা দেয়ার জন্য সেখানে কিভাবে গমন করল? আল্লাহর শপথ! এটি উক্ত মতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় দলীল ও তাদের উক্তির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্টতর। ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার পরও আকাশে আরোহণ ও জান্নাতে প্রবেশ করা সব-ই বাস্তবতা বিবর্জিত উক্তি। যা কোনো নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত পরীক্ষা ও পরীক্ষার নির্ধারিত উপকরণ ও মাধ্যম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে সে পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব নয়। যদিও তা তার জন্য পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্র আবাসস্থল রূপে না হোক। জিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অবহিত করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জিনরা আকাশে আরোহণ করত এবং এমন স্থানে বসতো, যেখান থেকে তারা ফিরিশতাদের আলোচনা শুনত। ফলে ওহীর কিয়দংশ তারা শুনে ফেলত। তাহলে এর মাধ্যমে জিনদের উপরের দিকে আকাশে উঠার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তবে তা সাময়িকভাবে হত। সেখানে তারা অবস্থান করতো না। এমনকি আল্লাহ তা'আলাও বলেন, اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ *তোমরা পরস্পরে পরস্পরের শত্রুরূপে নিচে নেমে যাও।*

সুতরাং নিচে নেমে যাওয়ার নির্দেশ এবং জিনদের উপরে উঠে ফিরিশতাদের কথা চুরি করার মাঝে কোন বিরোধ নেই। এখানেও সে সম্ভাবনা বিদ্যমান।

আপনারা যে বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-এর জীবনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এর ব্যাপারে হাদীস দ্বারা উক্ত মতকে মযবূত করেছেন। তার উত্তর হল, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে তাঁর জীবনসীমা হিসাবে অবহিত করা আর জান্নাতুল খুলদে প্রবেশ করে কিছুকাল তাতে অবস্থান করার মাঝে কোন বিরোধ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে মৃত্যুবরণ করবে না এবং তা থেকে বের হবে না। তা হল, কিয়ামতের দিনে জান্নাতে প্রবেশের পর থেকে।

## পঞ্চম দলীল ও তার উত্তর

আপনারা যে বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, এতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় নেই। কিন্তু আপনারা এটা কোথায় পেলেন, হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টির পূর্ণতাও পৃথিবীতেই হয়েছে। অথচ কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, القاه على باب الجنة أربعين صباحا، فجعل إبليس يطوف به، ويقول لأمر خلقت؟ فلماراه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك আল্লাহ তা'আলা আদম আ.-কে সৃষ্টি করার পর চল্লিশ দিন যাবৎ

জান্নাতের দ্বারে ফেলে রেখেছিলেন, তখন ইবলীস তাঁর আশে-পাশে ঘুরতে ঘুরতে বলল, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হল? যখন সে তাঁকে উদর বিশিষ্ট দেখতে পেল, তখন সে বুঝে ফেলল, এতো অক্ষম এক দুর্বল সৃষ্টি। তখন সে বলল, لئن سلطت عليـــه لأهلكنـــه যদি আমাকে তার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়, তবে আমি তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেব,[৯৩] ولئن ســـلط علـــيَّ لأعصـــينه আর যদি আমার উপর তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়, তবে আমি তার অবাধ্য হব।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, وَعَلَّمَ آدم ٱلأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلاَئِكَـــةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَـــٰؤُلآءِ إِن كُنتُمْ صَـــادِقِينَ ○ *আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমস্ত ফিরিশতার সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।*[৯৪] قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ○ *তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞান-ই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।*[৯৫] قَالَ يَاآدم أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ، فَلَمَّآ أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِيّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّـــمَاوَاتِ وَٱلأَرضِ *তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এ সকল নাম বলে দাও। সে তাদেরকে সকলের নাম বলে দিলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে আমি অবহিত।*[৯৬]

এতে এ কথা-ই বুঝা যায়, হযরত আদম আ. সে ফিরিশতাদের সঙ্গে আকাশেই ছিলেন। কেননা, তিনি-ই তো তাদেরকে সে সকল নাম সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অন্যথায় সে ফিরিশতাদের এ পৃথিবীতে নেমে আসার

---

৯৪. এ বিষয়ের অনেক বর্ণনা মুসলিম শরীফ ২য়. পৃ. ৩২৭ ও মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ২৫৪ তে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত রয়েছে।

৯৫. সূরা বাক্বারা ৩১

বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ যখন তারা হযরত আদম আ.-থেকে সকল বস্তুর নাম শুনেছিলেন, তখন তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করেননি।

আর যদি হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি আদ্যো-পান্ত পৃথিবীতেই হয়ে থাকে, তবু এটা অসম্ভব নয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সে কাজ বাস্ত-বায়নের জন্য আকাশে তুলে নিয়েছিলেন, যা তাঁর ব্যাপারে তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন। সংক্ষেপে একথাগুলো হযরত আদম আ.-এর জান্নাতুল খুলদে অবস্থানের ব্যাপারে জোর দাবীকারীদের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের যুক্তির জবাব। والله أعلم

## জান্নাতের বর্তমান অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের কিছু যুক্তি

তারা বলে, যদি জান্নাত এখনি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা অনিবার্যভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতে কারীমাহ কিয়ামত দিবসে সকল কিছু হয়ে যাওয়ার দ্ব্যর্থ ঘোষণা করে। তিনি ইরশাদ করেন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ *তিনি ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হবে।* আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ *প্রতিটি আত্মা–ই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।*[৯৭]

তাহলে জান্নাতের ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরেরাসহ সেবাদাসেরা মারা যাবে। অথচ আল্লাহর ঘোষণামতে জন্নাত হচ্ছে চিরস্থায়ী নিবাস। তার মধ্যকার সবকিছুই মৃত্যুহীন, অমর। আল্লাহর ঘোষণা অনুযাই জান্নাতের মাঝে কোনো প্রকার ব্যত্যয় ঘটতে পারে না। তারা আরো বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর জামে' তিরমিযীতে[৯৮] হযরত ইবনে মাসঊদ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي، فقال يامحمد! إقرأ أمتك مني السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها قيعان، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. আমি মি'রাজ রাতে ইবরাহীম আ.–এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তখন তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন। তাদের জানান, জান্নাত হল পবিত্র মাটি ও সুপেয় মিষ্ট পানি

---

৯৭. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫
৯৮. খ. ২, পৃ. ১৮৪

বিশিষ্ট। তবে তা বৃক্ষরাজিহীন। কিন্তু سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر হল তার বৃক্ষ।

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে حسن غريب–এর পর্যায়ে বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত জাবির রা.–এর বর্ণনায় [৯৯] এশব্দাবলীও রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। তিরমিযী উক্ত হাদীসটিকে حسن صحيح–এর স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তারা আরো বলেন, যদি জান্নাত এখনি পুরোপুরি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে এখনো তার বৃক্ষশূন্য হওয়ার কোনো যুক্তি হয় না। এরপর আবার তাতে বৃক্ষ রোপণের কোন অর্থই হতে পারে না।

তাদের আরো যুক্তি হল, কুরআন কারীমের বর্ণনা মতে ফিরআওনের স্ত্রী বলল, 'হে আল্লাহ! জান্নাতে আমার জন্য ঘর তথা প্রাসাদ তৈরী করুন'। আর এটা অসম্ভব, কোন ব্যক্তি কাউকে কাপড় বানিয়ে দেয়ার পরও তাকে উক্ত ব্যক্তি বলবে, আমাকে কাপড় বানিয়ে দাও। এমনিভাবে কেউ ঘর তৈরী করে দেয়ার পরও তাকে বলবে, আমাকে ঘর তৈরী করে দাও। এর চেয়েও স্পষ্টতর হচ্ছে এ হাদীস, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিকল্পে কোন মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।[১০০]

উক্ত হাদীসের বাক্যটি شرط وجزاء (শর্ত ও জাযা) দ্বারা গঠিত। এর চাহিদা হল, শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর তবেই জাযা পাওয়া যাবে। এটাই আরবী ভাষাভাষীদের সর্বসম্মত নীতি।

হাদীসটি হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত জাবির রা., হযরত আনাস বিন মালিক রা., হযরত আমর ইবনে আমবাসা রা. প্রমুখের সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পরিষ্কার বিবৃত।

---

৯৯. তিরমিযী. খ. ২, পৃ. ১৮৪

১০০. বুখারী. খ. ১, পৃ. ৬৪, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২০১

তারা আরো বলেন, হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণিত, ফিরিশতাগণ জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করেন। যতক্ষণ বান্দা নেক আমল করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশতাগণ এগুলোর দেখাশুনা করেন। আর যখন বান্দা নেক আমলের মধ্যে ক্রটি করে, তখন ফিরিশতাগণও তার তত্ত্বাবধানে ক্রটি করেন।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ-এর মধ্যে এবং ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إذا قبض الله ولد العبد، قال ياملك الموت قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه، وثمرة فؤاده، قال نعم، قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع، قال إبنوا له بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. যখন আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সন্তানকে মৃত্যুদান করেন, তখন মৃত্যুদূতকে ডেকে বলেন, হে মৃত্যুর ফিরিশতা! তুমি তো আমার বান্দার শিশু সন্তানটির জান কব্য করলে, তার আঁখির শীতলতা ও হৃদয়ের মণিকে তুলে নিলে। তখন ফিরিশতা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা তখন কী বলল? ফিরিশতা বলেন, বান্দা এতেও আপনার প্রশংসা করেছে ও انا لله وإنا إليه راجعون পড়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার জন্য জান্নাতে একটি ভবন তৈরী কর এবং তাকে বাইতুল بيت الحمد (প্রশংসালয়) নামে নামকরণ কর।

মুসনাদে আহমাদে এক হাদীসে একথাও রয়েছে, من صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة যে ব্যক্তি দিন-রাতে ফরয নামায ব্যতীত বার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ভবন তৈরী করবেন।

তারা বলেন, এটি কোন বিদআতী বা মু'তাযিলাদের মত নয়। যেমনটা আপনারা ধারণা করে থাকেন। বরং এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্য হতেই অনেকের মত।

ইবনে মুযায়ন রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ ব্যাপারে হযরত ইবনে নাফে' রা.-এর মত উল্লেখ করেছেন। তিনি তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জান্নাত কি সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে চুপ থাকা-ই শ্রেয়। والله أعلم

## পূর্বোক্ত সংশয়সমূহের সুষ্ঠু নিরসন

প্রথম অধ্যায়ে জান্নাতের বিদ্যমান সৃষ্টরূপ প্রমাণিত করার জন্য যে অকাট্য দলীল পেশ করা হয়েছে তা সংশয়বাদীদের সংশয় নিরসনের জন্য যথেষ্ট। তার পরেও আমরা তাদের প্রতিটি সংশয়ভরা যুক্তির যথার্থ জবাব পেশ করছি।

## প্রথম দলীল ও তার উত্তর

আমরা বলব, জান্নাত এখনো সৃষ্টি করা হয়নি; একথার দ্বারা কী উদ্দেশ্য? যদি এর দ্বারা শুধু এই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, এখনো জান্নাত অস্তিত্বে আসেনি; বরং তা শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া ও মানুষের কবর থেকে উঠার ন্যায় বিষয়। তাহলে তো এটা একটি বাতিল মত। যা উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। সামনেও এরূপ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হবে। এটি এমন একটি মত, যে মতটি পূর্ববর্তীগণ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্য হতে কেউ-ই পোষণ করেননি। সুতরাং এটি অবশ্য-ই একটি বিভ্রান্ত মত।

আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, জান্নাত এখনো পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করা হয়নি। তার মধ্যে অবস্থিত বস্তুসমূহ এখনো সৃষ্টি করা হয়নি। বরং আল্লাহ তা'আলা ধারাবাহিকভাবে সে সব বস্তু সৃষ্টি করবেন। আর যখন মু'মিনগণ সেখানে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য বস্তুও সৃষ্টি করবেন। এটা বাস্তবসম্মত মত। কোনভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। আপনাদের উত্থাপিত দলীলাদি দ্বারা শুধু এটুকু-ই বুঝা যায়।

আপনারা হযরত ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত জাবির রা. এর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টতর হয়, সে জান্নাতের যমীন

সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিকিরকারীদের জন্য যিকিরের প্রতিদান স্বরূপ সে যমীনে বৃক্ষ রোপণ করবেন। এমনিভাবে সে সকল আমলের বদৌলতে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে, যে আমলের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বান্দা যখন নেক আমল করে থাকে, তখন তার প্রতিদান স্বরূপ সেখানে বৃক্ষ রোপিত হয় ও প্রাসাদ নির্মিত হয়। আমলের কারণে বিভিন্ন প্রকারের সে সকল বস্তু সৃষ্টি করা হয়, যার দ্বারা জান্নাত এখনো সজ্জিত হয়নি।

## দ্বিতীয় দলীল ও তার জবাব

আপনারা আল্লাহ তা'আলার বাণী كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ দ্বারা যে দলীল পেশ করেছেন, তা ঠিক নয়। কেননা, আপনারা স্বীয় অজ্ঞতার দরুন আয়াতের সঠিক অর্থ করতে সক্ষম হননি।

উক্ত আয়াত দ্বারা জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান না থাকার উপর দলীল পেশ করা তেমনি, যেমনি আপনারা জান্নাতবাসীদের মৃত্যুবরণ করা ও ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করে থাকেন।

উক্ত আয়াতের অর্থ আপনারাও বুঝতে সক্ষম হননি। আপনাদের পক্ষের অন্য কেউ-ই বুঝতে সক্ষম হয়নি। উক্ত আয়াতের অর্থ মূলতঃ সালাফ ও আইম্মায়ে ইসলামের উক্তির অনুরূপ। নিম্নে তাঁদের কতিপয়ের উক্তি উপস্থাপিত হল।

ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন, তাঁর সত্তা ব্যতীত সকল বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। إِلَّا وَجْهَهُ অর্থ হল, إلا ملكه অর্থাৎ একমাত্র তাঁর রাজত্ব ও আধিপত্য অবশিষ্ট থাকবে।

কেউ কেউ বলেন, إِلَّا وَجْهَهُ অর্থ হল, ما أريد به وجهه অর্থাৎ, সব বস্তু-ই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁর সত্তা যে সব বস্তু অবশিষ্ট রাখার ইচ্ছা করবেন।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, 'যেহেতু আকাশ-পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, সুতরাং তাতে বসবাসকারীগণ জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু আরশ ধ্বংসও হবে না, তার পরিসমাপ্তিও ঘটবে না। যেহেতু তা জান্নাতের ছাদ স্বরূপ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাতে সমাসীন, তাই তা

ধ্বংসও হবে না এবং তার পরিসমাপ্তিও ঘটবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ এর মর্মার্থ হল, যখন আল্লাহ তা'আলা كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (সকল বস্তু-ই ধ্বংস হয়ে যাবে,) আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, তখন ফিরিশতাগণ বেঁচে থাকার খায়েশ পেশ করার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বললেন, অবশ্যই আকাশ-পৃথিবী সব ধ্বংস হয়ে যাবে। كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র তাঁর সত্তা-ই মৃত্যুবরণকারী নয়। তখন ফিরিশতাগণ নিজেদের মৃত্যুর বিষয়টিও নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারল।'

কিতাবুত তবাকাতে হযরত আবুল হাসান রহ. ইমাম আহমাদ রহ. এর অন্য অভিমত নকল করেছেন। যেখানে বলেন, এটি-ই আহলে ইলম, জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, হাদীসবেত্তা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব। এটিকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা যায়। এটি-ই সাহাবায় কিরাম রা. থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বদের অভিমত। সিরিয়া, হিজাজ ও অন্যান্য স্থানের যে আলিমগণের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদেরকে আমি এ মত পোষণকারী-ই পেয়েছি। আর এ মাযহাবের যে বিরোধিতা করবে বা তাকে তিরস্কার করবে বা এ মত পোষণকারীকে দোষারোপ করবে, সে বিরোধীতাকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রতিপক্ষ ও বিদআতী বলে সাব্যস্ত হবে। সে সুন্নাতের পথ তথা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত। উলামায়ে কিরামের এ উক্তিসমূহ সমানে উল্লেখ করে বলেন, জান্নাত তার মধ্যকার বস্তু নিয়ে সৃজিত হয়ে গেছে এবং দোযখও তার মধ্যকার বস্তু নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত-জাহান্নাম উভয়টাকে সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোর জন্য মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো কখনো ধ্বংস হবে না এবং সে গুলোর মাঝে যা আছে, তাও কখনো ধ্বংস হবে না।

বিদ'আতী মতবাদ পোষণকারী কুরআন কারীমের আয়াত كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ বা এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত, যা মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত তা দ্বারা দলীল পেশ করে। তাদের সংশয়ের উত্তরে বলা হবে, যে সকল বস্তুর

ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত ফায়সালা করেছেন, সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে আয়াত দ্বারা সেগুলো-ই উদ্দেশ্য। আর বেহেশত ও দোযখ আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করার জন্য নয়; বরং স্থায়ীভাবে রাখার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া দুনিয়ার বস্তুসমূহ হল ধ্বংসশীল আর জান্নাত ও দোযখ হল আখিরাতের বস্তু। দুনিয়ার বস্তু নয়। ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। কিয়ামতের দিনও নয়। শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়ার দিনও নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে ধ্বংসের জন্য নয়; বরং স্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেননি।

সুতরাং যে এর বিপরীত মত পোষণ করে, সে বিদ'আতী ও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত। আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্ব ও নিম্ন স্তর হিসাবে সাত আকাশ ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন। সর্বাপেক্ষা নিম্নের আকাশ ও সর্বাপেক্ষা উপরের যমীনের মধ্যে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। প্রত্যেক আকাশ থেকে অন্য আকাশের মধ্যেও পাঁচশত বছরের দূরত্ব। সর্বাপেক্ষা উপরের আকাশ অর্থাৎ সপ্তম আকাশের উপর পানি রয়েছে। পানির উপর হল আল্লাহ তা'আলার আরশ। তিনি আরশের উপর সমাসীন। কুরসী হচ্ছে তাঁর কুদরতী পদযুগল রাখার জায়গা। ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে ও তার মধ্যবর্তী স্থলে যা কিছু আছে এবং সর্বনিম্ন যমীনের নিচে যা কিছু আছে, সবকিছুই তিনি জানেন। সমুদ্র বক্ষে, প্রতিটি রোম কূপে, প্রতি বৃক্ষে, শস্যক্ষেত্রে, উদ্ভিদের ডগায় ডগায়, পাতা ঝরার স্থানে, প্রতিটি কংকর, ধুলো ও বালিতে, সুবিশাল পাহাড়-পর্বতের খাঁজে খাঁজে এমনকি বান্দাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস, স্পন্দন, পদক্ষেপের সমুদয় তাঁর নখদর্পণে।

তাঁর নিকট কিছুই গোপন নয়। তিনি সপ্তম আকাশের উপর আরশের উপর সমাসীন (তাঁর শান মুতাবিক)। তার নিচে আগুন, নূর ও অন্ধকারের পর্দা রয়েছে। এমন এমন বস্তু রয়েছে, যা একমাত্র তিনি-ই জানেন।

সুতরাং যদি কোন বিদ'আতী মতবাদ পোষণকারী এ মতবাদের বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা দলীল পেশ করে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ *আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও*

*নিকটতর।*[১০১] আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ *তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।*[১০২]

আল্লাহ তা'আলা অন্য ইরশাদ করেন, إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَـانُوا *তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন।*[১০৩] তেমনিভাবে তাঁর বাণী, যদি তিনজন পরামর্শকারী থাকে, তবে চতুর্থজন হলেন তিনি (আল্লাহ তা'আলা)। যদি পাঁচজন থাকে, তবে ষষ্ঠ জন হলেন তিনি।

এ জাতীয় অন্যান্য মুতাশাবিহাত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, তবে আমরা তার উত্তরে বলব, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর আরশের উপর। তাই তিনি সব কিছু জানেন। তিনি মাখলূক থেকে ভিন্নতর। কোন কিছুই তাঁর অবগতির বাইরে নয়।

আবূ জা'ফর তাঈর বর্ণনায় রয়েছে, খিলাল রহ. ছিলেন, সমকালীন ইল্ম ও মা'রিফাতের অত্যন্ত খ্যাত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন ও তাঁর মতামত গ্রহণ করতেন। তাঁর নিকট তাঁর শহরের বিভিন্ন লোকের হাল-হকীকতের তথ্য নিতেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে অনেক কিছু লিখেছি। তন্মধ্যে সুন্নাত সম্পর্কে একটি পুস্তিকার কথা উল্লেখ করলেন। তার মাঝে তিনি বলেন, জান্নাত ও দোযখ উভয়টি সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে (সহীহায়নে উল্লিখিত বিভিন্ন হাদীসের অংশ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, دخلت الجنـــة فِي النار فرأيت فيها قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت فِي النار، فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا.

আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখেছি, তাতে হাউযে কাওসার দেখেছি এবং উঁকি মেরে দোযখ দেখেছি। তার মধ্যে অধিকাংশ অধিবাসীকে এমন এমন দোষে অভিযুক্ত অবস্থায় পেয়েছি।

---

১০১. সূরা ক্বাফ, আয়াত : ১৬

১০২. সূরা হাদীদ, আয়াত : 8

১০৩. সূরা মুজাদালা, আয়াত : ৩৭

সুতরাং যে এ আকীদা পোষণ করে, জান্নাত ও জাহান্নাম এখনো সৃষ্টি হয়নি, সে প্রকারান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , কুরআনকে-ই মিথ্যা প্রতিপন্ন করল ও জান্নাত-জাহান্নামকে অস্বীকার করল। সে ব্যক্তিকে এ ভুল আকীদা থেকে তওবা করতে বলা হবে। যদি তওবা করে, তবে তো ভাল। অন্যথায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। (কেননা সে ধর্মদ্রোহী)।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে আব্দুস ইবনে মালিক আত্তারও এমন বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনার শেষাংশে এ-ও রয়েছে, যে ব্যক্তি এ আকীদা পোষণ করে, জান্নাত ও জাহান্নাম এখনো সৃজিত হয়নি, সে কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। আমি মনে করি না, সে ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আনয়নকারী।

সুতরাং উল্লিখিত অধ্যায়সমূহের মাসাইল ও তার মধ্যে উল্লিখিত কুরআন-সুন্নাহ ও সলাফদের থেকে বর্ণিত মতসমূহ, গবেষণালব্ধ জ্ঞান, অন্তর্নিহিত গূঢ়তথ্য ও তত্ব গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন। এগুলো এমন কতগুলো বিষয়, যেগুলো এ গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে একত্রে এ ভাবে পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করেছি। যদি বিস্তারিত করতাম, তবে এতেই দীর্ঘ কলেবর বিশিষ্ট একটি গ্রন্থ রচিত হয়ে যেত। সাহায্য একমাত্র আল্লাহর নিকট-ই চাওয়া যায়। ভরসা একমাত্র তাঁরই উপর করা যায়। সঠিক কথা ও কাজের তাওফীক দানকারী একমাত্র তিনি-ই।

## জান্নাতের ফটক কয়টি

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّىٰٓ إِذَاجَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَالِدِينَ.

যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে ও তার দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে। আর জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে পবেশ কর স্থায়ীভাবে। (অবস্থিতির জন্য।)[১০৪]

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা দোযখের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, حَتَّىٰٓ إِذَاجَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبوابُهَا যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার প্রবেশ দ্বারগুলি খুলে দেওয়া হবে।[১০৫]

জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفُتِحَتْ أَبوابُهَا এখানেواؤ দ্বারা আর জাহান্নামের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, فُتِحَتْ أَبوابُهَا অর্থাৎ واؤ ব্যতীত। এর কারণ বর্ণনায় একদল উলামা বলেন, এখানে واؤ হল, واؤ ثمانية। যেহেতু জান্নাতের দ্বার আটটি। সুতরাং এখানে واؤ ثمانية ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেহেতু জাহান্নামের দ্বার আটটি নয়; বরং সাতটি, তাই সেখানে واؤ ثمانية ব্যবহার করা হয়নি। এটি অত্যন্ত দুর্বলতম উক্তি। এর কোন প্রমাণিক ভিত্তি নেই। এই কায়দা আরবগণও জানেন না,

---

১০৪. সূরা যুমার, আয়াত : ৭৩

১০৫. প্রাগুক্ত, আয়াত : ৭১

আরবী ভাষার পণ্ডিতগণও জানেন না। এটি পরবর্তী যুগের কতিপয় আলিমের নিজস্ব ভাবনা মাত্র।

অন্য একদল আলিম বলেন, وَفُتِحَتْ এর মধ্যে واو টি অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর واو এর পরবর্তী বাক্য إذا এর জবাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনিভাবে জাহান্নামের বর্ণনায় وَفُتِحَتْ أبوابها বাক্যটি إذا এর জবাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ মতটিও অত্যন্ত দুর্বল। কেননা আরবী ভাষাভাষীদের নিকট অতিরিক্ত واو ব্যবহৃত হওয়ার কোন রীতি নেই। অলংকার সমৃদ্ধ ভাষার জন্য উপযোগীও নয় যে, তাতে এমন কোন অক্ষর অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হবে; যার কোনো অর্থ নেই বা অন্য কোনো উপকারিতাও নেই।

তৃতীয় একদল আলিম বলেন, إذا এর জবাবে আগত বাক্যটি উহ্য রয়েছে। আর وَفُتِحَتْ أبوابها এর عطف হল جاؤها এর উপর। এটি হল, আবূ উবাইদ, মুবাররাদ, যুজায ও অন্যদের মত। মুবাররাদ বলেন, আহলে ইল্ম তথা উলামায়ে কিরাম شرط এর জবাব উহ্য থাকাকেই ভাষার উচ্চাঙ্গতা বিবেচনা করেন।

প্রখ্যাত নাহুবিদ আবুল ফাতাহ ইবনে জুনী রহ. বলেন, আমাদের আসহাব واو কে অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য করেন না। এবং তা বৈধও মনে করেন না। তিনি বলেন, যেহেতু شرط এর জবাব জানা রয়েছে, তাই তা বিলুপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি বিবেচ্য যে, জান্নাতবাসীদের বর্ণনা প্রদানকারী আয়াতে شرط এর জবাবকে বিলুপ্ত করা ও জাহান্নামবাসীদের বর্ণনা প্রদানকারী আয়াতের মধ্যে شرط এর জবাবকে উল্লেখ করার মধ্যে কি রহস্য রয়েছে?

তার জবাবে বলা যায়, উভয় স্থানের ভাষা-ই চূড়ান্ত পর্যায়ের অলংকারসমৃদ্ধ। সুতরাং জাহান্নামবাসীদেরকে যখন ফিরিশতাগণ হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকবেন, তখন জাহান্নামের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ থাকবে, কিন্তু যখন তারা তার নিকটে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের সামনেই তার দরযা খুলে যাবে, এবং অকস্মাৎ তারা আযাবে নিপতিত হবে।

সুতরাং তারা তার নিকট পৌঁছা মাত্র-ই অনতিবিলম্বে জাহান্নামের দরযা খুলে দেয়া হবে। উক্ত অবস্থা সে شرط এর উহ্য জবাব দ্বারাই বুঝা যায়।

অর্থাৎ তা شرط পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথেই ঘটবে। কেননা জাহান্নাম হলো, অপমান ও লাঞ্ছনার স্থল। ফলে কেউ-ই জাহান্নামে প্রবেশের অনুমতি চাইবে না এবং জাহান্নামের দারোয়ানের নিকটও কেউ তা দাবী করবে না। (অর্থাৎ, তার অর্থ এটা-ই নির্ণীত হল, জাহান্নামবাসীরা তার দরযায় পৌঁছা মাত্র-ই দরযা খুলে যাবে।)

আর জান্নাত হল, আল্লাহ তা'আলার দয়া, অনুগ্রহ ও সম্মানের স্থান। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট বান্দা এবং ওলীগণের স্থান। সুতরাং যখন জান্নাতবাসীগণ তার নিকটবর্তী হবে, তখন তার প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ থাকবে। ফলে তারা জান্নাতের প্রহরীর নিকট তার দ্বার উন্মুক্ত করার আবেদন করবে। আল্লাহ তা'আলার নির্ভরযোগ্য বান্দা ও রাসূলগণের নিকট সেজন্য সুপারিশ প্রার্থনা করবে, আপনারা জান্নাতের দরযা খোলার জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে সুপারিশ করুন। কিন্তু নবীগণ প্রত্যেকেই সুপারিশের বিষয়টি অন্যের দায়িত্বে সমর্পণ করবেন। আমি নয়, অমুকের নিকট সুপারিশের নিবেদন কর। এমনিভাবে শেষ নবী, নবীকুলের সর্দার ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলা হবে, এ কাজ একমাত্র তাঁর পক্ষে-ই সম্ভব। যখন সকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাবে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, এ কাজ একমাত্র আমার-ই। তখন তিনি আরশের নিচে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন। যতক্ষণ ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাথা উঠানোর অনুমতি দিবেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতের দরযা খোলার সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করবেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে জান্নাতের দরযাসমূহ খুলে দিবেন। এই হল রাজাধিরাজ, অধিপতির অধিপতি মহান প্রভুর সম্মানিত স্থানের তুলনা।

মূলকথা হল, বান্দা এ কঠিন প্রেক্ষিত অতিক্রম করার পর তাতে প্রবেশ করবে। যার সূচনা হবে বান্দার সে বিষয়ে অবগতির মাধ্যমে। এমনিভাবে বান্দা ক্রমান্বয়ে সে সকল স্তর অতিক্রম করার পর জান্নাতের নিকটবর্তী হতে পারবে। অনেক কষ্ট স্বীকার করার পর আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী ও

সর্বাধিক প্রিয়তম মাখলূক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সে জান্নাতবাসীদের জন্য তার দরযা খোলার জন্য সুপারিশের অনুমতি দিবেন। এটাই হল নি'আমতকে পূর্ণাঙ্গ করার এবং চূড়ান্ত আনন্দ ও খুশি লাভের একান্ত ও সর্বোত্তম মাধ্যম। যাতে কোন অজ্ঞ, মূর্খ ব্যক্তি এ ধারণা না করে, জান্নাত একটি তো একটি হাবেলীর ন্যায় মাত্র। যার ইচ্ছা হয় প্রবেশ করবে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জান্নাত অত্যন্ত উচ্চতর ও মূল্যবান। বান্দা ও জান্নাতের মাঝে বড় বড় ঘাঁটি ও শংকাময় স্তর রয়েছে। যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার তাওফীকেই অতিক্রম করা সম্ভব। এটা সে ব্যক্তির জন্য নয়, যে একদিকে স্বীয় প্রবৃত্তির গোলামী করে তার-ই অনুসরণ করে। আর অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত পেতে আশাবাদী হয়ে থাকে। বরং উঁচু মর্যাদা অর্জন করার জন্য ব্যক্তির উচিত এসব বর্জন করে এ পথের জন্য সর্বোপযোগী পন্থা অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি এ পন্থা অবলম্বন করবে, তার জন্য-ই জান্নাতের সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। সে দু'দলকে (জান্নাতী ও জাহান্নামী) তাদের গন্ত ব্যস্থলের দুই দরযার দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করুন।

এই দলের অন্তর্ভুক্ত (জান্নাতী) লোকেরা আপন ভাইদের মাঝে থাকার ফলে আনন্দিত থাকবে। প্রত্যেক দল পৃথক পৃথক থাকবে। প্রত্যেক সমআমলের লোকগণ পরস্পর সাথী হবে। তারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রসন্ন থাকবে দৃঢ়চেতা হয়ে। যেমনিভাবে তারা দুনিয়াতে নেক আমল করার সময় অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিল, তেমনিভাবে তারা সেখানেও পরস্পর অন্তরঙ্গ ও প্রফুল্ল থাকবে।

তেমনিভাবে অন্য দরযা অভিমুখীদেরকে (জাহান্নামী) দলে দলে সে দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। তারা একে অপরকে অভিশাপ দিতে থাকবে ও একে অন্যের দ্বারা কষ্ট ভোগ করবে। এটা হল, অপমান ও লাঞ্ছনার চরম পর্যায়ে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা উভয় দ্বার অভিমুখীদের আলোচনা করতে গিয়ে যে زمرا শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাকে অনর্থক মনে করো না। জান্নাতের

প্রহরী জান্নাতের অধিবাসীদেরকে سلام عليكم বলে অভিভাদন করবে এবং সালাম দ্বারা-ই আলোচনা শুরু করবে। যা সকল প্রকার অনিষ্টতা ও বিপদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা দানকারী। অর্থাৎ তোমরা নিরাপদে, শান্তিতে বসবাস কর। আজকের পর তোমাদের কোনো প্রকার কষ্ট ও পেরেশানীর মুখোমুখি হতে হবে না। যা তোমরা পসন্দ করো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা পবিত্র নিষ্পাপ। তোমরা সর্বদার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর। অর্থাৎ তোমাদের নিরাপত্তা, শান্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করা তোমরা নিষ্পাপ ও পবিত্র হওয়ার কারণেই।

আল্লাহ তা'আলা নিষ্পাপ ও পবিত্র লোকগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। জান্নাতের প্রহরী জান্নাতবাসীদেরকে শান্তি, নিরাপত্তা, পবিত্রতা, নিষ্পাপতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ ও তাতে চিরস্থায়ী হওয়ার সু-সংবাদ দিবে।

আর জাহান্নামবাসীরা যখন দুঃখ-পেরেশানী ও কষ্টকর অবস্থায় জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছবে, তখন জাহান্নামের প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা দরযায় দাঁড়িয়ে থাকবে, আর জাহান্নামের প্রহরী তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে ধমক দিতে থাকবে। এ বলে তাদেরকে লজ্জা দিতে থাকবে, اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ 'তোমাদের মাঝে কি তোমাদের মধ্য হতেই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূলগণের আগমন ঘটেনি? যাঁরা প্রভুর আয়াত পাঠ করে তোমাদেরকে শুনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের আগমন সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করত'। তখন তারা স্বীকৃতি জানাবে এবং বলবে, হ্যাঁ, আমাদের নিকট রাসূলগণের আগমন ঘটেছিল। অতঃপর প্রহরী তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার ও তাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার সংবাদ শুনাবে। জাহান্নাম তাদের জন্য নিতান্তই নিকৃষ্ট স্থান হবে। ভেবে দেখুন, জান্নাতের প্রহরী জান্নাতীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, ادخلوها জান্নাতে প্রবেশ করুন। আর জাহান্নামের প্রহরী জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, ادخلوا أبواب جهنم জাহান্নামের দরযা দিয়ে প্রবেশ কর। তাদের কথোপকথনের প্রতি লক্ষ্য করলে এক সূক্ষ্মতর রহস্য এবং গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যাবে। তা হল, জাহান্নাম শাস্তির স্থান। তার দরযা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং জাহান্নামের আগুনের সবচেয়ে বেশি তাপ হবে দরযায়। তাতে প্রবেশকারীদের যে শাস্তির

সম্মুখীন হতে হবে, তন্মধ্যে এ দরযা দিয়ে প্রবেশ করা-ই হবে সর্বাপেক্ষা বড় চিন্তা ও দুঃখের কারণ।

উক্ত দরযা দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে তার দুঃখ-দুর্দশা, পেরেশানী ও লাঞ্ছনা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। সুতরাং তাদেরকে বলা হবে, এর দরযা দিয়ে প্রবেশ কর। এটা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্য-ই বলা হবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা শুধু এ দরযা দিয়ে প্রবেশের অপমান ও লাঞ্ছনাকে-ই যথেষ্ট মনে করো না; বরং তোমরা উক্ত জাহান্নামে চিরদিনের জন্য স্থায়ী হবে।

পক্ষান্তরে জান্নাত তো সম্মান ও শান্তির নীড়। আল্লাহ তা'আলা তা একমাত্র তাঁর বন্ধুদের জন্য-ই তৈরী করেছেন। জান্নাতীগণকে প্রথমেই তাদের অবস্থানস্থল ও তাদের ভবনে প্রবেশের এবং স্থায়ী বসবাসের সু-সংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ *চির অম্লান উদ্যানসমূহের ফটক তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।* সেখানে তারা প্রবেশ করে আরাম দায়ক শয্যায় হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তাদেরকে বৈচিত্রময় ফল ও পানীয়ের আপ্যায়নের দিকে আহবান করা হবে।

উক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে এখানেও তাৎপর্যপূর্ণ রহস্য উদঘাটিত হবে। তা হল, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর তার দ্বার রুদ্ধ করা হবে না; বরং তার দ্বার থাকবে উন্মুক্ত। আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর তার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ *অবশ্যই তাদের জন্য জাহান্নামের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হবে।* অর্থাৎ, তা স্তর স্তর করে বন্ধ করে দেয়া হবে। এ জন্য দরযাকে وصيد বলা হয়। অর্থাৎ এমন খুঁটি তৈরী করা হবে, যা দরযার বাইরে স্থাপন করা হবে। তাকে মযবূতভাবে বন্ধ করার জন্য। যেমনিভাবে বৃহদাকারের পাথর দরযার বাইরে রেখে তা বন্ধ করা হয়ে থাকে।

মুকাতিল রহ. বলেন, জাহান্নামীদের জন্য তার দ্বার রুদ্ধ করা হবে, তা কখনো খোলা হবে না। ফলে তা থেকে কেউ বের হতেও পারবে না। আর কেউ প্রবেশও করতে পারবে না।

এমনিভাবে জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত রাখার দ্বারা এ কথা-ই নির্দেশ করে, তারা সেখানে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে আসা-যাওয়া করবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে-ই নিবাস বানাতে পারবে। প্রভু কর্তৃক উপহার প্রদান ও দয়া-অনুগ্রহে ফিরিশতা সর্বদা তাঁদের নিকট আসা-যাওয়া করবে। তাদের প্রতিনিয়ত প্রবেশ সে জান্নাতবাসীদের জন্য আনন্দের কারণ হবে। এমনিভাবে এটা (জান্নাতের দরযা সর্বদা উন্মুক্ত রাখা) এ কথাও নির্দেশ করে, তা নিরাপদ স্থান।

সুতরাং দরযা বন্ধ করার প্রয়োজন পড়বে না। যেমনিভাবে দুনিয়াতে নিরাপত্তার জন্য তারা ঘরের দরযা বন্ধ রাখত।[১০৬]

## الأبواب এর ال সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি

উক্ত আয়াতে جنات عدن হল موصوف আর مفتحة الأبواب হল তার صفت। সে হিসাবে صفت এর মধ্যে এমন একটি ضمير বা সর্বনাম হওয়া জরুরী, যা موصوف এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। সে ضمير বা সর্বনাম সম্পর্কে আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনকারী উলামা কিরামের মতভেদ রয়েছে।

কুফাবাসী নাহবীগণ বলেন, মূল ইবারত ছিল, مُفَتَّحَةً لَهُمْ أبوابها । ضمير বা সর্বনামকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে শুরুতে আলিফ লাম আনা হয়েছে। ضمير –ها টি مضاف إليه ছিল।) আরবী ভাষাবিদগণ এরূপ করে থাকেন, مضاف إليه কে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে مضاف এর উপর আলিফ-লাম ব্যবহার করেন। যেমন আহ্‌লে আরবগণ বলেন, مررت برجل حسن العين। এটা মূলতঃ ছিল عينه। এর আরেকটি উদাহরণ হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى । মূলতঃ ছিল, ماواه। এর ضمير কে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ماوى শব্দের শুরুতে আলিফ-লাম যোগ করা হয়েছে।

বসরাবাসী ভাষাবিশারদ বলেন, এটা ছিল مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأبواب منها । ها যমীর

---

১০৬. প্রাজ্ঞ লেখক এখান থেকে الابواب শব্দের আলিফ লাম সম্পর্কে আরবী ভাষাবিদদের উক্তি উদ্ধৃত করছেন। সম্পূর্ণ ইলমী আলোচনা করেছেন। আহলে ইল্‌ম তথা আলিম সমাজের জন্য তা নিতান্তই জ্ঞানগর্ভ ইল্‌মী আলোচনা।

তথা সর্বনামকে حــرف جــار -مــن সহ বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, আরবী ভাষায় যমীর বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে আলিফ-লাম ব্যবহার করা থেকে এ জাতীয় ইবারত উহ্য নির্ধারণ করা অতি উত্তম। কারণ আলিফ-লাম যে অর্থ প্রদান করে, তার সাথে ها এর অর্থের সামঞ্জস্য নেই। কেননা هــا হল, ইস্‌ম তথা বিশেষ্য (যেহেতু যমীর) আর আলিফ-লাম (এটা অব্যয়) বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করার জন্যে তার শুরুতে প্রবিষ্ট হয়। আর অব্যয় কখনো বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় না এবং তার স্থলাভিষিক্তও হয় না।

বসরাবাসীগণ আরো বলেন, কুফীগণ বলেন, আলিফ-লাম যমীরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি তা-ই হতো, তবে অবশ্যই جنات এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর مفتحــة এর সাথে যুক্ত থাকত। তখন অর্থ হতো, مفتحة هي। (সে উদ্যান উন্মুক্ত) এবং তার بدل আনা হতো الأبــواب দ্বারা। যদি এমন হতো তবে الأبواب এর মধ্যে অবশ্যই نصب হতো।

কেননা مفتحة শব্দটি তার فاعل বা কর্তাকে رفــع প্রদান করেছে। আর এটা জায়েয নেই, তা অন্য কোন ইস্‌ম তথা বিশেষ্য কে رفــع প্রদান করবে। কারণ একই فعــل বা ক্রিয়ার দু'ইস্‌মকে رفــع প্রদান করা নিষিদ্ধ। সুতরাং যেহেতু مفتحة শব্দটি الأبــواب শব্দটিকে رفــع প্রদান করেছে, তাহলে বুঝা যায়, مفتحة শব্দটি ضمير হতে মুক্ত। الأبواب শব্দটি مفتحة এর কারণেই رفع যুক্ত হয়েছে। صــفت এর মধ্যে যদি এক ইস্‌ম এর সাথে ضــمير নির্ধারিত থাকে, তবে সে ইস্‌ম رفع বিশিষ্ট হবে। এবং অপর ইস্‌ম نصب যুক্ত হবে। যেমন: আরবগণ বলে থাকেন, مررت برجل حسن الوجه (মূলতঃ ছিল حسن وجهه)। এখানে الوجه কে رفع যুক্ত করে আর حسن কে তানবীন দ্বারা نصب পড়া জায়েয নেই।

(তেমনিভাবে এখানেও مفتحة শব্দটি তানবীন দ্বারা যবরযুক্ত আর الأبــواب শব্দটি হল পেশযুক্ত। সুতরাং তা উল্লিখিত নিয়ম মুতাবিক নয়। কিন্তু যদি তার মূল مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأبــواب منــها ধার্য করা হয়, তবে কোন প্রশ্ন-ই থাকে না।)

আলিফ-লাম যেহেতু নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তা صفت এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। সুতরাং এখানে অবশ্যই একটি ضمير হওয়া জরুরী যা موصوف এর দিকে ফিরবে। موصوف হল جنات عدن। আর যমীর শব্দের মাঝে বিদ্যমান নেই। তাহলে অবশ্যই তা উহ্য থাকবে এবং মূল বাক্য হবে الأبواب منها।

আমার (আল্লামা ইবনুল কায়্যিম) মতে, এর দ্বারা কুফাবাসীদের মত বাতিল হবে বলে গণ্য হয় না। কেননা, তারা তো শুধু বলেন, ضمير এর পরিবর্তে আলিফ-লাম ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু, আলিফ-লাম ব্যবহারের কারণে ضمير ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি। সকল আরব-ই حسن الوجه ও حسن وجهه এরূপ ব্যবহারকে সঠিক বলে গণ্য করেন, যা কুফাবাসীদের মতকে সমর্থন করে। আরবগণ বলে থাকেন, তানবীন আলিফ-লাম এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল, উভয়টা একত্রিত হয় না। এমনিভাবে مضاف إليه তানবীনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় এবং তানবীন إضافت এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ দু'টি একত্রে ব্যবহৃত হয় না। বরং ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহৃত হয়। তাদের উদ্দেশ্য এই নয়, بدل যে অর্থ مبدل منه এরও হুবহু সে অর্থ হবে। বরং কখনো কখনো উভয়টা এমন অর্থ প্রদান করে, একটির অর্থ অন্যটির মধ্যে আদৌ পাওয়া যায় না। কুফাবাসীদেরও তো এ-ই উদ্দেশ্য, الأبواب এর মধ্যে আলিফ-লাম আসার কারণে যমীরের প্রয়োজন নেই।[১০৭]

যদি أبوابها বলা হয়, তবু তা সঠিক হবে। কারণ উদ্দেশ্য হল, صفت ও موصوف এর মাঝে এমন কোন বিষয় দ্বারা সম্পর্ক স্থাপন করা যা স্বতন্ত্র কোন বিষয় নয়। সুতরাং যমীর যখন موصوف এর দিকে ফিরবে, তখন তা স্বতন্ত্র হওয়ারও আর অবকাশ থাকে না। তেমনিভাবে নির্দিষ্টকরণের লাম। কেননা যমীর ও লাম উভয়টা স্ব-স্ব متعلق তথা সম্পর্কিত বস্তুকে নির্দিষ্ট

---

১০৭. সুতরাং তাদের প্রতি এ প্রশ্ন ছোঁড়া যায় না যে, আলিফ-লামের অর্থ এবং যমীরের অর্থ ভিন্ন। ফলে তা এর بدل বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। আর এ প্রশ্নের কোন ভিত্তি নেই। কাজেই এর দ্বারা কুফাবাসীদের মতবাদও বাতিল হয় না

করে। যমীর مفسّـــر কে নির্দিষ্ট করে আর আলিফ-লাম যে ইস্‌ম তথা বিশেষের উপর প্রবেশ করে, তাকে নির্দিষ্ট করে। ভাষাবিদগণও বলেন, زيد نعـــم الرجـــل জাতীয় বাক্যের মধ্যে আলিফ-লামটি যমীরের ব্যবহার থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। সুতরাং যমীর ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনি।

আল্লামা যামাখশরী রহ. উক্ত আয়াতের এমন তারকীব করেছেন, যা প্রশ্ন সৃষ্টি করে। তিনি বলেন, جنـــات عـــدن নাকিরা বা অনির্দিষ্ট শব্দ নয়; বরং মা'রিফা বা নির্দিষ্ট শব্দ। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'লার বাণী, جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عباده بالغيـــب এর মধ্যে মা'রিফা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর جنات শব্দটি যবরযুক্ত। কেননা এটা لحسن مآب এর উপর عطـــف হয়েছে। আর مفتحـــة হল, حـــال। তার আমেল তা-ই যা المـــتقين এর মধ্যে আমল করেছে। অর্থাৎ معنى فعـــل বা ক্রিয়ার অর্থ। مفتحـــة এর মধ্যে একটি যমীর আছে, যা جنـــات এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর الأبـــواب হল, উক্ত যমীর থেকে بدل।

সুতরাং মূল ইবারত হল, مفتحـــة هـــى الأبـــواب এবং তেমনি যেমনিভাবে আবরদের উক্তি ضُرب زيد اليد والرجلএর মধ্যে اليد والرجل শব্দটি زيد থেকে بدل الإشتمال হয়েছে। তেমনিভাবে الأبواب শব্দটিও هى যমীর থেকে بـــدل الإشتمال হয়েছে।

আল্লামা যমখশরীর তারকীবের কয়েকটি অংশের উপর প্রশ্ন আরোপিত হয়। তা হল, جنات শব্দটিকে কিভাবে মা'রেফা তথা নির্দিষ্ট বানানো হল। অথচ তাতে মা'রেফা বা নির্দিষ্ট করণের কোন কারণ পাওয়া যায় না। যদি বলা হয় যে, جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ এর মধ্যে الَّتِي وَعَـــدَ الـــرَّحْمَنُ, হল মা'রিফা, এবং তা جنات عدن -এর صفت। সুতরাং বুঝা গেল جنات عدن ও মা'রিফা বা নির্দিষ্ট।

এর জবাব আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযী রহ. এভাবে প্রদান করেছেন, التى وعدالرحمن হল, جنات عدن হতে بدل, صفت নয়। এটাও লক্ষ্য রাখা চাই, جنات عدن কে لحسن مـــاب থেকে عطـــف بيـــان বলাও সহজ ব্যাপার নয়।

যেমনটি আল্লামা যামাখশরীর মত। কেননা মা'রিফা ও নাকিরা দু'টি ইস্‌ম তথা বিশেষ্যের মধ্যে একটিকে অপরটির থেকে عطف بيان বলার পক্ষে কেউ-ই মত পোষণ করেননি। কারণ এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। একটি হল, একমাত্র মা'রিফার عطف بيان মা'রিফা-ই হয়। যা বসরাবাসী নাহুবিদদের মত। অপর মতটি হল, মা'রেফার عطف بيان মা'রিফা হয়। আর নাকিরার عطف بيان নাকিরা হয়। যা কুফাবাসী নাহুবিদগণ সহ আবূ আলী আল-ফারেসীর মত।

আর আল্লামা যামাখশরী যে বলেন, مفتحة এর মধ্যে এমন একটি যমীর আছে, যা جنات এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। এটাও সঠিক নয়। কেননা, বাক্যের বাহ্যরূপ তার পরিপন্থী। কেননা, তার-ই কারণে الأبواب শব্দটি পেশযুক্ত হয়েছে। আর তার মধ্যে যমীরও নেই।

এছাড়া তিনি যে বলেছেন, الأبواب শব্দটি بدل الإشتمال হয়েছে। অথচ, بدل الإشتمال এর ব্যাপারে স্বয়ং যামাখশরীও অন্যদের মত এ মত পোষন করেন, তাতে একটি যমীর থাকা আবশ্যক। যদিও কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষন করেছেন।

যমীর হওয়া যেহেতু জরুরী, সুতরাং যমীর শব্দে উল্লেখও থাকতে পারে, উল্লেখ না থেকে উহ্যও থাকতে পারে। এখানে শব্দে উল্লেখ নেই। তাহলে অবশ্যই তাকে উহ্য মানতে হবে। সে অবস্থায় মূল ইবারত হবে, الأبواب منها। সুতরাং মূল ইবারত হয়, مفتحة لهم هي الأبواب منها। এ অবস্থায় যমীর অধিক হয়ে যায়। অথচ যমীর কম ব্যবহার করা-ই হল উত্তম। (অতএব, তার মূল مفتحة لهم الأبواب منها মানা-ই উত্তম।)

সহীহায়নে[১০৮] হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, في الجنة ثمانية أبواب،باب منها يسمى الريان لايدخله إلا الصائمون জান্নাতে আটটি দরযা আছে। তন্মধ্যে একটির নাম রাইয়্যান। যা দ্বারা একমাত্র রোযাদাররা-ই প্রবেশ করবে।

---

১০৮. বুখারী. খ. ১, পৃ. ৪৬১, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৬৪

সহীহায়নে[১০৯] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من انفق زوجين في شيئ من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلوة دعي من باب الصلوة. যে ব্যক্তি যে কোন বস্তুর এক জোড়া আল্লাহ তা'আলার রাহে খরচ করবে, তাকে জান্নাতের দরযা হতে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটাই উত্তম। যে ব্যক্তি নামাযওয়ালা হবে (অধিক নামায আদায়কারী) তাকে বাবুস সালাত হতে আহ্বান করা হবে। ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان যে জিহাদকারী হবে তাকে বাবুল জিহাদ হতে আহ্বান করা হবে। আর যে অধিক সদকাকারী হবে, তকে বাবুস সাদাকাত থেকে আহ্বান করা হবে। আর যে অধিক রোযা পালনকারী হবে, তাকে বাবুর রাইয়্যান হতে আহ্বান করা হবে।

হযরত আবূ বকর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! ماعلى من دعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها কোনো ব্যক্তিকে যদি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সকল দুয়ার হতে আহবান করা হয়, তার কী হবে? এমন কেউ কি আছে যাকে সকল দুয়ার হতে একযোগে আহবান করা হবে?

فقال نعم! وأرجواأن تكون منهم হ্যাঁ, আমি আশাবাদী যে, তুমি তাদের মধ্য হতে একজন হবে।

সহীহ মুসলিমে[১১০] হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مامنكم من أحد يتوضأ، فيبالغ أوفيسبغ الوضوء، ثم يقول : أشهد أن لاإليه إلاالله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من ايها شاء. তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অতি উত্তম রূপে ওযু করে ও ওযুর পর এ দু'আ পড়ে,

---

১০৯. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫১৭, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৩০
১১০. খ. ১, পৃ. ১২২

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আট দরযার সব কয়টি খুলে দেয়া হবে। সে যে দরযা দিয়ে ইচ্ছা তা দিয়ে-ই প্রবেশ করতে পারবে।

ইমাম তিরমিযী এ শব্দাবলীও বৃদ্ধি করেছেন, اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين হে আল্লাহ আমাকে তাওবাকারীদের মধ্যে ও অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।

ইমাম আবূ দাঊদ[১১১] ও ইমাম আহমদ[১১২] বলেন, উক্ত দু'আ পড়ার পর আকাশের দিকে তাকাবে।

ইমাম আহমাদ রহ. হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করে তিন বার এ দু'আ পড়বে,

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله তার জন্য জান্নাতের আট দরযার সব কয়টি খুলে দেয়া হবে। যে দরযা দিয়ে ইচ্ছা সে দরযা দিয়েই সে প্রবেশ করতে পারবে।

হযরত উতবাহ ইবনে আবদুল্লাহ আস সালামী রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، من أيها شاء دخل. যে কোন মুসলিম ব্যক্তির তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে (এবং সে এতে ধৈর্য ধারণ করেছে, কোন প্রকার অভিযোগ করেনি) সে সন্তান তার সাথে জান্নাতের আট দরযার যে কোন এক দরযায় সাক্ষাৎ করতে পারবে। সে এ আট ফটক বা দরযার যে কোনটি দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। উক্ত বর্ণনাটি ইবনে মাজার ১১৫ পৃ. সনদসহ বর্ণিত আছে।

---

১১১. সুনানে আবী দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৬

## জান্নাতের ফটকের বিশালতা

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে।[১১৩] তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক পেয়ালা সরীদ (ঝোলে ভিজানো রুটির টুকরা) রাখলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর একটি বাহু নিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর এ অংশটা বেশি পসন্দ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দাঁত দ্বারা চিবিয়ে খেলেন। আর বললেন, انا سيد الناس يوم القيامة আমি কিয়ামতের দিন সকল লোকের সরদার। অতঃপর অন্য বাহুটি চিবিয়ে খেলেন এবং আবারও বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সকল লোকের সরদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, সাহাবায় কিরাম রা. তাঁর কাছে এ বিষয়ে বিশদবিবরণ জিজ্ঞাসা করছোনা, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন জিজ্ঞাসা করলে না এটা কিভাবে হবে? তখন সাহাবাগণ রা. বললেন, কিভাবে হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, يقوم الناس لرب العالمين، فيسمعهم الداعي، وينفذ هم البصر. লোক সকল আল্লাহ তা'আলার দরবারে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন একজন আহ্বানকারী উঁচু আওয়াযে তাদেরকে আহ্বান করতে থাকবে, যা সকলে শুনবে ও দেখবে। অতঃপর শাফা'আত সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদীসটি ইরশাদ করেন। তার শেষাংশে রয়েছে, فانطلق، فاتى تحت العرش، অতঃপর আমি হেঁটে আরশের নিচে আসব। فاقع ساجدا لربي،

---

১১৩. বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬৮৫

فيقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحد قبلي، ولن يقيمه أحد بعدي এবং আমার প্রভুর সামনে লুটে পড়ব। অতঃপর রাব্বুল আলামীন এ অবস্থা থেকে উঠাবেন এবং এমন স্থানে আমাকে অবস্থান করাবেন, যেখানে আমার পূর্বে কেউ অবস্থান করেনি আর আমার পরেও কেউ অবস্থান করবে না।

فأقول : يارب أمتي أمتي তখন আমি বলব, হে প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, يامحمد! ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذالك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إن مابين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو هجرومكة . হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের মধ্য হতে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেই, তাদেরকে বাবুল আয়মান দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করান এবং এরা অন্যান্য লোকদের সাথে অন্যান্য দরযা দিয়েও প্রবেশ করতে পারে।

শপথ সে সত্তার! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন। জান্নাতের দু' দরযার মাঝে দূরত্ব এ পরিমাণ, যে পরিমাণ দূরত্ব মক্কা ও হাজারের মধ্যে। অথবা বলেছেন, হাজার ও মক্কার মধ্যে যে পরিমাণ দূরত্ব।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, كما بين مكة وبصرى বসরা ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্ব।[১১৪] এ বর্ণনা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন একমত। সনদের ভিত্তিতে সহীহ বহির্ভূত বর্ণনায় হাদীসের শব্দ এমন, ان مابين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر মক্কা ও হাজারের মাঝে যে পরিমাণ দূরত্ব, জান্নাতের দরযার কপাটের মাঝে সে পরিমাণ দূরত্ব।

খালিদ ইবনে উমায়র রা. হতে বর্ণিত আছে যে,[১১৫] হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান রা. আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা তথা গুণগান ও প্রশংসা করার পর বললেন,

فإن الدنيا قد أذنت بصرم، وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الاناء، يصبها صاحبها، وانكم منقلبون منها إلى دار لازوال لها، فانقلبوا بخير ما بحضرتكم.

---

১১৪. মুসনাদে আহমদ, খ. ২, পৃ. ৪৩২, বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬৮৫

১১৫. মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৪০৯, মুসনাদে আহমদ, খ. ৪, পৃ. ১৭৪

অবশ্যই এ ধরা বিরহের বাণী গেয়ে যাচ্ছে। দ্রুত তার সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে। পৃথিবীর শুধু মাত্র এ পরিমাণ সময় রয়েছে, যে পরিমাণ পানি অবশিষ্ট থাকে কোনো পাত্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর। দুনিয়াবাসী তা থেকে পান করে যাচ্ছে। অতঃপর তোমরা এমন আবাসস্থলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, যা কখনো ধ্বংস হবে না। সুতরাং তোমাদের নিকট যা রয়েছে, তা ছেড়ে তারও চেয়ে উত্তম অবস্থার সে দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি আমাদের সামনে জান্নাতের দরযার বিশালতার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, ان مصرعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سـنة জান্নাতের দরযার এক কপাট থেকে অন্য কপাটের দূরত্ব চল্লিশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ। দ্রুতগতিসম্পন্ন কোন অশ্ব চল্লিশ বৎসর দৌড়ালে যতটুকু পৌছতে পারে, জান্নাতের এক দরযা থেকে অন্য দরযার দূরত্ব ততটুকু। وليأتين عليه يوم وهو كظيظ مـن الزحـام একদিন এমনও আসবে, যে দিন তা ভীড়ে কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে।

এ রিওয়ায়েত মাওকূফ আর পূর্বোল্লিখিত রেওয়ায়েত হল, মারফূ'। সুতরাং যদি এর বর্ণনাকারীও স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ে থাকেন, তবে হতে পারে, জান্নাতের এমন কোনো দরযা রয়েছে, যা সকল দরযা অপেক্ষা বিশাল (এ অবস্থায় উভয় বর্ণনার মাঝে কোন বিরোধ থাকে না) আর যদি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উল্লেখ না করেন, বরং অন্য কেউ বর্ণনা করেন, তবে তা হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীস থেকে অগ্রগণ্য হবে না। কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে সনদসহ উল্লেখ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের দ্বারা-ই উম্মতের সত্তরতম দলের পূর্ণতা লাভ করবে। আর তোমরা তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ও সম্মানী হবে। জান্নাতের দরযার কপাটের মধ্যে দূরত্ব হবে চল্লিশ বছরের দূরত্ব। অবশ্যই এমন একটা সময় আসবে, যখন তা ভীড়ে কানায় কানা পূর্ণ থাকবে।

হাকীম ইবনে মু'আবিয়া রা. তাঁর পিতা মু'আবিয়া রা. হতে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন, যাতে এ শব্দাবলীও রয়েছে, مابين مصراعين من مصاريع الجنـة

مسيرة سبع سنين জান্নাতের দরযার দু'কপাটের মাঝে সাত বছরের দূরত্ব।

মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়দের মধ্যে সনদসহ বর্ণিত আছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ان ما بين مصراعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة জান্নাতের দরযার দু'কপাটের মধ্যে চল্লিশ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণনা-ই অধিকতর বিশুদ্ধ। কিন্তু গ্রন্থের এই অনুলিপিটি দুর্বল। والله أعلم।

সালিম তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে,[১১৬] নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে দরযা দিয়ে জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার দু' কপাটের মাঝে দূরত্ব এ পরিমাণ, যে পরিমাণ দূরত্ব কোন দ্রুত অশ্বারোহী তিন দিনে অতিক্রম করতে পারে। ভীড়ের কারণে সংকীর্ণতা অনুভব করবে। ভীড়ের প্রচণ্ডতার কারণে মনে হবে, যেন তাদের স্কন্ধের হাড় আপন স্থান থেকে নড়ে যাচ্ছে।

এ অধ্যায়ে হাকীম ইবনে মু'আবিয়ার বর্ণনায় বর্ণনাকারীগণ ইযতিরাব করেছে। যেখানে হাম্মাদ ইবনে সালামা জারীরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতের দরযার উভয় কপাটের মাঝে দূরত্ব হল, চল্লিশ বছরের। সেখানে তাঁর থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে খালিদ রা. সাত বছরের কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এর মারফূ' রেওয়ায়েতেও চল্লিশ বছরের দূরত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উক্ত বর্ণনার সনদের একজন বর্ণনাকারী অনুল্লেখ রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এ জাতীয় হাদীস প্রত্যাখ্যাত। ইমাম হাতিম রাযী তাকে দুর্বল গণ্য করেছেন। ইমাম নাসাঈ রহ. ليس بالقويّ শক্তিশালী নয় বলে এ ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন।

---

১১৬. তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৮১

কাজেই হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্নিত হাদীসটি সনদের বিচারে সহীহ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সূত্র পরম্পরার বিচারে ধারাবাহিক এবং ইযতিরাব ও শায হওয়া ইত্যাদি ত্রুটি হতে মুক্ত। যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ ঐক্যমত পোষণকরেছেন। তা ছাড়া হযরত হাকীম ইবনে মু'আবিয়া রা. এর বর্ণনার দূরত্বের কথা মারফূ' হিসাবে উল্লেখ নেই। বরং তাতে এ সম্ভাবনা রয়েছে, দূরত্বের কথা অন্য কোন বর্ণনাকারীর অন্তর্ভুক্তকৃত। এ অংশ মারফূ' বর্ণনার নয়; বরং তা মুদরাজ। সুতরাং এ হাদীসও হযরত উতবাহ ইবনে গাযওয়ানের রা. হাদীসের অনুরূপ।

## কেমন হবে জান্নাতের ফটক

ওলীদ ইবনে মুসলিম খালীদের সূত্রে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الأَبْــوَابُ -এর তাফসীরে উল্লেখ করেন,[১১৭] দরযাগুলো এমন হবে যে, ভেতরের দৃশ্য দেখা যাবে।

খলীদ এর সূত্রে হযরত কাতাদাহ রহ. হতে একথাও বর্ণিত রয়েছে, তার দরযা এমন হবে, বাইর থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাইরে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। তার দরযা কথা বুঝবে এবং কথাও বলবে। সুতরাং যখন তাকে বলা হবে খুলে যাও, তখন খুলে যাবে। আর যখন বলা হবে বন্ধ হয়ে যাও, তখন তা বন্ধ হয়ে যাবে।

আবুশ শায়খ ফাযারী রহ. হতে সনদসহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জান্নাতে প্রত্যেক মু'মিনের জন্য চারটি দরযা বরাদ্ধ থাকবে। এক দরযা দিয়ে ফিরিশতাগণ তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসবেন। অন্য এক দরযা দিয়ে তাদের স্ত্রী ও ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরগণ প্রবেশ করবেন। অন্য একটি রুদ্ধ দ্বার থাকবে, তার ও জাহান্নামের মাঝে। সে যখন ইচ্ছা করবে, তখনি তা খুলে জাহান্নামীদেরকে দেখতে পারবে এবং তখন তার নিজের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। অন্য একটি দরযা থাকবে, তার ও দারুস সালামের মাঝে। তা দ্বারা সে স্বীয় প্রভুর নিকট যখন ইচ্ছা তখনি যেতে পারবে।

হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أنا أوّل من يأخذ بحلقة باب الجنة، ولا

---

১১৭. তাফসীরুল হাসান বসরী, খ. ৪, পৃ. ৩৯০

فخـــر আমি-ই প্রথম ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরযার শিকল স্পর্শ করবে, এ কোন গর্ব ও অহংকারের বিষয় নয়; বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ।

ইবনে উয়ায়নাহ শাফা'আতের ব্যাপারে হযরত আনাস রা. হতে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فآخذ بحلقة بـــاب الجنـــة فاقعقهـــا অতঃপর আমি জান্নাতের দরযার শিকল ধরে নাড়া দেব।

এ সকল বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, জান্নাতের দরযায় সত্যিকার শিকল লাগানো থাকবে, যাকে নাড়া দেয়া যাবে এবং করাঘাত করা যাবে।

সুহাইল রহ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أخذ بحلقة باب الجنة فيـــؤذن لي আমি জান্নাতের দরযার শিকল ধরলে আমাকে তাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে।

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার لا إله إلا الله الملك الحـــق المـــبين পড়বে, সে দারিদ্র্য ও কবর জগতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবে। প্রাচুর্য তার দিকে দৌড়ে আসবে। আর এর মাধ্যমে জান্নাতের দরযায় করাঘাত করল।

## জান্নাতের ফটক একটি অপরটি থেকে উঁচু হবে

যেহেতু জান্নাতের স্তর উঁচু-নিচু রয়েছে। সুতরাং জান্নাতের দরযাও একটি অপেক্ষা অন্যটি উঁচু। উপরের স্তরের জান্নাতের দরযা নিচু স্তরের জান্নাতের দরযা অপেক্ষা উঁচু। জান্নাতের স্তর যত-ই উঁচু হবে, ততই তার দরযা নিচু জান্নাত থেকে প্রশস্ত হতে থাকবে। প্রশস্ততা জান্নাতের প্রশস্ততা অনুপাতেই হবে। ইতোপূর্বে জান্নাতের দরযার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী দূরত্ব সম্পর্কে যে বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে, যে কোনো বর্ণনা মতে উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হল তিন দিনের, কোন বর্ণনায় চল্লিশ দিনের হতে পারে। এ মতভেদের কারণ জান্নাতের স্তরের বিভিন্নতাই। সুতরাং উঁচু স্তরের জান্নাতের দরযা নিচু স্তরের জান্নাতের দরযা অপেক্ষা প্রশস্ত হবে।

এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ একটি দরযা থাকবে, যা দ্বারা শুধু মাত্র তারা-ই প্রবেশ করবে। যেমন মুসনাদে হযরত উমর রা. এর বর্ণনা যে এ

হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, باب أمتي يدخلون من الجنة عرض مسيرة الراكب ثلاثا আমার উম্মতের জন্য যে বিশেষ দরযা থাকবে, তার দু' কপাটের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে তিন দিনের দূরত্বের সমান। তারা শিকলের কারণে তাকে সংকীর্ণ মনে করবে। এমনকি ভীড়ের কারণে যেন তাদের স্কন্ধ বের হয়ে যাবে।

মুসনাদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أتاني جبرئيل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي আমার নিকট জিবরীল আ. এলেন এবং আমার হাত ধরে আমাকে জান্নাতের সেই দরযাটি দেখালেন, যা দ্বারা আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইনশা আল্লাহ উক্ত হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে, জান্নাতের দরযা এভাবে একটি অপরটি অপেক্ষা উঁচু-নিচু হবে। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও তার দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে, সে দ্বারসমূহের নিকট এমন একটি গাছ থাকবে, যার শিকড় থেকে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। তখন তারা সে প্রস্রবণদ্বয়ের একটি হতে পানি পান করবে। সে পানি তাদের পেটের মালিন্যকে বিদূরিত করে দিবে এবং অপর প্রস্রবণ থেকে তারা গোসল করবে। তখন তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যের ও তৃপ্তির সজীবতা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এরপর আর তাদের মাথার কেশ এলোমেলো হবে না এবং তাদের ত্বক আর বিকৃত হবে না। (যেমনিভাবে পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্তনের ফলে ত্বকের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।)

অতঃপর তিনি (হযরত আলী রা.) আয়াতের এ অংশ পাঠ করলেন, طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ *'তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য'।* অতঃপর জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা আপন অবস্থানস্থলকে চিনবে। ছোট ছোট ছেলেরা তাদের সাথে সাক্ষাত করবে। তারা সে জান্নাতীকে দেখে এমন আনন্দিত ও প্রফুল্ল হবে, যেমনিভাবে কোনো স্বজনের দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতির পর আপন জনের মাঝে ফিরে আসার দ্বারা পরিবারস্থ লোকজন আনন্দিত হয়ে থাকে। অতঃপর সে ছোট ছেলে জান্নাতীদের স্ত্রী অর্থাৎ ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট

হূরদের নিকট যাবে এবং তাদেরকে সংবাদ দিবে, তাদের স্বামী সেই জান্নাতীর আগমন ঘটেছে। তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, বাস্তবেই কি তুমি তাকে দেখেছ? অতঃপর সে জান্নাতী দরযায় দণ্ডায়মান হবে ও আপন নিবাসে প্রবেশ করবে এবং তার আসনের সাথে হেলান দিয়ে বসবে ও আপন নিবাসে খুঁটিগুলোর প্রতি তাকালে দেখতে পাবে, সেগুলো উন্নততর মুক্তামালা দ্বারা নির্মিত এবং সে লাল-সবুজ, হলুদ রং-বেরংয়ের মুক্তা দেখতে পাবে। অতঃপর সে তার ঘরের ছাদের প্রতি তাকাবে। যদি এ ঘর তার জন্য তৈরী করা না হত, তবে তার ঝলক ও উজ্জ্বলতা তার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে দিত। তখন সে বলবে, الحمد لله الذي هدانا সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি আমাকে এ অফুরন্ত নি'আমতরাজি লাভের তাওফীক প্রদান করেছেন। যদি তিনি তাওফীক প্রদান না করতেন, তবে এ পর্যন্ত পৌছা ও নি'আমতরাজি লাভ করা সম্ভব হত না।

## ফটকে ফটকে ব্যবধান

মু'জামে ত্বাবারানীতে সনদসহ হযরত লাকীত ইবনে আমির রা. হতে বর্ণিত আছে।[১১৮] তিনি আপন গোত্রের প্রতিনিধিরূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাত ও দোযখ কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, لعمرإلهك إن للنار سبعة أبواب، ما منهن بابان الاَّ يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وان للجنة ثمانية أبواب، ما منهن بابان الا يسيرالراكب بينهما سبعين عامـا. তোমার প্রভুর শপথ, জাহান্নামের সাতটি দরযা রয়েছে, তার প্রত্যেকটি দরযার মাঝে সত্তর বছরের দূরত্ব। জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। তার প্রত্যেকটি দরযার মাঝে সত্তর বছরের দূরত্ব। এরপর হাদীসটি বিস্তারিত উল্লেখ করেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয়, উল্লিখিত দূরত্ব হল, এক দরযা হতে অপর দরযার মাঝে। কেননা মক্কা ও বসরার মাঝেও তো সত্তর বছরের দূরত্ব নয়। এবং তা কোন নির্দিষ্ট দরযার ব্যাপারেও প্রযোজ্য নয়। বরং প্রত্যেক দরযার মাঝে এ পরিমাণ দূরত্ব বিরাজমান।

---

১১৮. উক্ত হাদীসটি মুসনাদে আহমদের খ. ৪, পৃ. ১৪ এর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে।

## জান্নাতের অবস্থান কোথায়

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى *নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। প্রান্তবর্তী বদরী কুল বৃক্ষের নিকট যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।*[১১৯]

এ কথা প্রমাণিত, সিদরাতুল মুনতাহা আকাশের উর্ধ্বে। তাকে সিদরাতুল মুনতাহা এ জন্য বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহ এবং নিচ থেকে উপরে প্রেরিত বিষয়সমূহের সেখানে যাত্রা বিরতি ঘটে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ *আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্ক ও প্রতিশ্রুত সকল কিছু।*

মুজাহিদ রহ. বলেন, وَمَا تُوعَدُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত। ইবনে মুনযির স্বীয় তাফসীরে মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণনা করেন, وَمَا تُوعَدُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত ও দোযখ। কিন্তু এ মতটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা দোযখ হল আসফালাস সাফেলীন তথা সর্ব নিম্নাংশে, আকাশে নয়

আবূ সালেহ রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, ভাল-মন্দ সব কিছুই আকাশ থেকে অবতারিত হয়। সে হিসাবে উক্ত মতের উদ্দেশ্য হবে এই, জান্নাত ও দোযখ উভয়টির উপকরণ আল্লাহর নিকট আসমানে।

সনদসহ হারিস ইবনে আবূ উসামা রহ. বাশার ইবনে শাফ্‌ফাফ হতে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. কে বলতে শুনেছি, ৩।

১১৯. সূরা নাজম, আয়াত : ১৩-১৫

أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم আল্লাহ তা'আলার কাছে সৃষ্টি জগতের মাঝে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সম্মানিত সৃষ্টি হলেন, আবুল কাসিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । وان الجنة في السماء নিশ্চয়-ই জান্নাত আকাশে অবস্থিত।

আবূ নাঈম রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মা'মার ইবনে রাশেদ উক্ত হাদীস মারফূ' বর্ণনা করেছেন। সনদসহ মুহাম্মদ ইবনে ফযলের বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, الجنة فوق السماء السابعة، ويجعلها الله حيث شاء يوم القيامة، والنار في الأرض السابعة জান্নাত সপ্তম আকাশের উর্ধ্বে অবস্থিত। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তা যেখানে ইচ্ছা করেন, সেখানে রাখবেন। আর দোযখ হল সপ্তম যমীনের নিচে।

ইবনে মানদাহ রা. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জান্নাত চতুর্থ আকাশে অবস্থিত। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তা যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে রাখবেন। আর দোযখ হল সপ্তম যমীনের নিচে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তা যেখানে ইচ্ছা সেখানে স্থাপন করবেন।

মুজাহিদ রহ. বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জান্নাত কোথায় অবস্থিত? তিনি বললেন, সপ্তম আকাশের উদরে। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, দোযখ কোথায় অবস্থিত? তিনি বললেন, স্তর হিসাবে সাত সমুদ্রের নিচে।

ইবনে আবূ বকর আবূ শাইবা রহ. স্ব-সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জান্নাত ভাজ করা অবস্থায় সূর্যের কিরণের সাথে আবদ্ধ। প্রত্যেক বৎসর একবার তা উন্মোচন করা হয়। মু'মিনদের আত্মা যারযূর পাখির রূপ ধারণ করে।[১২০] একে অপরকে চিনে ও জান্নাতের ফল দ্বারা আহার গ্রহণ করে।

উক্ত হাদীসের প্রথম অংশ শেষাংশের সাথে বাহ্যত বিরোধপূর্ণ মনে হয়। (কেননা, প্রথমাংশে রয়েছে, জান্নাত ভাজ করা অবস্থায় সূর্যের কিরণের

---

১২০. যারযূর. চড়ুই পাখি অপেক্ষা ঈষৎ বড় এক প্রকার পাখি- মিসবাহুল লুগাত

সাথে আবদ্ধ প্রতিবছর একবার তা উন্মোচন করা হয়। আর শেষাংশে রয়েছে, মু'মিনের আত্মা প্রতিনিয়ত জান্নাতে ঘুরাফেরা করে।)' কিন্তু বাস্তবে উভয়াংশে কোন বিরোধ নেই। কেননা, জান্নাত ভাজ করা অবস্থায় সূর্যের কিরণের সাথে আবদ্ধ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা প্রতিবছর সূর্যের দ্বারা যে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শস্য উৎপন্ন করেন, তা জান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হাদীসের ভাষ্য এটাই নির্দেশ করে। যেমনিভাবে পার্থিব জগতের আগুন জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যথায় عرضــها الســموات والأرض জান্নাতের দৈর্ঘ্য হল, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলসম। তাহলে তা সূর্যের পার্শ্বে কিভাবে ঝুলন্ত থাকতে পারে?

সহীহায়নে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, الجنة مائة درجة مــابين كــل درجــتين كمــابين الســماء والأرض. জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে। এর প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে এ পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে, যে পরিমাণ দূরত্ব আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থলে। উক্ত বর্ণনায় এ কথা-ই বুঝায়, জান্নাত অত্যন্ত উঁচু। والله أعلم

এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসে দু'ধরণের শব্দ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অপর বর্ণনায় রয়েছে[১২১] إن في الجنة مائة درجة، مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعد الله للمجاهدين في سبيل الله 'জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে। তার প্রত্যেক দুই স্তরে আকাশ-যমীনসম দূরত্ব। আল্লাহ তা'আলা তা তাঁর পথে জিহাদকারীগণের জন্য তৈরী করেছেন।' আমার শায়খ (ইবনে তাইমিয়াহ) উক্ত বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বর্ণনা দ্বারা এ কথা নিষিদ্ধ হয় না, জান্নাতের কোনো কোনো স্তর এরও চেয়ে অধিক উঁচু। এমনিভাবে সহীহ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, ان لله تسعة وتسعين إسما، من أحصاها دخــل الجنــة. আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তাঁর নামগুলোর প্রভাব এই যে, সে সব মুখস্থকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর দ্বারা বুঝা যায় না, আল্লাহ তা'আলার নাম এরও অধিক হতে পারে না। এই বর্ণনার বিশুদ্ধতার

---

১২১. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৯১

ব্যাপারে এ তথ্যও নির্দেশ করে, জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এ সকল স্তর থেকে উর্ধ্বে হবে। তার উর্ধ্বে কোন জান্নাত থাকবে না।

জান্নাতের এ শত স্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের সদস্যগণ জিহাদের কল্যাণে অর্জন করবে। জান্নাত হল, গোলাকৃতির। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উঁচুস্তরের ও প্রশস্ততম হল, জান্নাতুল ফিরদাউস। তার ছাদ হল, আরশ। যেমন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসের মধ্যে ইরশাদ করেন,

إذا سألتم الله فاسئلوه الفردوس، فانه أوسط الجنة و أعلى الجنة যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কেননা, তা অন্যান্য জান্নাতের ঠিক মাঝ বরাবর সর্বোচ্চ উচ্চতায় স্থাপিত। তার উপরে আল্লাহ তা'আলার আরশ অবস্থিত এবং তা হতেই প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সমগ্র জান্নাত-ই তো আরশের নিচে। আরশ হল, তার ছাদ। আর কুরসী আকাশ-পৃথিবী অপেক্ষাও প্রশস্ত। আরশ তা অপেক্ষাও বৃহৎ আকারের। (তাহলে আরশ জান্নাতের ছাদ হয় কিভাবে?)

তার উত্তরে বলা হবে, জান্নাতের যে স্তরকে ফিরদাউস বলা হয়ে থাকে, তা আরশের নিকটে অবস্থিত। সে হিসাবে তা অপেক্ষা উপরে আর কোন জান্নাত নেই। সুতরাং আরশ মূলতঃ এটারই ছাদ। এটি অপেক্ষা নিম্নস্থ জান্নাতের উপরে আরশ নয়।

জান্নাত অত্যন্ত উঁচু ও প্রশস্ত হওয়ার কারণে তার নিচের অংশ থেকে উপরের অংশে উঠবে স্তরানুসারে পর্যায়ক্রমে। যেমন কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, إقرأ وارتق، فإن منزلتك عند أخر آية تقرأها তুমি তিলাওয়াত করতে থাক ও বেহেশতে আরোহণ করতে থাক। যেখানে গিয়ে তুমি শেষ আয়াত তিলাওয়াত করবে, তা-ই হবে তোমার ঠিকানা তথা নিবাস।

উক্ত হাদীসে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত তার অবস্থান তার ধীশক্তির উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ ধীশক্তি যেই স্থানে শেষ হবে সেখানে তার অবস্থান হবে। দ্বিতীয়টি হল, তার অবস্থান তার তিলাওয়াতের উপর। والله
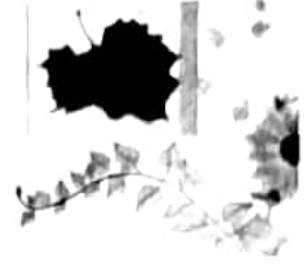
## জান্নাতের চাবির বর্ণনা

হাসান ইবনে আরাফা রা. স্ব-সনদে হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের চাবি হল, شهادة أن لا إله إلا الله অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করা। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদেও[১২২] উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রা. হতে বর্ণনা করেন,[১২৩] তাকে বলা হল, لا إلـــه إلا الله কি জান্নাতের চাবি নয়? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে চাবির তো দাঁতও থাকে। সুতরাং তুমি যদি এমন চাবি আন, যার দাঁতও ঠিক আছে, তাহলে তালা খুলবে। অন্যথায় খুলবে না।

আবূ নাঈম রহ. হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ রাসূল! জান্নাতের চাবি কি? তিনি উত্তরে বললেন, لا إله إلا الله ।

আবূ শায়খ স্ব-সনদে ইয়াযিদ ইবনে সুখায়রা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, إنّ الســيوف مفــاتيح الجنـــة অর্থাৎ তরবারি হল জান্নাতের চাবি।

মুসনাদে[১২৪] হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের দ্বারসমূহ হতে একটি দ্বারের কথা বলব না? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন।

---

১২২. খ. ৫, পৃ. ২৪২
১২৩. খ. ১, পৃ. ১৬৫
১২৪. খ. ৫, ২৪২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, لاحول ولاقــوة إلابـــالله এটি জান্নাতের দ্বারসমূহের একটি দ্বার। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি প্রার্থিত ইবাদতের জন্য একটি করে চাবি বানিয়ে রেখেছেন, যে চাবি দিয়ে সেই প্রার্থীত বিষয় খোলা যাবে। সে মতে নামাযের চাবি হল, পবিত্রতা। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مفتاح الصلوة الطهـــور অর্থাৎ, পবিত্রতা হল নামাযের চাবি। হজের চাবি হল, ইহরাম। নেক কাজের চাবি হল, সত্য ভাষণ। আর ইলমের চাবি হল, উত্তমরূপে জানতে চাওয়া ও গভীর ভাবে মনোনিবেশ করা। সাহায্য ও সফলতার চাবি হল, ধৈর্য্য ধারণ করা। নি'আমত বৃদ্ধির চাবি হল, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। বন্ধুত্বের চাবি হল, ভালোবাসা ও যিক্‌র তথা স্মরণ। সফলতার চাবি হল, তাকওয়া তথা খোদাভীতি। তাওফীকের চাবি হল, আশা ও ভয়। ডাকে সাড়া দেওয়ার চাবি হল, দু'আ। আখিরাতের প্রতি প্রেরণা ও মোহ সৃষ্টির চাবি হল, পার্থিব বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। ঈমানের চাবি হল, সে সকল বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, যে সকল বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রবেশের চাবি হল, নিঃশর্ত আনুগত্য এবং প্রেম ও ত্যাগ, গ্রহণ ও বর্জন একমাত্র আল্লাহর সন্ত ষ্টির জন্য করা। অন্তরের সজীবতার চাবি হল, কুরআন কারীমে গবেষণা করা ও সাহরীর সময় মিনতি করা ও পাপকার্য বর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভের চাবি হল, পূর্ণ ধ্যানে তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর বান্দাদের উপকার করার চেষ্টা করা। রিযিকের চাবি হল, ইসতিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাকওয়া তথা খোদাভীতি অর্জনের চেষ্টা করা। ইয্‌যত ও সম্মান লাভের চাবি হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য। আখিরাতের প্রস্তুতির চাবি হল পার্থিব আশা-আকাংখা ও লোভ-লালসা সংক্ষিপ্ত করা। যাবতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি হল, আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়া। যাবতীয় অকল্যাণ ও অমঙ্গলের চাবিকাঠি হল, দুনিয়াপ্রীতি ও বড় বড় আশা-আকাংখা করা।

ইলমের অধ্যায়সমূহের মাঝে এটা হল সর্বাপেক্ষা উপকারী অধ্যায়। যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবিকাঠি সম্পর্কে অবগতি লাভের অধ্যায়। এর পরিচিতি লাভ ও তার প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখার তাওফীক একমাত্র সে

ব্যক্তির হয়ে থাকে যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও আল্লাহ তা'আলা যাকে এ মহান তাওফীক দান করেন।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের জন্য চাবিকাঠি ও দরযা নির্ধারণ করেছেন, যার দ্বারা ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে পারে। যেমনিভাবে তিনি শিরক-অহংকার ও তাঁর রাসূলের প্রেরিত বিষয়সমূহ থেকে বিমুখতা এবং যিকর থেকে উদাসীনতাকে জাহান্নামের চাবিকাঠি নির্ধারণ করেছেন। মদকে তিনি সকল পাপকার্যের চাবিকাঠি নির্ধারণ করেছেন। ধনাঢ্যতা ব্যভিচারের চাবিকাঠি নির্ধারণ করেছেন। চেহারার উপর গভীর দৃষ্টিপাত করাকে অনুরাগ ও প্রেমের চাবিকাঠি বানিয়েছেন। অলসতা ও আরামপ্রিয়তাকে ব্যর্থতা ও বঞ্চিত হওয়ার চাবিকাঠি নির্ধারণ করেছেন। পাপাচারকে কুফরীর ও মিথ্যাকে কপটতার চাবিকাঠি নির্ধারণ করেছেন। সংকীর্ণ মন ও লোভ-লালসাকে কৃপণতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতা ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জনের চাবিকাঠি নির্ধারণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত বিষয়াবলী হতে বিমুখতাকে প্রত্যেক বিদআত ও ভ্রান্ততার চাবিকাঠি নির্ধারণ করেছেন।

এগুলো এমন বিষয়, যার সত্যায়ন একমাত্র সঠিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও এমন জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি-ই করতে পারেন, যে তার মনে উঁকি মারা বিষয়গুলোকে এবং ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণকে স্ব-স্ব স্থানে বুঝতে সক্ষম হন।

সুতরাং আমাদের সকলেরই কর্তব্য হল,এই চাবিগুলো এবং চাবি সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা। আর প্রতিটি তাওফীকের নেপথ্যে একমাত্র আল্লাহই রয়েছেন। যার ন্যায়পরায়ণতাই তার জন্য রাজত্ব। সকল প্রশংসা তার জন্য। তার পক্ষ থেকেই নি'আমত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। যাকে তার কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহী করতে হয় না। অথচ তিনি প্রত্যেকের কাছ থেকে জবাবদিহী নিবেন।

## জান্নাতের আংটি ও আমন্ত্রণপত্র

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ○ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ○ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ○

*'অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে। (ইল্লিয়্যীন হল, সিজ্জীনের বিপরীত। মু'মিনদের রূহ ও আমলনামা যেখানে রক্ষিত হয় সেই স্থান।) ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কি জান? তা চিহ্নিত আমলনামা। যারা আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে'।*[১২৫]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, তাদের আমলনামা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায়, তা বাস্তবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নেক লোকদের আমলকে লিখে রাখার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো তার নৈকট্যশীল অর্থাৎ ফিরিশতা, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও কামিল মু'মিনদের উপস্থিতিতে তার উপর সীলমহর অংকন করে দিবেন। পক্ষান্তরে যখন তিনি পাপাচারীদের আমলনামার কথা উল্লেখ করেছেন, তখন এ সকল পুণ্যবান লোকের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেননি, যেমনটি নেক লোকদের আমলনামার মর্যাদা প্রকাশের সময় করেছেন। তার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলূকের মধ্য হতে বিশিষ্ট বান্দাদেরকে সাক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেছেন। এই নৈকট্যশীলদের সামনে আমলনামা প্রকাশ করা সেরূপ, যেরূপ বাদশাহ তার প্রজাদের মধ্য হতে বিশিষ্টদের নামে পত্র লিখেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাদের মর্যাদা

---

১২৫. সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত : ১৮-১৯

ও সম্মান বৃদ্ধি করা। এভাবে সৎ লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ও তার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে বানদার উপর সালাত প্রদর্শনের অন্যতম বহি:প্রকাশ।

ইমাম আহমদ রহ. তাঁর মুসনাদে এবং ইবনে হিব্বান ও আবূ আওয়ানা আল ইসফারায়ী স্ব-স্ব সহীতে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য হাযির হলাম। فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، وجلسنا حوله، كأن على رؤسنا الطير، وهو يلحد له. তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের পাশে বসলেন, আর আমরা তাঁর আশে-পাশে বসলাম। তখন এমন অবস্থা বিরাজ করছিল, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, أعوذ بالله من عـــذاب القـــبر 'আমি আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। অতঃপর বললেন,

إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، مع كل واحد منهم حنوط وكفن، فجلسوا منه مد بصره، ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ، فيقول أيتها النفس الطيبة! أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال فيصعدون بها، فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فيقول الله عز و جل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فأني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال : فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له : من ربك؟ فيقول : ربي الله، فيقولان له : ما دينك؟ فيقول : ديني الإسلام، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هو رسول الله، فيقولان له : وما علمك؟ فيقول :

قرات كتاب الله، فآمنت به وصدقت، قال : فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة ، والبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال : فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسخ له في قبره مد بصره، قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح

মু'মিন যখন আখিরাতের প্রথম মনযিলে অবতীর্ণ হয় ও দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার নিকট রহমতের ফিরিশতার আগমন ঘটে। যাদের চেহারায় যেন সূর্যের কিরণ জ্বলজ্বল করতে থাকে। তাঁদের (ফিরিশতাদের) প্রত্যেকের নিকট সুগন্ধি ও কাফন থাকে। তারা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে পড়ে।

অতঃপর মৃত্যুদূত উপস্থিত হয়ে তার মাথার নিকটে বসে পড়ে ও বলতে থাকে, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির সাথে বেরিয়ে পড়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর মু'মিনের আত্মা তেমনিভাবে বের হয়, যেমনিভাবে মশক থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। অতঃপর মৃত্যুদূত তা ধরে, আর যখন তিনি তা ধরেন, তখন তাকে আর সামান্যতম সময়ও রাখেন না। ফেরেশতারা সেই আত্মা গ্রহণ করে ঐ সুগন্ধিময় কফিনে সংরক্ষন করেন। তখন সেই কফিন থেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সহজ লভ্য সুগন্ধি বের হয়ে চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর ফিরিশতারা সে রূহকে নিয়ে উর্ধ্বে গমন করেন। তখন তাঁরা ফিরিশতাদের যে দলের নিকট দিয়েই অতিক্রম করে, তারা বলতে থাকে এ পবিত্র আত্মা কার?

তারা উত্তরে বলেন, অমুকের ছেলে অমুকের আত্মা এটা। দুনিয়ায় তার যে নামে ডাকা হত তন্মধ্যে সবচেয়ে শ্রুতিমধুর নামে তারা তাকে সম্বোধিত করে। এরপর তাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশে অর্থাৎ প্রথম আকাশে আরোহণ করে। অতঃপর তার জন্য সে আকাশের দরযা খোলার আবেদন করা হবে। তখন দরযা খুলে দেয়া হবে ও প্রতিটি আসমানের ফিরেশতা গণ তাকে পরবর্তী আসমান পর্যন্ত বিদায় জ্ঞাপনে যাবে। এমনিভাবে তাদেরকে সে আকাশে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে আল্লাহ তা'আলার আরশ রয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখ এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাকে সে মাটি

থেকেই সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই তাকে ফিরিয়ে দেব ও পুনরায় তা থেকেই তার উত্থান ঘটাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তার শরীরে রূহ ফিরিয়ে দেয়া হবে ও তার নিকট দু'জন ফিরিশতা আসবেন। তাঁরা তাকে প্রশ্ন করবেন, তোমার রব তথা প্রভু কে? মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমার প্রভু হলেন, আল্লাহ তা'আলা। তাঁরা পুনরায় প্রশ্ন করবেন, তোমার ধর্ম কি? মু'মিন ব্যক্তি উত্তরে বলবেন, আমার ধর্ম হল ইসলাম। তাঁরা পুনরায় প্রশ্ন করবেন, যে ব্যক্তিকে তেমাদের মাঝে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? মু'মিন ব্যক্তি উত্তরে বলবেন, তিনি হলেন, আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । ফিরিশতাগণ পুনরায় প্রশ্ন করবেন, তুমি কিভাবে জানলে? মু'মিন ব্যক্তি উত্তরে বলবেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কিতাব পড়েছি ও তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যায়ন করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আকাশ হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, অবশ্যই আমার বান্দা সঠিক বলেছে।

সুতরাং তোমরা তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও ও তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরযা খুলে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তার কবরে জান্নাতের সুবাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকবে। তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর তার নিকট সুদর্শন আকৃতির ও উত্তম পোশাক পরিহিত এবং অত্যন্ত সুগন্ধিময় একজন ব্যক্তি এসে তাকে বলবে, তুমি যে বিষয়ে খুশি হও, সে বিষয়ের সু-সংবাদ গ্রহণ কর। এটা সেই দিবস, যে দিবসের তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

তখন সে ব্যক্তি বলবে, আপনি কে? আপনার চেহারা থেকে তো শুধু কল্যাণ-ই বেয়ে পড়ছে। তখন সে বলবে, আমি হলাম তোমার নেক আমল। এরপর সে ব্যক্তি বলতে থাকবে, হে প্রভু! কিয়ামত ঘটান। হে প্রভু! কিয়ামত ঘটান। যেন আমি জান্নাতে আমার পরিজন ও সম্পদের নিকট পৌঁছতে পারি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কাফির পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারে যাত্রার নিকটবর্তী হয়, তখন আকাশ থেকে কালো

কৃষ্ণ বর্ণের ফিরিশতাগণ অবতরণ করেন। তাদের নিকট চট থাকে। তারা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত উপস্থিত হয়ে তার মাথার পাশে বসে বলবে, ايتها النفس الخبيثة হে পাপাত্মা! আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিতে বের হয়ে যাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং মৃত্যুদূত তা টানতে থাকবে, যেমনিভাবে কাবাব প্রস্তুতকারী ব্যক্তি ভিজা তুলা দ্বারা কাবাবের শিক টানতে থাকে। অতঃপর ফিরিশতা তা নিয়ে নেন। ফিরিশতা যখন তা নেন, তখন চোখের পলক ফিরানোর পরিমাণ সময়ও তাকে সুযোগ দেন না; বরং তাকে চটে মুড়িয়ে ফেলেন।

ويخرج منها كانتن ريح الجيفة وجدت على وجه الأرض এবং তা থেকে মৃত প্রাণীর লাশের ন্যায় দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকবে, যা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম দুর্গন্ধ। অতঃপর ফিরিশতা তাকে নিয়ে উপরে উঠেন। তখন তা নিয়ে ফিরিশতাদের যে দলের নিকট দিয়ে-ই অতিক্রম করা হয়, তারা বলতে থাকবে, এ খারাপ আত্মা কার? তখন সে ফিরিশতা উত্তরে বলবে, অমুকের ছেলে অমুকের। পৃথিবীতে তাকে যে নামে ডাকা হত, তা হতে নিকৃষ্টতম নামে তারা তাকে সম্বোধন করবে। তাকে পৃথিবীর আকাশে তথা প্রথম আকাশে নিয়ে যাওয়া হবে ও তার জন্য আকাশের দ্বার খুলতে বলা হবে। কিন্তু তা খোলা হবে না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন, لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أبواب السَّمَآء *তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না।*[১২৬] তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। (এটি যেমন অসম্ভব। তেমনিভাবে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে দাও। যা সর্বাপেক্ষা নিম্নের যমীনেরও নিচে। তার আত্মাকে অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء '*যে ব্যক্তি আল্লাহ*

---

১২৬. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৪০

*তা'আলার সাথে শরীক করল, তথা অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন আকাশ থেকে নিচে পড়ে গেল। অতঃপর তা মৃত ভক্ষণকারী প্রাণী লুফে নেয় বা বাতাস তাকে দূর প্রান্তে নিক্ষেপ করে'।*

অতঃপর আত্মা তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তার নিকট দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করবে, "তোমার প্রভু কে? উত্তরে সে বলবে, هـاه هـاه لا أدرَيَ অর্থাৎ হায় আফসোস! আমি জানি না। অতঃপর ফিরিশতাগণ তাকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়েছে, তার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? উত্তরে সে বলবে, হায় আফসোস! আমি জানি না। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, নিশ্চয়-ই আমার এ বান্দা মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তার জন্য জাহান্নামের দরযা খুলে দাও। ফলে জাহান্নামের আগুনের তাপ তার শরীরে লাগতে থাকবে। ويضيق قبره حتى تختلف اضلاعه এবং তার কবর এ পরিমাণ সংকীর্ণ করে দেয়া হবে, তার পাঁজরের হাড় একটি অপরটির মাঝে ঢুকে পড়বে। এরপর তার নিকট কুৎসিত আকৃতির খারাপ পোশাক পরিহিত দুর্গন্ধযুক্ত এক ব্যক্তি আসবে ও তাকে বলবে, তোমার জন্য যে সকল অমঙ্গল ও অকল্যাণকর তার সুসংবাদ নাও। এ হল সে দিবস, যে দিবসের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হয়েছিল। তখন সে কবরস্থ ব্যক্তি তাকে বলবে, من أنت فوجهك الذي يجيـــئ بالشـــر তুমি কে? তোমার চেহারা থেকে তো শুধু খারাপ-ই বেয়ে পড়ছে। فيقول انا عملك الخبيـــث তখন সে বলবে, আমি হলাম তোমার সে খারাপ আমল। তখন সে বলবে, رب لا تقـــم الســـاعة হে প্রভু! কিয়ামত অনুষ্ঠিত করবেন না।

উক্ত হাদীস ইমাম আবূ দাউদ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন,[১২৭] এটাই হল স্বাক্ষরদান ও প্রাথমিক পরিচয় পত্র।

উক্ত হাদীসের শেষাংশের দ্বারা বুঝা যায়, কাফির কবরের শাস্তিতে নিপতিত হওয়া সত্ত্বেও বলবে, হে প্রভু! কিয়ামত অনুষ্ঠিত করবেন না। কেননা, এখন তো জাহান্নামের দিকের দরযা খোলা। যা দ্বারা জাহান্নাম দেখা যায়। ফলে সে ভয়াবহ শাস্তির বিপরীতে কবরের আযাবকে সাধারণ

---

১২৭. খ. ২, পৃ. ৩০৬

ও শান্তি মনে করবে। এর দ্বারা সে সকল লোকের ঐ প্রশ্ন বিদূরিত হয়ে যায়, যে প্রশ্ন তারা সূরা ইয়াসীনের উক্ত আয়াত দ্বারা করে থাকে, قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا *তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের। কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠাল।*[১২৮]

## জান্নাতের পরিচয় পর্বের সূচনা বিসমিল্লাহ দ্বারা আর দ্বিতীয় পরিচয়পর্বে থাকবে শাহী ফরমান

তাবারানী তাঁর মু'জামে স্ব-সনদে হযরত সালমান ফারসী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله، لفلان بن فلان : ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية

কেউ ঐ পরিচয়পত্র ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যাতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ থাকবে। আরো লিখিত থাকবে, এ হল অমুকের ছেলে অমুকের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতিপত্র। তাকে উঁচু স্তরের বেহেশতে প্রবেশ করাও, যার ফল-ফলাদিগুলো ঝুঁকে আছে।

অন্য এক সনদে হযরত সালমান ফারসী রা. হতে এ হাদীসও বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনদেরকে পুলসিরাতে এ পরিচয়পত্র দেয়া হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে,

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان.

এ হল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের পরিচয়পত্র। তাকে উঁচু স্তরের বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দাও। যার ফল-ফলাদিগুলো ঝুঁকে আছে।

(লেখক বলেন) আমি বলব, যে দিন দুই মুষ্টি উত্তোলন করা হয়েছিল, সেদিন-ই মু'মিনগণ আসহাবুল ইয়ামিন তথা ডানদিকের দলের অন্তর্ভুক্ত। সে দিন-ই তাকে জান্নাতবাসী হিসাবে লিখে দেয়া হয়েছে, যে দিন তার মাঝে আত্মা প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। অতঃপর মৃত্যুর দিন জান্নাতবাসীদের রেজিষ্ট্রি খাতায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাকে এ পরিচয়পত্র কিয়ামতের দিন প্রদান করা হবে। فالله المستعان একমাত্র আল্লাহ তা'আলা-ই সাহায্যকারী।

---

১২৮. সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫২

## তাওহীদ-ই জান্নাতের একমাত্র পথ

এটি এমন একটি বিষয় যে সম্পর্কে শুরু থেকে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী একমত। আর জাহান্নামের পথ তো অগণিত। সে জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পথের বর্ণনায় একবচন ও জাহান্নামের পথের বর্ণনায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَـن سَـبِيلِه *এবং এই পথ-ই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে।*[১২৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَـا جَـآئِرٌ *সরলপথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়; কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও আছে।*[১৩০]

অর্থাৎ সরল পথ থেকে বিচ্যুত পথও রয়েছে। আর তা হল, ভ্রষ্টতার পথ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, هَذَاصِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْـتَقِيمٌ *এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ।*[১৩১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বলেন,[১৩২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং বললেন,

---

১২৯. সূরা আন'আম, আয়াত : ১৫৩

১৩০. সূরা নাহল, আয়াত : ৯

১৩১. সূরা হিজর, আয়াত : ৪১

১৩৩. মুসনাদে আহমদ, খ. ১, পৃ. ৪৩৫

এটা হল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ। অতঃপর সে রেখার ডানে-বাঁয়ে আরো অনেকগুলো রেখা টানলেন এবং বললেন, এ পথগুলোর প্রত্যেকটিতে শয়তান রয়েছে। যারা প্রত্যেকেই নিজেদের দিকে আহ্বান করতে থাকে।

অতঃপর এ আয়াত পাঠ করলেন, وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ *এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ কর।*[১৩৩] অন্য পথে চলো না। যদি এ আয়াত দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ *আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহ নিকট সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।*[১৩৪]

এ আয়াতে سبل السلام বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে কিভাবে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথের বর্ণনায় একবচন ব্যবহার করেছেন?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, এ আয়াতে এক পথকে বুঝাতে গিয়েই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনিভাবে جواد বহুবচন হওয়া সত্ত্বেও এক সত্তাকেই বুঝানোর জন্য তা ব্যবহৃত হয়। বড় পথের ক্ষেত্রে طرق বহুবচন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সুতরাং এগুলো হল ঈমানের শাখা-প্রশাখা। ঈমান এ সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমনিভাবে বৃক্ষের কাণ্ড তার ডাল ও শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তেমনিভাবে পথ তো একটি-ই; কিন্তু তার শাখা অনেক। আর এ سبل দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়া ও তাঁর সংবাদকে সত্যায়ন করা ও তাঁর নির্দেশের আনুগত্য করা। প্রকৃত পক্ষে জান্নাতের পথ তো হল আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেয়া।

---

১৩৫. সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৫-১৬

ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহেতে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন,[১৩৫] তিনি বলেন, ফিরিশতাগণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন, তখন তাঁদের মধ্য হতে একজন বললেন, انه نـــائم তিনি তো ঘুমন্ত। অন্যজন বললেন, العين نائمة والقلب يقظان চক্ষু তো ঘুমন্ত; কিন্তু অন্তর জাগ্রত।

فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضـــربوه তখন তাঁরা বললেন, তোমাদের সাথীর (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) একটি উপমা আছে। সুতরাং তোমরা উপমা বর্ণনা কর। فقالوا مثله رجل بنى دارا، وجعل فيها مادبـــة، وبعـــث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار، وأكل من المأدبة. তাঁরা বললেন, তাঁর উপমা হল এমন, এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরী করল ও তাতে খাবারের আয়োজন করে একজন ঘোষককে পাঠিয়ে দিল, গিয়ে লোকদের ডেকে নিয়ে আস। সুতরাং যে ব্যক্তি সে ঘোষকের আহ্বানে সাড়া দিবে সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে ও আয়োজিত খাবার থেকে খেতে পারবে। ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار، ولم يأكل من المأدبـــة আর যে ব্যক্তি সে ঘোষকের আহ্বানে সাড়া দিবে না, সে ঘরে প্রবেশও করতে পারবে না, খাবারও খেতে পারবে না। فقالوا : أوّلوها لـــه يفقهها তখন তাঁরা বললেন, উক্ত উপমাটিকে এমন স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা কর, যাতে তিনি বুঝতে পারেন। فقال بعضهم : ان العين نائمة، والقلب يقظـــان তাঁদের মধ্য হতে একজন বললেন, চক্ষু ঘুমন্ত; কিন্তু অন্তর জাগ্রত। الدار الجنة، والداعي محمـــد ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাত, যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আর দস্তরখান দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার নি'আমতরাজি। ঘোষক দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمـــدا فقـــد عصـــى الله । সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনুগত্য করল, সে আল্লাহরও আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম -এর অবাধ্য হল, সে আল্লাহরও অবাধ্য হল। ومحمد فرق بين الناس মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই হলেন, মানুষের মাঝে পার্থক্য রচনাকারী। (আনুগত্যকারীগণ ভিন্ন, অবাধ্যরা ভিন্ন)।

উক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন,[১৩৬] তাঁর শব্দ হল এরূপ, সাহাবী বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন ও বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, জিবরীল আ. আমার মাথার পাশে ও মীকাঈল আ. আমার পায়ের দিকে বসে আছেন। তাদের মধ্যে একজন তার সাথীকে বলল, তাঁর উপমা বর্ণনা কর। তখন ফিরিশতা বললেন, আপনি শুনুন, কেননা আপনার কর্ণ শ্রবণ করে, আপনি বুঝুন, কেননা আপনার অন্তর বুঝে। নিশ্চয়-ই আপনার ও আপনার উম্মতের উদাহরণ হল এরূপ, كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا، ثم جعل مائدة، ثم بعث رسولا يدعوا الناس إلى طعامه যেমন কোন বাদশাহ একটি প্রাসাদ তৈরী করল এবং তাতে কক্ষ তৈরী করল, সেখানে খাবারের আয়োজন করে দস্তরখান বিছাল ও লোকদের খাবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে আহ্বান করার জন্য নিজ দূত পাঠাল। فمنهم من أجاب الرسول সুতরাং লোকদের মধ্যে কতেক দূতের ডাকে সাড়া দিল। ومنهم من تركه তাদের মাঝে কতেক দূতের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল। فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول সুতরাং বাদশাহ হলেন, আল্লাহ তা'আলা। আর প্রাসাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ইসলাম। কক্ষ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে আহ্বানকারী হলেন, আপনি হে মুহাম্মদ। فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها সুতরাং যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিবে সে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করবে, আর যে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জান্নাতের নি'আমতরাজি হতে আহার করবে।

---

১৩৬. খ. ২, পৃ. ১১৩

ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৩৭] হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায শেষে فاخذ بيدي حتى خرج إلى بطحاء مكة، فاجلسني ثم خط علىّ خطا আমার হাত ধরে মক্কার উপত্যকার দিকে গেলেন ও আমাকে বসালেন এবং আমার চতুর্পার্শ্বে রেখা টানলেন।

ثم قال : لا تبرحن خطك فانه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم، فإنهم لا يكلمونك অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, এরেখা থেকে কোন ক্রমেই বের হবে না। তোমার নিকট কিছু লোক আসবে, তুমি তাদের সাথে কথা বলবে না। তাহলে তারাও তোমার সাথে কথা বলবে না।

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে গমন করার ইচ্ছা করেছিলেন, সেখানে গমন করলেন। فبينا انا جالس في خطي، إذ أتاني رجال، كأنهم الزط اشعارهم اجسامهم لاأرى عورة ولا أرى بشرا আমি সে রেখায় থাকাবস্থায়-ই আমার নিকট কিছু লোক এল, যেন তারা কৃষক। তাদের শরীর ও চুল এমন যে, তাদের নারীও মনে হয় না, পুরুষও মনে হয় না। وينتهون إلى لايجاوزن الخط তারা আমার নিকট আসে; কিন্তু সে রেখার ভিতরে ঢুকতে পারে না।

ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট ফিরে গেল। حتى اذا كان آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وانا جالس রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষভাগে তাশরীফ আনলেন, আর আমি তখন বসা-ই ছিলাম। فقال : لقد رأني منذ الليلة، ثم دخل عليّ في خطي، فتوسد فخذى فرقد অতঃপর তিনি বললেন, 'আজ রাতে সে আমাকে দেখেছে'।

তারপর তিনি আমার নিকট রেখায় ঢুকে পড়লেন এবং আমার উরুকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়লেন। وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارقد نفخ

---

১৩৭. খ. ২, পৃ. ১১৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালে নাক ডাকতেন। فبينا انا قاعـــد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي আমি সে অবস্থাতেই বসে ছিলাম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উরুতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। إذاً برجال عليهم ثياب بيض، والله أعلم ما بهم مـــن الجمـــال، হঠাৎ সাদা শুভ্র বস্ত্র পরিহিত কিছু লোক দেখতে পেলাম। তাদের রূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। فانتهوا إليّ তারা আমার নিকটে এল।

جلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة منهم عند رجليه.
এবং তাদের মধ্যে একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট বসল ও অন্য দল পায়ের নিকট বসল। ثم قالوا : مارأينا عبدا قد أوتيَ مثل ما أوتى هذا النبي. إن عينيه تنامان، وقلبه يقظـــان এবং তারা বলল, এই নবীকে সে সকল বিষয় প্রদান করা হয়েছে আমরা অন্য কোনো মানুষকে তা পেতে দেখিনি। তাঁর চক্ষু তো ঘুমায়; কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে। إضربوا له مثلا তোমরা তাঁর উপমা বর্ণনা কর।

مثل سيد بنى قصرا، ثم جعل مأدبة، فدعا الناس أكل من طعامه، وشرب مـــن شـــرابه.
তাঁর উদাহরণ হল, সে সরদারের মত, যে একটি প্রাসাদ তৈরী করে খাবার আয়োজন করেছে এবং লোকদেরকে সেখান থেকে পানাহারের প্রতি আহ্বান করছে। فمن أجابه أكل من طعامه، وشرب من شرابه. সুতরাং যে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিল সে সেখান থেকে পানাহার গ্রহণ করতে পারবে। ومن لم يجبه عاقبه أو قـــال عذبـــه আর যে তাঁর ডাকে সাড়া দিল না, সে তাকে শাস্তি দিবে। ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذالك অতঃপর তারা উঠতে লাগলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে গেলেন।

فقال : سمعتَ ماقال هـــؤلاء؟ অতঃপর তিনি বললেন, এরা যা বলল, তুমি কি তা শুনেছ? وهل تدري من هم؟ তুমি কি জান এরা কারা? قلت : الله ورســـوله أعلم আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। قال : هم الملائكة

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁরা হলেন, ফিরিশতা। فتدرِيَ ماالمثل الذي ضـــربوه؟ তুমি কি জান, তাঁরা কী উপমা পেশ করেছেন? قلت : الله ورسوله أعلم আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ই ভাল জানেন। قال : الرحمن بنى الجنة، ودعا إليها عباده، فمـــن أجابـــه دخـــل الجنـــة. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করে তার প্রতি স্বীয় বান্দাকে আহ্বান করলেন। সুতরাং যে সে আহ্বানে সাড়া দিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ومن لم يجبـــه عذَبـــه আর যে সে আহ্বানে সাড়া দিবে না, তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

## জান্নাতের শ্রেণী বিন্যাস

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوَلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَـدَ اللّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً○ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وكان الله غفورا رحيما ○

*মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে, যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কারারের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ হল তাঁর নিকট হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। আর ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।*[১৩৮]

ইবনে জারীর রহ. স্ব-সনদে মিহারীয রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মুজাহিদদেরকে যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, তা হল সত্তরটি স্তর। এর প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে সে পরিমাণ দূরত্ব, যে পরিমাণ দূরত্ব সত্তর বছরে অত্যন্ত দ্রুতগ্রামী ও সতেজ ঘোড়া অতিক্রম করতে পারে।

ইবনুল মুবারক রহ. যাহ্হাক রহ. থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী, لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, মুমিনদের মাঝে একে অপরের উপর

---

১৩৮. সূরা নিসা, আয়াত : ৯৫-৯৬

স্তর ভেদে উঁচু-নীচু হবেন কিন্তু উঁচু স্তর অর্জনকারী নিজেই তা প্রত্যক্ষ করবেন। নিচের স্তর অর্জনকারী তা প্রত্যক্ষ করবেন না, আমার উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ আয়াতে যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের থেকে মুজাহিদের প্রথমে একগুণ বেশি মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর কয়েকগুণ বেশি মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি মনোযোগের দাবী রাখে।

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, একগুণ বেশি সে সব লোকদের উপর, যারা ওযরের কারণে ঘরে বসে থাকে, আর কয়েক গুণ বেশি হল সে ব্যক্তিদের উপর, যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

*আল্লাহ যাতে রাযী, যে তার-ই অনুসরণ করে। সেকি তার মত যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নাম-ই যার আবাস? এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।* هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের, তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

*মু'মিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাঁর আয়াত তাঁদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর-ই নির্ভর করে।*

*যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।*

সহীহায়নে[১৩৯] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم، كمايتراؤن الكوكب الدري الغابر من آلافق من المشرق أوالمغرب، لتفاضل بين الناس، قالوا : يارسول الله تلك منـــازل الأنبيـــاء لا يبلغها غيرهم.

জান্নাতবাসীগণ প্রাসাদবাসীদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে পশ্চিম বা পূর্বের দূর প্রান্তের জ্বলজ্বলমান নক্ষত্ররাজিকে দেখা যায়। এটা তাদের মধ্যে একজনের উপর অন্যজনের মর্যাদার পার্থক্য থাকার কারণে হবে।

সাহাবায় কিরাম রা. প্রশ্ন করলেন, এটা কি নবীগণের স্তর? যা পর্যন্ত তাঁরা ব্যতীত অন্য কেউ পৌঁছতে পারবে না।

قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

শপথ সে সত্তার! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন এরা হল, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সত্যায়নকারী ব্যক্তিগণ।

মাথার উপরের নক্ষত্রের উপমা প্রদান না করে দু'প্রান্তের নক্ষত্রের উপমা আনয়নের দু'টি কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ হল, তা দৃষ্টিসীমা থেকে অনেক দূরে থাকবে। দ্বিতীয় কারণ হল, এর দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, জান্নাতের স্তর একটি অপেক্ষা অপরটি উঁচু। উপর-নিচে হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য এই নয়, বরাবর উপরে হবে। যেমনিভাবে পাহাড়ের চূড়া হতে নিয়ে তার পার্শ্ব অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে।

সহীহায়নে[১৪০] হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أهل الجنة يتراؤن أهل الغرفة كما ترون الكوكب في افق السماء জান্নাতবাসীগণ অট্টালিকায় অবস্থানকারীদেরকে

---

১৩৯. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৬১, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৭৮
১৪০. বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৭০, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৭৮

তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে তোমরা আকাশের প্রান্তে নক্ষত্ররাজিকে দেখতে পাও।

ইমাম আহমদ রহ.[১৪১] স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পরস্পরকে এমনিভাবে দেখতে পাবে যেমনিভাবে তোমরা দূর প্রান্তে উদিত জ্বলজ্বলে তারকাকে দেখতে পাও। এটা তাদের পরস্পরের মর্যাদায় ভিন্নতার দরুন হবে। সাহাবায় কিরাম রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ উচ্চ মর্যাদাশীলগণ কি নবীরা হবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের সাথে সে সকল লোকও থাকবেন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সত্যায়ন করেছেন।

এই হাদীসের সনদের রাবী তথা বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারী শরীফের রাবী।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় الكوكب এর সিফাত এসেছে الغارب দ্বারা (যার অর্থ হল, উঁচু নক্ষত্র বা অস্তমান নক্ষত্র)। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এর বর্ণনায় রয়েছে الغابر। (যার অর্থ হল শেষাংশে উদীয়মান নক্ষত্র)। আর উক্ত বর্ণনায় الكوكب এর সিফাত আনা হয়েছে الطالع। সুতরাং উদিত হওয়ার হিসাবে طالع (উদীয়মান) দ্বারা আর অস্তমিত হওয়া হিসাবে غارب (অস্তমান) শব্দ দ্বারা গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইবনে মুবারক রহ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان أهل الجنة يترائون في الغرف كمايرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في آلافق في تفاضل الدرجات.

জান্নাতবাসীগণ প্রাসাদে একে অপরকে এমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে পূর্বের নক্ষত্র বা পশ্চিমের নক্ষত্র আকাশের প্রান্তে দেখা যায়। এটা তাদের মর্যাদার স্তরের ভিন্নতার কারণেই হবে। সাহাবায় কিরাম

---

১৪১. মুসনাদে আহমদ, খ. ২, পৃ. ৩৩৫

জিজ্ঞাসা করলেন, এ উঁচু মর্যাদা সম্পন্নগণ কি শুধু আম্বিয়ায়ে কিরাম হবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কসম সে সত্তার, যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, নবীগণ ব্যতীত সে স্তরে এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সত্যায়ন করেছে। উক্ত বর্ণনা ইমাম বুখারী রহ. এর বর্ণনার শর্ত সমৃদ্ধ।

মুসনাদে[১৪২] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان المتحابين لترى غرفهم في الجنـــة كالكوكـــب الشرقي أوالغربي। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারীগণ এত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাত লাভ করবে, অন্যান্য জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে এমনিভাবে দেখবে, যেমনিভাবে পূর্বে বা পশ্চিমে উদিত নক্ষত্রকে দেখা যায়। فيقال : من هؤلاء؟ فيقال : هؤلاء المتحابين في الله عزّ وجـــل তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, এরা কারা? উত্তরে বলা হবে, এরা হল আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারী।

মুসনাদে আহমাদে[১৪৩] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে এ বর্ণনাও রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان في الجنة مائة درجة، ولو ان العالمين اجتمعوا في أحداهن وسعتهم জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। যদি সমগ্র পৃথিবীবাসীকে একটি মাত্র স্তরে একত্রিত করা হয়, তবে তাতে সংকুলান হবে।

মুসনাদে আহমাদে[১৪৪] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে এ বর্ণনা রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يقال : لصاحب القرأن إذا دخل الجنة إقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد، بكل أية درجة حتى يقرأ آخر شيئ معه সাহেবে কুরআন অর্থাৎ কুরআনের হাফিয ও তদনুযায়ী আমলকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, পড়তে থাক ও জান্নাতের স্তর অতিক্রম করতে থাক। সে পাঠ করতে থাকবে ও প্রত্যেক আয়াত দ্বারা

---

১৪২. মুসনাদে আহমদ, খ. ৩, পৃ. ৮৭

১৪৩. খ. ৩, পৃ. ২৯, তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৭৯

১৪৪. খ. ৩, পৃ. ৪০

এক একটি করে স্তর অতিক্রম করতে থাকবে। এভাবে তার মুখস্থ শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পাঠ করবে। আর উপরে উঠতে থাকবে।

উক্ত হাদীসে তো এ কথাটি অতি স্পষ্ট, জান্নাতের স্তর একশটিরও বেশি।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর যে বর্ণনা তাঁর সহীহে উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে, জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে। সেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীগণের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করেছেন। এর প্রত্যেক স্তরে সে পরিমাণ দূরত্ব, যে পরিমাণ দূরত্ব আকাশ ও যমীনের। সুতরাং যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাও। কেননা, তা জান্নাতের মাঝেও সর্বোচ্চস্তরের জান্নাত। তার উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আরশ। তা থেকেই জান্নাতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে।

সুতরাং এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উল্লিখিত স্তরগুলো এ সকল স্তরের-ই অন্তর্ভুক্ত। অথবা উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা হল, মোট স্তর সংখ্যা একশ-ই হবে, তবে প্রত্যেক স্তরের অধীনে আরো অনেকগুলো উপস্তর থাকবে।

যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়, মোট স্তর থেকে একশটি স্তর নির্ধারিত থাকবে মুজাহিদের জন্য, তবে তার সমর্থন মিলে হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. এর বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, من صلىَّ هؤلاء الصلوات الخمس যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়বে, وصام شهر رمضان كان حقا على الله ان يغفر له هاجر أوقعد حيث ولدته أمه এবং রমাযান মাসের রোযা রাখবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন, চাই সে হিজরত করুক বা তার জন্মস্থানে পড়ে থাকুক।

হযরত মু'আয রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি বাইরে গিয়ে লোকদেরকে এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব? তিন বললেন, না। লোকদেরকে এভাবেই আমল করতে দাও। জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে আকাশ ও যমীন পরিমাণ দূরত্ব। তার মধ্যে সর্বোত্তম হল জান্নাতুল ফিরদাউস। তার উপরে আল্লাহর আরশ এবং তা জান্নাতে অবস্থিত। তা থেকেই জান্নাতের প্রস্রবণ প্রবাহিত

হয়। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাও।

ইমাম তিরমিযী রহ.[১৪৫] এ শব্দেই বর্ণনা করেছেন।

হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে,[১৪৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। হযরত মু'আয রা. এর বর্ণনার মত সেখানেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

এ বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতেও বর্ণনা রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তর হতে অপর স্তরের মাঝে একশত বছরের দূরত্ব। ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ গরীব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

তিরমিযীতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে মারফূ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। যদি সমগ্র পৃথিবীবাসী তন্মধ্যে একটি স্তরে একত্রিত হয়, তবে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

ইমাম আহমদ রহ.ও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে الجنة مائة درجة। এর শুরুতে في শব্দটি নেই। কিন্তু আমি অন্যান্য গ্রন্থের সূত্রে في সহ ও في ছাড়া উভয় ভাবে সনদ সহ বর্ণনা করলাম।

যদি বাস্তবেই মূল বর্ণনায় في শব্দটি সংরক্ষিত থাকে তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাতের স্তরগুলোর মাঝে একশটি স্তর হল এমন।

আর যদি প্রকৃতই মূল বর্ণনায় في না থেকে থাকে তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাতের বড় বড় স্তর হল একশটি। প্রত্যেকটির অধীনে ছোট ছোট স্তরও রয়েছে। والله أعلم ।

---

১৪৫. খ. ২ পৃ. ৭৯, মুসনাদে আহমদ খ. ৫, পৃ. ২৪০

১৪৬. তিরমিযী, পৃ. ৭৯

যে সকল বর্ণনায় একশত বছরের দূরত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আর যে সকল বর্ণনায় পাঁচশত বছরের দূরত্বের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাতে কোন বিরোধ নেই। কেননা, তা নির্ভর করে দ্রুত চলন আর ধীরে চলনের উপর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরত্ব বা ব্যবধান বুঝানোর জন্যই এরূপ উল্লেখ করেছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এর অত্র হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায়, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, مائة درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض، أو بعد ما بين السماء والأرض. জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে আকাশ ও যমীনসম দূরত। অথবা বলেছেন, আকাশ ও যমীনের মধ্যে যে পরিমাণ দূরত্ব দু' স্তরের মাঝে সে পরিমাণ দূরত্ব। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সকল স্তর কাদের জন্য? قال للمجاهدين في سبيل الله উত্তরে বললেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য।

## জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ও তার নাম

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহে[১৪৭] হযরত আমর ইবনুল আস রা. হতে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول যখন তোমরা মুআযযিনকে আযানের শব্দাবলী উচ্চারণ করতে শুন, তখন তোমরা তার মত বল।

(অন্যান্য সহীহ বর্ণনা রয়েছে, حيَّ على الصلوة ও حيَّ على الفلاح এর সময় لا حول ولا قوة إلا بالله বল। আর বাকিগুলো তেমনি বল, যেমনি বলে থাকে মুআযযিন।)

ثم صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ وأحدة صلى الله عليه عشرا، ثم سلو لي الوسيلة. আমার প্রতি দুরূদ পড়। কেননা, যে আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর।

فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله কেননা, তা জান্নাতের শ্রেষ্ঠতম এক স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে শুধুমাত্র একজনের জন্যই নির্ধারিত। وارجو ان أكون هو আমার আশা, আমি-ই সে বান্দা হব। فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه شفاعتي । কাজেই যে আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত।

---

১৪৭. খ. ১, পৃ. ১৬৬

ইমাম আহমদ রহ.[১৪৮] স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إذا صليتم فسلوا الله لي الوسيلة، قيل : يا رسول الله! وما الوسيلة؟ قال : أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجـوا أن أكـون أنـا هـو যখন তোমরা নামায পড়বে (অর্থাৎ, নামাযের পূর্বে আযান শুনবে) তখন আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হল, ওসীলা কি? উত্তরে বললেন, ওসীলা হল, জান্নাতের সর্বোচ্চতম স্তর। যা শুধুমাত্র এক ব্যক্তি-ই লাভ করবে। আমি আশা করি, আমি-ই হব সে ব্যক্তি। হাদীসের শব্দ أن أكون هو এর মধ্যে أنا হল مبتداء আর هو হল خبر এবং أنا هو বাক্যটি أكون এর خبر; اكون এর اسم হল তার মধ্যকার উহ্য যমীর। উক্ত বর্ণনায় أنا প্রভেদ রচনাকারী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়নি এবং تاكيـد হিসাবেও ব্যবহৃত হয়নি; বরং مبتداء রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

সহীহায়নে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দুআ পড়বে,

اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجـة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلاّ حلّت له الشفاعة يوم القيامة.

‘হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাযের তুমি-ই প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দান কর ওসীলা তথা বেহেশতের সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত কর শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ’। যে ব্যক্তি এ দু‘আ পাঠ করবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অবধারিত।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে, مقاما محمودا হল, نكرة তথা অনির্দিষ্ট শব্দ। الـذي وعدته দ্বারা কিভাবে তার সিফাত আনা হল?

তার জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে, কুরআন কারীমে مقاما محمـودا এর মাঝে مقاما শব্দটি نكرة তথা অনির্দিষ্ট রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১৪৮. মুসনাদে আহমদ খ. ২, পৃ. ২৬৫

সুতরাং উক্ত দু'আটিকে কুরআন কারীমের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে এতে نكرة তথা অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর মাকামে মাহমূদ হল নির্দিষ্ট। نوع তথা একটি জাতিবাচক ইসম হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু মাত্র একটি একক, সেহেতু তা معرفة তথা নির্দিষ্ট শব্দের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং معرفة তথা নির্দিষ্ট শব্দের মত তার সিফাতও معرفة তথা নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা আনা হয়েছে। এবং مقاما محمودا কে الذي وعدته থেকে بدل বলা থেকে এ তারকীব-ই উত্তম।

মুসনাদে[১৪৯] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الوسيلة درجة عند الله ليس فوقه درجة. ওসীলা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন একটি মর্যাদাবান স্তর, যার উপর আর কোন স্তর নেই। فسلوا الله لي الوسيلة সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর।

মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া এ শব্দে বর্ণনা করেন, درجة في الجنة ليس في الجنة درجة أعلى منها فسلوا الله أن يؤتينيها رئوس الخلائق ওসীলা হল জান্নাতের এমন একটি স্তর, যার থেকে উঁচু আর কোন স্তর নেই। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাকে সমগ্র মানুষের সামনে সে স্থান দান করেন।

আবূ নাঈম রহ. স্ব-সনদে হযরত আয়শা রা. হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! والله انك لأحبَّ إليَّ من نفسي وانك لأحب إليَّ من أهلي وأحب إليَّ من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتيك فانظر إليك । আল্লাহর কসম! আপনি আমার নিকট আমার জীবন, আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি হতে অধিক প্রিয়। যখন আমি আমার বাড়িতে আপনার কথা স্মরণ করি, তখন আমি অস্থির হয়ে যাই এবং আপনাকে এসে না দেখা

---

১৪৯. মুসনাদে আহমদ, খ. ৩, পৃ. ৮৩

পর্যন্ত আমার অস্থিরতা কাটে না। وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة، رفعت مع النبيين، واني إذا دخلت الجنة خشيت ان لا أراك আমি যখন আমার মৃত্যু ও আপনার ইনতিকালের কথা স্মরণ করি, তখন বুঝতে পারি, আপনি নবীগণের সাথে উঁচু স্তরের জান্নাতে থাকবেন। আর আমি যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি, তবু আমার শংকা হয়, আমি আপনাকে দেখতে পাব না। فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى نزل جبريل بهذه الأيــة রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ প্রশ্নের উত্তর না দিতেই জিবরীল আ. এ আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন। وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأولئك مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِــنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئك رَفِيقًا *আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলেরে আনুগত্য করবে সে আল্লাহর নি'আমত ধন্যদের সঙ্গী হবে। আল্লাহর নিয়ামতে ধন্যরা হচ্ছেন, নবী, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়নগণ। সঙ্গী হিসাবে এরা কতইনা উত্তম।*

হাফেয আবূ আবদুল্লাহ আল মাকদিসী বলেন, আমি উক্ত হাদীসের সনদে কোন প্রকার সমস্যা দেখি না।

জান্নাতের যে স্তর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাভ করবেন, তাকে ওসীলা নামে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ হল, তা রহমানের আরশের সবচেয়ে নিকটতম স্তর ও আল্লাহর নিকটবর্তী স্থান।

وسيلة শব্দটি وسل থেকে فعيلــة এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল, قرب অর্থাৎ নিকটবর্তী হল। যেহেতু তা আরশের নিকটবর্তী, সুতরাং তাকে ওসীলা বলা হয়। যেমন: কবি লবীদের কবিতায়: بلى كــل ذى رأى إلى الله واسل হ্যাঁ, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই আল্লাহর নৈকট্য লাভে আগ্রহী।

وســيلة শব্দটি وصــلة অর্থাৎ সংযোগকারী ও সম্পর্ক স্থাপনকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এ স্তরটি অন্য সকল স্তরকে আরশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী, তাই এর এমন নাম রাখা হয়েছে। এ জন্যই এ স্তরটি সর্বাপেক্ষা উত্তম ও উঁচু মানের এবং নূরের হিসাবেও তা সর্বোচ্চ স্তরের হবে।

সালিহ ইবনে আব্দুল কারীম রহ. বলেন, আমাকে হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায রহ. বলেন, তুমি কি জান কেন জান্নাত এত সুন্দর? তিনি বললেন, কারন, তার ছাদ হল রাব্বুল আলামীনের আরশ।

হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঐ বিশেষ জান্নাতকে আদন বলা হয় এই জন্য, তারই উপর হল আরশ এবং তা হতে জান্নাতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। আদনের হূররা হল অন্য সকল স্তরের হূরদের অপেক্ষা উত্তম। আর যদি وسيلة অর্থ تقرب إلى الله অর্থাৎ, সে পর্যন্ত পৌছা হয়, তবে সে পর্যন্ত পৌছার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে।

কালবী রহ. বলেন, সৎকর্ম দ্বারা তার কাছে পৌছানোর মাধ্যম সন্ধান কর। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার অর্থ স্পষ্ট করে দিয়েছেন,

أُوَلَـٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أيهم أقرب

তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে। তাদের মধ্য হতে কে নিকটতম?[১৫০]

এই আয়াতের أيهم أقرب বাক্যটি وسيلة শব্দের ব্যাখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা যেই গাইরুল্লাহর দিকে আহবান করে তার কাছে তারা وسيلة চায়। অর্থাৎ তার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা করে।

যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মাখলূক অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বেশি করে থাকেন এবং অন্যদের চেয়ে তিনি আল্লাহকে সর্বাধিক চিনেন ও জানেন। খোদাভীতি তার মাঝে সর্বাপেক্ষা বেশি ও আল্লাহকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। সুতরাং তিনিই আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত লাভ করবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে এ কথার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর জন্য এ মর্যাদাধন্য স্তরের জান্নাতের জন্য দু'আ করে, যাতে করে এ দু'আর ফলে তারাও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং

---

১৫০. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৫৭

ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কিছু উপকরণ এবং মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হল, তাঁর উম্মত তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট এ মর্যাদাধন্য স্তর লাভের জন্য দু'আ করবে। কেননা, তারা ঈমান ও হিদায়েত লাভ করেছে তাঁরই কারণে।

কোন বর্ণনায় রয়েছে, حلت عليه شفاعتي। আর কোন বর্ণনায় আছে, حلت له شفاعتي। অর্থ দাঁড়ায়, আমার জন্য ওসীলার দু'আকারী আমার শাফায়াত লাভ করবে। আর حلت عليه এর অবস্থায় অর্থ দাঁড়ায়, সে আমার শাফায়াতের যোগ্য হবে।

## মু'মিনদের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাতের সওদা

আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকট জান্নাতকে সওদারূপে পেশ করে তার মূল্য চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা ও মু'মিনদের মাঝে এটা হল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

*নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছেন? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই তো মহা সাফল্য।*[১৫১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জান ও মালকে জান্নাতের মূল্য নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যখন আল্লাহর পথে বান্দা স্বীয় জীবন ও সম্পদ ব্যয় করবে, তখন সে মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব সম্পন্ন করল। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সাথে এ চুক্তি করলেন এবং তাকে বিভিন্ন প্রকার তাকীদ দ্বারা দৃঢ় করলেন। যথা:

**প্রথম** : এ ঘোষণা বিবৃত করার ক্ষেত্রে إِنَّ ব্যবহার করেছেন, যা বাক্যকে দৃঢ় করণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

---

১৫১. সূরা তাওবা, আয়াত : ১১১

**দ্বিতীয় :** ماضـــي তথা অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায়, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়ে গেছে।

**তৃতীয় :** উক্ত লেনদেন স্বয়ং নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বিক্রেতা।

**চতুর্থ :** তিনি এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, সে মূল্যের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে। আর এমন এক প্রতিশ্রুতি যা ভঙ্গ করা হবে না এবং তার বিপরীতও করা হবে না।

**পঞ্চম :** এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা ব্যক্তির উপর সাধারণত: আবশ্যকতা সাব্যস্ত করা হয়। তিনি বলেন, وَعْدًا عَلَيْــهِ حَقًّــا অর্থাৎ, তিনি নিজের জন্যে তা আবশ্যকীয় করে নিলেন।

**ষষ্ঠ :** শুধু وَعْــدًا বলে ক্ষান্ত করেননি; বরং حَقًّــا ও ব্যবহার করেছেন। প্রতিশ্রুতিকে আরো দৃঢ় করে।

সপ্তম: তিনি বলেন, তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয়টি তাঁর অবতারিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে উদ্ধৃত রয়েছে।

**অষ্টম :** তিনি وَمَــنْ أَوْفِي বলে استــفهام انكـــارى তথা অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন ব্যবহার করে বান্দাকে এ কথা জানিয়ে দিলেন, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকারী অন্য কেউ নেই।

**নবম :** তিনি বান্দাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা এ চুক্তিতে আনন্দিত হও। যারা এ চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে ও যাদের জন্য চুক্তি অবাধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে তোমরা সুসংবাদ দাও। কেননা, এটা এমন একটি চুক্তি যা লংঘন করার বা রহিত করার কোন পদ্ধতি নেই।

**দশম :** তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে যে সওদা করেছ, তা হল মহা সাফল্য। এখানে بيع দ্বারা উদ্দেশ্য হল مبيع তথা বিক্রয়-যোগ্য মাল অর্থাৎ জান্নাত, যা তোমরা জান-মালের বিনিময়ে লাভ করেছ। আর بايعتم به এর অর্থ হল – ثامنتم به তোমরা যার মূল্য পরিশোধ করেছ।

সামনে আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের কথা উল্লেখ করলেন, যারা এ চুক্তি সম্পাদন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা হল التائبون আল্লাহ

তা'আলার অপসন্দনীয় বিষয়াবলী হতে তাওবাকারী, العابــدون। আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় পদ্ধতিতে ইবাদতকারী, الحامــدون। প্রিয় ও অপ্রিয় সব বিষয়েই আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায়কারী। السائحون – ســياحة এর এক অর্থ হল, রোযা অর্থ রোযা পালনকারী, ســياحة এর অপর অর্থ হল, ভ্রমনকারী অর্থাৎ, ইলম তথা জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণকারী। এর ব্যাখ্যা জিহাদ দ্বারাও করা হয়েছে, সে জিহাদকারী। তার অন্য ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, সে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকারী। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা হল, অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, তাঁর মহব্বত তথা ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি ধাবিতকরণ ও তাঁর সাক্ষাতের আসক্তির প্রতি ধাবিত করা। ســياحة এর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত পূর্বোক্ত মতগুলোতেও ســياحة القلــب তথা অন্তরের উল্লিখিত অবস্থার প্রয়োজন। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত ও পবিত্র পত্নীগণের ব্যাপারে সূরায়ে তাহরীমে উল্লিখিত ঘটনায় বলেন,

عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَـاتٍ تَائِبَـاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً

*যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তবে তার প্রতিপালক সম্ভবত: তোমাদের স্থলে তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী। যারা হবে আত্মসমপণকারিনী, বিশ্বাসী, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।*[১৫২]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে সকল নারীর গুণাগুণ বর্ণনায় ســائحات শব্দটিও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের এ ســياحت এর গুণ জিহাদের মাধ্যমেও ছিল না, সর্বদা সিয়াম সাধনার মাধ্যমেও ছিল না। ইলম তথা জ্ঞানার্জনে ভ্রমণের মাধ্যমেও ছিল না; বরং তাঁদের মধ্যে এ গুণ ছিল অন্তরে আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা, ভয়-ভীতি ও অন্তরকে তাঁর প্রতি ধাবিত করার মাধ্যমে।

---

১৫২. সূরা তাহরীম ৫

আল্লাহর বাণী التائبون العابدون এর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করুন, আল্লাহ তা'আলা তওবাকারী ও ইবাদতকারীকে কিভাবে এক সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাওবার অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলার অপসন্দনীয় বিষয়গুলো বর্জন করা। আর ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় বিষয়াবলী বাস্তবায়ন করা। এরপর এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা حمد ও سياحت কে একত্রে উল্লেখ করেছেন। حمد হচ্ছে তার সিফাতে কামালিয়্যাহ তথা পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রশংসা তার পূর্বে سياحة শব্দের ব্যবহার একথার ইঙ্গিত বহন করে, যবানের سياحة তথা পূর্নতা হচ্ছে, রবের উত্তম স্মরণ। আর কলবের سياحة হচ্ছে সেই সত্তার প্রেম ভালবাসা, বড়ত্ব ও সদা স্মরণ হৃদয়ে জাগ্রত রাখা। একারণেই আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী পত্নীগণের গুণাবলী বর্ণনায় বলেন, প্রথমত তারা হল, عابدات ও سائحات। এখানে ইবাদত ও সিয়াহাত উভয়টাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। কেননা, ইবাদাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শারীরিক ইবাদত আর সিয়াহাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অন্তরের ইবাদত। এরপর مسلمات ও مؤمنات বলে ঈমান ও ইসলামকে একত্রিত করেছেন। এ জন্য, ইসলামের সম্পর্ক হল বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে আর ঈমানের সম্পর্ক হল, অন্তরের সাথে।

মুসনাদে[১৫৩]হাদীস বর্ণিত হয়েছে,الإسلام علانية، والإيمان في القلب। ইসলামের সম্পর্কস্থল বাহ্যিক আমলের সাথে আর ঈমানের সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে।

তৃতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা قانتات ও تائبات কে একত্রে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং قنوت দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রীতিকর বিষয়াবলী বাস্তবায়ন করা আর তাওবা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার অপ্রীতিকর বিষয়াবলী বর্জন করা।

চতুর্থত : ثيبات وأبكارا কে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং ثيبة হল সে সকল স্ত্রী লোক, যারা সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্বের স্বামীর ঘর

---

১৫৩. খ. ২, পৃ. ১৩৪

করে এসেছে। সাংসারিক ঝক্কি ঝামেলা সহ্য করতে তারা পূর্ব থেকেই অভ্যস্ত। আর باكرة অর্থ হল, প্রথম উদ্যান, যার ফলের স্বাদ এখনো কেউ আস্বাদন করেনি। এখানে আল্লাহ তা'আলা الراكعون الساجدون এর মধ্যে রুকূ ও সিজদাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। আমর বিল মা'রূফ তথা সৎ কাজের আদেশ দান ও নাহী আনিল মুনকার তথা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-করণকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। এ দুটির মাঝে واو উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত التائبون ইত্যাদি اسم তথা বিশেষত্বের মাঝে واو উল্লেখ করেননি। কারণ এর দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা; এ দু'টি কাজের মধ্যেই যে কোন একটি যথেষ্ট নয়; বরং উভয়টাই প্রয়োজন। অর্থাৎ নেক কাজের আদেশও দিতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধও করতে হবে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, والحافظون لحدود الله 'এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী'। কেননা আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী নিজেকে সীমালংঘন থেকে বিরত রাখবে। আর সৎকাজের আদেশদানকারী ও অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদানকারী অন্যদেরকে সীমা লংঘন থেকে বিরত রাখে। এ আয়াতে কারীমায় মানবাত্মার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও সম্মান বুঝানো হয়েছে। কেননা, পন্য (জান্নাত) যখন অদৃশ। তখন তার যথাযথ মূল্যায়ন আপাতত সম্ভব নয়। কাজেই এখন বিনিময় অর্থের অন্ধত্য ভালভাবে দেখে নাও। সাথে সাথে দেখে নাও ক্রয়করীর বড়ত্ব ও শক্তিমত্তা এবং এটিও লক্ষ্য কর, এ আক্‌দ তথা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে।

সূতরাং সওদা হল মানবাত্মা। খরীদকারী হলেন, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আর মূল্য হল, জান্নাতুন নাঈম। আর এ চুক্তির মধ্যস্থতাকারী হচ্ছে, ফেরেশতা ও মানব জতির সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলূকাত। কবি বলেন,

قد هيئوك لأمرلو فطنتَ له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

তিনি তোমাকে যেই মহান কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যদি সেই কাজের গুরুত্ব বুঝতে, তাহলে এ সকল খড়কুটায় নিজেকে জড়ানো থেকে সর্বদা বেঁচে থাকতে।

জামে তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, من خاف أدلج، ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعة الله عالية، ألا إن سلعة الله الجنـــة، যে ব্যক্তি ভয় করে সে সারা রাত বা রাতের শেষভাগও পথ চলে। আর যে রাতভর পথ চলে, সে তার গন্তব্যে পৌছতে পারে। জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার সওদা অত্যন্ত মূল্যবান। জেনে রাখ! আল্লাহ তা'আলার সওদা হল, জান্নাত। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে حسن غريب স্তরের বলে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ নাঈম রহ. এর صــفة الجنــة (সিফাতুল জান্নাত) নামক গ্রন্থে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করল, জান্নাতের মূল্য কি? উত্তরে তিনি বললেন, لا إله إلا الله। এ হাদীসের সমর্থনে অনেক হাদীস রয়েছে।

সহীহায়নে[১৫৪] হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বলল, يا رسول الله! دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنـــة হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

فقال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلوة وتؤتي الزكوة المفروضة، وتصوموا رمضان

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। নামায আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে ও রমাযান মাসের রোযা রাখবে।

প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি বলল, والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص যে সত্তার কুদরতী হাতে আমার জীবন, আমি এর উপর কোন কিছু বৃদ্ধিও করবো না এবং এর থেকে কিছু হ্রাসও করব না।

---

১৫৪. বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৮৭, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩১

فلما ولّى قال : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا

সে ব্যক্তি ফিরে যেতে লাগলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে আনন্দবোধ করে, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে।

সহীহ মুসলিমে[১৫৫] হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত আছে, নো'মান ইবনে হাওকাল রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মনে করেন যে, أرأيت إذاصليتُ المكتوبة وحرمتُ الحرام وأحللتُ الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم যদি আমি ফরয নামায পূর্ণভাবে আদায় করি এবং হারামকে হারাম ও হালালকে হালাল মানি, তবে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

সহীহ মুসলিমে[১৫৬] হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من مات وهو يعلم أن لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে মনে করে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সুনানে আবি দাউদে[১৫৭] হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে, لا إلــه إلا الله সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহায়নে[১৫৮]হযরত আবূ যারর গিফারী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট আমার প্রভুর পক্ষ হতে আগমনকারী (জিবরীল আ.) এলেন, অতঃপর তিনি আমাকে

১৫৫. খ. ১, পৃ. ৩২

১৫৬. খ. ১, পৃ. ৪১

১৫৭. খ. ২, পৃ. ৮৮

১৫৮. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩২১, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৬

সুসংবাদ দিলেন, من مات من أمتك لايشرك بالله شـيئا دخـل الجنـة আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে নাই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। قلـت : وان زنى وإن سرق؟ হযরত আবূ যারর রা. বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, যদি সে ব্যভিচার করে থাকে? অথবা চুরি করে থাকে? قال : وان زنى وإن سرق রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে, যদিও সে চুরি করে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, ঈমান থাকার কারণে সে অবশ্যই কোনো এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও তার পাপের শাস্তি ভোগ করার পরে হোক।

সহীহায়নে[১৫৯] উবাদা ইবনুস সামিত রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কালিমা পড়বে,

أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبـد الله ورسوله وكلمته، القاها إلى مريم، وروح منه وإن الجنة حق، والنارحق.

আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, কেউ তাঁর শরীক নেই। নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হযরত ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ও তাঁর কালেমা, যাকে মারয়াম আ. এর নিকট আল্লাহ তা'আলা অবতারিত করলেন এবং হযরত ঈসা আ. হলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি আত্মা। জান্নাত অবশ্যই সত্য এবং দোযখও সত্য। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে জান্নাতে আট দরযার প্রত্যেকটি দ্বারা প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, চাই যে আমল করেই সে মৃত্যুবরণ করুক না কেন।

সহীহ মুসলিমে[১৬০] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চিহ্নস্বরূপ) তাঁকে তাঁর উভয় পাদুকা মুবারক দিয়ে বললেন, আমার জুতা নিয়ে যাও এবং এ দেয়ালের পিছনে

---

১৫৯. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৮৮

১৬০. খ. ১, পৃ. ৪৫

এমন যাকেই পাও, যে তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করে ও অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করে, তাকেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, জান্নাতের মূল্য হল لا إله إلا الله।

আবূ নাঈম রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি এবং তোমাদের মধ্যে কেউ-ই নিজ আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জাহান্নামের আগুন হতেও রক্ষা পাবে না। তবে হ্যাঁ, তাওহীদ তথা একত্ববাদের স্বীকৃতি দ্বারা, জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাব ও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।

উক্ত বর্ণনাটির সনদ ইমাম মুসলিমের রহ. শর্ত মুতাবিক সহীহ।

## আল্লাহ তা'আলার রহমতেই কেবল জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানা জরুরী। তা হল, জান্নাতে প্রবেশ করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার রহমত দ্বারাই সম্ভব। বান্দার আমল যদিও জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম; কিন্তু আমল সে জন্য কোন চূড়ান্ত ও আবশ্যকীয় বিষয় নয় (যে আমলের মাধ্যমে জান্নাত অবধারিত)। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাকে আমলের বিনিময় নির্ধারণ করে বলেন, أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ '*তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে*'। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয়টি রদ করলেন এভাবে যে, তোমাদের কেউ আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার বাণী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। দু'টি কারণে বিরোধ নেই। যথা:

১. হযরত সুফয়ান রহ. ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন, তারা বলাবলি করত, আগুন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা করে দেয়ার দ্বারা। আর জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে, তাঁর রহমতের দ্বারা এবং মর্যাদা ও স্তরের

বণ্টন হবে আমলের দ্বারা। (اورثتموهم بما كنتم تعملون এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন, জান্নাতে তোমরা যে বিভিন্ন মর্যাদা লাভ করবে, তা তোমাদের কৃত আমলের কারণে। আর তোমাদের সকলের আমল সমপর্যায়ের ছিল না।)

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণিত হাদীসও তাই বুঝায়, যা সামনে উল্লেখ করা হবে। যাতে এ শব্দাবলীও রয়েছে, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাদেরক স্বীয় আমল মুতাবিক বিভিন্ন মর্যাদা ও স্তরে বিন্যস্ত করা হবে। ইমাম তিরমিযী রহ. উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২. বিরোধ না থাকার দ্বিতীয় কারণ হল, যে হাদীসে আমল দ্বারা জান্নাত লাভ না করার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে, তাতে بالأعمال এ ব্যবহৃত باء অব্যয়টি مقابلة তথা বিনিময় অর্থ বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসাবে অর্থ দাঁড়ায়, কোন ব্যক্তি কেবল নিজ আমল দ্বারাই জান্নাতের হকদার হবে না। (যদি এ মত গ্রহণ করা হয়, যেমনঃ মু'তাযিলাগণ এ মত পোষণ করে যে, বান্দা কেবল মাত্র নিজ আমল দ্বারাই জান্নাতের হকদার হয়। তবে এমন বান্দাকে জান্নাত প্রদান করা আল্লাহ তা'আলার জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ তা'আলা জান্নাত প্রদানে বাধ্য হবেন। অথচ আল্লাহ তা'আলার জন্য কোন কাজের বাধ্যবাধকতা নেই।)

আর কুরআনের بما كنتم এ ব্যবহৃত অব্যয়টি مقابلة তথা বিনিময় বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং سبب তথা কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যা এ কথা নির্দেশ করে যে, তা যে ইসম তথা বিশেষ্যের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে তা سبب তথা কারণের পর্যায়ে হবে।

সুতরাং আমল হল, কারণের পর্যায়ে। যদিও জান্নাত লাভের আমলটা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ বাণীতে বিষয়কে একত্রিত করেছেন, سدّدوا وقاربوا وابشروا সঠিক পথে চল এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর ও সুসংবাদ দাও। ভাল ভাবে জেনে রাখ! কখনো কোন ব্যক্তি নিজ আমল গুণে নাজাত পাবে না। সাহাবায় কিরাম প্রশ্ন করলেন, আপনিও নন কি ইয়া রাসূলাল্লাহ? উত্তরে তিনি

বললেন, আমিও নই। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত দ্বারা বেষ্টন করে নেন, তবেই কেবল জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব।

যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তার মা'রিফাত লাভ করল এবং যে সকল বিষয়াবলীর সাক্ষ্য প্রদান তার জন্য আবশ্যকীয়, সে সকল বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করল এবং আপন পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করে। যদি উভয় বিষয়কে অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা করে, তবে বুঝতে পারবে, সত্য ও সঠিক বিষয় এটিই যে, কোন ব্যক্তি আপন আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্র লাভ করতে না পারে। والله سبحانه وتعالى المستعان.

## আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জান্নাত ও জান্নাতীদের প্রার্থনা

আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতবাসীদের জান্নাত প্রার্থনা এবং জান্নাত তার অধিবাসীদের আগমন কামনা ও তাদের জন্য স্বীয় প্রভুর দরবারে সুপারিশ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবানদের কথা উদ্ধৃত করে বলেন, رَبَّنَا إِنَّنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيْمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا হে *আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি।* رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ *হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কর্মগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।*

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ○

*হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় কর না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।*

আল্লাহর বাণী وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আপনি আমাদেরকে আপনার রাসূলের কণ্ঠে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা আমাদের দান করুন। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ماوعدتنا على الإيمان برسلك অর্থাৎ, আপনি রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যে ঈমানের উপর অটল রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এর তাওফীক দিন।

উক্তবস্থায় الإيمان শব্দটির পূর্বে بـــاء অব্যয়টি উহ্য মানতে হয়। কিন্তু একই সঙ্গে একটি ইসম তথা বিশেষ্য ও একটি হরফ তথা অব্যয়কে উহ্য মানা আরবী ব্যাকরণনীতিতে কঠিন। যদি على تصديق رسلك অথবা طاعة رســـلك উহ্য মানা হয়, তবে উভয় অবস্থা সমপর্যায়ের হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে প্রথম মত অগ্রগণ্য। কারণ আয়াতের প্রথমাংশ তাদের অভিমতকে যুক্তিযুক্ত মনে করে। যেখানে তারা পূর্বেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আহবানে সাড়া দিয়ে এসেছে।

সুতরাং তারা আপন ঈমানকে মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর নিকট রাসূলগণের মাধ্যমে সে বস্তু প্রার্থনা করছে যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে। কেননা তারা রাসূলের মাধ্যমে তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি শুনেছ। নবীগণের তাদের নিকট তাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পৌছানোর পর তাকে সত্য মনে করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তারা তাঁর নিকট তাই প্রার্থনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, وَآتِنَـــا مَـــا وَعَـــدتَّنَا দ্বারা সাহায্য ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য। যে প্রতিশ্রুতি রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছিলেন। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ।

যেহেতু তাদের ঈমানে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর প্রতিশ্রুতি, ভীতি, তাঁর নাম ও গুণাবলীকে সত্য মনে করা এবং তাঁর ভীতি প্রদর্শনকে ভয় করা ও তাঁর সকল নির্দেশ বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং এ সব কিছুর সমষ্টির কারণেই তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া ও তাদের সাথে প্রতিশ্রুত বিষয়গুলো লাভের ক্ষেত্রে তারা ঈমানকে মাধ্যম বানাতে পারে।

কেউ কেউ এ ভেবে সমস্যায় পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তো আপন প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন, তবে তাদের এ প্রার্থনার মাঝে কী লাভ যে 'আপনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন'।

তার উত্তর হলো, এ হচ্ছে নিজেদের গোলামী ও বন্দেগীর প্রকাশ। এ বিষয়টি ঠিক তেমনি, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে লক্ষ্য করে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আরয رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করে দাও'।[১৬১]

ফিরিশতাগণের উক্তি فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 'অতএব, যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর'।[১৬২]

প্রশ্নকারীদের নিকট এ বিষয়টিও অস্পষ্ট যে, এ প্রতিশ্রুতি বেশ কটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্তাবলীর একটি হল, আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রবল ইচ্ছা ও বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে তাঁর দরবারে প্রার্থনা করা; যেন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। উক্ত প্রতিশ্রুতিও ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত। এটাও শর্ত, যেন এমন কোন বিষয় সংযুক্ত না হয়ে পড়ে, যা তা বিনষ্ট করে দেয়।

সুতরাং তারা যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় দান করার প্রার্থনা করে, তবে এ দু'আটিও তার অন্তর্ভুক্ত হয়, আমাদেরকে সে বিষয়ের তাওফীক দান করুন ও তার উপর দৃঢ়পদ রাখুন। আমাদেরকে সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পক্ষে যে সকল উপকরণ রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সহযোগিতা করুন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী ও অত্যন্ত উপকারী দু'আ। তারা অন্যান্য দু'আ অপেক্ষা এ দু'আটির প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট এই প্রার্থনা, যেন তাদেরকে তিনি তাদের শত্রুর বিপক্ষে সাহায্য করেন। শত্রুর মুকাবিলায় তাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেন। এমনিভাবে তাওবাকারীদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য ফিরিশতাদের আরয সে কারণগুলোর অন্যতম, যেগুলোর কারণে তাদের প্রার্থনা গ্রহণ করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যার ফলে তারা আপন বন্ধু ও শত্রুদের সাথে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। তাদেরকেই নিজ ইচ্ছার কারণ বানিয়েছেন, যেমনিভাবে

---

১৬১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১১২

১৬২. সূরা মু'মিন, আয়াত : ৭

স্বীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম বানিয়েছেন। সুতরাং কারণও তার পক্ষ থেকে আর কর্তাও তিনিই। যদি এরপরও বিষয়টি বোধগম্য না হয়, তবে সে সব কারণগুলোর ব্যাপারে চিন্তা করুন, যেগুলো ব্যক্তির মাঝে পাওয়া গেলে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও ভালোবাসা লাভ করতে পারে। তিনি বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন। কারণগুলোর ব্যাপারেও চিন্তা করুন, যেগুলো ব্যক্তির মাঝে পাওয়া গেলে আল্লাহর বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অথচ এসব কিছুই তাঁর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এ হল তাওহীদ তথা একত্ববাদের এক বিশাল ভাণ্ডার; যেখানে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তার মা'রিফাত লাভকারী-ই প্রবেশ করতে পারে।

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটিকে এ আয়াতের আলোকেও বিবেচনা করা যায়। এ আয়াতটি তারই অনুরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ○ *তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, এটাই উত্তম, না স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যা চাইবে তাদের জন্য তা-ই থাকবে এবং তারা স্থায়ী হবে। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।*[১৬৩]

আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ তাঁর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করে এবং ফিরিশতাগণও মু'মিনদের জন্য জান্নাত প্রার্থনা করে। সুতরাং জান্নাত আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অধিবাসীদের আগমন প্রার্থনা করে, আর জান্নাতবাসীগণ তাঁর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করেন। এমনিভাবে ফিরিশতাগণ ও রাসূলগণও আপন অনুসারীদের জন্য জান্নাত প্রার্থন করেন। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তাঁর সামনে উপস্থিত করবেন। তখন তা মু'মিন বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবে। এতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এবং রহমতের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। এটা তাঁর দয়া-অনুগ্রহ-ইহসান ও দানশীলতা। যে সকল বস্তু বান্দাকে

---

১৬৩. সূরা ফুরকান, আয়াত : ১৫-১৬

প্রদান করা তাঁর নাম ও মহৎ গুণাবলীর দাবী এবং যে সকল বস্তু তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়, সে দিন তিনি সেগুলো প্রদান করবেন।

সুতরাং এ হতে পারে না যে, তাঁর নাম ও মহৎ গুণাবলীর দাবী থেকে তাদেরকে বেকার ভাবা হবে। (আল্লাহ তা'আলার যত নাম ও গুণাবলী আছে, সে গুলোর মাঝে প্রত্যেকটির কোনো না কোনো প্রভাব রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার সিফাত مالــك (মালিক) এর প্রভাব কিয়ামতের দিন এভাবে প্রকাশ পাবে যে, সে দিন সকল প্রকার বৈপত্তিক রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে لَمَنِ الْمُلْـــكُ الْيَـــوْمَ অর্থাৎ আজকের রাজত্ব আর আধিপত্য কার? তখন উত্তর আসবে, لِلّٰهِ الْوَاحِد الْقَهَّـــارِ অর্থাৎ, একক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার। এমনিভাবে অন্যান্য নাম ও সিফাতেরও কোন না কোন প্রভাব রয়েছে। সুতরাং এ হতে পারে না যে, নাম ও সিফাত থাকা সত্ত্বেও তার কোন প্রভাব থাকবে না।)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার একটি সিফাত হল, جواد অর্থাৎ, সকল প্রকার ও সব কিছু দানকারী। এর চাহিদা হল, তাঁর নিকট প্রার্থনা করা হোক, যেন তাঁর সিফাতের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে।

সুতরাং প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাকারীর অন্তরে প্রার্থনার আগ্রহ এবং প্রার্থিত বস্তুসমূহ সবই তাঁর সৃষ্টি। কেননা, বান্দা তাঁর নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করলে, তিনি সন্তুষ্ট হন। আর বান্দা তাঁর নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। কবি বলেন,

الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يستل يغضب

প্রার্থনা যদি না কর তুমি প্রভু মহানের দরবারে, হবেন তিনি অসন্তুষ্ট। মানুষের কাছে যদি চাও, সে হবে তিক্ত ও অসন্তুষ্ট।

আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর মাখলূকের মধ্য হতে সর্বাধিক প্রিয়, পসন্দনীয় ও মর্যাদাবান সে-ই, যে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। এমনিভাবে প্রার্থনার মাঝে অতিশয় অনুনয়কারীদেরকেও তিনি অত্যধিক ভালবাসেন। তাকে স্বীয় নৈকট্য লাভের তাওফীক দান করেন ও স্বীয় নি'আমতরাজি প্রদান করেন। সুতরাং তিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ ও উপাস্য নেই। সকল

প্রশংসা তাঁরই জন্য। যিনি আমাদেরকে হিদায়েত দিয়েছেন। আমরা তো পথভ্রান্ত ছিলাম না, যদি তিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন।

হযরত আবূ নাঈম রহ. হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন,[১৬৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তার ব্যাপারে জান্নাত বলে, হে পরওয়ারদেগার! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আর যে ব্যক্তি তিন বার জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, জাহান্নাম তার ব্যাপারে বলে, হে পরওয়ারদেগার! তাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দিন। উক্ত বর্ণনাটি জামে' তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈতেও রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সাতবার আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে জান্নাত বলে,হে পরওয়ারদেগার! অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট আমাকে প্রার্থনা করে। সুতরাং তাকে আমার মাঝে স্থান করে দিন।

আবূ ইয়ালা রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন সাত বার আল্লাহর নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তার ব্যাপারে জাহান্নাম বলে, হে প্রভু! আপনার নিকট অমুক ব্যক্তি আমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। সুতরাং তাকে আশ্রয় দিয়ে দিন। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিন সাতবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তার ব্যাপারে জান্নাত বলে, হে প্রভু! আপনার নিকট অমুক বান্দা আমাকে প্রার্থনা করেছে। সুতরাং তাকে আমার মাঝে স্থান করে দিন'। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহায়নের বর্ণনা শর্ত মুতাবিক রয়েছে।

আবূ দাঊদ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সাতবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তার ব্যাপারে জান্নাত বলে, হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন'।

---

১৬৪. তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৮৪, ইবনে মাজাহ, পৃ. ৩২৩

হযরত হাসান ইবনে সুফয়ান রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অধিক হারে আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা উভয়ে সুপারিশ করে থাকে ও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। বান্দা যখন অধিক হারে আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করে, তখন জান্নাত বলে থাকে, হে প্রভু! আপনার এ বান্দা আপনার নিকট আমাকে প্রার্থনা করে। সুতরাং আমাকে তার ঠিকানা তথা নীড় বানিয়ে দিন। আর দোযখ বলতে থাকে, হে প্রভু! আপনার এ বান্দা আপনার নিকট আমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সুতরাং তাকে আশ্রয় প্রদান করুন'।

সালফে সালেহীনের মাঝে কতিপয় তো এমন ছিলেন যে, তাঁরা জান্নাত প্রার্থনা করতো না; বরং তাঁরা বলতেন, যদি আমরা দোযখ থেকে রক্ষা পাই, তবে তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁদের মধ্যে আবুস সাহবা সিলাহ ইবনে আশীমও ছিলেন। যিনি সাহরী পর্যন্ত সারা রাত্রই নামাযে মাশগুল থাকতেন। অতঃপর আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে এই দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে দোযখ থেকে রক্ষা করুন। আমার মত ব্যক্তিও কি আপনার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করতে পারে?

হযরত আতা সুলামী রহ.ও জান্নাত চাইতেন না। সালেহ আসমায়ী রহ. তাঁকে বললেন, হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার বান্দার আমল নামা দেখ। যদি সে আমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করে, তবে আমি তাকে জান্নাত দেব। আর যে আমার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব। তখন হযরত আতা রহ. বলেন, যদি আমি জাহান্নাম হতে রক্ষা পাই, তবে তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট। হযরত আবূ নাঈমও উক্ত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ রহ. তাঁর সুনানে হযরত জাবির রা. এর হাদীসে সে ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা হযরত মু'আয রা. দীর্ঘ কিরআত দ্বারা নামায পড়ানোর দরুন সৃষ্টি হয়েছিল। এক সময় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুযোগ করল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্ন করলেন, ভাতিজা! যখন তুমি নামায পড়, তখন

তুমি কি কর? উত্তরে সে বলল, সূরা ফাতিহা পড়ি এবং আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি ও জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রার্থনা করি। আমি আপনার ও মু'আয রা. এর ক্ষীণ আওয়াযের স্বরগুলো বুঝি না। (অর্থাৎ, আপনি ও মু'আয রা. নিভৃতে যা বলতেন) তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ও মু'আয তার আশেপাশের কোন বিষয় নিয়ে-ই গুণগুণ করি।

সুনানে আবূ দাউদ[১৬৫] হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার সত্তার ওসীলা দিয়ে শুধু জান্নাতের প্রার্থনা করা যেতে পারে।

এ গ্রন্থের শুরুতে আব্দুল মালিক ইবনে বাশীর রা. এর মারফূ বর্ণনা রয়েছে, যে প্রত্যহ জান্নাত ও জাহান্নাম (মুক্তির) প্রার্থনা করে থাকে। জান্নাত বলে,

يارب قد طابت ثماري واطردت أنهاري واشتقت إلي أوليائي، فعجل إلى بأهلي

হে প্রভু! নিশ্চয়ই আমার ফলগুলো পেকে গেছে। আমার নহরগুলো পূর্ণভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। আমার অধিবাসীদের ব্যাপারে আমার প্রবল আগ্রহ রয়েছে। সুতরাং আমার অধিবাসীদেরকে আমার মাঝে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিন। অতএব, জান্নাত তার অধিবাসীদের প্রার্থনা করে ও তাদেরকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে। এমনিভাবে জাহান্নামও করে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা সর্বদা জান্নাত ও জাহান্নাম স্মরণ রাখ। কখনো তাকে ভুলে যেও না।

যেমনিভাবে আবূ ইয়ালা মুসেলী রহ. তার মুসনাদে স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তোমরা মহান দু'টি বিষয়কে ভুলে যেও না। আমারা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি সে মহান দু'টি বস্তু? উত্তর দিলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম।

---

১৬৫. খ. ১, পৃ. ১২২

আবূ বকর শাফেঈ রহ. হযরত কুলাইব ইবনে হারব রা. হতে বর্ণনা করে। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, أطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم.

তোমরা তোমাদের পূর্ণ সামর্থ দ্বারা জান্নাত প্রার্থনা কর। আর পূর্ণ সামর্থ দ্বারা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। وان النار لا ينام هاربها জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী তথা আত্মরক্ষাকারী কখনো নিদ্রা যায় না। وإن الآخرة محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات، فلا تلهينَّكم عن الآخرة. আখিরাত কষ্টকর বিষয়াবলী দ্বারা বেষ্টিত আর দুনিয়া হল, আসক্তিকর ও লোভনীয় বস্তুসমূহ দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং দুনিয়ার এ লোভনীয় ও আসক্তিকর বস্তুসমূহ যেন তোমাদেরকে আখিরাত থেকে উদাসীন না করে ফেলে।

## জান্নাতের বহুবিধ নাম, অর্থ ও উৎপত্তি

সিফাত বা বৈশিষ্ট্যের বিচারে জান্নাতের অনেকগুলো নাম রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সত্তার দিকে লক্ষ্য করলে তা একটি নামেই অবহিত।

সুতরাং এ হিসাবে সেগুলো সমার্থবোধক শব্দ। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করলে সেগুলোর মাঝে ভিন্নতা দেখা যায়। সুতরাং এ হিসাবে সেগুলোর মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। একই অবস্থা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহ, তাঁর প্রেরিত কিতাবের নাম, তাঁর রাসূলের নাম, কিয়ামত দিবসের নাম এবং জাহান্নামের নামের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

## প্রথম নাম

প্রথম নাম হল الجنة (আল জান্নাতু)। এটি একটি ব্যাপক নাম। যা সকল জান্নাত ও সেখানকার নি'আমতরাজি, সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য, চক্ষুর শীতলতা ও কোমলতা সব কিছুকেই তা অন্তর্ভূক্ত করে। এটি যে শব্দ থেকে উৎকলিত তার অর্থ হল, আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ। তা হতেই গঠিত হল –جنين। جنين বলা হয়, মাতৃগর্ভস্থ সন্তানকে, তাকে جنين এ জন্যই বলা হয়, যেহেতু সে ভ্রূণ মাতৃগর্ভে লুকিয়ে আছে, এমনিভাবে জিনদেরকেও জিন এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, যেহেতু তারা মানব সৃষ্টির অন্তরালে থাকে। এমনিভাবে مجن অর্থ ঢাল, যেহেতু তা আত্মরক্ষার মাধ্যম হয়। এমনিভাবে مجنون কে (পাগল) মাজনূন এজন্যই বলা হয়, যেহেতু তার আবরণ তার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ক্ষুদ্র সাপকেও جان বলা হয়। উদ্যানকে জান্নাত এ জন্য বলা হয়, যেহেতু তাতে প্রবেশকারী

বৃক্ষরাজিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর بستان শুধুমাত্র ঐ স্থানকে বলা যায়, যে স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির অনেক গাছ রয়েছে।

الجنة শব্দটির 'জীম' অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়লে তার অর্থ দাঁড়ায়- ঢাল ইত্যাদি। যার আড়ালে মানুষ আত্মরক্ষার জন্য লুকায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً '*তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে*'। অর্থাৎ তারা তাদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের অস্বীকারকে গোপন করে এভাবে যে, তারা (মু'মিনগণ) তাদের ব্যপারে অস্বীকার করেননি।

এমনিভাবে الجنة 'জীম' অক্ষরটিকে যের যোগে তা হতে উদ্ভাবিত, যা জিনদের জন্য ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী من الجنة والناس '*কু-মন্ত্রণাদাতা জিনদের মধ্যেও রয়েছে এবং মানুষদের মধ্যেও রয়েছে*'।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন, ফিরিশতাদেরকেও জিন বলা হয়। তারা উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا '*মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলা এবং জিনদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে*'।

মুফাস্সিরীন কিরাম বলেন, তারা মূলত: আল্লাহ তা'আলা ও ফিরিশতাদের মাঝে এ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে। উল্লিখিত মুফাস্সিরীন দু'কারণে নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেন। প্রথম কারণ হল, মুশরিকরা ফিরিশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে থাকে। সুতরাং তারা জিন ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে না। দ্বিতীয় কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ *অথচ জ্বিনেরা জানে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য*।

উক্ত মুফাস্সিরীনগণ বলেন, ফিরিশতাগণও জানেন, যারা বলে ফিরিশতাগণ আল্লাহর কন্যা, অবশ্যই তাদেরকে শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। প্রকৃতার্থে উক্ত মুফসসিরীনের এই মত সঠিক নয়; বরং বিশুদ্ধ বিষয় হল- এর বিপরীত। কেননা, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا এ الجنة দ্বারা জিনরাই উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে আল্লাহর বাণী من الجنة والناس এ الجنة দ্বারা জিন উদ্দেশ্য। সে হিসাবে উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরীনে কিরামের দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথমটি হল, মুজাহিদ রহ. বলেন, কুরাইশ বংশীয়

কাফিররা বলত- ফিরিশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা, তখন আবূ বকর রা. তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তবে তাদের মাতা কে? উত্তরে তারা বলল, সম্ভ্রান্ত নারী জিনরা হল তাদের মা।

কালবী রহ. বলেন, তারা (কাফিররা) বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা পরীকে বিবাহ করেছেন, আর তাদের থেকেই ফিরিশতাদের জন্ম।

কাতাদাহ রহ. বলেন, তারা বলত, আল্লাহ তা'আলার ও জিনদের মাঝে জামাই-শ্বশুরের সম্পর্ক।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় মতটি হল, হযরত হাসান বসরী রহ.-এর। তিনি বলেন, মুশরিকরা শয়তানকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে শরীক করে নিয়েছে। একেই তারা নসব তথা বংশীয় সম্পর্ক বলে ব্যক্ত করে। তবে মুজাহিদ ও অন্যদের মতই হল বিশুদ্ধ।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ এর যমীর তথা সর্বনামসমূহ الجنة এর প্রতি-ই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ জিনরা জানে, হিসাব-নিকাশের জন্য তাদেরকে উপস্থিত করা হবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, মুশরিকরা জিনদের ও আল্লাহর মাঝে যে সম্পর্ক স্থির করে, তা যদি বাস্তবেই থাকত, তবে তাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত করা হত না। তাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত করা এ কথারই প্রমাণ বহন করে, তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। উক্ত আয়াতের ভাব ও উদ্দেশ্য তা-ই, যা এ আয়াতের ভাব ও উদ্দেশ্য। وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ *ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ বলেন, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়।' বল, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাদের-ই মতো, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।*[১৬৬]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় পাপের জন্য শাস্তি প্রদান ও শাস্তির জন্য উপস্থিত করাকে তাদের মিথ্যা দাবী বাতিল হওয়ার প্রমাণ রূপে করেছেন।

---

১৬৬. সূরা মায়িদা, আয়াত : ১৮

## দ্বিতীয় নাম

জান্নাতের দ্বিতীয় নাম হল 'দারুস সালাম'। কুরআনেই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে এ নামে অভিহিত করেছেন। لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ *তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির নিবাস।*[১৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ *আল্লাহ তা'আলা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।*[১৬৮]

এটি জান্নাতের অত্যন্ত উপযোগী নাম। কেননা, তা সকল প্রকার বিপদ-আপদ, অস্থিরতা-পেরেশানী ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এবং তা হল, আল্লাহ তা'আলার ঘর। আর আল্লাহ তা'আলার এক নাম হল السلام (আসসালাম)। যিনি সে জান্নাত ও জান্নাতবাসীকে নিরাপত্তা. দিবেন। এর অন্য কারণটি হল, যেহেতু জান্নাতবাসীগণ পারস্পরিক সাক্ষাতে দু'আ ও সালাম করবে, তাই তাকে 'দারুস্ সালাম' নামে অভিহিত করা হয়। আর ফিরিশতাগণও প্রত্যেক দরযা দিয়ে প্রবেশ করে জান্নাতবাসীদের বলবে, سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ *তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি।*

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাদের প্রতি শান্তি সালাম বলা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَايَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ *সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং বাঞ্চিত সমস্ত কিছু ও সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে সম্ভাষণ।*[১৬৯]

সামনে হযরত জাবির রা.-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হবে, জান্নাতবাসীদের জান্নাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। এবং জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক কথাবার্তা, শান্ত ও শিষ্টতাপূর্ণ অর্থাৎ সেখানে কোন অসার, মন্দ, অশ্লীল ও খারাপ কথা হবে না। لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا

---

১৬৭. সূরা আনআম, আয়াত : ১২৭

১৬৮. সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৫

১৬৯. সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫৭-৫৮

سَلَامًا সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোন অসার বাক্য শুনবে না[১৭০]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ আর যদি সে ডানদিকের একজন হয়, তাকে বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।[১৭১]

মুমিনদেরকে সালাম জানানোর ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের থেকে অনেকগুলো অভিমত পাওয়া যায়। কিন্তু সব অভিমতের সারাংশ হল, এক জন জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়ায় থাকাকালে যেমনিভাবে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কিত আক্বীদার ক্ষেত্রে ভুল-বিচ্যুতি হতে সালেম অর্থাৎ নিরাপদ ছিল, ঠিক তেমনি দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে তাকে সালামত তথা নিরাপত্তা বিজড়িত শব্দে অভিবাদন জানানো হবে। আর এটিই হবে জান্নাতী ব্যক্তির জন্য পরকালে সর্বপ্রথম সুসংবাদ।

## তৃতীয় নাম

জান্নাতের তৃতীয় নাম হল দারুল খুলদ। জান্নাতকে এ নামে নামকরণের কারণ হল, জান্নাতীদেরকে কখনোই জান্নাত হতে বের করা হবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ *এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।*[১৭২] আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ *এটাতো আমার দেয়া রিযক যা নিঃশেষ হবে না।*[১৭৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا *এর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী।*[১৭৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ *এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।*[১৭৫]

---

১৭০. সূরা মারয়াম ৬২

১৭১. সূরা ওয়াকি 'আ ৯০-৯১

১৭২. সূরা হূদ, আয়াত : ১০৮

১৭৩. সূরা সাদ, আয়াত : ৫৪

১৭৪. সূরা রা'দ, আয়াত ৩৫

১৭৫. সূরা হিজর, আয়াত : ৪৮

মু'তাযিলা ও জাহামিয়ারা যে বলে, জান্নাত ধ্বংস হয়ে যাবে বা তার অধিবাসীদের গতি স্তিমিত হয়ে যাবে, সামনে তাদের এ মত খণ্ডন করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

## চতুর্থ নাম

জান্নাতের চতুর্থ নাম হল 'দারুল মাকামাহ'। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক বাক্যালাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ '*সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের থেকে সকল প্রকার চিন্তা, দু:খ ও কষ্টক্লেশকে বিদূরিত করেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু অধিক ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে আপন ফযলগুণে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন। কোনো ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না*'[১৭৬]

মুকাতিল রহ. 'দারুল মাকামা'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'দারুল খুলূদ' দ্বারা। যেহেতু তারা সেখানে সর্বদাই অবস্থান করবে, সেখানে তাদের মৃত্যু ঘটবে না এবং সেখান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিতও হবে না।

ফাররা ও যুজাজ বলেন, আল মাকামাহ শব্দটি ইকামাতুন শব্দেরই ন্যায়। যেমন বলা হয়, اقمت بالمكان اقامة ومقامة ومقاما আমি অমুক স্থানে অবস্থান করেছি। এ হিসাবে দারুল মাকামাহ ও দারুল ইকামাহ সমার্থবোধক।

## পঞ্চম নাম

জান্নাতের পঞ্চম নাম হল 'জান্নাতুল মা'ওয়া'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ০ সিদরাতুল মুনতাহার নিকট অবস্থিত বসোদ্যান।

ماوى শব্দটি اوى يأوى থেকে مفعل এর ওযনে اسم ظرف এর صيغة।

اوى–يأوى তখন বলা হয়, যখন ব্যক্তি কোথায়ও অবস্থান করে ও সেটিকে আবাসস্থল বানিয়ে নেয়।

---

১৭৬. সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৪-৩৫

হযরত আ'তা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তাকে মা'ওয়া বলা হয় এ জন্য, যেহেতু জিবরীল আ. ও অন্যান্য ফিরিশতা তাকে ঠিকানা তথা আবাসস্থল বানিয়েছেন। হযরত কালবী ও মুকাতিল রহ. বলেন, তাকে 'মাওয়া' বলা হয় এই জন্য, যেহেতু শহীদগণের আত্মা তাকে নিবাস স্থির করেছে। হযরত কা'ব রহ. বলেন, জান্নাতুল মা'ওয়া সে জান্নাত, যাতে শহীদগণের আত্মা সবুজ পাখির ন্যায় ঘুরে বেড়ায়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রা. ও যির ইবনে হুবাইশ বলেন, জান্নাতসমূহের একটির নাম হল 'জান্নাতুল মা'ওয়া'। তবে বিশুদ্ধতম মত হল, এটা জান্নাত-এর নামসমূহের একটি নাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى *পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস। অনন্তর যে সীমা লংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস।*[১৭৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, কাফিরদেরকে বলা হবে, وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ *তোমাদের আবাসস্থল হল জাহান্নাম।*

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, জান্নাতুল মা'ওয়া জান্নাতেরই একটি নাম।

## ষষ্ঠ নাম

জান্নাতের ৬ষ্ঠ নাম হল, 'জান্নাতে আদ্‌ন'। কেউ কেউ বলেন, এটি একটি বিশেষ জান্নাতের নাম। তবে সঠিক মত হল, এটিও পুরো জান্নাতেরই একটি নাম। জান্নাতে যতগুলো স্তর রয়েছে, সবগুলোই হল আদ্‌ন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ *এটা স্থায়ী জান্নাত,যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় অদৃশ্যভাবে তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন।*[১৭৮]

---

১৭৭. সূরা নাযি'আত, আয়াত : ৪০-৪১

১৭৮. সূরা. মারইয়াম, আয়াত : ৬১

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ *স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের।*[১৭৯]

عدن শব্দটি عدن – يعدن – عدنا হতে উৎকলিত। যার অর্থ হল, অবস্থান করা ও স্থায়ী নিবাস গড়া। এ হিসাবে জান্নাতের সকল স্তরই হল আদ্‌ন। যেমন আরবগণ বলে থাকেন, عدنت البلد আমি অমুক শহরকে আবাসস্থল বানিয়েছি। জাওহারী রহ. বলেন, জান্নাতে আদ্‌ন হল, চিরস্থায়ী জান্নাত। এর থেকেই গঠিত معدن -এর دال এ যের যুক্ত। معدن এর অর্থ হল, নাতিশীতোষ্ণ স্থান। তাকে معدن এ জন্যই বলা হয়, যেহেতু মানুষ সেখানে শীত ও গ্রীষ্মে আবাস স্থির করে। আর প্রত্যেক বস্তুর কেন্দ্রই তার খনি সমতুল্য।

### সপ্তম নাম

জান্নাতের সপ্তম নাম হল 'দারুল হাইওয়ান'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ *পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন*[১৮০]।

তাফসীরবিদগণ বলেন, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'জান্নাত'। তারা বলেন, আখিরাতের ঘর অর্থাৎ জান্নাত হল لَهِيَ الْحَيَوَانُ অর্থাৎ এমন জীবন যাতে কখনো মৃত্যু ঘটবে না।

কালবী রহ. বলেন, জান্নাত হল এমন জীবন, যাতে মৃত্যু ঘটবে না। যুজাজ বলেন, তা হল চিরস্থায়ী নিবাস। অভিধান বেত্তাগণ বলেন, حيوان শব্দের অর্থ হল হায়াত তথা জীবন। আবূ উবাইদা এবং শাইবাহ রহ. বলেন, الحيوان ও الحيواة উভয়টা এক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আবূ উবাইদ রহ. বলেন, الحياة–الحيوان ও الحي حاء –এর যের যুক্ত অবস্থায় তিনটি একই অর্থে

১৭৯. সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৩

১৮০. সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৬৪

ব্যবহৃত হয়। আবূ আলী রহ. বলেন, এ তিনটিই মাসদার তথা ক্রিয়া বিশেষ। الحياة হল فعلة এর ওযনে। যেমন جبلة। আর الحيوان হল نزوان এর ওযনে। আর حى হল عى এর মত।

এর বিরোধীতা করে যায়েদ রহ. বলেন, حيوان বলা হয়, যার মাঝে প্রাণ আছে। তার বিপরীত موتان ও موات তার অর্থ হল প্রাণহীন। বিশুদ্ধ মত হল, حيواة শব্দটি দু'ভাবে ব্যবহার হয়। প্রথমত: মাসদার তথা ক্রিয়া বিশেষ্য রূপে, যেমন আবূ উবাইদা রহ. বলে থাকেন। দ্বিতীয়ত: ওস্‌ফ তথা গুণ হিসাবে যেমন আবূ যায়দ রহ. এর মতানুসারে حيوان শব্দটি حي এর ন্যায় ميت তথা মৃত্যু এর বিপরীতে ব্যবহৃত হবে। তবে প্রথম মত অর্থাৎ মাসদার হওয়ার মতটিই প্রধান্যতম। কেননা, فعلان এটি মাসদারেরই ওযন। যেমন نزوان ও غليان। এর বিপরীতে সিফাতের সীগা আছে سكران ও غضبان এর ওযনে। যারা দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা বলেন, فعلان এর ওযন কখনো সিফাতের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবগণ বলেন, رجل ضميان অর্থাৎ ছিপছিপে দ্রুতগামী ব্যক্তি। সিহাহে রয়েছে ناقة رفيان অর্থাৎ দ্রুতগামী উষ্ট্রী। সুতরাং رفيانٍ শব্দটি সিফাতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। তার প্রথম অর্থ হল, অবশ্যই পরকালের জীবনই হল মূল এবং আসল জীবন। কেননা, তাতে নেই জীবনের কোন তিক্ততা এবং সে জীবনের কখনো সমাপ্তি ঘটবে না। অর্থাৎ সে জীবনে এমন কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের সম্মুখীন হবে না, যার সম্মুখীন হত পার্থিব জীবনে। এ দৃষ্টিকোন থেকে حيوان শব্দটি মাসদার তথা ক্রিয়া বিশেষ্য। তার দ্বিতীয় অর্থ, এটা এমন নিবাস যার অবসান ঘটবে না, সমাপ্তি ঘটবে না ও যা ধ্বংস হবে না। যেমনিভাবে পৃথিবীতে জীবিতদের জীবনাবসান ঘটে থাকে। সুতরাং ধ্বংসশীল ও মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী প্রাণী হতে পরকালীন নিবাসীগণ حيوان নামে অভিহিত হওয়ার অধিক যোগ্য। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন, وان الدار الآخــرة لهــى الحيــوان *পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন*। অর্থাৎ যে জীবনের সমাপ্তি নেই।

## অষ্টম নাম

জান্নাতের অষ্টম নাম হল 'ফিরদাউস'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أولئك هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

*তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে।*[১৮১]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُـمْ جَنَّـاتُ الْفِـرْدَوْسِ نُزُلًـا *যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস উদ্যান।*[১৮২]

সকল জান্নাতকেই ফিরদাউস বলা হয়। তবে জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও উচ্চ স্তরকেও ফিরদাউস বলা হয়। কেমন যেন এ স্তরটিই অন্যান্য স্তর হতে এ নামের অধিক যোগ্য। মূলত ফিরদাউস বলা হয় পুষ্পোদ্যানকে। এর বহুবচন হল, فرادس।

কা'ব রহ. বলেন, আঙ্গুরগাছ সমৃদ্ধ উদ্যানকে ফিরদাউস বলা হয়।

যাহ্‌হাক রহ. বলেন, পরস্পর লাগোয়া বৃক্ষরাজি সমৃদ্ধ উদ্যানকে ফিরদাউস বলা হয়। মুবাররাদও এ মত গ্রহণ করে বলেন, আমি আরবদের থেকে যা শুনেছি সে হিসাবে ফিরদাউস সে উদ্যানকে বলা হয়, যার বৃক্ষগুলো পরস্পর লাগোয়া অর্থাৎ ঘন এবং এর অধিকাংশ আঙ্গুর গাছ সমৃদ্ধ হয়। এর বহুবচন হল فـراديس। মুবাররাদ বলেন, এ জন্যই সিরিয়াকে 'বাবুল ফারাদিস' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মুজাহিদ রহ. বলেন, بستان এর অর্থে একটি রোমান শব্দ। যুজাজ রহ.ও এ মতটি গ্রহণ করে বলেন, এটি একটি রোমান শব্দ। এরপর তাকে আরবী ভাষায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উদ্যানে সাধরণত যে সব বস্তু থাকে সে

---

১৮১. সূরা মু'মিনুন, আয়াত : ১০-১১

১৮২. সূরা কাহফ, আয়াত : ১০৭

গুলো দ্বারা উদ্যান সমৃদ্ধ হলে তাকে ফেরদাউস বলা হয়। হাস্‌সান রা. বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে স্থায়ী নিবাসীদের যে প্রতিদান প্রদান করা হবে, তা হবে ফিরদাউসের উদ্যানের আকৃতিতে, যা হবে চিরস্থায়ী।

## নবম নাম

জান্নাতের নবম নাম হল 'জান্নাতুন নাঈম'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ *যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে সুখদায়ক কানন।*

এটিও একটি ব্যাপক নাম- যা সকল জান্নাতকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, জান্নাতে তাবৎ নিআমতের ব্যাপক সমাহার। খাবারের নি'আমত, পানীয়র নি'আমত, পোশাক-পরিচ্ছেদের নি'আমত, সুগন্ধিময় মেশকের নি'আমত, প্রফুল্লকর দৃশ্যের নি'আমত, বিশাল বাসস্থানের নি'আমত, ইত্যাদি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন নি'আমতরাজী দিয়ে জান্নাতঋদ্ধ বলেই তাকে 'জান্নাতুন নাঈম' বলা হয়।

## দশম নাম

জান্নাতের দশম নাম হল 'মাকামুন আমীন'। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে ইরশাদ করেন, ○ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ *নিশ্চয়ই খোদাভীরুগণ নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে।*

মাকাম বলা হয়, অবস্থান স্থলকে। আর আমীন বলা হয়, সকল প্রকার বিপদ-আপদ, দু:খ-কষ্ট ও পেরেশানী হতে নিরাপদ স্থানে অবস্থানকারীকে। জান্নাত হবে নিরাপত্তার সকল প্রকার গুণসমৃদ্ধ। তা ধ্বংস হওয়া, অবসান ঘটা ও সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত। আর তার অধিবাসীগণ তা থেকে বহিষ্কার, জীবনের তিক্ততা ও সকল প্রকার পেরেশানী মুক্ত থাকবে। মক্কা নগরীকে বলা হয় 'আল বালাদুল আমীন'। কেননা, তা সার্বিকভাবে নিরাপদ এবং অন্যান্য শহরে সাধারণত: যে সকল নিরাপত্তাহীনতা থাকে তা হতে মক্কা নগরী মুক্ত। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে নিরাপত্তার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ○ *অবশ্যই মু'মিনগণ নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে।*

অন্যত্র বলেন, يَدْعُونَ فِيهَا بِكُـلِّ فَاكِهَـةٍ آمِـنِينَ ○ *সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে।*[১৮৩]

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কিভাবে বাসস্থানের নিরাপত্তা ও খাদ্যের নিরাপত্তাকে যুগপৎভাবে একত্র করেছেন। সুতরাং ফল নিঃশেষ হওয়ার বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা পচে যাওয়ার বা কোন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আশংকা থাকবে না। জান্নাত থেকে তাদের বহিষ্কার হওয়ারও কোন প্রকার ভীতি বা শংকা থাকবে না। আর মৃত্যুবরণের কোন প্রকার শংকাও থাকবে না।

## এগার ও বারতম নাম

জান্নাতের এগারতম নাম হল, 'মাক'আদুস সিদক' এবং বারতম নাম হল 'কাদামুস সিদ্ক'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ *মুত্তাকীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে, যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।*[১৮৪]

এখানে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে 'মাকআদুস্ সিদক' নামে অভিহিত করেছেন। কেননা, ঈপ্সিত যে কোনো বস্তুই সেই সত্য স্থানে অর্জিত হবে। যেমন مودة صـادقة তখন বলা হয়ে থাকে, যখন দু'ব্যক্তির মাঝে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। এমনিভাবে বলা হয় حـلاوة صـادقة, অর্থাৎ স্বভাবসুলভ মিষ্টি। এমনিভাবে উদ্দেশ্য সফল আক্রমণকে বলা হয় حملـة صـادقة এমনিভাবে উদ্দেশ্য অর্জিত বাক্যকে বলা হয় الكلام الصدق।

আরবী ভাষাবিদগণের মতে صدق শব্দটি পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সে মতেই বলা হয় الصدق في الحديث، والصدق في العمـل অর্থাৎ কথা ও কাজে সত্যবাদিতা। সাদিক সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাজ ও কথায় মিল থাকে। 'সাদ' এ যবরযুক্ত অবস্থায় صـدق বলা হয়- বর্শার শক্ত ভাগকে ও

---

১৮৩. সূরা দুখান, আয়াত : ৫৫

১৮৪. সূরা কামার, আয়াত : ৫৪-৫৫

বীর ব্যক্তিকে। যেমন বলা হয়ে থাকে- انه لـــذو مصـــدق নিশ্চয় সে প্রকৃত হামলাকারী। আর সে মতেই অকৃত্রিম বন্ধুত্বকে বলা হয় صـــداقة ও সঠিক পদক্ষেপকে বলা হয় قدم صدق এবং সঠিক প্রবেশকে বলা হয় مدخل صدق ও সঠিক নিষ্কৃতিকে বলা হয় مخرج صدق।

এ সবগুলোই সত্য ও প্রমাণিত। এর দ্বারা তার প্রতি আকৃষ্ট করাই উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে মিথ্যা হল বাতিল, যার থেকে নীচু আর কোন বিষয় নেই। কেউ কেউ قدم صدق-এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাত দ্বারা। কেউ কেউ বলেন, قـــدم صـــدق দ্বারা সে সকল আমল উদ্দেশ্য- যার দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। কেউ কেউ তার ব্যাখ্যা করেছেন- তাকদীর তথা ভাগ্যলিপি দ্বারা। কেউ কেউ তার ব্যাখ্যায় বলেন, قـــدم صـــدق দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , যাঁর পথ-নির্দেশনায় মানুষ জান্নাত লাভ করবে। এ সকল তাফসীরই সঠিক। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জান্নাত লাভের মাধ্যম সকল আমলকে স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন এবং সেগুলোকে প্রতিদান দিবসের জন্য সঞ্চয় করেছেন। আর সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

لسان الصـــدق বলা হয়- উত্তম কাজের সঠিক প্রশংসাকারী মুখকে। لســـان الصـــدق দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত, যে সকল বিষয় প্রকৃতপক্ষেই বাস্তব সম্মত এবং তার প্রশংসাও বাস্তবোচিত, কৃত্রিম নয়।

مخـــرج صـــدق ও مـــدخل صـــدق এমন প্রবেশ ও বহির্গমনকে বলে, যাতে প্রবেশকারী ও বহির্গামী আল্লাহ তা'আলার যিম্মাদারীতে থাকবে। তার প্রবেশ ও বহির্গমন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই হবে। এ দু'আ তো বান্দার জন্য অত্যন্ত উপকারী। কেননা, সে তো অবশ্যই কোথাও না কোথাও প্রবেশ করবে অথবা বের হবে। তার এ প্রবেশ ও বহির্গমন যদি আল্লাহর জন্য হয়, তবে তাও مدخل صدق ও مخرج صدق-এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

## জান্নাতের সংখ্যা ও তার প্রকার

জান্নাত শব্দটি তাতে অবস্থিত সকল বস্তু অর্থাৎ উদ্যানসমূহ, নিবাসসমূহ এবং প্রাসাদসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। জান্নাত অনেক রয়েছে, যেমন ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে[১৮৫] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, উম্মে হারিসা বিনতে সুরাকা রা. নাম্নী জনৈক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলে বদরের যুদ্ধে হঠাৎ তীরবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করে। তার ব্যাপারে আপনি আমাকে কি কোন সংবাদ দিবেন? যদি সে জান্নাতী হয়, তবে আমি আমার এ আঘাতের উপর ধৈর্য ধারণ করব। আর যদি জান্নাত ব্যতীত অন্য স্থানে থাকে, তবে আমি খুব কাঁদব যেন আমার মনের ব্যথা কিছুটা হালকা হয়। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মে হরিসা! জান্নাতে অসংখ্য উদ্যান রয়েছে। তোমার ছেলে তো জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে। যা সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার জান্নাত।

সহীহায়নে[১৮৬] হযরত আবূ মূসা আশআরী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'টি জান্নাত রয়েছে স্বর্ণের; তার পাত্রসমূহ, অলংকারসমূহ ও আরো যা কিছু তাতে রয়েছে সব কিছুই হবে স্বর্ণ নির্মিত। অন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে রৌপ্যের। তার পাত্রসমূহ, অলংকারসমূহ, আরো যা কিছু তাতে রয়েছে সব কিছুই হবে রৌপ্য নির্মিত। আর জান্নাতে আদনের অধিবাসীগণের মাঝে এবং আল্লাহ

---

১৮৫. খ. ২, পৃ. ৫৬৭

১৮৬. বুখারী, খ. ২ পৃ: ৭২৪, মুসলিম, খ. ১ পৃ. ১০০

তা'আলার দর্শন লাভের মাঝে শুধু মাত্র আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের পর্দাই আড়াল থাকবে। এ ছাড়া আর কোন কিছু-ই থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ *আর যে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।*[১৮৭]

এ দুটি উল্লেখের পর আল্লাহ তা'আলা সামনে বলেন, وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ *এই উদ্যানদ্বয় ছাড়া আরো দুটি উদ্যান রয়েছে।*[১৮৮] সুতরাং মোট চারটি হল।

আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمِنْ دُونِهِمَا এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের ভিন্ন মত রয়েছে, দুটি জান্নাত উপরোক্ত সে দুটি হতে উপরের হবে? না নিচের হবে? একদল মুফাস্‌সির বলেন, وَمِنْ دُونِهِمَا দ্বারা উদ্দেশ্য হল اقرب منهما إلى العرش অর্থাৎ এ জান্নাত দুটি প্রথমোক্ত জান্নাত দুটি অপেক্ষা আরশের অধিক নিকটবর্তী হবে। এ হিসাবে এ দুটি জান্নাত প্রথমোক্ত দুটি অপেক্ষা উপরে হবে। অন্য একদল মুফাস্‌সির বলেন, دُونِهِمَا অর্থ হল تحتهما অর্থাৎ এ দুটি জান্নাত প্রথমোক্ত দুটি অপেক্ষা নিচের হবে।

তারা বলেন, ভাষাবিদগণ বলেন, অমুক বস্তু অমুক বস্তু হতে دون (নিচু)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তা এ বস্তু অপেক্ষা নিম্নস্তরের। যেমন কোন ব্যক্তির প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করে বলা হল, انا دون ما تقول، وفوق ما في نفسك তুমি যা বলছ আমার মর্যাদা তার চেয়ে কম এবং তোমার অন্তরে আমার অবস্থান যে স্তরের, আমি তার চেয়ে উর্ধ্বে। অভিধান গ্রন্থ সিহাহ-এ دون কে فوق এর বিপরীত শব্দ বলা হয়েছে। আর তাতে এ-ও বলা হয়েছে, دون শব্দ اقرب منه (অধিক নিকটবর্তী) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআন কারীমের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায়, প্রথমোক্ত জান্নাত দুটি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। সে গুলো মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার দশটি কারণ রয়েছে।

---

১৮৭. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৪২

১৮৮. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৬২

**প্রথম কারণ :** প্রথমোক্ত জান্নাত দুটির গুণাগুণ বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَوَاتَا أَفْنَانٍ উভয়ই বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট।[১৮৯]

أَفْنَانٍ শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমটি হল, أَفْنَانٍ এটি فَنَن-এর বহুবচন, যার অর্থ, ঢাল। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল তা فن এর বহুবচন। فَن অর্থ হল- প্রকার ও প্রজাতি। এ হিসাবে তার অর্থ হবে, জান্নাত দুটি বিভিন্ন প্রকার ও প্রজাতির ফল ও অন্যান্য বস্তুসমৃদ্ধ হবে। তার পরবর্তীতে বর্ণিত জান্নাতসমূহের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য ذَوَاتَا أَفْنَانٍ দ্বারা বর্ণনা করা হয়নি।

**দ্বিতীয় কারণ :** আল্লাহ তা'আলা প্রথমোক্ত জান্নাতের গুণাগুণ বর্ণনায় বলেন, فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ *উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।*[১৯০]

পক্ষান্তরে অপর জান্নাত দুটির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ *উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।*[১৯১]

نضاختان (উচ্ছলিত) অপেক্ষা جارية (প্রবহমান) গুণটি অতি উত্তম। কেননা جرية ফোয়ারা ও সরলভাবে প্রবহমান উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর نضاختان শুধুমাত্র ফোয়ারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**তৃতীয় কারণ :** প্রথমোক্ত জান্নাত দুটির গুণাগুণ বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ *উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই দুই প্রকার।*[১৯২]

অপর জান্নাত দুটির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ *সেখানে রয়েছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার।*[১৯৩]

সুতরাং নিঃসন্দেহে অপর জান্নাত দুটির বর্ণিত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের তুলনায় প্রথমোক্ত জান্নাতে বর্ণিত গুণাগুণ অধিক পরিপূর্ণ। মুফাস্সিরীনে

---

১৮৯. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৪৮
১৯০. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৫০
১৯১. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৬৬
১৯২. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৫২
১৯৩. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৬৮

কিরাম এ ব্যাপারে একমত, زَوْجَــان দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রজাতি উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে, সে ভিন্ন ভিন্ন দুই প্রজাতি কেমন হবে? একদল বলেন, সে ভিন্ন দুই প্রজাতির হবে শুকনো ও তাজার দৃষ্টিকোন থেকে। শুকনোটি তাজাটি অপেক্ষা স্বাদ ও গুণাগুণের দৃষ্টিতে কম হবে না। আর আহারকারীও এর দ্বারা তাজাটির মতই উপকৃত হতে পারবে। কিন্তু সুস্পষ্টতই এ ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সংশয় থেকে যায়।

কেউ কেউ বলেন, ভিন্ন দুই প্রজাতি এক প্রকার হবে প্রসিদ্ধ প্রজাতির আর অন্য প্রকার অপ্রসিদ্ধ প্রজাতির। একদল বলেন, দুই প্রকারের হবে; কিন্তু তারা এর বিশদ বিবরণ প্রদান করেননি। প্রকৃত বিষয় তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায়, মিষ্টি ও টক, মিষ্টি ও নোনা, লাল ও সাদা হিসাবে দু'প্রজাতির হবে। কেননা, বৈচিত্রময় স্বাদের ও রংয়ের ফল দেখতে ভাল লাগে। স্বাদের ক্ষেত্রে ও ভাল লাগে।

**চতুর্থ কারণ :** আল্লাহ তা'আলা প্রথমোক্ত জান্নাতের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ *সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে, পুরো রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে।*[১৯৪]

পক্ষান্তরে অপর জান্নাত দুটির গুনাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ *তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর।*[১৯৫]

رَفْــرَف-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিছানার চাদর, বিছানা ইত্যাদি দ্বারা। যে ব্যাখ্যাই করা হোক এতে সে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য নেই যা রয়েছে প্রথমোক্ত দুই জান্নাতের বর্ণিত গুণের মধ্যে।

**পঞ্চম কারণ :** প্রথমোক্ত জান্নাত দুটির গুণাগুণ বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ *দুই উদ্যানের ফল হবে নিকটবর্তী।*[১৯৬]

---

১৯৪. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৫৪

১৯৫. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৭৬

১৯৬. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৫৪

অর্থাৎ তা নেয়া অত্যন্ত সহজ হবে। যে-ই ইচছা করবে নিতে পারবে। কিন্তু অপর দুই জান্নাতের এমন কোন গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়নি।

**ষষ্ঠ কারণ :** প্রথমোক্ত জান্নাত দুটির বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ *সেখানে রয়েছে বহু আনত নয়না স্ত্রীলোক।*[১৯৭]

অর্থাৎ সে সকল স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীতেই আপন দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করবে, অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। এটা তাদের সন্তুষ্টি ও ভালবাসার কারণেই হবে। এর দ্বারা এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়, স্বামীদের দৃষ্টিও একমাত্র তাদের প্রতিই কেন্দ্রীভূত থাকবে। সে সকল স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য স্বামীদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে যেতেই দিবে না। অপর জান্নাত দুটির বর্ণনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তাতে রয়েছে, حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ *তাঁবুতে রক্ষিতা হূরগণ।*[১৯৮]

সুতরাং আপন দৃষ্টিকে স্বেচ্ছায় স্বীয় স্বামীর দৃষ্টি নিজের প্রতি কেন্দ্রীভূতকারিনী স্ত্রীলোক অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় মর্যাদাবান।

**সপ্তম কারণ :** প্রথমোক্ত জান্নাতের আলোচনাকালে হূরের বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ *তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।*[১৯৯]

অর্থাৎ তারা আপন রূপ মহিমায় ও রূপ লাবণ্য পদ্মরাগ ও প্রবালের ন্যায় হবে। কিন্তু পরবর্তীতে বর্ণিত জান্নাতের হূরদের গুণ বর্ণনায় এতটা বলা হয়নি।

**অষ্টম কারণ :** প্রথমোক্ত জান্নাত দুটির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ *উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে?*[২০০]

---

১৯৭. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৫৬
১৯৮. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৭২
১৯৯. সূরা আর রাহমান, আয়াত : ৫৮
২০০. সূরা আর রাহমান. আয়াত : ৬০

এর দ্বারা বুঝা যায়, উক্ত জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ায় সম্পূর্ণ সৎ কাজ সম্পাদনকারী ছিলেন। সুতরাং তাদের পুরস্কার ও হবে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ।

**নবম কারণ :** প্রথমোক্ত জান্নাত দুটির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা لِمَنْ خَافَ দ্বারা সূচনা করে বলেন, এটা সে লোকদের প্রতিদান, যারা স্বীয় প্রভুর সামনে দাড়ানোকে ভয় করে। এর দ্বারা বুঝা যায়, উক্ত জান্নাত দুটি খোদাভীরু লোকদের প্রতিদান স্বরুপ প্রদান করা হবে। যেভাবে প্রথমে কারণ বলে পরে সেই কারনের ফলাফল বলা হয়েছে। ঠিক সেভাবেই প্রথমে আল্লাহ ভীতিকে উল্লেখ করে পরে তার প্রতিদানের কথা বলা হয়েছে। কাজেই খোদাভীরুদের মাঝে দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে নৈকট্যশীলগণ, তাদের জন্য প্রথোমাক্ত দুই জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে দরবারে খোদাওয়ান্দির ডান পাশের আসনে সমাসীন খোদাভীরুগণ, তাদের জন্য পরের দুই জান্নাত বরাদ্দ থাকবে।

**দশম কারণ :** আল্লাহ তা'আলা প্রথমোক্ত জান্নাত দুটির বর্ণনায় বলেন, وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ বাক্যের উপস্থাপন পদ্ধতি দাবী করে, এখানে دون শব্দটি فوق এর বিপরীত ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন জাওহারীর মত।

যদি প্রশ্ন করা হয়, খোদাভীরুদের মাঝে চারটি জান্নাত কিভাবে বণ্টন করা হবে? তবে তার উত্তরে বলা হবে খোদাভীরু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং উঁচু স্তরের জান্নাত নৈকট্যপ্রাপ্তদের প্রদান করা হবে, আর ডানপার্শ্বস্থ অন্য লোকদেরকে অপর জান্নাত দেওয়া হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সকল খোদাভীরু লোকই কি যৌথ ভাবে দুটি জান্নাত লাভ করবে? নাকি তারা প্রত্যেকেই দুটি করে জান্নাত লাভ করবে?

তার উত্তর হল, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কিরামের দুটি অভিমত রয়েছে। একটি হল, সকলে যৌথভাবে সে উদ্যান লাভ করবে। দ্বিতীয়টি হল, প্রত্যেকেই দুটি করে উদ্যান লাভ করবে। দ্বিতীয় মতটিকে দু'কারণে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রথম কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। তিনি বলেন, এগুলো জান্নাতের উদ্যানসমূহের অন্তর্গত দুটি উদ্যান। দ্বিতীয়টি হল অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে, অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের প্রতিদান স্বরূপ একটি উদ্যান

প্রদান করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলার নিষেধকৃত বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকার প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে অন্য একটি উদ্যান প্রদান করা হবে।

যদি এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, যে সকল উদ্যানে স্ত্রীলোকের আলোচনা রয়েছে সেগুলোতে فِيهِنَّ বলা হয়েছে, অর্থাৎ هن বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। আর যে সকল উদ্যানে স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে فِيهِمَا বলা হয়েছে অর্থাৎ هما দ্বিবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

তার উত্তরে বলা হবে, مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ বলার পর বলা হয়েছে, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ। এখানে هن সর্বনাম فُرُشٍ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর অন্যস্থানে যেখানে স্ত্রীলোকের কথা আলোচিত হয়েছে, সেখানেও তার পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে শাব্দিক ও অর্থগত উভয় দিকে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ বলা হয়েছে। যেন এটিও তার পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়।

## জান্নাতের কিয়দংশ আল্লাহ্ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে একটি প্রাসাদ নিজের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাকে আপন আরশের নিকটবর্তী করার মাধ্যমে বিশেষিত করেছেন। সে উদ্যানের বৃক্ষ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতী হাতে লাগিয়েছেন। এ জান্নাত হবে সকল জান্নাতের সর্দার। আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে জান্নাতের সকল অংশ থেকে উত্তম, মর্যাদাশীল উঁচু স্তরের করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ফিরিশতাদের মধ্যে হযরত জিবরীল আ. কে, মানবকুলের মাঝে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে, আকাশের মাঝে সর্বাপেক্ষা উপরের আকাশকে, শহরের মধ্যে মক্কা মুকাররমাকে, মাসের মধ্যে মুহাররামকে, (রমযান ব্যতীত) রজনীর মধ্যে লাইলাতুল কদরকে, দিনের মধ্যে জুমুআর দিনকে এবং এমনিভাবে অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও একই প্রজাতির মধ্যেও একটি অপেক্ষা অন্যটিকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা-ই সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই পসন্দ করেন।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে স্বীয় মুজা'মে হযরত আবুদ দারদা রা. হতে বর্ণনা করেন,[২০১] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন রাতের শেষ তিন প্রহর বাকী থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতরণ করেন। (তাঁর শান মোতাবেক) প্রথম প্রহরে লাওহে মাহফূযের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন এবং যা ইচ্ছা রেখে দেন। দ্বিতীয় প্রহরে জান্নাতে আদ্নের

২০১. এ বর্ণনাটি তিরমিযীতে খ. ১, পৃ. ১০১ উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রতি তাকান। এটি তাঁর অবস্থানস্থল (এখানে আরশের নীচেই এ জান্নাত)। এখানে তাঁর সাথে আম্বিয়ায়ে কিরাম, শহীদগণ ও সত্যবাদীগণ ব্যতীত অন্য কেউ থাকবে না। সেখানে এমন সব বস্তু রয়েছে যা কখনো কোন চর্মচক্ষু দেখেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কখনো তা কল্পনাও করেনি। অতঃপর রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ তা'আলা নিচে নেমে ঘোষণা করতে থাকেন, আছে কি কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কেউ কি আছে আমার কাছে কোন বস্তু প্রার্থনাকারী, আমি তাকে তা প্রদান করব। আছে কি কোন প্রার্থনাকারী, আমি তার প্রার্থনা মনযূর করব। সুবহে সাদিক পর্যন্ত এ ধারা বজায় থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *আর কায়েম করবে ফজরের নামায। নিশ্চয়ই ফজরের নামায উপস্থিতির সময়।*[২০২] অর্থাৎ এসময় আল্লাহ ও তার ফেরেশতা গণ উপস্থিত থাকেন।

হযরত হাসান বিন সুফিয়ান স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরদাউসকে স্বীয় কুদরতী হাতে তৈরী করেছেন। এখানে মুশরিক, মদ্যপ ও অহংকারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

দারিমী ও অন্যরা আবূ মাআয নুজায়হ ইবনে আব্দুর রহমানের মাধ্যমে হযরত আব্দুর রহমান ইবনুল হারিছ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তু স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন, এক. হযরত আদম আ.কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। দুই. তাওরাত আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিন. ফিরদাউসের গাছগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে লাগিয়েছেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমার সম্মান ও বড়ত্বের কসম, তাতে মদ পানকারী ও দায়্যুস প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবায় কিরাম রা. জিজ্ঞাসা করলেন, মদ পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তো আমরা জানি, কিন্তু দায়্যুস কে? উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি নিজ পরিবারে কোন প্রকার নির্লজ্জ কাজের সুযোগ দেয় অর্থাৎ নিজ পরিবার-পরিজনের ভেতর অপকর্মে যার সম্মতি আছে।

---

২০২. সূরা বনী ইসরাঈল ৭৮

দারেমী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতী হাতে চারটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আরশ, কলম, জান্নাতে আদ্ন ও হযরত আদম আ. কে। অতঃপর অন্য মাখলূক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলেছেন, كُنْ فَيَكُـوْنُ 'হও, ফলে হয়ে যায়'। হযরত মাইসারাহ রা. হতে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের মধ্য হতে তিনটি ব্যতীত কাউকে স্পর্শ করেননি। (বরং অন্য সব মাখলূককে كُنْ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন) হযরত আদম আ. কে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন। তাওরাত নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং জান্নাতে আদনের বৃক্ষরাজি নিজ হাতে রোপন করেছেন।

এমনিভাবে হযরত কা'ব রা. হতেও বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তিনটি বস্তুকেই নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম আ. কে নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছন। তাওরাত নিজ কুদরতী হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং জান্নাতে আদ্ন-এর বৃক্ষরাজি নিজ কুদরতী হাতে রোপণ করেছেন। অতঃপর জান্নাতে আদ্নকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি কথা বল, তখন তা বলতে লাগল, قَـدْ أَفْلَـحَ الْمُؤْمِنُـوْنَ *অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ*।

শামার ইবনে আতিয়াহ রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতুল ফিরদাউসকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে দৈনিক পাঁচবার উন্মুক্ত করে দিয়ে বলেন, আমার বন্ধুদের জন্য তুমি তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর এবং সুগন্ধি ছড়াও।

ইমাম হাকিম রহ. মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আদ্ন-এর বৃক্ষরাজিকে কুদরতী হাতে রোপণ করেছেন, যখন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করল, তখন তার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হল। অতঃপর তা প্রত্যেক সাহরীর সময় খোলা হত এবং আল্লাহ তা দেখতেন, তখন তা বলত قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُـوْنَ *অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।*

ইমাম বায়হাকী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত এ ভাবে তৈরী করেছেন, তার দেয়ালের একটি ইট হল স্বর্ণের,

অন্যটি হল রৌপ্যের। সেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতী হাতে বৃক্ষ রোপণ করেছেন। তখন তাকে কথা বলতে বললেন, তখন তা বলে উঠল قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ*।

তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, সুসংবাদ তোমার জন্য, তুমিই হলে রাজা বাদশাহদের ঠিকানা।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে আদ্নকে স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন। এর একটি ইট হল শুভ্র মুক্তার আর অন্য একটি ইট হল লাল মুক্তার এবং অন্যটি হল সবুজ মুক্তার। আর এর মেঝে হল কস্তুরীর, আস্তর মুক্তার, কাষ্ঠ যাফরানের। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে কথা বলতে বললেন, তখন সে বলে উঠল قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ*। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার সম্মান ও বড়ত্বের কসম, তোমার মধ্যে আমি কোন কৃপনকে প্রবেশ কারাবো না। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম*[২০৩]।

আল্লাহ তা'আলার এ বিশেষ মেহেরবানীর ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ, আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতী হাতে যে সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন আবার তার জন্যই স্ব-হাতে গুণে জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। আদম সন্তানের জন্য এর চেয়ে অধিক মর্যাদা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করে তাদের মর্যাদাবান করেছেন ও অন্যান্য মাখলূক থেকে ভিন্নতা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ (তা অর্জনের তাওফীক একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই দিতে পারেন) সকল প্রাণীর উপর হযরত আদম আ. এর মর্যাদা যেমন, অন্যান্য জান্নাতের উপর এ জান্নাতের মর্যাদা ঠিক তেমনি।

২০৩. সূরা হাশ্‌র, আয়াত : ৯

হযরত ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহেতে[২০৪] হযরত সাঈদ রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত মূসা আ. স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছেন, জান্নাতে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের কে হবে? উত্তরে বলা হল, যে ব্যক্তি সকল লোক বেহেশতে প্রবেশের পর আসবে এবং তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কিভাবে প্রবেশ করব। সকল লোক আপন স্থান দখল করে নিয়েছে এবং যা কিছু নেওয়ার তা নিয়ে নিয়েছে। (আমার জন্য আর তাতে কি বাকী রয়েছে?) তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি পসন্দ কর, তোমাকে সে পরিমাণ প্রাচুর্য দেওয়া হবে, যা দুনিয়ার সকল রাজা বাদশাহরও নেই। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পাবে এবং এরচেয়ে চারগুণ বেশি পাবে। তখন সে বলবে, আমি এতে সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং বলবেন, এ-ই সে ব্যক্তি, যার জন্য আমি নিজ কুদরতী হাতে উত্তম প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করেছি এবং সে জান্নাতে মোহর লাগিয়ে দিয়েছি। ফলে তাকে কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ তার কথা শ্রবণ করেনি, কোন হৃদয় পটে তার কল্পনাকে স্থান দেয়নি। আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ *কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে*[২০৫]।

২০৪. খ. ১ পৃ. ১০৬

২০৫. সূরা সাজদা, আয়াত : ১৭

## জান্নাতের প্রহরী দারোগা ও তাদের সর্দারের নাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ *যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি 'সালাম[২০৬]।'*

خزانة শব্দটি خازن এর বহুবচন যেমন حفظة হল حافظ এর বহুবচন। যে বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ উদ্দেশ্য সে বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাকে বিশ্বস্ত রূপে নিয়োগ করা হয় তাকে خازن বলা হয়।

ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমে[২০৭] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যখন জান্নাতের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তা খোলার জন্য প্রহরীকে বলব, তখন সে বলবে, আপনি কে? উত্তরে আমি বলব, আমি মুহাম্মদ। সে বলবে, হ্যাঁ আপনার পূর্বে কারো জন্যে দরযা না খোলার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস বর্ণনা হয়েছে। তাতে এ শব্দাবলীও রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক জাতীয় দুটি বস্তু খরচ করবে জান্নাতের প্রহরী তাকে ডাকতে

---

২০৬. সূরা যুমার, আয়াত : ৭৩

২০৭. খ. ১, পৃ. ১১২

থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বারের প্রহরীই এসে ডাকতে থাকবে, এদিক দিয়ে আস।

হযরত আবূ বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো এমন কথা যাতে কোন প্রকার ক্রুটি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই, জান্নাতের প্রহরী তাকে ডাকবে, অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বারের প্রহরীই এ বলে ডাকবে, এদিক দিয়ে আস। হযরত আবূ বকর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই সম্মানতো সেই ব্যক্তির প্রাপ্য যার কোনো ক্রুটি নেই। নবীজী বলেন, হ্যা, আমি আশাবাদী, তুমি তাদের একজন হবে। অপর বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর রা. জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কেউ কি আছে; যাকে সকল দুয়ার হতে ডাকা হবে? নবীজী বললেন, হ্যাঁ, আমিও আশাবাদী, তুমি তেমন একজন হবে। যখন সিদ্দীকে আকবর রা. ঈমানী বলের পূর্ণতায় তার শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন তার অন্তরের এ কামনা ছিল, তাকে জান্নাতের সকল দরযা হতে আহবান করা হোক। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি কি আছে যাকে জান্নাতের প্রত্যেক দরযা হতে আহবান করা হবে? যাতে ব্যক্তি আমলের দ্বারা তা লাভ করতে পারে। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, এ স্তরের জান্নাতও লাভ করা সম্ভব। তিনি তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছেন, তুমিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি যেন এ প্রশ্ন করছিলেন, কেউ কি সে সকল স্তরে পূর্ণতা লাভ করতে পারবে, যার কারণে বেহেশতের প্রত্যেকটি দ্বার তাকে আহবান করবে?

সকল সৌন্দর্য ও শোভা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য। কত মর্যাদাবান ও সম্মানিত তিনি।

জান্নাতের সর্বাপেক্ষা ও বড় প্রহরীর নাম হল 'রিযওয়ান'। রিযওয়ান শব্দটি رضا হতে উৎকলিত। জাহান্নামের প্রহরীর নাম হল মালিক, এটা ملك হতে উৎকলিত। এই শব্দের বর্ণে যে ধরনেরই হরকত দেয়া হোক না কেনো, তার অর্থের মাঝে অবশ্যই শক্তিমত্তা ও কঠোরতার ভাব পাওয়া যায়।

## জান্নাতের দুয়ারে প্রথম কড়াঘাত

ইতোপূর্বে হযরত আনাস রা. এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাবারানী রহ. কিছু সংযোজিত অবস্থায় বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের দ্বারে কড়াঘাত করবেন তখন জান্নাতের প্রহরী উঠে বলবে, আমি আপনার আগে কারো জন্য দরযা খুলব না এবং আপনার পরে কারো জন্য উঠে দাঁড়াবো না'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের বহি:প্রকাশের জন্যই জান্নাতের প্রহরী তাঁর আগমন কালে উঠে দাঁড়াবে। জান্নাতের প্রহরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো জন্য উঠে দাঁড়াবে না; বরং অন্য প্রহরীগণ তার সেবায় নিয়োজিত থাকবে। তাদের উপর সেই প্রহরীর অধিপতির মর্যাদা লাভ হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে শুধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ·খিদমতের জন্য দাঁড় করেছেন। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে হেঁটে আসবে এবং তাঁর জন্য দরযা খুলে দেবে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যার জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। কিন্তু আমার পূর্বেও একজন মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে। আমি বলব, তুমি কে? সে বলবে, আমি সেই মহিলা, যে শুধুমাত্র অনাথ শিশুর জন্য পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি; বরং এ ভাবেই জীবন অতিবাহিত করেছে[২০৮]।

---

২০৮. মুসনাদে আহমাদ, খ. ৬, পৃ. ২৯ এবং আবূ দাউদ ২য় খ: ৩৫৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, রাসূল সা. বলেন, যে মহিলা অনাথ সন্তানের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য অপর বিবাহ হতে বিরত থাকে, সে এবং আমি জান্নাতে এভাবে থাকব, অত:পর রাসূল সা. শাহাদাত এবং মধ্যমা আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন

তিরমিযীতে[২০৯] হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, কয়েকজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তিনি যখন তাদের নিকট পৌছলেন, তখন তাদেরকে কোন একটি বিষয়ে আলোচনা করতে শুনলেন, তিনি তাদের আলোচনা শুনে ফেললেন। তাদের একজন বলছিলেন, কি আশ্চর্য বিষয়, স্বীয় মাখলূকের মধ্যেই আল্লাহর বন্ধু রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ. কে বন্ধু নির্বাচন করেছেন। অন্য একজন বলল, আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনকারী অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যকর কি হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. এর সাথে কথা বলেছেন। অন্য একজন বলল, হযরত ঈসা আ. তো আল্লাহর কালিমা ও রূহ (বাণী ও আত্মা) ছিলেন। অন্য একজন বলল, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে নিজের জন্য চয়ন করেছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং সালাম দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সব কথাই শুনেছি। তোমরা হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর বন্ধু হওয়ার ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছ। তা ঠিক। তিনি তা-ই ছিলেন এবং মূসা আ. আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনকারী ছিলেন তাও ঠিক। হযরত ঈসা আ. আল্লাহর কালিমা ও তাঁর পক্ষ হতে রূহ বা আত্মা ছিলেন, তাও ঠিক। হযরত আদম আ. আল্লাহর মনোনীত হওয়াও ঠিক। তবে আমি হলাম, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। গর্ব বা অহংকারের বিষয় নয়, আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই গ্রহণ করা হবে। এটা কোন গর্ব বা অহংকারের বিষয় নয়। আমিই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার ঝান্ডা উড্ডীন করব। এটাও কোন অহংকারের বিষয় নয়। আমিই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম জান্নাতের কড়া নাড়া দিব। তখন আমার জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করা হবে এবং আমি তাতে প্রবেশ করব। আমার সাথে দরিদ্র মু'মিনগণও থাকবে। এটা কোন অহংকারের বিষয় নয় যে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল হব।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন পুনরুত্থান হবে, তখন আমাকে সর্বাগ্রে

---

২০৯. খ. ২ পৃ. ২০২

উঠানো হবে। যখন তারা সকলে নিশ্চুপ থাকবে, তখন আমিই তাদের পক্ষে ভাষ্যকার হব। আর যখন তারা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়বে, তখন আমিই তাদের নেতা হব। যখন তারা প্রতিনিধি হয়ে আসবে তখন আমিই তাদের জন্য সুপারিশ করব। যখন তারা হতাশ হয়ে যাবে তখন আমিই তাদেরকে সুসংবাদ দেব। আমার হাতেই প্রশংসার ঝাণ্ডা শোভা পাবে। সেদিন জান্নাতের চাবি আমার নিকটই থাকবে। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আদম সন্তানের মাঝে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান হব। এটা কোন অহংকারের বিষয় নয়। আমার চতুর্পার্শ্বে এমন হাজারো সেবক ঘুরতে থাকবে যেন তারা অন্তর্নিহিত মুক্তামালা। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও বায়হাকী রহ. বর্ণনা করেছেন।

সহীহ মুসলিমে[২১০] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারীই সর্বাপেক্ষা বেশি হবে। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করব।

---

২১০. খ. ১ পৃ. ১১২

## সর্বপ্রথম কারা জান্নাতে প্রবেশ করবে

সহীহায়নে[২১১] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আমরা সকল উম্মত অপেক্ষা সর্বাগ্রে থাকব। অথচ তারা আমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছে আর আমরা তাদের পরে কিতাব পেয়েছি। শুধু এতটুকুই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

সহীহ মুসলিমে[২১২] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি দুনিয়ায় সর্বশেষে আগমন করেছি; কিন্তু কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে থাকব। আর আমি জান্নাতে সর্বাগ্রে প্রবেশ করব। অথচ তারা আমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছে আর আমরা তাদের পরে কিতাব পেয়েছি। শুধু এতটুকুই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। তারা পরস্পরে মতবিরোধ করেছে। আর তাদের সত্য সম্পর্কে মতপার্থক্য করা বিষয়গুলোতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়েত দিয়েছেন। এটা তাঁর ইহসান।

সহীহায়নে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সবার পরে আগমন করেছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে থাকব। আর জান্নাতে সর্বাগ্রে প্রবেশ করব। অথচ তারা আমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছে আর আমরা তাদের পরে কিতাব পেয়েছি। শুধু এতটুকুই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

দারাকুতনী রহ. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করার

---

২১১. বুখারী, খ. ১ পৃ. ১২০, মুসলিম, খ. ১ পৃ. ২৮২

২১২. খ. ১, পৃ. ২৮২

পূর্ব পর্যন্ত অন্য নবীগণের জন্য জান্নাত হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে অন্যান্য উম্মতের জন্য জান্নাত হারাম করে দেওয়া হয়েছে। দারেকুতনী রহ. বলেন, এ হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। অন্য এক বর্ণনার শব্দ হল এরূপ, এ উম্মত সর্বাগ্রে কবর থেকে উত্থিত হবে এবং সর্বোচ্চতম অবস্থানের দিকে সর্বাগ্রে অগ্রগামী হবে ও আরশের ছায়ার দিকেও সর্বাগ্রে ধাবিত হবে। ফায়সালা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সমাধানের ক্ষেত্রেও অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা অগ্রগামী হবে। আর পুলসিরাত পার হওয়া ও জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অন্য উম্মত অপেক্ষা অগ্রগামী হবে। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অন্য নবীদের জন্য জান্নাত হারাম করা হয়েছে। এ উম্মত জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে অন্য উম্মতের জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এ উম্মত সকল উম্মত অপেক্ষা আগে জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে ইমাম আবূ দাউদ রহ. স্ব-সনদে তাঁর সুনানে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরীল আ. আমার নিকট এসে আমার হাত ধরে আমাকে জান্নাতে সে দরযা দেখালেন, যে দরযা দ্বারা আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। হযরত আবূ বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হায়! যদি আপনার সঙ্গে থাকতাম, তবে আমিও তা দেখতে পেতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। আবূ বকর! তুমি আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত আবূ বকর রা. এর উক্তি "হায় যদি আমি আপনার সঙ্গে থাকতাম, তবে তা দেখতে পেতাম' তার অত্যধিক বিশ্বাস ও জান্নাত কামনারই বহিঃপ্রকাশ।

এখানে সংবাদটি প্রায় চোখে দেখার মত করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি তেমনি, যেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম আ. স্বীয় প্রভুর নিকট আরয করছিলেন, رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى যখন ইবরাহীম বলল, *হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও*। আল্লাহ

তা'আলা জবাবে বললেন, أَوَلَمْ تُؤْمِن *তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না?* ইবরাহীম আ. বললেন, بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي *কেন করব না, তবে কেবল আমার চিত্তের প্রশান্তির জন্য*[২১৩]।

ইবনে মাজাহ-এ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. হতে বর্ণনা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সর্বপ্রথম মুসাফাহা করবেন হযরত ওমর রা. এবং সর্বপ্রথম তাঁকে সালাম করা হবে ও তার হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

এটা অত্যন্ত منكر (প্রত্যাখ্যাত) পর্যায়ের হাদীস। ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী দাউদ ইবনে আতা অগ্রহণযোগ্য। এ বর্ণনাকারী প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. বলেন, সে প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী।

---

২১৩. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৬০

## এ উম্মতের কোন দল সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে

সহীহায়নে[২১৪] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে দল সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের আকৃতি হবে পূর্ণিমা চাঁদের ন্যায়। সেখানে তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না, প্রস্রাব-পায়খানারও প্রয়োজন হবে না। শ্লেষ্মাও ঝরবে না। তার পাত্র ও চিরুনী হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। আংটিতে আগর বাতির ন্যায় খড়ি জ্বলতে থাকবে এবং তাদের ঘর্ম কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধিময় হবে। আর তাদের প্রত্যেকের সাথে এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্যের ফলে তাদের গোশত ভেদ করে পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। জান্নাতীগণের পরস্পরে কোনো প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তারা হবে অভিন্ন আত্মার অধিকারী। (অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা-আকাংখা সবই এক রকম হবে) সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকবে।

সহীহায়নে[২১৫] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে এ বর্ণনাও রয়েছে, যে দল সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। আর যারা তাদের পরে প্রবেশ করবে, তারা আকাশের দীপ্তিমান নক্ষত্রের ন্যায় আলোকিত হবে। তাদের প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন পড়বে না। থুথু ফেলবে না, নাকের শ্লেষ্মা ঝাড়তে হবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের এবং তাদের ঘর্ম কস্তুরীর মত সুগন্ধিময় হবে। আর তাদের আংটিতে আগরবাতির খড়ি জ্বলতে থাকবে এবং তাদের স্ত্রীরা হবে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা নারী। সকলের আচার-আচরণ হবে এক।

---

২১৪. বুখারী, খ. ২ পৃ. ৯৭০, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৭৯

২১৫. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৬৮, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৭৯

চরিত্রও এক ব্যক্তির আচরণের মত গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তারা তাদের আদি পিতা হযরত আদম আ. এর মত ষাট হাত লম্বাকৃতির হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে একটি বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুখে-দু:খে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান গায় তাকেই সর্বপ্রথম জান্নাতের প্রতি আহবান করা হবে। ইমাম আহমাদ রহ.[২১৬] স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সামনে আমার উম্মতের সে তিন ব্যক্তিকে পেশ করা হয়েছে যারা সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেই তিন ব্যক্তিকেও পেশ করা হয়েছে যারা সর্বাগ্রে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জান্নাতে প্রবেশকারী তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি হল শহীদ। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল সেই কৃতদাস, যাকে পার্থিব জগতের দাসত্ব আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য হতে বিরত রাখতে পারেনি। তৃতীয় হল সেই দরিদ্র ব্যক্তি, যে পরিজন ও সন্তান-সন্ততি থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট ভিক্ষা করা থেকে বিরত ছিল।

জাহান্নামে সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম হল সেই শাসক, যে অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি, যে স্বীয় সম্পদ হতে আল্লাহর হক তথা যাকাত ফিতরা আদায় করেনি। তৃতীয় হল সেই দরিদ্র ব্যক্তি, যে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও অহংকার করত। ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে[২১৭] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত আছে এবং তাবারানী তাঁর মু'জামে হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন। এখানে তাবারানীর শব্দ মতে উল্লেখ করা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জান যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? সাহাবায়ে রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই দরিদ্র মুহাজিরগণ; যাদেরকে বিপদ-আপদ দুর্বল করে ফেলেছে। তাদের কেউ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখনো সে তার প্রয়োজনগুলো বুকের ভেতর

---

২১৬. মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৪২৫

২১৭. মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৬৮

পাথরচাপা দিয়ে রাখে, যে প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে না। (অর্থাৎ তারা স্বীয় প্রয়োজনের কথা কোন মানুষের নিকট প্রকাশ করে না) ফিরিশতাগণ বলেন, হে প্রভু! আমরা আপনার ফিরিশতা এবং আপনার পক্ষ হতে প্রহরী এবং আপনার আসমানের অধিপতি। সুতরাং আপনি সেই সকল লোককে আমাদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার এ বান্দারা আমার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করেনি, দু:খ-কষ্ট তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং তারা এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে যে, তাদের প্রয়োজন তাদের অন্তরেই ছিল, অথচ তারা তা মিটাতে অক্ষম ছিল। (অর্থাৎ তারা লোকদের নিকট স্বীয় প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেনি) তখন ফিরিশতাগণ তাদের কাছে সকল দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে সৌভাগ্যবান ও হতভাগা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, তখন সৌভাগ্যবানদেরও আবার দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ১. সর্বাগ্রে জান্নাতগামী। ২. আল্লাহর ডান পাশের আসনে সমাসীন। আর তখন ইরশাদ করেছেন وَالسَّابِقُونَ السَّـابِقُونَ প্রথমে জান্নাতে প্রবেশকারীরা তো প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবেই।

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে একটি উক্তি হল, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ হল تاكيـد لفظـيّ বা শাব্দিক তাকীদ। আর أولئك الْمُقَرَّبُونَ হল তার خبر। দ্বিতীয় মত হল- প্রথম السَّابِقُونَ হল مبتـدأ আর দ্বিতীয় السَّـابِقُونَ টি হল তার خـبر। এটি ঠিক তেমনি যেমনিভাবে বলা হয়ে থাকে زيـد زيـد অর্থাৎ যার ব্যাপারে তুমি শুনেছ সে যায়েদই। আর কবির এ কাব্যের ন্যায় اذا الناس ناس والزمـان زمـان অর্থাৎ মানুষ তো মানুষই আর যুগ তো যুগ।

তৃতীয় মতটি হল প্রথম السَّـابِقُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, একদল আর দ্বিতীয় السَّـابِقُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্যদল। অর্থাৎ যে সকল লোক দুনিয়ায় সৎ কাজের প্রতি অগ্রগামী তারা পরকালে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হবে। যে ঈমানের দিকে অগ্রগামী, সে-ই জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হবে। এ অর্থই এখানে অধিক উপযোগী। والله اعلم।

**প্রশ্ন :** যদি প্রশ্ন করা হয়, সে হাদীসের কি সমাধান, যে হাদীস ইমাম আহমাদ রহ.[২১৮] ও ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করে তাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত বুরাইদা ইবনে হুসাইব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করার পর হযরত বিলাল রা. কে ডেকে বললেন, হে বেলাল! তুমি কিভাবে জান্নাতে আমার চেয়েও অগ্রগামী হলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনি আমি তোমার পায়ের আওয়ায শুনেছি আমার আগে আগে। গত রাতেও আমি প্রবেশ করেছিলাম, তখনও আমি তোমার পায়ের আওয়ায আমার আগে আগে শুনতে পেয়েছি। এরপর আমি একটি সুন্দর প্রাসাদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলাম এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, এটি এক আরবী যুবকের।

আমি বললাম, আমিও এক আরবী, বল, প্রাসাদটি কার? বলল, এক কুরইশী ব্যক্তির। বললাম, আমিও কুরাইশী, বল, প্রাসাদটি কার? বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মতের। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমিই মুহাম্মদ, আমাকে বল। তারা বলল, এটি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর।

তখন হযরত বিলাল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখনই আযান দেই তখনই দুই রাকাআত নামায আদায় করি। আর যখনই আমার ওযু ছুটে যায় তৎক্ষনাৎ আমি ওযু করে নেই ও দুই রাকাত নামায আদায় করি। (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন. তোমার অগ্রগতির এটিই কারণ।

**জবাব :** এ প্রশ্নের সমাধান হল, আমরা এ হাদীসকে সত্যায়নও করি। কিন্তু এ হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না, কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর হযরত বিলাল রা. যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে তা এ জন্য যে, তিনি আযানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহবান করতেন, তাঁর এ আযান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই হত। সুতরাং তাঁর জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

২১৮. মুসানাদে আহমাদ, খ, ৫, পৃ. ৩৫৪

আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ হওয়াটা খাদিম ও প্রহরী প্রবেশ করার ন্যায়ই।

অন্য এক হাদীসে রয়েছে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন কিয়ামত দিবসে উঠানো হবে, তখন হযরত বিলাল রা. তাঁর সামনে আযান বলে যেতে থাকবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে থেকে তাঁর গমন রাসূলের মর্যাদা ও সম্মানের বহি:প্রকাশ হিসাবেই হবে। হযরত বিলাল রা.-এর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অগ্রগণ্য হওয়ার কারণে নয়; বরং এ অগ্রগামীতা ঠিক তেমনি, যেমনিভাবে ওযু নামাযের পূর্বে হয়ে থাকে। আর মসজিদে প্রবেশ করা নামাযের পূর্বে হয়ে থাকে। والله اعلم ।

## ধনাঢ্যদের পূর্বে দরিদ্রদের জান্নাতে প্রবেশ

ইমাম আহমাদ রহ. স্ব-সনদে[২১৯] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দরিদ্র মুসলমানগণ ধনাঢ্যদের অর্ধ দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আখিরাতের অর্ধ দিবস হল, পাঁচশত বছর।

ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীস বর্ণনা করে এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন, এটা হাসান এবং সহীহ পর্যায়ের হাদীস। এ হাদীসের বর্ণনাকারী থেকে ইমাম মুসলিম রহ.ও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের দরিদ্ররা ধনাঢ্যদের তুলনায় চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সহীহ মুসলিমে[২২০] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি, দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনাঢ্যদের তুলনায় চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম আহমাদ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই মু'মিন জান্নাতে পরস্পর সাক্ষাত করবে। দরিদ্র মু'মিন ও ধনাঢ্য মু'মিন।

---

২১৯. মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৩৪৩

২২০. খ. ২, পৃ. ৪১০

অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা দরিদ্র ও ধনাঢ্য ছিল। এরপর দরিদ্র ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর ধনাঢ্য ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা যতদিন ইচ্ছা করবেন জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালে সে দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তখন দরিদ্র ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে বলবে, ভাই! কিসে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহর কসম তোমাকে বিরত রাখার কারণে তোমার ব্যাপারে আমি শংকিত হয়ে পড়েছিলাম। (এ ব্যাপারে, তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হল কি না) তখন সে বলবে, ভাই! তোমার পর আমাকে এমনভাবে বিরত রাখা হয়েছে যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও ভীতিকর। আমি তোমার নিকট পৌছুতে এ পরিমাণ ঘামে সিক্ত হয়েছি, যদি তিক্ত ঘাস আহারকারী শত উষ্ট্রী (যেগুলো তিক্ত ঘাস ভক্ষণের ফলে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে) তা পান করে নিত, তবে সেগুলোর তৃষ্ণা নিবারণ হত এবং পরিতৃপ্ত হয়ে যেত।

ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, দরিদ্র মু'মিন ধনাঢ্য মু'মিন অপেক্ষা অর্ধ দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আখিরাতের অর্ধ দিন হল পাঁচশত বছর। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

সহীহ মুসলিমে যে বর্ণনা রয়েছে, দরিদ্র মু'মিন ব্যক্তি ধনাঢ্য ব্যক্তির তুলনায় চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি হাদীসকে সে হাদীসের মোকাবেলায় রাখা হয়, তবে সহীহ মুসলিমের হাদীস মাহফূয বলে গণ্য হবে। এ-ও হতে পারে, উভয় হাদীসই মাহফূয। আর সময়ের ব্যবধান ধনী ও দরিদ্রের স্তরের ব্যবধানের কারণে হবে। (কেউ রয়েছে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অকৃত্রিম নিষ্ঠার অধিকারী, আর কেউ আছে এর চেয়ে কম দরিদ্র, তেমনি ধনাঢ্যদের মধ্যেও কেউ হল অতি ধনী আর কেউ আছে তার চেয়ে কম ধনী)। সুতরাং কোন কোন দরিদ্র কোন কোন ধনাঢ্য অপেক্ষা চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কোন কোন দরিদ্র কোন কোন ধনাঢ্য অপেক্ষা পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন পাপী মু'মিনদের জাহান্নামে অবস্থান তাদের অবস্থাভেদে হয়ে

থাকে। (অর্থাৎ যে পরিমাণ সে পাপ করেছে সে পরিমাণ শাস্তি ভোগের জন্যই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।)

তবে এখানে একটি বিষয়ে লক্ষণীয় হল, আগে জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যক নয় যে, পরবর্তীতে জান্নাতে প্রবেশকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা এবং স্তর উঁচু হবে। বরং এমনও হয়ে থাকবে, উঁচু মর্যাদা লাভকারী পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর নিম্ন মর্যাদা লাভকারী তার তুলনায় আগে প্রবেশ করবে। এটার দলীল হল, উম্মতের যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের সংখ্যা হল সত্তর হাজার। অথচ যারা হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মাঝে এমন কতক লোক থাকবে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী কতিপয় লোক হতেও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। ধনাঢ্য ব্যক্তি হতে যখন তার সম্পদের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, তখন তার আমলনামায় এ বিষয়গুলো যখন পাওয়া যাবে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করেছে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করেছে, সৎকাজ করেছে, যাকাত ও সদকা প্রদান করেছে এবং নেক ও কল্যাণকর কাজে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করেছে, তখন তাকে তার পূর্বে জান্নাতে প্রবেশকারী সে দরিদ্র অপেক্ষা উঁচু মর্যাদার জান্নাত প্রদান করা হবে, যার এ সকল আমল ছিল না। বিশেষত: যখন ধনাঢ্য ব্যক্তি সে দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় আমল করে থাকে এবং উপরোক্ত আমলগুলো তদপেক্ষা বেশি করে। আল্লাহ তা'আলা তো সৎ কর্মকারীর প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না। সুতরাং মর্যাদা দু'ধরনের, আগে প্রবেশ করা ও উঁচু মর্যাদা লাভ করা। কখনো উভয়টার সমাবেশ ঘটে, প্রবেশ করবে আগে এবং উঁচু মর্যাদাও লাভ করবে। আবার কখনো কখনো উভয়টা ভিন্ন ভিন্ন থাকবে, কারো আগে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হবে কিন্তু উঁচু মর্যাদা লাভ করবে পরবর্তীতে প্রবেশকারী। এ বিষয়গুলো স্ব-স্ব দাবী ও নীতি মোতাবেকই হবে। (অর্থাৎ যার মধ্যে আগে প্রবেশ করা ও উঁচু মর্যাদা লাভ করা উভয়টি পাওয়া গেছে, সে উভয়টিই লাভ করবে। অন্যথায় যেমন কারণ পাওয়া যাবে তেমনি লাভ করবে)

## যাদের জন্য জান্নাতপ্রাপ্তির অলংঘনীয় নিশ্চয়তা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلأَرض أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ○ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ○ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ أُوْلَـٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلأَنْهار خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ○

*তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের মার্জনা ও ঐ জান্নাতের দিকে যার বিশালতা আসমান ও যমীনের সমান। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আর যারা কোন অশ্লীল কার্য করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে জেনেশুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না এরাই তারা, যাদের পুরস্কার হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম*[২২১]।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ই জানালেন, জান্নাত শুধুমাত্র খোদাভীরুদের জন্যই; অন্যদের জন্য নয়। অতঃপর তিনি মুত্তাকীন তথা

---

২২১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৩-৩৬

খোদাভীরুদের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন, তারা সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, দু:খ-সুখ, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য সর্বাবস্থায় অনুগ্রহশীল। পক্ষান্তরে এমন লোক রয়েছে যারা প্রাচুর্য ও সচ্ছল অবস্থায় তো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে; কিন্তু অসচ্ছলতা ও দরিদ্রাবস্থায় ব্যয় করে না। আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন, মুত্তাকীদের অন্য একটি গুণ হল, তারা ক্রোধ সংবরণ করে ক্ষমা করার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে মানুষকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করলেন, তারা কোন পাপ করে ফেললে তাদের ও তাদের প্রভুর মাঝে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়। সুতরাং তাদের থেকে যখন কোন গুনাহের কাজ হয়ে যায়, তখন তারা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে তাওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সে পাপকার্যের পুনরাবৃত্তি ঘটায় না।

এটি হল আল্লাহর সাথে বন্ধনের চিত্র। আর পূর্বের প্রসঙ্গ হল বান্দাদের সাথে তাদের বন্ধনের চিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱلسَّابِقُونَ ٱلأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

*মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এমন উদ্যান, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা সাফল্য*[২২২]।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বললেন, জান্নাত মুহাজির ও আনসার এবং নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। সুতরাং যারা তাদের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তারা যেন জান্নাতে প্রবেশের আশাও না করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ *মু'মিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। যারা নামায কায়েম করে এবং*

---

২২২. সূরা তাওবা, আয়াত : ১০০

*আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে, তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতি পালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।*[২২৩]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টিই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, মু'মিন সে ব্যক্তি, যে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সকল হক পালন করে ও আল্লাহর বান্দাদের হকও আদায় করে।

সহীহ মুসলিমে[২২৪] হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হুনায়নের দিনে সাহাবাদের এক জামাত এসে বলতে লাগলেন, অমুক শহীদ হয়ে গেছে ও অমুক শহীদ হয়ে গেছে। তখন তারা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে বলল, অমুকও শহীদ হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনো নয়; আমি তাকে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি সে চাদর বা কম্বলটির কারণে, যেটি সে গনীমতের মাল হতে চুরি করেছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও, জান্নাতে একমাত্র মু'মিনগণই প্রবেশ করবে। হযরত উমর রা. বলেন, আমি ঘোষণা করলাম, জান্নাতে একমাত্র মু'মিনগণই প্রবেশ করবে। অভিন্ন অর্থবিশিষ্ট বর্ণনা বুখারীতে এসেছে।

সহীহায়নে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রা. কে নির্দেশ দিলেন, ঘোষণা করে দাও, জান্নাতে একমাত্র মুসলিম ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। হাদীসের কোন কোন মতনে نفس مؤمنة (মু'মিন ব্যক্তি) উল্লেখ রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে[২২৫] হযরত ইয়ায ইবনে হিমার আল মুজাশিয়ী রা. হতে বর্ণিত আছ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খুতবায় বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে সে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য যা তোমরা জান না। আল্লাহ তা'আলা অদ্যাবধি আমাকে যে সকল বস্তু শিখিয়েছেন তন্মধ্যে কিছু হল এই, (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) আমি নিজ বান্দাকে যে সম্পদ দান করি তা

---

২২৩. সূরা আনফাল, আয়াত : ২-৪

২২৪. খ. ১, পৃ. ৭৪

২২৫. খ. ২, পৃ. ৩৮৫

হালাল এবং আমি আমার সকল বান্দাকে একই আদর্শের উপর সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ ফিতরাতে ইসলামী) কিন্তু শয়তান তাদের নিকট এসে তাদেরকে আপন ধর্মত্যাগী করে। সুতরাং শয়তান তার জন্য সে সকল বস্তু হারাম করে দেয় যা আমি তার জন্য হালাল করেছি এবং শয়তান তাদেরকে সে সকল বস্তুকে আমার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করার নির্দেশ দেয় যে ব্যাপারে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা নির্বাচিত কিছু আহলে কিতাব ব্যতীত আরব-অনারব সমগ্র পৃথিবীবাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি আরো বললেন, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে অন্যদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাকে পানিও ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবে না, তাকে ঘুমন্ত ও জাগ্রত সর্বাবস্থায় পাঠ করুন। আল্লাহ তা'আলা কুরাইশকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, হে প্রভু! তারা তো আমার শির পিষে ফেলবে ও তা রুটির মত ছড়িয়ে দিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা আপনাকে যেমনিভাবে বহিষ্কার করেছে, আমিও তাদের তেমনিভাবে বহিষ্কার করব। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, আমি আপনাকে সহায়তা করব। আপনি ব্যয় করুন, আমি আপনার উপর শীঘ্রই ব্যয় করব। তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করুন, আমি তাদের সাথে আরো পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করব। আপনি আপনার অনুসারীদের সাথে নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যান। আল্লাহ আরো বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতী হবে। ঐ ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যে ন্যায়পরায়ণ, দানবীর ও তাওফীকপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তি, যে দয়াশীল এবং প্রত্যেক মুসলমানসহ নিজ আত্মীয়দের সাথে নরমদিল। তৃতীয়ত ঐ নিস্কলুষ ব্যক্তি, যে নিজেকে অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে পাঁচ শ্রেণীর ব্যক্তি জাহান্নামী হবে। প্রথমত ঐ দুর্বল ব্যক্তি, যে অতিশয় নির্বোধ। যারা তোমাদের মাঝে নিম্ন শ্রেণীর হয়ে থাকবে। তোমাদের ভেতর সে পরিবার, সম্পদ কিছুই অন্বেষণ করে না। দ্বিতীয়ত ঐ খেয়ানতকারী, যে সারাক্ষণ লোভ-লালসার পেছনে পড়ে থাকে। সামান্যতম জিনিসও খেয়ানত করতে ছাড়ে না। তৃতীয়ত ঐ প্রতারক, যে সকাল-সন্ধ্যা তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে অনবরত প্রতারণা করে যায়। চতুর্থত: কৃপণ বা মিথ্যুক। পঞ্চমত: অশ্লীলতায় অভ্যস্ত পাপাচারী। আল্লাহ আমাকে ওহীর মাধ্যমে এই নির্দেশ দিতে বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা এতটা

বিনয়ী হও, একজন যেন অন্যজনের উপর গর্ব না করে এবং কেউ যেন অপরকে ছাড়িয়ে যেতে উগ্র না হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে বলব না? নবীগণ জান্নাতী, সত্যবাদীগণ জান্নাতী, শহীদগণ জান্নাতী এবং যে ব্যক্তি শহরের প্রান্ত হতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে। তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা স্বামী ও সন্তানকে অধিক ভালবাসে এবং অধিক সন্তান জন্ম দেয়। সাথে সাথে তার মানসিকতা এমন, যদি তার প্রতি স্বামী অসন্তুষ্ট অথবা সে স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, তখন সে এগিয়ে এলে স্বীয় হাত স্বামীর হাতে রেখে বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি সন্তুষ্ট না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সমান্যতম কোন কিছুই মুখে নেব না। (অর্থাৎ স্বামীর সাথে অভিমান এবং আত্মম্ভরিতা করে না এবং সে চায় না যে স্বামী তাকে খোশামোদ করুক; বরং সে-ই স্বামীকে খোশামোদ করে ও তুষ্ট করে।)

ইমাম নাসাঈ রহ. এ হাদীসের শুধু সে অংশ উল্লেখ করেছেন, যেখানে মহিলাদের ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশও তার বর্ণনাশর্ত মোতাবেক।

ইমাম আহমাদ রহ. স্বীয় মুসনাদে বিশুদ্ধ সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কর্কশভাষী, উগ্র-প্রকৃতির, দুশ্চরিত্রবান, অহংকারী, সম্পদ সঞ্চয়কারী ও সৎকাজে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যে সকল ব্যক্তিকে দুর্বল ও অধীনস্থ মনে করা হয় তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. তাঁর সুনানে[২২৬] স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতী হল সে ব্যক্তি, মানুষ যার উত্তম প্রশংসা করে। মানুষ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লোকদের প্রশংসা তার শ্রুতিগোচর হয়ে

---

২২৬. পৃ. ৩১১

কর্ণরন্ধ্র ভরে উঠে। আর জাহান্নামী সে ব্যক্তি, যার কু-কীর্তি ও মন্দ কর্মের বিবরণ মানুষ দিতেই থাকে। আর সে তা শুনতে শুনতে কান ভরে যায়। তবু তা পরিহার না করে তা শুনেই যায়। (অর্থাৎ নিজের সংশোধনের কোন চেষ্টা করে না)

সহীহায়নে[২২৭] হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি জানাযা নিয়ে লোকজন অতিক্রম করলে তার উত্তম প্রশংসা করা হল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ অর্থাৎ তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে, আবশ্যক হয়ে পড়েছে, আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অতঃপর অন্য একটি জানাযা নিয়ে লোকজন অতিবাহিত হলে তার দুর্নাম করা হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ অর্থাৎ তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে, আবশ্যক হয়ে পড়েছে, আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

হযরত ওমর রা. বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। যে জানাযার প্রশংসা করা হয়েছে, আপনি তার ব্যাপারে তিনবার বলেছেন, وَجَبَتْ। এমনিভাবে যে জানাযার দুর্নাম করা হল, তার ব্যাপারেও আপনি তিনবার বলেছেন, وَجَبَتْ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তির তোমরা উত্তম প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার তোমরা দুর্নাম করলে, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। এ পৃথিবীতে তোমরাই হলে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষী।

এরই সমার্থবোধক অন্য এক হাদীসে রয়েছে, তোমরা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ব্যাপারে জেনে নাও। সাহাবাগণ রা. আরয করলেন, কিভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম প্রশংসা ও বদনামের মাধ্যমে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তির উত্তম প্রশংসা করা হয়েছে সে জান্নাতী, আর যে ব্যক্তির অনিষ্টতা ও পাপ ও দুরাচারের আলোচনা করা হয় সে জাহন্নামী।) মোদ্দা কথা হল, জান্নাতবাসীগণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কথা উল্লেখ

---

২২৭. বুখারী. খ. ১, পৃ. ১৮৩, মুসলিম. খ. ১ পৃ. ৩০৮

করেছেন। وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ *আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সংগী হবে।*

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আমাদের এ-ই প্রার্থনা যে, আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহ ও ফযলগুণে তাঁদের দলভুক্ত করুন।

## উম্মতে মুহাম্মদী-ই জান্নাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে

সহীহায়নে[২২৮] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি চাও না, জান্নাতে তোমাদের সংখ্যা এক-চতুর্থাংশ হোক, একথা শুনে আমরা সমস্বরে আল্লাহু আকবার বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি চাও না, জান্নাতে তোমাদের সংখ্যা এক-তৃতীয় অংশ হোক। আমরা সমস্বরে আল্লাহু আকবার বললাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আশাবাদী, তোমরা জান্নাতে অর্ধেক হবে। তোমাদেরকে আমি বিষয়টি স্পষ্ট করে বলছি, কাফিরদের বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা সে পরিমাণ, যে পরিমাণ সাদা লোম থাকে কালো গরুর গায়ে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত শব্দ মতে, তাতে রয়েছে بيضاء আর বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে في ثور أبيض।

হযরত বুরাইদা ইবনুল হুসাইব রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতীদের ১২০টি কাতার থাকবে, তন্মধ্যে ৮০টি হবে এই উম্মতের অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীর। ইমাম আহমাদ রহ. এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহের বর্ণনার শর্ত মোতাবেক রয়েছে।

ইমাম তাবারানী রহ. তাঁর মুজামে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।. কিন্তু তার সনদে খালিদ ইবনে ইয়াযিদ নামক একজন বর্ণনাকারী বিতর্কিত। ইমাম তাবারানী রহ. হযরত

---

২২৮. বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৬৬, মুসলিম, খ. ১, পৃ. ১১৭

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীসও উল্লেখ করেছেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা এক-চতুর্থাংশ জান্নাতী হবে, আর বাকী তিন অংশ অন্যান্য উম্মতের হবে তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? সাহাবায় কিরাম রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হবে, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? সাহাবায় কিরাম রা. বললেন, অত্যন্ত সন্তোষজনক অবস্থা। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাদের সংখ্যা জান্নাতে জান্নাতীদের অর্ধেক হবে, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? সাহাবায় কিরাম রা. বললেন, অত্যন্ত সন্তোষজনক অবস্থা। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতীদের ১২০ কাতার থাকবে তন্মধ্যে ৮০ কাতার থাকবে তোমাদের।

ইমাম তাবারানী রহ. বলেন, উক্ত হাদীসটি হারিস ইবনে হুসাইরাহ কাসিম হতে একাই বর্ণনা করেছে। এমনিভাবে আবদুল ওয়াহেদ বিন যিয়াদ হারিস বিন খুযাইমা হতে একাই বর্ণনা করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. স্ব সনদে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ○ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ○ আয়াতটি অবতীর্ণ হল *(তাদের মধ্য অনেকে হবে পুর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে)* তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জান্নাতীদের এক-চর্তুথাংশ হবে, তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে, তোমরা জান্নাতীদের দুই-তৃতীয়াংশ হবে।

ইমাম তাবারানী বলেন, এ হাদীসটি ইবনুল মুবারক একাই সাওরী হতে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

খাইসামাহ ইবনে সুলাইমান কুরাশী রহ. স্ব-সনদে হযরত হাকিম হতে এবং হাকিম স্বীয় পিতা মুআবিয়া ইবনে হায়দা কুশাইরী রহ. হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগনের ১২০ কাতার থাকবে, তন্মধ্যে ৮০ কাতার থাকবে তোমাদের ।

এ হাদীসের অনেকগুলো সনদ রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু কিছু সহীহ। এ সকল হাদীসের সাথে সে হাদীসের কোন বিরোধ নেই যাতে রয়েছে, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম আশা পোষণ করেছিলেন, এ উম্মত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আশা পূরণ করেছেন ও তাঁর চেয়ে এক-ষষ্ঠাংশ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে শুনেছি, আমি আশা করি আমার উম্মতের যে সকল লোক আমার অনুস্বরণ করবে তারা জান্নাতের এক-চতুর্থাংশ হবে। হযরত জাবির রা. বলেন, তখন আমরা খুশীতে اللهُ اَكْبَـرُ বলে উঠলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে।

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. এর বর্ণনা শর্ত মোতাবেক।

## জান্নাত ও জাহান্নামে নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে

সহীহায়নে হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমরা কি পরস্পরে গর্ব অথবা আলোচনা কর না যে, জান্নাতে মহিলাদের সংখ্যা অধিক হবে নাকি পুরুষের সংখ্যা অধিক হবে? হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি একথা বলেননি, প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। আর যারা তাদের পরে প্রবশ করবে তারা হবে আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের ন্যায়। সেখানে প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্য ও রূপলাবণ্যের দরুন তাদের গোশ্ত ভেদ করে পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।'

উল্লেখ্য, জান্নাতে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউই থাকবে না। যদি তারা সকলেই দুনিয়ার স্ত্রীলোক হয়ে থাকে, তবে তো কোন সমস্যা নেই। কেননা, দুনিয়াতে পুরুষের তুলনায় মহিলা অধিক। আর যদি তারা দুনিয়ার স্ত্রীলোক না হয়ে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূর হয়, তবে এদ্বারা জান্নাতে পুরুষের তুলনায় মহিলা অধিক হওয়ার বিষয়টি বুঝায় না।

অথচ এ কথা সুস্পষ্ট যে, তারা হূরই হবে। দলীল হল, ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে[২২৯] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين، على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب অর্থাৎ প্রত্যেক জান্নাতীর

---

[২২৯]. মুসনাদে আহমদ, খ. ২, পৃ. ৩৪৫

জন্য সেখানে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন স্ত্রী থাকবে। তাদের প্রত্যেকের পরনে ৭০ জোড়া কাপড় থাকবে। তারপরও পোশাক ভেদ করে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।

**প্রশ্ন :** যদি এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, জান্নাতে মহিলাদের আধিক্য হবে, এ দাবীর সাথে এই হাদীসের কোন সামঞ্জস্য রয়েছে, যে হাদীসে রয়েছে, জান্নাতে মহিলাদের সংখ্যা কম হবে। যেমন হযরত জাবির রা. হতে মুত্তাফাক আলাইহ[২৩০] হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ঈদে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার পূর্বে আযান ও ইকামত ব্যতীত নামায আদায় করলেন। নামায শেষে খুতবা দিলেন, তাতে লোকদের উপদেশ দিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিকট তাশরীফ নিলেন ও তাদেরকে উপদেশ দিলেন। হযরত বিলাল রা. তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং সদকা করার নির্দেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের আংটি, কানের দুল ও অন্যান্য বস্তু দান করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা. কে সে সব বস্তু একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,'হে মহিলারা! জান্নাতে তোমাদের সংখ্যা কম হবে। একজন মহিলা প্রশ্ন করল, এর কারণ কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে বললেন, তোমরা অধিক হারে লা'নত করে থাকো। এছাড়া তোমরা স্বামীর অকৃতজ্ঞতাও করে থাকো।' উক্ত হাদীস ছাড়াও অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'জান্নাতে মহিলাদের সংখ্যা কম হবে।'

**জবাব :** যদি জান্নাতে সৃষ্ট হূরদেরকেও মহিলাদের মধ্যে গণনা করা হয়, তাহলে জান্নাতে মহিলাদের সংখ্যা অধিক হবে। আর যদি হূরদেরকে সেই জান্নাতী মহিলাদের সাথে গণনা করা না হয় তাহলে জান্নাতে দুনিয়ার মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম হবে। সুতরাং দুনিয়ার মহিলার সংখ্যা জান্নাতে কম হবে ও জাহান্নামে অধিক হবে।

---

[২৩০]. বুখারী, খ. ১ প. ১৩১, মুসলিম, খ. ১ পৃ. ১৮৯

এই মহিলাদের সংখ্যা জাহান্নামে অধিক হওয়ার প্রমাণ হল ঐ হাদীস, যা ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখরীতে[২৩১] হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি এ বিষয়ে জেনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলেন, আমি উঁকি মেরে জাহান্নাম দেখেছি। সেখানে মহিলাদেরই আধিক্য ছিল। এরপর আমি উঁকি মেরে জান্নাতও দেখেছি। সেখানে দরিদ্রদের আধিক্য দেখতে পেয়েছি।

সহীহ মুসলিমে[২৩২] হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি উঁকি মেরে জান্নাত দেখেছি সেখানে দরিদ্রদের আধিক্য দেখতে পেলাম। এরপর আমি জাহান্নামেও উঁকি মেরে দেখলাম। সেখানে মহিলাদের আধিক্য দেখতে পেলাম' ।

ইমাম আহমদ রহ. সহীহ সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমি উঁকি মেরে জাহান্নাম দেখেছি। সেখানে মহিলাদের আধিক্য ছিল। তারপর জান্নাতেও দেখেছি। সেখানেও দরিদ্রদের আধিক্য দেখতে পেলাম।'

মুসনাদে আহমাদে[২৩৩] হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি উঁকি মেরে জান্নাত দেখেছি সেখানে দরিদ্রদের আধিক্য দেখতে পেলাম, জাহান্নামেও উঁকি মেরে দেখলাম। সেখানেও মহিলাদের আধিক্য দেখতে পেলাম।'

সহীহ মুসলিমে[২৩৪] হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মহিলারা! তোমরা সদকা কর ও অধিক হারে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি জাহান্নামে তোমাদের অধিক সংখ্যা দেখেছি। তাদের মধ্যে স্থুল গোছা বিশিষ্ট একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করল, আমরা কেন অধিক হারে জাহান্নামী হব? রাসূল

---

[২৩১]. খ. ১, প. ৪৬০

[২৩২]. খঃ ১ পৃঃ ৬০

[২৩৩]. খঃ ২ পৃঃ ১৭৩

[২৩৪]. খঃ ১ পৃঃ ৬০

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কারণ তোমরা অধিক হারে লা'নত করে থাক এবং স্বীয় স্বামীর অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। আমি তোমাদের মত দীন ও জ্ঞানস্বল্পতা সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি, যা সহজেই তোমাদের কাবু করে ফেলে। সে মহিলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মাঝে দীন ও জ্ঞানস্বল্পতা কিরূপ? জ্ঞানেরস্বল্পতা তো এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, সাক্ষীর ক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনের সাক্ষকে একজন পুরুষের সাক্ষীর সমপরিমাণ গন্য করা হয়েছে। আর তোমরা ঋতুস্রাব ও নিফাসাবস্থায় কিছু দিন নামায পড়তে পার না, রোযাও রাখতে পার না। এটাই হল তোমাদের দীনের মাঝে দীনতা ও হীনতা। জান্নাতে মহিলাদের সংখ্যার স্বল্পতা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. একাই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইমাম মুসলিম রহ. মুতরিফ বিন আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন, তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিল। তিনি একজনের সাথে সাক্ষাত করে অন্য জনের নিকট গেলে সে বলল, আপনি অমুক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। তিনি বললেন, আমি হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা.-এর নিকট হতে এলাম। তিনি আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা স্বল্প হবে।

**প্রশ্ন :** যদি প্রশ্ন করা হয়, হযরত আবূ ইয়ালা মুসেলী-এর স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসের সমাধান কী হবে? যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি সাহাবাদের এক জামাতে উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে এ শব্দাবলীও ছিল) জান্নাতী ব্যক্তি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন ৭২ জন স্ত্রী থাকবে; যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ হূর। এছাড়াও মানব সম্প্রদায় হতে দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। এই দুই স্ত্রীর মর্যাদা সকল হূরদের চেয়ে বেশি হবে। কারণ, তারা দুনিয়ায় থাকাকালে ইবাদাত করেছিল।

**জবাব :** দীর্ঘ এ হাদীসটির এ অংশটুকু শুধুমাত্র ইসমাঈল বিন রাফে নামক একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনাকারীকে ইমাম আহমদ রহ.

ইয়াহইয়া রহ. ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের এক জামাত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে কুতনী বলেন, উক্ত বর্ণনাকারীর হাদীস প্রত্যাখ্যাত। ইবনে আদী বলেন, এ সকল হাদীসে আপত্তি রয়েছে ।

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. এর মন্তব্য ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনা করে বলেন, আমি উক্ত বর্ণনাকারীর ব্যাপারে হযরত ইমাম বুখারী রহ. কে বলতে শুনেছি, সে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য।

আমি (ইবনুল কায়্যিম জাওযী) বলব, এ জাতীয় বর্ণনাকারীর বর্ণনা যদি অন্যান্য সহীহ হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণ না করাই উত্তম। তাছাড়া উক্ত হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতার আরেকটি দিক হল, ইসমাঈল হতে বর্ণনাকারী কুরদী হল অজ্ঞাত পরিচয়। তার ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

ইমাম আহমদ রহ. মুসনাদে[২৩৫] উমারা ইবনে খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আমর ইবনূল আস রা. এর সাথে হজ্জ বা উমরার সফরে ছিলাম। আমরা যখন 'মাররুয যাহরানে' পৌঁছলাম, তখন একজন মহিলা দেখতে পেলাম, তার উটের হাওদায় করে সফর করছিল। হযরত উমারা রা. বললেন, হযরত আমর ইবনুল আস রা. রাস্তা হতে সরে গিরিপথে ঢুকে গেলেন, আমরাও তার সাথে ঢুকে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা একবার এ স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ অনেক কাক এসে এখানে একত্রিত হল। তন্মধ্যে একটি কাক এমন ছিল যার পালকগুলোর মাঝে কিছুটা শুভ্রতা ছিল এবং ঠোঁট ও পা ছিল লাল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অন্যান্য কাকের তুলনায় যেমন এ ধরনের কাকের সংখ্যা কম, তেমনি জান্নাতেও মহিলাদের সংখ্যা হবে কম।

উক্ত হাদীসে الأعصم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। أعصم বলা হয় এমন কাককে যার কিছু পালক থাকবে শুভ্র। নিহায়া গ্রন্থে الغراب الأعصم সে কাককে বলা

২৩৫. খ. ৪ পৃ. ১৯৭

হয়েছে যার কিছু পালক শুভ্র। উক্ত উপমা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হল, মহিলারা জান্নাতে স্বল্পসংখ্যক হবে। কেননা অন্যান্য কাকের তুলনায় শুভ্র পালক বিশিষ্ট কাক খুবই কম পাওয়া যায়।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নেক মহিলারা হলেন اعصم তথা শুভ্র পালক বিশিষ্ট কাকের ন্যায়। সাহাবাগণ রা. প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! غراب اعصم কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হল, ঐ কাক যার এক পা সাদা।

অন্য হাদীসে এসেছে, অন্য মহিলাদের তুলনায় হযরত আইশা রা. ঠিক তেমনি, যেমনিভাবে অন্য কাকের তুলনায় শুভ্র পালক ও পা বিশিষ্ট কাক। অর্থাৎ তিনি অনন্য বৈশিষ্ট মর্যাদা ও স্বতন্ত্রতার অধিকারী।

## বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন যারা

সহীহায়নে[২৩৬] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাদের সংখ্যা হবে ৭০ হাজার। তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হবে। হযরত উকাশা বিন মিহসন আসাদী রা. দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তাঁর শরীরে একটি নকশী চাদর ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, আল্লাহ! উকাশাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আনসারদের এক ব্যক্তি উঠে তদ্রূপ আরয করলেন, ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! আমার জন্যও দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উকাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

সহীহায়নে[২৩৭] হযরত সাহল বিন সা'দ রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা তিনি বলেছেন, সাত লক্ষ লোক পরস্পরে হাত ধরাধরি করা অবস্থায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের মুখাবয়ব পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হবে। বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে এরাই প্রথম

---

২৩৬. বুখারী, খ. ২, পৃ. ১১৬

২৩৭. বুখারী. ২. পৃ. ৯৬৯, মুসলিম. খ. ১ পৃ. ১১৬

দল। সহীহায়নে বর্ণিত হাদীসই তার দলীল। এখানে মুসলিমে বর্ণিত শব্দ উল্লেখ করা হচ্ছে।

হযরত খুসাইফ ইবনে আবদুর রহমান বলেন,[২৩৮] আমি হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রা.-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে গত রাতে ভাঙ্গা তারা দেখেছ? জবাবে আমি বললাম, আমি দেখেছি এবং আমি আরো বললাম, আমি নামাযরত ছিলাম না; বরং আমাকে একটি বিষাক্ত কীট দংশন করেছে। (সে ব্যাথার কারনে আমি জাগ্রত ছিলাম) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দংশনের প্রতিকার স্বরুপ তুমি কি করেছিলে? আমি বললাম, ঝাড়-ফুঁক করেছি। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে তা করতে উদ্বুদ্ধ করল। আমি বললাম, শা'বী রহ. কর্তৃক আমার নিকট বর্ণিত একটি হাদীস আমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি বললেন, কি সেই হাদীস? আমি হযরত বুরাইদা ইবনুল হাসাব আসলামীর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, শুধু নযর লাগলে অথবা কোন বিষধর কীট দংশন করলে ঝাড়-ফুঁক করা ও করানো জায়েয আছে। হযরত সাঈদ রা. বললেন, তার শ্রুত বিষয়টিও ভাল। তবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সামনে পৃথিবীর শুরু থেকে অদ্য পর্যন্ত সকল উম্মতকে পেশ করা হয়েছে। তখন আমি এক নবীকে দেখতে পেলাম, যার সাথে এক কাফেলা সমান উম্মত আছে। কোন নবীর সাথে উম্মত হচ্ছে এক বা দুই ব্যক্তি মাত্র। কোন কোন নবীর উম্মতই নেই। এরপর একটি বড় দলকে আমার সামনে আনা হল। আমি ধারণা করলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল, এরা মূসা আ.-এর উম্মত। আমাকে বলা হল, আপনি এক দিগন্ত লক্ষ্য করুন। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, সেখানে বিশাল সংখ্যক লোক রয়েছে। তখন আমাকে বলা হল, এরা হল আপনার উম্মত, এদের মাঝে এমন ৭০ হাজার লোক রয়েছে, যারা কোন হিসাব-নিকাশ ও কোন প্রকার কষ্ট ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এতটুকু বলার পর রাসূল সেখান থেকে উঠে স্বীয় কক্ষে তাশরীফ নিলেন। তখন লোকেরা সে সকল লোক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে লাগল যারা কোন

---

২৩৮. উক্ত কিতাবের উভয় নুসখাতেই খুসাইফ ইবনে আ. রহমান উল্লেখ করা হয়েছে, তবে মুসলিম শরীফে হুসাইন ইবনে আ. রহমান উল্লেখ রয়েছে।

হিসাব নিকাশ এবং কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীগণ-ই হলেন সে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা। কেউ কেউ বললেন, সে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হল তারা, যারা মুসলমান হিসাবেই জন্মলাভ করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কখনো কাউকে শরীক করেনি। এছাড়াও বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করতে থাকলেন।

ইত্যবসরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট তাশরীফ এনে বললেন, তোমরা পরস্পরে কোন্ ব্যাপারে আলোচনায় লিপ্ত? সাহাবা রা. আলোচনার বিষয় খুলে বললে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেলেন, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হল তারা, যারা ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয, মন্ত্র করেনি ও করায়নি এবং কোন কু-লক্ষণ গণনা করেনি; বরং একমাত্র স্বীয় প্রভুর উপরই ভরসা করত।

হযরত উকাশা রা. দাঁড়িয়ে আরয করলেন, আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তখন অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করল, আমার জন্য দু'আ করুন যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উকাশা তোমার থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে। বুখারীতে لايرقون শব্দটি নেই।

শায়খ ইবনে তায়মিয়া বলেন, এটা বিশুদ্ধ। কেননা, কোন বর্ণনাকারী ভুলক্রমে তা হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। সুতরাং প্রতীয়মান হল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র খালেছ তাওহীদ মেনে চলা ও তাওহীদ পরিপন্থী কার্যাবলী হতে বিরত থাকাকেই বিনা হিসাবে জান্নাত লাভের মাধ্যম নির্ণয় করেছেন। অন্যের নিকট হতে ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-মন্ত্র গ্রহণ না করা, কু-লক্ষণ গন্য না করা ও একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করাই হল বিনা হিসাবে জান্নাত লাভকারীর গুনাগুন ও বৈশিষ্ট্য। কুলক্ষণ গন্য করাও এক প্রকার শিরক। সুতরাং সে কু-লক্ষণ গন্য করবে না ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা করবে না। কেননা, এটাই তাওয়াক্কুলের চূড়ান্ত পর্যায়। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে[২৩৯] الطيرة شرك।

---

[২৩৯] তিরমিযী, খ. ১. পৃ. ২৯০

অর্থাৎ কুলক্ষণ গণ্য করা হল শিরক। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তো কুলক্ষণ গণ্য করে। তবে তাওয়াক্কুলের কারনে আল্লাহ তাআলা তা আমাদের থেকে দূরীভূত করেন। তাওয়াক্কুল হল, কুলক্ষণের বিপরীত। তবে হ্যাঁ, নযরের জন্য ঝাঁড়-ফুক করাতো ঝাঁড়-ফুঁককারীর পক্ষ হতে একটা অনুগ্রহ।

হযরত জিবরীল আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দম করেছিলেন এবং দম করার অনুমতি প্রদান করে বলেছেন, এতে আমি ক্ষতিকর কোন কিছু দেখি না, যদি তাতে শিরক না করা হয়। সাহাবাগণ রা. এব্যপারে অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমাদের কেউ অন্য ভাইয়ের কোন প্রকার উপকার করতে পারে, তবে সে যেন তা করে।

এর দ্বারা বুঝা যায়, এটা শুধুমাত্র উপকার সাধন ও অনুগ্রহের কাজ। যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয় বিষয়। আর দম প্রার্থনাকারী হল, অন্যের নিকট উপকার প্রার্থনাকারী যা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

**প্রশ্ন :** যদি প্রশ্ন করা হয়, হযরত আইশা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দম করেছিলেন। জিবরীল আ. ও দম করেছিলেন। (তাহলে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কাজটি তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হয়নি, নাউযুবিল্লাহ)

**জবাব :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দম করার জন্য বলেননি, এ কথাতো বলেননি যে, কোন ঝাড়-ফুঁক কারী যেন কাড়ুকে দম না করে; বরং তিনি বলেছেন, যেন কেউ কাউকে ঝাড়-ফুঁক করতে না বলে।

সহীহ মুসলিমে[২৪০] হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের ৭০ হাজার লোক হিসাব-নিকাশ ও কোন প্রকার কষ্ট ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, সে

---

২৪০. খ: ২ পৃ: ১১৬

সকল লোক কারা ? বললেন, সে সকল লোক তারা, যারা কোন অঙ্গে দাগ তথা সেঁক দেয়নি, ঝাড়-ফুঁক করেনি, কোন প্রকার কুলক্ষণ গন্য করেনি বরং স্বীয় প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করত।

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তার মধ্যে এশব্দগুলোও ছিল, প্রথম দল সফলকাম হবে, তাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমা চাদের ন্যায় জ্বলজ্বলে ও দীপ্তিমান হবে। তাদের সংখ্যা হবে ৭০ হাজার। তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের নিকটতমদের অবস্থা আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের ন্যায়। এভাবে স্তর বিন্যাস হবে।

আহমদ ইবনে মানী স্বীয় মুসনাদে স্ব-সনদে হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে আমার উম্মতের হাশরের অবস্থা দেখানো হয়েছে। আমি তাদের অবস্থা ও আধিক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কেননা, পাহাড় ও সমতল সকল স্থানেই তাদের অবস্থান বিস্তৃত ছিল। আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি সন্তুষ্ট? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তাদের মাঝে ৭০ হাজার লোক এমন, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হল সে সকল লোক, যারা ঝাড়-ফুঁক করবে না, দাগ তথা সেঁক দিবে না, একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করবে।

হযরত উকাশা ইবনে মিহসান রা. দাঁড়িয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তখন অন্য লোক দাঁড়িয়ে তেমনি আরয করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উকাশা তোমার থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছে। উক্ত হাদীসের সনদ ইমাম মুসলিম রহ.-এর সনদের শর্ত মোতাবেক।

## যাদেরকে আল্লাহ্ নিজ মুঠোতে জাহান্নাম থেকে তুলে আনবেন

আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা স্ব-সনদে হযরত উসামা বাহেলী রা. হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে হতে সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার থাকবে, যারা বিনা হিসাবে কোন প্রকার কষ্ট ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এছাড়াও আল্লাহ তাআলার আরো তিনটি মুষ্টি থাকবে। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তিন মুষ্টি ভরে আমার উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)

উক্ত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে দুর্বলতা ও তাদলীসের আশংকা যদিও রয়েছে কিন্তু তাদলীস বিদূরিত হয়ে যায় তাবারানীর রিওয়ায়েত দ্বারা। তিনি হাদীসটি عن দ্বারা বর্ণনা করেননি; বরং اخبرني। দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ضعيف হওয়ার ত্রুটিটিও তার থেকে বিদূরিত হয়ে যায়, যেহেতু তিনি সিরীয় বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, তিনি যদি সিরীয় বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তবে তিনি ضعيف নন।

হযরত আবূ উসামা বাহেলী রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

তখন ইয়াযীদ ইবনে আখনাছ রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বিশাল উম্মতের মধ্য হতে এই সংখ্যাতো ততটাই নগণ্য, সাধারণ মাছির মাঝে হলুদ মাছির সংখ্যা যতটা নগণ্য। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার প্রভু অবশ্যই আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, প্রত্যেক হাজারে আরো সত্তর হাজার থাকবে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তিন মুষ্টি দ্বারা আরো বিশাল সংখ্যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সালামী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, আমার উম্মত হতে সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদের সুপারিশক্রমে প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজারকে প্রবেশ করাবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় তিন মুষ্টি ভরে আরো অনেককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। একথা শুনে হযরত উমর রা. উঁচু স্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বললেন, প্রথম সত্তর হাজার তো আপন বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও নিজ বংশের লোকদের জন্য সুপারিশ করবে। আমি আশা রাখি, আল্লাহ তাআলা আমাকে শেষ তিন মুষ্টির কোন একটিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

হাফেয আবূ আবদুল্লাহ বলেন, এ হাদীসের সনদে কোন দুর্বলতা নেই। তাবারানী স্ব-সনদে হযরত আবূ সা'ঈদ আনমারী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এদের প্রত্যেক হাজার আরো ৭০ হাজারের জন্য সুপারিশ করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর অঞ্জলি দিয়ে আরো তিন মুষ্টিকে জাহান্নাম হতে নাজাত দিবেন। ইব্‌নে কায়স হযরত সা'ঈদ রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিজ কানে শুনেছি। আমার অন্তরে তা গেথে রয়েছে। হযরত আবূ সা'ঈদ রা. বললেন, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনশাআল্লাহ এ সংখ্যা আমার উম্মতের মুহাজিরগণকে

বেষ্টন করে নিবে। আর বাকী সংখ্যা আল্লাহ তাআলা গ্রাম্য আরবদের মধ্য হতে পূর্ণ-করে নিবেন। ইমাম তাবারানী বলেন, উক্ত হাদীসটি মুআবিয়া বিন সালামের একক সূত্রে বর্ণিত।

তবে এই হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে সাহল আবূ তাওবাহ হতে এ অংশটি বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ সা'ঈদ রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবদ্দশায় উক্ত সংখ্যাটি হিসাব করা হলে (প্রথম সত্তর হাজার ব্যতীত) তা চার লক্ষ নব্বই হাজারে উন্নীত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনশাআল্লাহ এ সংখ্যা আমার উম্মতের মুহাজিরগণকে বেষ্টন করে নিবে।

ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত উমাইর রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার উম্মতের তিন লক্ষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হযরত উমায়র রা. বললেন, এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, এর সাথে এ সংখ্যাও রয়েছে। হযরত উমায়র রা. পুনরায় বললেন, আরো বৃদ্ধি করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন হযরত উমর রা. বললেন, হে উমায়র! এতটুকুই যথেষ্ট। তিনি বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! যদি আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন, এতে তোমার আমার ক্ষতি কি? হযরত উমর রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে উম্মতের সকল সদস্যকে এক মুষ্টিতে অথবা এক অঞ্জলিতে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর সঠিক কথাই বলেছে।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আহাদ রহ. বলেন, আমি হযরত উমায়র রা. থেকে শুধু এ হাদীসই শুনেছি।

হুলিয়াতে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার প্রভু আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, আমার উম্মতের এক লাখকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হযরত আবূ বকর রা. বললেন, এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, এর সাথে এ সংখ্যাও রয়েছে। হযরত আবূ বকর বললেন, এ সংখ্যার সাথে আরো বৃদ্ধি করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন হযরত উমর রা. বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এক মুষ্টিতে সকলকে প্রবেশ করাতে সক্ষম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর সঠিক বলেছে।

উক্ত হাদীসের সনদে আবূ ইবরাহীম বালাদী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।

আব্দুর রাযযাক রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন এমর্মে, আমার উম্মতের চার লক্ষ লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হযরত আবূ বকর রা. বললেন, এ সংখ্যাটা আরো কিছু বৃদ্ধি করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাত একত্রিত করে ইঙ্গিত করে বললেন, এর সাথে এ সংখ্যাও রয়েছে। হযরত আবূ বকর রা. আবার বললেন, এ সংখ্যার সাথে আরো কিছু বৃদ্ধি করুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিতীয়বার একই মন্তব্য করার পর হযরত উমর রা. বললেন, হে আবূ বকর! আপনার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবূ বকর রা. বললেন, অতিরিক্ত বৃদ্ধির আবেদনের সুযোগ দাও। আমরা সকলে জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার তো কোন ক্ষতি নেই। হযরত উমর রা. বললেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মাখলূককে এক মুষ্টিতে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উমর সঠিক কথাই বলেছে। আব্দুর রাযযাক রহ. এই সনদে একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইয়ালা মুসিলী রহ. স্বীয় মুসনাদে স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, এ সংখ্যায় আরো বৃদ্ধি করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বলেছেন, এমন

মুষ্টিও তার মধ্যে থাকবে। সাহাবাগণ বললেন, এর পরেও যদি কেউ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমত থেকে দূর করুন।

মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, উক্ত হাদীসটি এ সনদে হযরত আনাস রা. হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

উক্ত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আব্দুয-যাহের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সে সত্যবাদী। আর যে লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা মুষ্টিভরে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, তারা আল্লাহ তাআলার মুষ্টিদ্বয়ের প্রথমটিতে থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাদেরকে আল্লাহ প্রথমে এক মুষ্টিতে নিয়ে যাওয়ার পর কিভাবে তাদেরকেই আবার তিন মুষ্টিতে ভরে জাহান্নাম হতে বের করে আনবেন? এর উত্তর হল, আল্লাহ যখন মুষ্টিতে নিবেন তখন তাদের শুধু আকৃতিকেই নিবেন। এজন্য জায়গা কম লাগবে। কিন্তু যেদিন তিন মুষ্টিতে নেবেন সেদিন তাদেরকে পরিপূর্ণ দেহাবয়বে মুষ্টিতে নিবেন। এজন্য উভয় হাত একাধিক বার মুষ্টিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন পড়বে। والله اعلم

## জান্নাতের ধূলি, মাটি, কংকর ও উদ্ভিদ কেমন হবে

ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দর্শনে আমার হৃদয় বিগলিত হয়, পার্থিবতা বিমুখী হয়ে পরকালের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আপনার দর্শন হতে দূরে থাকি তখন পার্থিব জগত প্রিয় হয়ে পড়ে। স্ত্রী-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিতে ডুবে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমরা সর্বাবস্থায় আমার সম্মুখের আবস্থায় থাকতে, তাহলে ফিরিশতাগণ তোমাদের সাথে মোসাফাহ করত, সাক্ষাতের জন্য তোমাদের ঘর পর্যন্ত যেত। যদি তোমরা পাপ না কর তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্থলে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা পাপ করবে, আবার আল্লাহর নিকট মাফ চাবে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, আমি বললাম, আমাকে জান্নাতের অট্টালিকা ও প্রাসাদ সম্পর্কে বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতের অট্টালিকার একটি ইট স্বর্ণের আর অন্যটি হবে রৌপ্যের। তার কাদা হবে কস্তুরির ও পাথরকণা হবে মুক্তার এবং মৃত্তিকা হবে যাফ্‌রানের। যে ব্যক্তিই তাতে প্রবেশ করবে সে বিভিন্ন প্রকার নিআমত লাভ করবে। কেউ কোন প্রয়োজন অনুভব করবে না। তাতে চিরস্থায়ী থাকবে। কেউ মৃত্যুবরন করবে না। তাতে পোশাকাদী পুরাতন হবে না। যৌবনের অবসান ঘটবে না। তিনি আরো বলেন, তিন ব্যক্তির দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ, রোযাদার ব্যক্তি ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত এবং মাযলুম তথা নির্যাতিত ব্যক্তি। তিনি বলেন, মাযলুমের দু'আ মেঘমালার উপরে উঠানো

হয় এবং তার জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার সম্মান ও বড়ত্বের কসম, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব যদিও বিলম্বে হয়।

আবূ বকর ইবনে মারদুইয়া স্ব-সনদে হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জান্নাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সারা জীবন জীবিত থাকবে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। নিআমত লাভ করতে থাকবে, কোন প্রয়োজন অনুভব করবে না। পোশাকাদী পুরাতন হবে না, যৌবনের অবসান ঘটবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পুনরায় তার অট্টালিকা এবং প্রাসাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তার একটি ইট হবে স্বর্ণের আর অন্যটি হবে রৌপ্যের। তার কাদা হবে সুগন্ধি বিচ্ছুরণকারী কস্তুরির ন্যায়, পাথরকণা হবে মুক্তার এবং মৃত্তিকা হবে যাফরানের ।

ইয়যিদ ইবনে যুরাই রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের একটি ইট হবে স্বর্ণের আর অন্যটি হবে রৌপ্যের। তার মৃত্তিকা হবে যাফরানের আর কাদা হবে কস্তুরির।

সহীহায়নে[২৪১] হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ যারর রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে মুক্তার গম্বুজ দেখতে পেলাম, তার মৃত্তিকা কস্তরির। এটি মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসটির অংশ বিশেষ।

ইমাম মুসলিম রহ. স্বীয় গ্রন্থ মুসলিমে[২৪২] স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে সায়্যাদকে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, তা শুভ্র ময়দার ন্যায় অকৃত্রিম মুক্তা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে এ কথাটি সঠিক বলেছে। আবূ বকর

---

[২৪১]. বুখারী, খ. ১ পৃ. ৫১, মুসলিম, খ. ১, পৃ, ৯৩

[২৪২]. খ. ২ প. ১৯৮

ইবনে আবূ শাইবাহ রহ. স্ব-সনদে আবূ নুসরা হতে বর্ণনা করেন, ইবনে সায়্যাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা হবে শুভ্র ময়দার ন্যায় কস্তুরি।

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ রহ. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলে, হে মুহাম্মদ! আজ আপনার সাথী পরাজিত হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে পরাজিত হয়েছে? উত্তরে সে বলল, এক ইয়াহুদী তাকে প্রশ্ন করল, জাহান্নামের প্রহরী সংখ্যা কত? আপনার সাথী উত্তরে বলল, আমি আমাদের নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত বলতে পারব না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, সে জাতি কি পরাজিত হতে পারে? যারা অজানা বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলে, আমাদের নবীর নিকট জেনে বলব। কিন্তু ইহুদীরাতো আল্লাহর দুশমন, তারা স্বীয় নবীর নিকট আল্লাহর দর্শনের দাবী জানিয়েছে। আল্লাহর দুশমনদেরকে আমার নিকট নিয়ে আস! আমি তাদেরকে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব, তা হল ময়দার ন্যায় শুভ্র। অতঃপর ইহুদীরা এসে জিজ্ঞাসা করল, হে মুহাম্মদ! জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা কত? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার উভয় হাতের অঙ্গুলি প্রসারিত করে ইঙ্গিত করলেন। তবে দ্বিতীয় বার একটি অঙ্গুলী বন্ধ রাখলেন অর্থাৎ বুঝালেন, জাহান্নামের প্রহরী সংখ্যা উনিশজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতের মাটি কেমন হবে? তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। এরপর বলল, তা হবে রুটির ন্যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রুটি হল শুভ্র ময়দা দ্বারা তৈরী।

জান্নাতের এ তিনটি গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য এমন যে, এগুলোতে পারস্পরিক কোন দ্বন্দ্ব নেই। সালাফীদের একদল বলেন, তার মাটি হবে কস্তুরি ও যাফরানের সমন্বিত ।

আবূ বকর ইবনে আবূ শাইবা রহ. স্ব-সনদে মুগীছ বিন সামী রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জান্নাতের মাটি হবে কস্তুরি ও যাফরানের সমন্বিত।

এর আরো দুটি অর্থের অবকাশ রয়েছে। একটি হল, মাটি হবে যাফরানের। তবে যখন তাকে পানি মিশ্রিত করে গদ তৈরী করা হবে, তখন তা কস্তুরিতে রূপান্তরিত হবে আর তুরাব (تراب) শব্দটি দ্বারা ভেজা মাটিকেই বুঝানো হয়েছে। হাদীসে ব্যবহৃত শব্দাবলীও এ অর্থই নির্দেশ করে। যেমন ملاطها المسك অর্থাৎ তার কাদা হবে কস্তুরির। হযরত আলা ইবনে যিয়াদ হতে বর্ণিত হাদীসও একথা নির্দেশ করে। যাতে এ শব্দাবলীও রয়েছে, ترابها الزعفران وطينها المسك তার শুষ্ক মাটি হবে যাফরানের এবং ভেজা মাটি হবে কস্তুরির; সুতরাং জান্নাতের শুষ্ক মাটি এবং পানি সবই যেহেতু সুগন্ধিময়, তাই উভয়টার সম্মিলনে ভিন্ন এক প্রকার সুগন্ধিতে রূপান্তরিত হয়ে মিশকে পরিণত হবে। দ্বিতীয় অর্থ হল, রং-এর দৃষ্টিকোণ থেকে তো তা যাফরানের মত হবে তবে সুগন্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে তা কস্তুরির ন্যায় হবে। সৌন্দর্য ও শোভায় যাফরানের মত হওয়া আর সুগন্ধিতে কস্তুরির ন্যায় হওয়া অত্যন্ত চমৎকার বিষয়।

হযরত মুজাহিদ রহ. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ. ও আবূ নুযাইহ রহ.-এর মাধ্যমে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। জান্নাতের যমীন হবে রৌপ্যের আর তার মাটি হবে করর অর্থাৎ তার রং হবে রৌপ্যের আর সুগন্ধি হবে কস্তুরির।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের জমীন হবে শুভ্র, তার মাটি হবে কর্পূর প্রস্তরের, তাকে কস্তুরি বালুর ঢিবির ন্যায় বেষ্টন করে আছে। তাতে প্রবহমান নহর রয়েছে। সেখানে উঁচু-নিচু সর্বস্তরের জান্নাতীগণ একত্রিত হয়ে পরস্পরে পরিচিত হবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাতে রহমতের সমীরণ বইয়ে দিলে কস্তুরির ন্যায় তার সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। তখন জান্নাতীগণ স্বীয় স্ত্রীদের নিকট গিয়ে তাদের সৌন্দর্য ও রূপলাবণ্য বৃদ্ধি পেতে দেখে বলবে, আমি যখন তোমার নিকট থেকে

গিয়েছিলাম, তখনো তোমাকে পসন্দ করতাম কিন্তু এখন তোমাকে আরো অধিক পসন্দ করি।

ইবনে আবী শাইবা স্ব-সনদে হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জান্নাতের প্রাসাদ ও অট্টালিকাসমূহ কেমন হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, এক ইট স্বর্ণের ও অপর ইট রৌপ্যের হবে, তার কাদা হবে বিচ্ছুরিত কস্তুরির ন্যায় আর পাথরকনা হবে মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের এবং মাটি হবে যাফরানের।

আবূ শাইখ স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আদনকে স্বীয় কুদরতী হাতে তৈরী করেছেন। তার একটি ইট হবে স্বর্ণের অপর ইট রৌপ্যের। তার অট্টালিকা তৈরীর মসলা বিচ্ছুরিত কস্তরি দ্বারা তৈরী করা হবে এবং তার মাটি হবে যাফরানের আর পাথরকণা হবে মুক্তার। আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে কথা বলতে বললে, তা বলে উঠল قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ*। তখন ফিরিশতাগণ জান্নাতকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, তুমিই হবে অধিপতিদের নিবাস।

আবূশ-শাইখ স্ব সনদে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রাতে আমাকে ঊর্ধ্বলোকে আরোহন করানো হল সে রাতে আমি জিবরীলকে বললাম, তারাতো অবশ্যই আমার নিকট জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তখন জিবরীল বললেন, আপনি তাদেরকে বলবেন, জান্নাত হল, শ্বেতশুভ্র মুক্তরাজি দ্বারা তৈরী। আর তার যমীন হবে স্বর্ণের।

যদি এ হাদীসটি মারফূ হয়, তবে সোনালী যমীন বিশিষ্ট জান্নাত বলতে জিবরীল আ. সর্বোত্তম জান্নাত দু'টির কথাই বুঝিয়েছেন ।

## জান্নাতে আলোকসজ্জা

আহমদ ইবনে মানসূর রামাদী রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে শ্বেতশুভ্র করে তৈরী করেছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয় ও প্রিয় পোশাক হল সাদা পোশাক। সুতরাং তোমরা জীবিতাবস্থায়ও তা পরিধান কর এবং মৃতদেরকেও তা দ্বারা কাফন দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর রাখালদের একত্রিত করার নির্দেশ প্রদান করলে তাদেরকে একত্রিত করা হল। তাদের উদ্দেশ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যাদের শুধু কালো বকরী আছে তোমরা সেগুলোর সঙ্গে সাদা বকরী যোগ করে নাও। এরপর জনৈক মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কালো বকরী খরীদ করেছি; কিন্তু আমার মনে হয় সেগুলোতে বৃদ্ধি হবে না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলোর সাথে সাদা বকরীও যোগ করে নাও।

আবূ নাঈম স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস হতে মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে শ্বেতশুভ্র করে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সকল রং অপেক্ষা সাদা রংই অধিক প্রিয়। সুতরাং তোমরা জীবিতরাও সাদা পোশাক পরিধান কর এবং মৃতদেরকেও সাদা কাপড়ে কাফন দাও। হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর, কেননা আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে শ্বেতশুভ্র করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা জীবিতরাও সাদা পোশাক পরিধান কর এবং মৃতদেরকে ও সাদা পোশাকে কাফন দাও।

ইমাম বুখারী রহ. এর সনদে যামীল ইবনে সিমাক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা সিমাক বর্ণনা করে বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. যখন জীবনের শেষ লগ্নে অন্ধ হয়ে যান, তখন আমি মদীনায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হে ইবনে আব্বাস! জান্নাতের যমীন কিরূপ হবে? তিনি বললেন, কোমল শুভ্র রৌপ্যের ন্যায় হবে যেন তা আয়না। আমি পুনরায় বললাম, তার উজ্জ্বলতা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তুমি কি সূর্যদয়ের পূর্ব মুহূর্তটি দেখনি? সে কি মন মুগ্ধকর স্নিগ্ধ আলোময় দিগন্ত! জান্নাত তেমনি হবে। তবে সেখানে সূর্যের প্রখরতা থাকবে না আবার সূর্যহীনতার হিমশীতলতাও থাকবে না।

মুসনাদে আহমাদে[২৪৩] হযরত লকীত ইবনে আমির রা. হতে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র দুটোকেই বিলীন করে দেওয়া হবে। জান্নাতে কোনটিকেই দেখা যাবে না। হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমরা কিভাবে দেখব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই মুহূর্তে তোমার দৃষ্টি দিয়ে যেভাবে দেখছ, তেমনি দেখবে। মেঘহীন আকাশে উজ্জ্বল সৌন্দর্যের সূর্য উদয়ের পূর্ব মুহূর্তে স্নিগ্ধ আলোময় দিগন্তের ন্যায় জান্নাত সদা আলোময় থাকবে।

ইবনে মাযাহ রহ.[২৪৪] স্ব সনদে হযরত উসামা বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খবরদার, তোমাদের কেউ কি জান্নাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে? নিশ্চয়ই জান্নাত এমন এক স্থান, যেখানে কোন প্রকার অস্থিরতা ও পেরেশানী থাকবে না। কা'বার প্রভুর কসম! জান্নাত হবে উজ্জ্বল-স্বচ্ছ, সুঘ্রাণযুক্ত ঘাস তাতে দোল খেতে থাকবে। সুদৃঢ় প্রাসাদ থাকবে। প্রবহমাণ নহর থাকবে। অনিন্দ রূপ লাবণ্যময় রমনীকুল থাকবে। সংখ্যাতীত জোড়া জোড়া পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে। তা হবে চিরস্থায়ী নিবাস ও শান্তির নিকেতন। সুশোভিত সুউচ্চ প্রাসাদে ফলফলাদি সহ সবুজাভ স্বাচ্ছন্দতা ও বিভিন্ন প্রকার নিআমত থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জান্নাতের প্রস্তুতি নিচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনশাআল্লাহ বলো, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইনশাআল্লাহ।

---

২৪৩. খ. ৪ পৃ. ১৪

২৪৪. পৃ. ৩২১

## জান্নাতের প্রাসাদ ও বিভিন্ন স্থাপনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ *তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ,*[২৪৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রাসাদের উপর আরো প্রাসাদ থাকবে, তার নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। যেন আত্মায় এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে, এগুলো শুধুই উপমা আর উদাহরণমাত্র। সেখানে এর কিছুই তৈরী করা হয়নি। সে প্রাসাদগুলি একটি অপরটি অপেক্ষা উঁচু হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দিলেন, সেগুলোর নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা এমন বর্ণনাধারা অবলম্বন করলেন যেন শ্রোতাবর্গ চর্মচক্ষে তার সম্মুখে প্রত্যক্ষ করছে। مَبْنِيَّةٌ শব্দটি প্রথম ও দ্বিতীয় غُرَفٌ এর সিফাত অর্থাৎ তার ভবনগুলো হবে উঁচু উঁচু, সেগুলোর উপরে অপেক্ষাকৃত আরো উঁচু ভবনও থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ *তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে। তবে যারা ঈমান আনে ও*

---

২৪৫. সূরা যুমার, আয়াত : ২০

*সৎকর্ম করে, তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।*[২৪৬]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন يغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن *আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করাবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত রয়েছে এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ।*[২৪৭]

আল্লাহ তাআলা ফিরআওনের স্ত্রীর (আসিয়া) ব্যাপারে বলেন, সে বলল, رب ابن لي عندك بيتا في الجنة *হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি বাসগৃহ নির্মাণ করো।*[২৪৮]

ইমাম তিরমিযী রহ. স্বীয় জা'মেতে স্ব-সনদে হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন এমন প্রাসাদ রয়েছে যেগুলোর অভ্যন্তর বাইর থেকে এবং বহিরাংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারা সে সকল প্রাসাদ লাভ করবে? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সকল লোকই এসকল প্রাসাদের অধিকারী হবে যারা সুভাষী এবং উত্তম বাক্যালাপ করবে এবং দুস্থ ও দরিদ্রের আহার দান করবে এবং অধিকহারে রোযা পালন করবে এবং রাতের সে অংশে নামাযরত থাকবে যখন মানুষ নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, উক্ত হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। কেননা, এটি একমাত্র আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাকের সনদেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ মালিক আশআরী রা. হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন এমন প্রাসাদ রয়েছে যেগুলোর অভ্যন্তর বাইর থেকে এবং বহিরাংশ ভেতর থেকে দেখা যাবে। সে সকল প্রাসাদ আল্লাহ তাআলা এমন সব

---

[২৪৬] সূরা সাবা, আয়াত : ৩৭

[২৪৭] সূরা সাফ্ফ, আয়াত : ১২

[২৪৮] সূরা তাহরীম, আয়াত : ১১

লোকদের জন্য তৈরী করেছেন যারা দুস্থ ও দরিদ্রের আহার দান করে, অধিকহারে রোযা পালন করে, রাতের সে অংশে নামাযরত থাকে যখন মানুষ নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে।

ইবনে ওয়াহাব রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন এমন প্রাসাদ রয়েছে যেগুলোর অভ্যন্তর বাইর থেকে এবং বহিরাংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে। হযরত আবূ মালিক আশআরী রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সকল প্রাসাদ কাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে লোকদের জন্য, যারা সুভাষী ও উত্তম বাক্যালাপ করবে, দুস্থ ও দরিদ্রের আহার প্রদান করবে, নামায অবস্থায় রাত পার করবে যখন সকল মানুষ নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ রহ. বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ আমার নিকট হাসান পর্যায়ের। এ সংক্রান্ত হযরত আবূ মালিক রহ.-এর হাদীস ইতোপূর্বেও আমার নিকট পৌঁছেছে, যা এর বিশুদ্ধতার নির্দেশক। ইতোপূর্বে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসও উল্লিখিত হয়েছে যা মুহাদ্দিসীনে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ। তাতে রয়েছে, জান্নাতীরা প্রাসাদবাসীকে তেমনি দেখতে পাবে যেমনি আকাশের দিগন্তে জ্বলজ্বলে নক্ষত্র তোমরা দেখতে পাও।

সহীহায়নে[২৪৯] হযরত আবূ মূসা আশআরী রা.-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের জন্য জান্নাতে জোড়াবিহীন পুরো মুক্তার একটি ষাট মাইল দীর্ঘ শিবির থাকবে। মু'মিনগণ তার অধিবাসীদের নিকট ঘুরতে থাকবে। কিন্তু কেউ কাউকে সেখানে দেখতে পাবে না। বুখারী শরীফে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে উচ্চতা ত্রিশ মাইল, অন্য বর্ণনায় ষাট মাইল।

পূর্বে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকল্পে মসজিদ করল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করবেন।

---

[২৪৯] বুখারী, খ. ১ পৃ. ৪৬০, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৮৬

হযরত আবূ মূসা আশআরী রা.-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,[২৫০] কোন ব্যক্তির সন্তান মৃত্যুবরণ করলে যদি সে অবস্থায় সে ব্যক্তি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) পড়ে ও আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগাণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ তৈরী কর। বায়তুল হামদ করে তার নাম করণ কর।

সহীহায়নে[২৫১] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রা. হযরত আবূ হুরায়রা রা. ও হযরত আয়শা সিদ্দীকা রা. হতে বর্ণিত আছে। জিবরীল আ. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, আপনার স্ত্রী খাদিজা রা. কে আপনার প্রভুর পক্ষ হতে সালাম জানিয়ে দিন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে হীরা-মোতি-পান্নার এমন প্রাসাদের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোন প্রকার হৈ-হুল্লোড় হবে না ও কোন প্রকার ক্লান্তি স্পর্শ করবে না।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মুক্তার এমন প্রাসাদ থাকবে যাতে কোন প্রকার ফাটল নেই এবং কোন প্রকার দুর্বলতা নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধু হযরত ইবরাহীম আ.-এর জন্য সে প্রাসাদ তৈরী করেছেন।

সহীহায়নে[২৫২] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে স্বর্ণের নির্মিত এক প্রাসাদের নিকট পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার প্রাসাদ? ফিরিশতাগণ বললেন, এটি এক কুরায়শী যুবকের। আমি ভাবলাম আমিই সেই যুবক। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, কে সে যুবক? ফিরিশতাগণ বললেন, তিনি হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব অর্থাৎ এটি উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রাসাদ।

---

২৫০. তিরমিযী, খ. ১ পৃ. ১৯৮

২৫১. বুখারী, খ. ১, পৃ. ৫৩৯ মুসলিম, খ. ২. পৃ. ২৮৪

২৫২. বুখারী, খ. ২ পৃ. ১০৪০ মুসলিম, খ. ২ পৃ. ২৭৫

হযরত জাবির রা.-এর বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য হল, আমি স্বর্ণ নির্মিত চতুর্ভুজ বিশিষ্ট উঁচু প্রাসাদের নিকট পৌছলাম। ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে একটি হাদীস বর্ণানা করেছেন। যেখানে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি শ্বেতশুভ্র প্রাসাদের নিকটে পৌছলে হযরত জিবরীল আ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার প্রাসাদ? জবাবে বললেন, এক কুরায়শী ব্যক্তির। আমার আশা ছিল, আমিই সে ব্যক্তি। কেননা, আমি তো কুরায়শী। তখন জিবরীল আ. বললেন, এটি উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রাসাদ। উক্ত হাদীসে শ্বেত ও শুভ্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার ঔজ্জ্বল্যতা। আল্লাহ ভালো জানেন।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ কেবলমাত্র নবী, পরম সত্যবাদী, শহীদগণ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাগণই অর্জন করবেন। আ'মাশ স্ব-সনদে হযরত মাগীছ ইবনে সামী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জান্নাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, ইয়াকুত ও পান্নার প্রাসাদ থাকবে।

আ'মাশ রহ. হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জান্নাতীর জন্য মুক্তা নির্মিত এমন ভবন থাকবে যাতে কক্ষ ও দরযা থাকবে।

ইমাম বায়হাকী রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে, যাতে কেউ বসবাস করলে তার কাছে যেমন পেছনের বস্তু অজ্ঞাত থাকবে না। তেমনি পেছন দিকে বাস করলেও মাঝখানের বস্তু গোপন থাকবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারা এ প্রাসাদ লাভ করবে? উত্তর দিলেন, সে সকল লোক এসব প্রাসাদ লাভ করবে, যারা সুভাষী ও উত্তম বাক্যালাপ করে। অধিক হারে রোযা পালন করে ও দুস্থ-দরিদ্রকে আহার দান করে। সালামের বিস্তার ঘটায় এবং যখন মানুষ নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে তখন তারা নামাযে রত থাকে। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, طيب الكلام তথা সুভাষণ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হল سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر এ কালিমাগুলো কিয়ামত দিবসে সামনে ও পেছনে ফিরিশতাদের জামাত সহকারে উপস্থিত হবে। এরপর

প্রশ্ন করা হল, وصال الصيام (বিসালুস সিয়াম) দ্বারা উদ্দেশ্য কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি রমযানে পূর্ণ রোযা রাখে ও পরবর্তীতে সুযোগ পেয়ে রোযা রাখে, এটাই وصال الصيام -এর উদ্দেশ্য। আবার জিজ্ঞাসা করা হল اطعام الطعام দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন اطعام الطعام দ্বারা উদ্দেশ্য হল, স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য জীবিকা উপার্জন করা। অতঃপর প্রশ্ন করা হল, افشاء السلام (সালামের বিস্তার ঘটানো) দ্বারা উদ্দেশ্য কি? বললেন, তোমার মুসলিম ভাইদের সাথে মোসাফাহা করা ও সালাম বিনিময় হল افشاء السلام দ্বারা উদ্দেশ্য। এরপর জিজ্ঞাসা করা হল, الصلوة والناس نيام দ্বারা কোন নামায উদ্দেশ্য? উত্তর দিলেন, এর দ্বারা এশার নামায উদ্দেশ্য।

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, উক্ত হাদীসে হাফস ইবনে উমর অজ্ঞাত পরিচয়। কেননা, আমার জানা মতে তার থেকে শুধু মাত্র আলী ইবনে হারই বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (ইবনুল কাইয়্যিম) বলব, তার উপাধি ছিল কাফ্‌র। তার থেকে মুহাম্মদ ইবনে গালিব ও আলী ইবনে হারব উভয়েই বর্ণনা করেছেন। উভয় ছিকা তথা নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে ইবনে আদিও ইবনে হাব্বান তাকে দুর্বল স্তরের বর্ণনাকারী রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। অন্যান্য বর্ণনায় এই হাদীসের অনুরূপ ভাষ্য পাওয়া যায়। والله اعلم

ফাওয়ায়েদে ইবনুস সামাকে সনদসহ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের প্রাসাদ সম্পর্কে জানাব? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমাদের মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। অবশ্যই বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, জান্নাতে প্রত্যেক প্রকারের মণি-মাণিক্যে খচিত প্রাসাদ থাকবে। তার অভ্যন্তর বাইর থেকে এবং বহিরাংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে। তাতে রয়েছে এমন স্বাদ ও নিআমত, যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, এমনকি কোন মানব হৃদয়ে যার কল্পনা পর্যন্ত অঙ্কিত হয়নি।

হযরত জাবির রা. বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারা এ সকল প্রাসাদ লাভ করবে? জবাব দিলেন, সে সকল লোক, যারা সালামের বিস্তার ঘটায়, দুস্থ ও দরিদ্রদের আহার দান করে, অধিক হারে রোযা রাখে, মানুষ যখন নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে, তখন তারা নামাযরত থাকে।

জাবির রা. বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার দ্বারা তা সম্ভব? জবাব দিলেন, আমার উম্মতের জন্য তা সম্ভব। আমি তোমাদেরকে তাদের পরিচয় অবহিত করছি। যে ব্যক্তি অপর মুসলিম ভাই-এর সাথে সাক্ষাত হলে সালাম পেশ করল, সালামের জবাব দিল, সে সালামের বিস্তারের আমল করল। যে ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য তৃপ্তি সহকারে খাবারের ব্যবস্থা করল, সে إطعام الطعام এর আমল করল। যে ব্যক্তি রমাযানের রোযাসহ প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখবে, সে অধিক হারে রোযা আদায়ের আমল সম্পন্ন করল। আর যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ইশার নামায আদায় করল সে صلي اليل والناس نيام এর আমল করল।

উক্ত হাদীসের সনদে যদিও দুর্বলতা রয়েছে। সাথে সাথে অন্যান্য বর্ণনার ভাষ্য তা সমর্থন করে।

## জান্নাতীরা আপন নিবাস দেখেই চিনে ফেলবেন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

*যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনও তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন।*[২৫৩]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহ. বলেন, জান্নাতীগণ স্ব-স্ব ভবন ও নিবাস এমনভাবে চিনে নিবে, তাতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি হবে না। যেন সে আজন্ম সেখানেই বসবাস করেছে, এমনকি তারা কারো নিকট পথ-নির্দেশনাও চাবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জুম'আর নামায আদায় করে ফিরে গিয়ে মানুষ যেমনিভাবে স্ব-গৃহ চিনে নেয়, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করে স্ব-স্ব নিবাস তদপেক্ষা ভালভাবে চিনে নিবে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, তোমরা জুম'আর নামায পড়ে ফিরে এসে যেমনিভাবে আপন গৃহ চিনে নাও জান্নাতীগণও ঠিক তেমনিভাবে স্ব-স্ব নিবাস চিনে নিবে। অধিকাংশ মুফাস্সিরের উক্তিও তাই। এসকল মতের

---

২৫৩. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ৪-৬

সমষ্টি তা-ই, যা আবূ উবায়দা রহ. বলেছেন, عَرَّفَهَا لَهُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাতীগণ তাদের নিবাসকে কারো নিকট জিজ্ঞাসা করা ব্যতীতই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিনে নিবে।

হযরত মুকাতিল ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশিতা জান্নাতে আগে আগে হাঁটতে থাকবে আর লোকেরা তার পেছনে পেছনে চলতে থাকবেন। ফিরিশতা তার ভবনে প্রবেশ করে তাকে সকল বস্তুর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন। মু'মিন ব্যক্তি নিজ নিবাসে প্রবেশ করে স্ত্রীর নিকট পৌছলে ফিরিশতা ফিরে আসবেন।

সালামাহ ইবনে কুহায়ল রহ. বলেন, عرفهالهم এর অর্থطرفهالهم অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এমন পথ তৈরী করে রেখেছেন যে পথ ধরে তারা স্ব- স্ব- নিবাসে পৌছতে পারবে।

হাসান বসরী রহ. বলেন, পৃথিবীতে তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা সেই বর্ণনার আলোকে জান্নাত চিনে ফেলবে। এ মতানুযায়ী عَرَّفَهَا لَهُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তাদের নিকট জান্নাতের যে গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, তাদেরকে সে জান্নাতেই দাখিল করাবেন। عَرَّفَهَا لَهُمْ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লিখিত মতামতগুলো সেক্ষেত্রে, যখনعرف শব্দটির শব্দমূল تعريف অর্থাৎ পরিচয় জ্ঞাপন হবে। কতক ভাষাবিদের মতে তার শব্দমূল হল عرف। উত্তম ও উন্নত সুগন্ধি, তখন বাক্যটির অর্থ হল طيبهالهمঅর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের জন্য জান্নাতকে সুগন্ধিময় করে সৃষ্টি করেছেন। এর থেকেই উৎকলিত طعام معرف অর্থাৎ সুগন্ধিময় খাবার। এটি যুজাজ রহ.-এর উক্তি।

কেউ বলেন, عرف শব্দটির অর্থ হল অনুগামী অর্থাৎ জান্নাতের সুগন্ধি ও স্বাদসমূহ জান্নাতীদের অনুগামী-অধীনস্থ হবে। তবে প্রথম উক্তিটি অধিক গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তাআলা সকলকেই স্ব-স্ব মনযিল ও গৃহ চিনিয়ে দিবেন, যেন অন্যদিকে অতিক্রম না করে।

সহীহ বুখারীতে[২৫৪] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদল মু'মিন যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী একটি সেতুতে বাধা দেয়া হবে। সেখানে তারা পরস্পরে দুনিয়াতে যে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করেছে তার প্রতিশোধ নিবে। এরপর যখন সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন থেকে মুক্ত হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার জীবন, তারা তখন জান্নাতে আপন নিবাসকে এত দ্রুত ও সহজেঁ তেমনি করে চিনবে যতটা সহজে পৃথিবীতে আপন গৃহকেও চেনা সম্ভব হয় না।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যিনি আমাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই সত্তার শপথ! তোমরা পৃথিবীতে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকেও ততটা চিন না যতটা জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর স্বীয় স্ত্রী ও নিবাসকে চিনবে।

## জান্নাতে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রবেশানুষ্ঠান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا *যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।*[২৫৫]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا *যে দিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমান রূপে সমবেত করব।*[২৫৬]

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا আয়াতটি প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন। হযরত আলী রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! وَفْدًا (ওফদ) তো আরোহী অবস্থাকেই বলে। (কিন্তু এখানে আরোহী অবস্থা কিভাবে হবে) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার জীবন, যখন তারা (জান্নাতীরা) কবর দেশ থেকে উত্থিত হবে, তখন তারা তাদের সামনে ডানা বিশিষ্ট শ্বেত-শুভ্র উষ্ট্রী দেখতে পাবে, যার হাওদা হবে স্বর্ণের। পায়ের ক্ষুরের ধারাগুলো পর্যন্ত ঔজ্জ্বল্যমান ও স্বচ্ছ হবে। সে উষ্ট্রীগুলোর পদচিহ্নগুলোর ঔজ্জ্বল্য দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত দেখা যাবে। যখন জান্নাতের দরযায় পৌছবে, তখন ফটকের পাতার উপর লাল ইয়াকুতের

---

[২৫৫] সূরা যুমার, আয়াত : ৭৩

[২৫৬] সূরা মারয়াম, আয়াত. ৮৫

শৃঙ্খল থাকবে, যার চতুর্পার্শ্বে সোনালী কাঠ রয়েছে। জান্নাতের দ্বার সংলগ্ন একটি বৃক্ষ থাকবে। যার শেকড় হতে দুটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। যখন একটি হতে পানি পান করবে, তখন তার চেহারার প্রশান্তি ও সজীবতা প্রতিভাত হবে। আর অন্যটি হতে যখন ওযু করবে তখন তাদের কেশগুচ্ছ এতটাই ঝরঝরে হয়ে যাবে যে, আর কখনই এলোমেলো হবে না।

অতঃপর তারা শৃঙ্খল দ্বারা দরযায় আঘাত করলে সে আঘাতের শব্দ হূরদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হলে, তারা বুঝে ফেলবে যে তাদের স্বামীরা এসে গেছে। তখন তারা জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ককে দ্বার উন্মোচন করতে বললে দরযা খুলে দেওয়া হবে। যদি সে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় পূর্বে না পেত, তবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তির চেহারায় দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য দেখে সিজদায় লুটে পড়ত। তখন সে বলবে, আমি তোমারই তত্ত্বাবধায়ক, তোমার তত্ত্বাবধানের জন্য আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তখন সে তার পেছনে পেছনে চলতে চলতে এক পর্যায়ে স্বীয় স্ত্রীর নিকট পৌঁছে যাবে।

সেই জান্নাতী স্ত্রী নি:শব্দ পদে তাঁবুর ভেতর থেকে বাইরে বের হবে এবং তাকে বুকে জড়িয়ে প্রণয় বিজড়িত কণ্ঠে বলবে, তুমিই আমার ভালবাসা আর আমি তোমার ভালবাসা। আমি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হব না। আমি সর্বদা হৃষ্টচিত্ত ও প্রফুল্ল থাকব, কখনো অস্থির ও পেরেশান হব না। এখানে আমি চিরদিন থাকব, কখনো অন্য কোথাও যাব না। অতঃপর সে তার বাসভবনে প্রবেশ করবে। এই ভবনের ফ্লোর থেকে ছাদের দূরত্ব এক লক্ষ গজ। মুক্তার মালা ও ইয়াকুত পাথর দ্বারা তা নির্মিত। সেগুলোর মাঝে কিছু পাথর থাকবে হলুদ। পাথরগুলো একটির সাথে অপরটির কোন সামঞ্জস্য নেই। অতঃপর সে সজ্জিত খাটের নিকট পৌঁছবে। সে খাটে সত্তরটি বিছানা থাকবে। সে বিছানার উপর সত্তর জন স্ত্রী শোভা পাবে। প্রত্যেক স্ত্রীর পরনে সত্তর জোড়া কাপড় থাকা সত্তেও পায়ের গোছার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। পূর্ণ এক রাত পরিমাণ সময় সে স্ত্রীদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি পূর্ণ করবে। জান্নাতবাসীদের প্রাসাদের তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। انهار من ماء غير آسن وانهار من عسل مصفى। *কিছু নদী থাকবে নির্মল পানির, তাতে বিন্দুমাত্র ময়লা থাকবে না। কিছু আছে পরিশোধিত মধুর নদী, যা মৌমাছির পেট থেকে নির্গত নয়* وانهار من خمر

لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ *আরো থাকবে অতুলনীয় স্বাদ বিশিষ্ট সুরার নদী। আরো থাকবে কয়েকটি দুগ্ধ নদ, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, যা গাভীর পেট হতে নির্গত নয়।*[২৫৭]

যখন জান্নাতী ব্যক্তির আহারের ইচ্ছা জাগবে, তখন তার সামনে সাদা পাখী এসে উপস্থিত হবে। পাখীর গা থেকে পালক তুলে তা ভুনা হয়ে পরিবেশিত হবে। জান্নাতী তার পাঁজর হতে খেতে আরম্ভ করবে । সে যেই স্বাদে খেতে চাবে তেমন স্বাদই পাবে। অতঃপর সে পাখী পুনরায় উড়ে চলে যাবে। এছাড়াও জান্নাতে ফল ঝুলতে থাকবে। যখন জান্নাতী ফল খাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন গাছের ডালটি এমনিতেই তার প্রতি ঝুঁকে পড়বে আর সে হেলান দিয়ে তার ফল খেতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ দুই উদ্যানের ফল নিকটবর্তী হবে এবং ফলগুলো ঝুলতে থাকবে। তার সামনে মুক্তার ন্যায় ঔজ্জ্বল্যমান সেবক থাকবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে হযরত নো'মান ইবনে সা'দ হতে يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর কসম! তারা পদব্রজে গমনকারীদের ন্যায় পদব্রজে একত্রিত হবে না বরং এমন উষ্ট্রীতে আরোহণ করে তারা একত্রিত হবে যা কখনো কোন মানব চক্ষু অবলোকন করেনি। সে উষ্ট্রীর পিঠে স্বর্ণের হাওদা থাকবে এবং তার বলগা হবে পোখরাজ পাথরের। জান্নাতী তাতে আরোহন করে জান্নাতের দ্বার পর্যন্ত পৌছবে।

আলী ইবনে জা'দ তার জা'দিয়াতে স্ব-সনদে হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা করেন, যে সকল লোক তাদের স্বীয় প্রভুকে ভয় করে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা জান্নাতের দরযায় পৌছলে একটি বৃক্ষ পাবে, যে বৃক্ষের মূল থেকে দুটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছে। তখন একটি প্রস্রবণের দিকে এমনভাবে ছুটবে, যেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে প্রস্রবণ হতে তারা পানি পান করলে তাদের পেটে

---

[২৫৭]. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৫

কোন ময়লা ও অপবিত্রতা থাকবে না। অতঃপর তারা অন্য প্রস্রবণের দিকে ছুটবে। সেখান থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। তখন তাদের চেহারায় প্রশান্তি ও সজীবতার ছাপ দেখা যাবে। এরপর আর কখনো তাদের চেহারায় কোন পরিবর্তন হবে না। কখনো ধূলিমলিন হবে না। তাদের কেশগুচ্ছে কখনো বিক্ষিপ্ততার স্পর্শ লাগবে না; বরং এমন হবে, যেন তাতে তিল লাগানো হয়েছে। অতঃপর সে জান্নাতের প্রহরীদের নিকট পৌঁছে তাদের সালাম করলে প্রহরী তাকে বলবে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি পবিত্র। চিরদিনের জন্য তুমি এ জান্নাতে প্রবেশ কর।

হযরত আলী রা. বলেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর তার আশাপাশে বালক সেবকের দল তেমনিভাবে ঘুরঘুর করতে থাকবে, যেমনিভাবে কোন স্বজন অনেক দিন পর এলে শিশুরা তার পাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। তারা তাকে বলবে, আপনি সে সকল নিআমতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যেগুলো আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। এরপর তাদের মধ্য হতে একজন সেবক তাকে নিয়ে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট অনিন্দ্য রূপসী কোনো এক স্ত্রীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলবে, অমুক এসে গেছে। দুনিয়াতে তার যে নাম ছিল, তাকে সে নামেই ডাকা হবে। সে বালক তাকে বলবে, তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। সে তো আমারই পেছনে পেছনে ছিল। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বে। এমনি অবস্থায় সে তার বাসভবনের নিকট এসে উপস্থিত হবে। অতঃপর বাসভবনে প্রবেশ করে দেখতে পাবে, তার ভিত্তি তৈরী হয়েছে মুক্তা পাথর দ্বারা। তার উপরে লাল, সবুজ, নীল, প্রত্যেক রংয়ের সুউচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ রয়েছে। ছাদের দিকে তাকালে দেখতে পাবে যেন বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আলোকজ্জ্বল। যদি আল্লাহ তাআলা তা তার জন্য নির্ধারিত না করতেন, তবে তার আলো তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিত। যখন সে মাথা ঝুঁকিয়ে উঁকি দেবে, তখন সে তার স্ত্রীদের ও সেখানে রাখা পান পাত্রসমূহ এবং সারি সারি করে বিছিয়ে রাখা গালিচা ও মখমলের বালিশ দেখতে পাবে। সেখানে হেলান দিয়ে বসে বলবে الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ *সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদেরকে এ*

*পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনো এ পথ পেতাম না*[২৫৮]।

তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা সদা জীবিত থাকবে। কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সর্বদা এখানেই থাকবে, অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হবে না। সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত হুমাইদ ইবনে বিলাল রা. হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে জান্নাতীদের আকৃতি প্রদান করা হবে। জান্নাতী পোশাক ও অলংকার পরিধান করানো হবে। সে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সেবকদের দেখতে পেয়ে এতটাই আনন্দে উদ্বেলিত হবে, যদি সেখানে মৃত্যু সম্ভব হত, তাহলে সে আনন্দের আতিশয্যে মৃত্যুবরণ করত। তাকে বলা হবে, তোমার এ আনন্দ সম্পর্কে তোমার অনুভূতি কি? তুমি কি জান, তোমার এ আনন্দ ক্ষণিকের নয়; বরং চিরস্থায়ী আনন্দ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আবূ আবদুর রহমান আল হাবালী রহ. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতী ব্যক্তি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তার সাথে এমন সত্তর হাজার সেবক সাক্ষাৎ করবে যারা হবে মুক্তার ন্যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হযরত আবূ আব্দুর রহমান আল মুআফিরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতী ব্যক্তিদের জন্য দুসারি সেবক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা তার পেছনে পেছনে চলতে থাকবে।

আবূ নাঈম রহ. আবূ সালামাহ রহ. এর সূত্রে যাহ্হাক রহ. হতে বর্ণনা করে বলেন, যখন জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তার আগে ফিরিশতা থাকবে, ফিরিশতা যখন তাকে তার গলিতে নিয়ে যাবে। তখন বলবে, তাকাও তো, কি দেখা যায়? সে বলবে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অনেক প্রাসাদ ও অনেক সুহৃদ দেখতে পাচ্ছি। তখন ফিরিশতা বলবে, এ সবই

---

[২৫৮]. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৪৩

তোমার। এমতাবস্থায় তারা পরিদৃষ্ট হবে এবং তারা তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। সবদিক থেকে বলতে থাকবে, আমরা তোমারই জন্য। ফিরিশতা তাকে বলবে, হাঁটতে থাক এবং বলবে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? সে বলবে, শিবিরে অনেক সৈন্য দেখতে পাচ্ছি এবং অনেক সুহৃদ দেখতে পাচ্ছি। ফিরিশতা বলবে, এসবই তোমার। যখন সে তাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন তারা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, আমরা তোমারই জন্য।

সহীহায়নে[২৫৯] হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের সত্তর হাজার অথবা বলেছেন, ষাট হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পরস্পরে মিলে মিলে একে অপরে হাত ধরাধরি করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ঔজ্জ্বল্যময় হবে তাদের অবস্থা।

---

[২৫৯] বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৬৯, মুসলিম খ. ১ পৃ. ১১৬

## জান্নাতীদের দৈহিক সৌন্দর্য ও চরিত্র মাধুরিমা

ইমাম আহমদ রহ.[২৬০] স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ. কে নিজ পসন্দনীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দৈর্ঘ্য হল ষাট হাত। তাঁকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন, ফিরিশতাদের ঐ দলকে সালাম কর এবং তারা কি উত্তর দেয় তা শুন। তারা যে জবাব দেবে তাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম ও জবাব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত আদম আ. গিয়ে বললেন,السلام عليكم। জবাবে তারা বলল السلام عليكم ورحمة الله। অর্থাৎ তারা শুধু رحمة الله শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে পবেশ করবে, সে-ই হযরত আদম আ. এর আকৃতিতে প্রবেশ করবে। হযরত আদম আ. ছিলেন ষাট হাত লম্বা; কিন্তু মানুষের অবয়ব খাটো হতে হতে বর্তমান আকৃতিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইমাম আহমদ রহ.[২৬১]স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে লোমবিহীন (অবাঞ্ছিত লোম থেকে মুক্ত হয়ে) কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্ট, কাজল কালো আঁখি বিশিষ্ট ও ৩৩ বছরের যুবক হবে। হযরত আদম আ.-এর

---

২৬০. মুসনাদে আহমাদ খ.২ পৃ. ৩১৫

২৬১. মুসনাদে আহমদে খ. ২ পৃ. ২৯৫

ন্যায় ষাট হাত দৈর্ঘ এবং ষাট হাত প্রস্ত বিশিষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেন, হাম্মাদ একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জামে'তিরমিযীতে[২৬২] শাহর ইবনে হাওশাবের মাধ্যমে আব্দুর রহমান ইবনে গানাম রহ. হযরত মু'আয রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে মাথা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশে লোমবিহীন, কাজল কালো চোখ বিশিষ্ট ৩৩ বছরের যুবক হবে।

আবূ বকর ইবনে দাউদ স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ হযরত আদম আ.-এর আকৃতিতে হবে। তাদের বয়স ৩৩ বছরের কাছাকাছি হবে। মাথা ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশে লোমবিহীন কাজল কালো চোখ বিশিষ্ট হবে। তাদেরকে জান্নাতের একটি বৃক্ষের নিকট পৌঁছে দেয়া হবে। তা থেকে তারা পোশাক পরিধান করবে, তাদের পোশাক কখনো পুরাতন হবে না, কখনো তাদের যৌবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত লাভকারী পৃথিবীতে ছোট থেকে মারা যাক কিংবা বড় হয়ে মারা যাক, তাকে জান্নাতে ২৩ বছরের যুবকে পরিণত করা হবে, সে চিরকাল এ বয়সেই থাকবে। জাহান্নামীদের অবস্থাও এমনি হবে।

উক্ত হাদীসের সাথে পূর্বোক্তি বর্ণনাগুলোর কোন বিরোধ নেই। (যদিও পূর্বোক্ত হাদীসে রয়েছে যে, ৩৩ বছরের যুবকে পরিণত করা হবে আর উক্ত হাদীসে রয়েছে ২৩ বছরের যুবকে পরিণত করা হবে, সুতরাং উভয়টার মাঝে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়) কারণ, আরবগণের অভ্যাস হল তারা দশকের পর কোন একক বৃদ্ধি পেলে কখনো তা উল্লেখ করে, কখনো তা উল্লেখ করে না। যারা একক উল্লেখ করেছেন, তারা ৩৩ বছর উল্লেখ করেছেন আর যারা একক উল্লেখ করেননি, তারা ২৩ বছর উল্লেখ করেছেন। এটি আরবদের ভাষায় প্রসিদ্ধ একটি রীতি।

---

২৬২. খ. ২, পৃ. ৮১

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে হযরত আদম আ.-এর আকৃতি সমান অর্থাৎ ষাট হাত লম্বাকৃতির হবে। সৌন্দর্যের দিক থেকে হযরত ইউসুফ আ.-এর ন্যায় হবে। আর হযরত ঈসা আ. এর ন্যায় বয়স হবে ৩৩ বছর। (হযরত ঈসা আ. কে এ বয়সে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে।) বাক্যালাপে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় সুমিষ্ট ভাষী হবে। শরীর হবে লোমহীন, চোখ হবে কাজল কালো।

ইবনে ওয়াহাব রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে হযরত আদম আ.-এর আকৃতির অর্থাৎ ষাট হাত লম্বা হবে। জান্নাতে তাদের জন্য সে হিসাবেই খাট তৈরী করা হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যারা জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেবে তাদের আকৃতি হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায়। আর যারা তাদের নিকটবর্তী থাকবে তারা আকাশের জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল নক্ষত্র অপেক্ষাও আলোকোজ্জ্বল থাকবে। আর তাদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝ *আমি তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষ দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে*[২৬৩]।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা জানালেন, তাদের পরস্পরে হৃদ্যতা থাকবে ও তারা পরস্পরে সামনা সামনি থাকবে।

সহীহায়নে[২৬৪] বর্ণিত আছে, জান্নাতীদের অন্তর একাত্মর ন্যায় হবে (অর্থাৎ তাদের সকলের চাহিদা এক ধরনের হবে, কারো প্রতি কারো কোন প্রকার বিদ্বেষ থাকবে না) তারা তাদের পিতা আদম আ.-এর আকৃতিতে ষাট হাত লম্বা হবে। উক্ত বর্ণনায় خلق শব্দটির خاء এর মাঝে যবর হলে অর্থ হবে, বাহ্যিক আকৃতি আর خاء এর মাঝে যের হলে অর্থ হবে, চরিত্র। অর্থাৎ

---

২৬৩ সূরা হিজর, আয়াত : ৪৭

২৬৪ বুখারী খ. ১ পৃ ৪২০, মুসলিম, খ. ২ প. ৩৭৯

তারা দৈর্ঘ-প্রস্থ ও বয়সের ক্ষেত্রে সম পর্যায়ের হবে। যদিও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হবে। তাদের স্বভাব চরিত্র ও অন্তরের ব্যাপারে বুখারীতে যে বর্ণনা এসেছে তাতে রয়েছে, জান্নাতীদের পরস্পরে কোন প্রকার বিরোধ থাকবে না। কারো প্রতি কারো কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের অন্তর হবে একাত্মার ন্যায়, সকাল-সন্ধা তারা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করবে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা জান্নাতী মহিলাদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন, তারা সমবয়সী হবে। কেউ বৃদ্ধা থাকবে না বরং সকলেই যুবতী থাকবে।

অবয়বের এ পরিমাণ দৈর্ঘ প্রস্থ ও একই পরিমাণ বয়স হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ হিকমত রয়েছে যা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। কেননা আত্মিক প্রশান্তি স্বাদ উপভোগের ক্ষেত্রে এ বয়স ও আকৃতিই সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী ও পরিপূরক। এ দু'য়ের (বয়স ও অবয়ব) সমন্বয়ের ফলে এমন শক্তিশালী হবে, একদিনে একশত কুমারী রমণীর সাথে রতি ক্রিয়ায় মিলিত হতে পারবে।

দৈর্ঘ ও প্রস্থের ক্ষেত্রে এটিই অধিক উপযো। কেননা, এর চেয়ে কম বা বেশি হলে সমতা বিনষ্ট হবে। কেননা যদি দৈর্ঘ এ পরিমাণ হত কিন্তু প্রস্থ কম হত, তবে তাও অনুপযোগী ও কুশ্রী হত। সুতরাং দৈর্ঘ ও প্রস্থের এটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

## সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

*এ রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে, যার সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মারয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি।*

হযরত মুজাহিদ রহ. অন্যরা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, مَّن كَلَّمَ اللَّهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, হযরত মূসা আ. আরرفع بعضهم درجات দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

মি'রাজের ঘটনা বিবৃত হাদীসে রয়েছে (এটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরাম একমত) যখন মি'রাজ রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা আ.-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন হযরত মূসা আ. বললেন, হে প্রভু আমার! আমারতো ধারণা ছিল, আপনি অন্য কাউকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবেন না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন স্থানে পৌছলেন যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কারো ধারণা নেই। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সে স্থান সম্পর্কে জানেন। এমনকি তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছে গেলেন।

সহীহ মুসলিমে[২৬৫] হযরত আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যখন মুয়াযিযন আযান দেয়, তখন তোমরাও তার সাথে আযানের বাক্যাবলী পুনরাবৃত্তি কর এবং আমার প্রতি দুরূদ পড়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন আর তোমরা আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর। ওসীলা হল, জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজনই লাভ করবে, আমি আশাবাদী, আমিই হব সে ব্যক্তি। যে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে যাবে।

সহীহ মুসলিমে[২৬৬] হযরত মুগীরাহ ইবনে শোবা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মূসা আ. আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, জান্নাতে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তি কে? আল্লাহ তাআলা বললেন, সকল জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশের পর এক ব্যক্তি আসবে (যাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে) তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! কিভাবে আমি জান্নাতে প্রবেশ করব? জান্নাতীগণতো নিবাস ও নেয়ার বস্তুগুলো নিয়ে নিয়েছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি চাও যে, তোমাকে সে পরিমাণ সম্পদ ও প্রাচুর্য প্রদান করা হোক, যে পরিমাণ সম্পদ ও প্রাচুর্য দুনিয়ার কোন বাদশাহকে প্রদান করা হয়। সে বলবে, আমি এতেই সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমাকে এ পরিমাণ ও এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি প্রদান করা হল। সে বলবে, প্রভু! আমি এতে সন্তুষ্ট।

মূসা আ. পুনরায় প্রশ্ন করলেন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি কে? আল্লাহ তাআলা বললেন, সে হল ঐ ব্যক্তি, যার জন্য আমি নিজ কুদরতী হাতে সম্মানের বৃক্ষ রোপণ করেছি। তাতে এমন নিশানা লাগিয়ে দিয়েছি, যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি। এমনকি কোন মানব হৃদয়ে যার চিন্তাও উদয় হয়নি।

---

২৬৫ খ. ১, পৃ. ১৬৬

২৬৬ খ. ১. পৃ. ১০৬

ইমাম তিরমিযী স্ব-সনদে হযরত ইবনে উমর হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের হল সে ব্যক্তি, যার উদ্যান, সেবক, স্ত্রী, মসনদ ও খাট এ পরিমাণ জায়গা জুড়ে বিস্তৃত থাকবে, যাকে এক সহস্র বছরেও অতিক্রম করা যাবে না। আর জান্নাতীদের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সে ব্যক্তি, যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে সৌভাগ্যবান হবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○ *সেদিন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে*[২৬৭]।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, উক্ত হাদীসটি কেউ মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ ইবনে উমর-এর পর মাওকূফ রেখেছেন। আমি (ইবনুল কায়্যিম) বলব, ইমাম তাবারানী তাঁর মু'জামে সনদ সহ উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাতে সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাত লাভ করার পর তার নিআমতসমূহ দু'সহস্র বছর পর্যন্ত দেখেও শেষ করতে পারবে না। সে যেমনিভাবে নিকটবর্তী বস্তু দেখবে, তেমনিভাবে অতি দূরের বস্তুও দেখবে। তার স্ত্রীদেরকে, সেবকদেরকেও দেখবে এবং তার জন্য তৈরী খাটসমূহও দেখবে।

আবূ নাঈম রহ. হযরত ইবনে উমর রা.-এর হাদীসটি ছুওয়াইর হতে ইসরাঈল-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। ছুওয়াইর বলেন, ইবনে উমর এ হাদীসটি মারফূই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ.[২৬৮] স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জান্নাতীর তিনশত সেবক থাকবে। তাকে সকাল-সন্ধ্যা তিনশত বাটিতে করে খাবার প্রদান করা হবে। প্রত্যেক বাটির খাবারের রং ও স্বাদ থাকবে ভিন্ন ভিন্ন। সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাটির খাবারেই স্বাদ আস্বাদন করবে। আমার জানামতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে বাটিগুলো হবে স্বর্ণের। তাকে

---

[২৬৭] সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২- ২৩

[২৬৮] মুসনাদে আহমদ খ. ২, পৃ. ৫৩৭

তিনশত পাত্রে পানীয় দেওয়া হবে। প্রত্যেক পাত্রের পানীয়ের রং ও স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হবে। সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক পাত্রের পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করবে। তাকে দুনিয়ার স্ত্রী ব্যতীত আরো ৭২জন হূর স্ত্রী দেয়া হবে। প্রত্যেক হূরের বসার জন্য মাইল খানেক জায়গার প্রয়োজন পড়বে।

আমি (ইবনুল কায়্যিম) বলব, ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সাকিন ইবনে আবদুল আযীযকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। আর এ হাদীসের অন্য বর্ণনাকারী শাহর ইবনে হাওশাব তো প্রসিদ্ধ দুর্বল রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীসটি মুনকার, সহীহ হাদীসের সাথে বিরোধপূর্ণ। কেননা, ষাট গজ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গীর বসার জন্য মাইল খানেক জায়গার প্রয়োজন কোনো মতেই হতে পারে না।

আর সহীহায়নে যে বর্ণিত রয়েছে, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী কাফেলার প্রত্যেক সদস্যের জন্য দু'জন করে হূর থাকবে। তাহলে এটা কি করে হয়, সর্বনিম্ন জান্নাত লাভকারী ব্যক্তি ৭২জন স্ত্রী লাভ করবে। অথচ জান্নাতে তো দুনিয়ার মহিলা অনেক কম হবে, তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তি একদল স্ত্রী লাভ করবে। তাছাড়া স্বর্ণের জান্নাত দু'টি রৌপ্যের জান্নাত দু'টি অপেক্ষা উন্নতমানের ও উচ্চ মর্যদাশীল হবে। তাহলে এটা কি করে হয়, সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তিই স্বর্ণের জান্নাত লাভ করবে।

দুলাবী রহ. বলেন, শাহর ইবনে হাওশাব তার বর্ণিত হাদীস অন্যদের মত বর্ণনা করেননি।

ইবনে আওন রহ. বলেন, লোকজন শাহর ইবনে হাওশাবের হাদীস বর্জন করেছে। ইমাম নাসাঈ ও ইবনে আদী রহ. বলেন, শাহর ইবনে হাওশাব নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নয়।

আবূ হাতিম রহ. বলেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। শো'বা রহ. ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ.তাকে বর্জন করেছেন। অথচ তাঁরা উভয়ে হাদীস সহীহ ও যইফ হওয়া সম্পর্কে অধিক অবগত। যদিও কেউ কেউ শাহর ইবনে হাওশাবকে নির্ভরযোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু শাহর ইবনে হাওশাব এমন স্তরের বর্ণনাকারী, যেই স্তরের বর্ণনাকারীরা যদি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীত কিছু বর্ণনা করে, তাহলে তা পরিত্যাজ্য হয়। والله اعلم

## জান্নাতীদের প্রথম উপহার

ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহ মুসলিমে[২৬৯] হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট বসেছিলাম। এসময়ে একজন ইহুদী পণ্ডিত এসে বলল, السلامُ عليكَ يَا مُحَمَّد। হে মুহাম্মদ! আপনাকে সালাম। তখন আমি তাকে এমনভাবে ধাক্কা দিলাম, সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। সে বলল, তুমি আমাকে কেন ধাক্কা দিলে? আমি বললাম, তুমি ইয়া রাসূলাল্লাহ না বলে ইয়া মুহাম্মদ বললে কেন? ইহুদী বলল, আমি তো তাকে সে নামেই ডাকছি, তার পরিবারের লোকেরা তার যে নাম রেখেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমার নাম মুহাম্মদই রেখেছে। ইহুদী বলল, আমি আপনার নিকট কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে জানালে তোমার কি লাভ হবে? ইহুদী বলল, আমি মনোযোগ সহকারে শুনব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, তুমি যা জিজ্ঞাসা করতে চাও জিজ্ঞাসা কর। ইহুদী বলল, যেদিন এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে রূপান্তর করা হবে, সেদিন লোকজন কোথায় থাকবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পুলসিরাতের নিচে

---

[২৬৯] খ. ১, পৃ. ১৪৬

অন্ধকারে থাকবে। ইহুদী পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, কারা সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবে। ইহুদী পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম তাদের উপহার সামগ্রী কী হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশটুকু হবে জান্নাতের সর্বপ্রথম উপহার। ইহুদী পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, এরপর তাদেরকে কি আহার প্রদান করা হবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের জন্য জান্নাতের সে ষাঁড় যবাই করা হবে, যা জান্নাতের বিভিন্ন প্রান্ত চষে বেড়াত। ইহুদী পুনরায় প্রশ্ন করল, তাদের পানীয় কি হবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ছালছাবীল নামক প্রস্রবণ হতে পান করবে। ইহুদী বলল, আপনি সত্যই বলেছেন।

অতপর সে বলল, আমি আপনাকে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চাই, যা এ পৃথিবীর বুকে নবীগণ ও দু'একজন ছাড়া অন্য কেউ জানে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যদি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে তোমাকে বলি, তাহলে তোমার কি উপকার হবে? সে বলল, আমি আপনার কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনব। সে বলল, আমি আপনার নিকট সন্তান সম্পর্কে জানতে চাই। (সন্তান ছেলে বা মেয়ে কিভাবে হয়?) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পুরুষের বীর্য সাদা বর্ণের আর স্ত্রীলোকের বীর্য হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। সুতরাং যখন স্বামী-স্ত্রী রতিক্রিয়ায় মিলিত হয়, তখন যদি স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে ছেলে সন্তান জন্মলাভ করে; আর যদি স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রাধান্য পায়, তাহলে আল্লাহর হুকুমে কন্যা সন্তান লাভ করে। ইহুদী বলল, আপনি সঠিক বলেছেন। অবশ্যই আপনি নবী। সে চলে গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে আমাকে এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাকে অবহিত করার পূর্ব পর্যন্ত আমার কোন জ্ঞানই ছিল না।

সহীহ বুখারীতে[২৭০] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মদীনায় আগমনের সংবাদ এমন সময় পেয়েছেন, যখন তিনি বাগান হতে ফল তুলছিলেন। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করব, যা নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। প্রথমটি হল, কিয়ামতের আলামত কি? দ্বিতীয়টি হল, জান্নাতীদেরকে সর্বপ্রথম কী খাবার দেওয়া হবে? তৃতীয়টি হল, সন্তান তার পিতা মাতার সদৃশ হয় কি করে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে জিবরীল আ. এখন এসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন, জিবরীল এসে অবহিত করলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, জিবরীলই আমাকে জানিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, ফিরিশতাদের জিবরীলতো ইহুদীদের দুশমন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ *বল, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এ জন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছেন*[২৭১]।

সুতরাং শুন তোমার প্রশ্নের উত্তর, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন তো হল অগ্নিগোলকের আবির্ভাব ঘটবে, যা পূর্ব হতে পশ্চিম সকল প্রান্তের মানুষদেরকে একত্রিত করবে আর জান্নাতীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশটুকু। সন্তান পিতা-মাতার সদৃশ হওয়ার কারণ হল, সহবাসের সময় যদি স্বামীর বীর্য স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে সন্তান তার পিতৃকুলের সদৃশ হয়, যদি স্ত্রীর বীর্য স্বামীর বীর্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে সন্তান তার মাতৃকুলের সদৃশ হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله

---

২৭০. খ. ২ পৃ. ৬৪৩

২৭১. সুরা বাকারা, আয়াত : ৯৭

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই, আপনি আল্লাহ তাআলার রাসূল।

হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই ইহুদী এক অপবাদপ্রবণ জাতি। যদি আমার ব্যাপারে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করার পূর্বে আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তারা জানতে পারে, তবে তারা আমার ব্যাপারে অপবাদ দিবে। সুতরাং আমার ব্যাপারে আপনিই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। যখন ইহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মাঝে কেমন ব্যক্তি? তারা বলল, সে তো আমাদের অত্যন্ত পসন্দনীয় ব্যক্তি ও পসন্দনীয় ব্যক্তির পুত্র। সে তো আমাদের নেতা এবং নেতার পুত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বলল, আল্লাহ তাআলা তাকে এর থেকে রক্ষা করুক। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বেরিয়ে এসে বললেন,

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله

ইহুদীরা তাঁর মুখ থেকে এ কালিমা শুনে বলতে শুরু করল, সে তো আমাদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির ছেলে। তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ব্যাপারে অনেক নিকৃষ্টতম ভাষা ব্যবহার করল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ বিষয়টিরই ভয় ছিল।

সহীহায়নে[২৭২] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি পাতলা রুটির ন্যায় হবে। প্রভু পরাক্রমশালী তা এমনিভাবে উলটপালট করবেন যেমনিভাবে তোমরা সফরে রুটি উলটপালট কর। তখন ইহুদীদের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবুল কাসেম! তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলা বরকত অবতীর্ণ করুক। আমি কি আপনাকে কিয়ামত দিবসে জান্নাতীদের আপ্যায়ন সম্পর্কে বলব না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন নয়? অবশ্যই বলবেন। সে বলল, সেদিন যমীন একটি রুটির ন্যায় হবে, সে ঠিক সেভাবেই বলল, যেভাবে তার আসার পূর্বে নবী

---

[২৭২] বুখারী, খ ২ পৃ. ৯৬৫, মুসলিম খ. ২, পৃ. ৩৭১

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলেছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন, তাতে মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। অতপর সে বলল, আমি আপনাকে জান্নাতের তরকারী সম্পর্কে বললব না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই বলবে। বলল, তা হল উদম এবং নূন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা কি? সে বলল, ষাঁড় এবং এমন মাছ, যার কলিজার অতিরিক্ত অংশ সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। সকল অতিথির জন্য প্রাণী যবাহ করা হয়। আজ আমি তোমাদের জন্য যবাহ করব। এরপর ষাঁড় ও মাছ আনা হবে। আল্লাহ তাআলা সেগুলো যবাহ করে টুকরা টুকরা করে জান্নাতীর আপ্যায়ন করবেন।

## জান্নাতের সুগন্ধি ও সৌরভ

ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুঘ্রাণ একশত বছরের দূরত্ব হতেও পাওয়া যাবে। ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে[২৭৩] স্ব-সনদে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানীর বর্ণনা ও ইমাম বুখারীর বর্ণনায় শুধু এতটুকু পার্থক্য, ইমাম বুখারী রহ. জানাদাহ নামক এক বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি এবং তাঁর বর্ণনায় একশত বছরের জায়গায় চল্লিশ বছরের কথা উল্লেখ আছে।

ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খবরদার! যে ব্যক্তি এমন কোন চুক্তিকারীকে হত্যা করল, যার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহর যিম্মাদারীকে ভঙ্গ করল। এমন ব্যক্তি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্ব হতেই পাওয়া যায়।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকরাহ রা. হতে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীসটি সহীহ ও হাসান পর্যায়ের।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ আমার মতে ইমাম বুখারীর বর্ণনা শর্ত মোতাবেক।

---

২৭৩. খ. ২, পৃ. ১০৩১

আমি (ইবনুল কায়্যিম) বলব, ইমাম তাবারানী রহ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেটি মারফূ। তাতে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিকারীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ একশত বছরের দূরত্ব হতে তার ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ বাকরাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, জান্নাতের খুশ্‌বু একশত বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। এই শব্দে উভয় বর্ণনার মাঝে কোনোভাবে বৈপরিত্য পাওয়া যায় না।

ইমাম বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ. স্ব-স্ব সহীহ গ্রন্থে[২৭৪] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ বিষয়টি তাঁর নিকট অত্যন্ত কষ্টকর মনে হত যে, কাফিরদের সাথে রাসূলুল্লাহর প্রথম যুদ্ধে আমি শরীক হতে পারি নাই। আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে এরপর কখনো রাসূলুল্লাহর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দান করেন, তবে আমি দেখিয়ে দেব যে, আমি কি করতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের ময়দানে হযরত মু'য়ায বিন জাবাল রা. তাকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, আহ! জান্নাতের সুবাতাস কতই না চমৎকার! যা আমি ওহুদের পাদদেশে পাচ্ছি।

হযরত আনাস রা. বলেন, তিনি শত্রুদের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।

হযরত আনাস রা. বলেন, তাঁর শরীরে আশিটিরও অধিক তীর ধনুকের আঘাত ছিল। তাঁর বোন অর্থাৎ রবী বিনতে নাযারের ফূফী তার ভাইকে শুধু আঙ্গুলের মাথা দ্বারাই চিনতে পেরেছেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ○ *মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে*[২৭৫]।

---

[২৭৪] বুখারী. খ. ১ পৃ. ৩৯৩, মুসলিম, খ. ২ প. ১৩৯

[২৭৫] সূরা আহযাব, আয়াত : ২৩

হযরত আনাস রা. বলেন, সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উক্ত আয়াত তার ও তাঁর সাথীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, জান্নাতের সুগন্ধি দু'প্রকার। এক প্রকার সুগন্ধি এমন দুনিয়াতেও যার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কখনো কখনো আত্মা তা অনুভব করতে পারে, যদিও বান্দার অনুভবে তা ধরা দেয় না।

অপর সুগন্ধি হল, যা কেবল দেহের নাসিকা রন্ধ্র দিয়ে ফুলের ঘ্রান অনুভব করার মত করে অনুভব করা যায়। এ প্রকার সুগন্ধি সকল জান্নাতীই লাভ করবে। নিকট ও দূর সকল স্থান থেকেই তা অনুভূত হবে।

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও রাসূলগণের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন, তাঁকেই এ সুগন্ধির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

হযরত আনাস বিন নযর যে খোশবু অনুভব করেছেন, হতে পারে তা এ জাতীয় সুগন্ধি অথবা প্রথম প্রকারের সুগন্ধিও হতে পারে। والله اعلم।

আবূ নাঈম রহ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের সুগন্ধি একশত বছরের দূরত্ব হতেও পাওয়া যায়।

তাবারানী রহ. হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের সুগন্ধি একশত বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। আল্লাহর শপথ, মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি এ সুঘ্রাণ পাবে না।

আবূ দাউদ তায়ালেসী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে নিজ বংশধারা যুক্ত করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার খোশবু পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীতে তাঁর বান্দাদেরকে জান্নাতের নিদর্শনাবলী হতে কিছু প্রত্যক্ষ করান। তন্মধ্যে রয়েছে জান্নাতের খোশবু, মনোপূত স্বাদ, সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যাবলী, উত্তম ফল-ফলাদি, বিভিন্ন প্রকার নিআমত, আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও চোখের শীতলতা।

আবূ নাঈম রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার অধিবাসীদের জন্য সজীবতা ও সমৃদ্ধি রয়েছে। সুতরাং তুমি তোমার সৌন্দর্য ও সজীবতা বৃদ্ধি করে দাও। সাহরীর সময় মানুষ যে শীতলতা অনুভব করে তা তারই অংশ। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আগুন ও তার কষ্ট এবং চিন্তা ও পেরেশানীকে আখিরাতের কষ্ট ও পেরেশানীর কথা স্মরণকারী হিসাবে তৈরী করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গরম-ঠাণ্ডা জাহান্নামের শ্বাস নেওয়ার কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে জান্নাতের শ্বাসসহ সেখানকার স্মারক বস্তুসমূহ পৃথিবীতেই প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। والله المستعان।

## জান্নাতে চিরশান্তির ঘোষণা

ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ মুসলিমে[২৭৬] হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. ও হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা অবশ্যই সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তোমরা সর্বদা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা নিআমতে নিমজ্জিত থাকবে, কখনো তোমাদেরকে কোন প্রকার অস্থিরতা ও পেরেশানী স্পর্শ করবে না। ঘোষণাটি আল্লাহর সেই বাণীর মর্মার্থ সমর্থিত। وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ *তোমাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে*[২৭৭]।

উসমান ইবনে আবি শাইবা হযরত আবূ হুরায়রা রা. ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে, তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে কখনো মৃত্যু তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তোমরা সর্বদা নিআমতে নিমজ্জিত থাকবে। কোন প্রকার অস্থিরতা ও পেরেশানীর ছোঁয়াও তোমাদের লাগবে না।

---

২৭৬. খ. ২. পৃ. ৩৮০

২৭৭. সূরা আ'রাফ. আয়াত : ৪৩

সহীহ মুসলিমে হযরত সুহাইব রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীগণ! আল্লাহর নিকট তোমাদের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা বলবে, কি সেই প্রতিশ্রুতি? তিনি তো আমাদের নেকের পাল্লা ভারী করে দিয়েছেন। আমাদের চেহারা শুভ্র ও ঔজ্জ্বল্যময় করেছেন। আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। (এ সকল নিআমত যেহেতু পেয়ে গেছি, তবে এমন আর কি প্রতিশ্রুতি অবশিষ্ট রয়েছে?) তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বড়ত্বের পর্দা উঠিয়ে নিবেন। আর জান্নাতীগণ আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে সকল নিআমত প্রদান করেছেন তার থেকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হবে আল্লাহর দীদার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে আবূ তামীম হুযাইমী হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. কে বলতে শুনেছি। যখন তিনি বসরার মিম্বরে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে জান্নাতীদের নিকট একজন ফিরিশতা পাঠাবেন। সে বলবে, হে জান্নাতীগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন তা কি পূর্ণ করেছেন? তখন তারা অলংকারাদি, পোশাকাদী, প্রবহমান নদী, শুদ্ধাচারিণী রমণীকুল দেখতে পেয়ে বলবে, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই পূর্ণ করেছেন। তিনবার তারা এ কথা বলবেন। তখন তারা আশপাশে তাকিয়ে তা খুঁজবে; কিন্তু না পাওয়ার কোনো কিছুই চোখে পড়বে না। তখন ফিরিশতাগণ বলবেন, একটি বিষয় বাকী রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, لِلَّذِينَ أحسنوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ *যারা মঙ্গলকর কার্য করে, তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং আরো অধিক*[২৭৮] *।*

জেনে রাখ, সেই মঙ্গল হচ্ছে জান্নাত আর অতিরিক্তটি হচ্ছে আল্লাহর দীদার।

---

২৭৮. সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৬

সহীহায়নে[২৭৯] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতীগণকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! জান্নাতীগণ জবাবে বলবে, لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ হে আমাদের প্রভু! আমরা উপস্থিত, আপনার নির্দেশ পালনার্থে আমরা উপস্থিত। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে সে সব বস্তু দান করছেন যা আপনার মাখলূকের অন্য কাউকে দান করেননি, তবু কেন আমরা সন্তুষ্ট হব না। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করব? জান্নাতীগণ বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এর চেয়ে উত্তম নিআমত আর কি হতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদের জন্য আমার সন্তুষ্টিকে আবশ্যকীয় করে নিয়েছি, আমি কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

সহীহায়নে[২৮০] হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, তখন একজন ঘোষক তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! কখনো মৃত্যু তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। হে জাহান্নামীরা! মৃত্যু কখনো তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। প্রত্যেকে যে যেখানে অবস্থান করছে, সেখানেই সর্বদা অবস্থান করবে। যদিও এ ঘোষণা জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থলে হবে, কিন্তু সকল জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী এ ঘোষণা শুনবে। জান্নাতীগণ যেদিন আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করবে, সেদিন তারা আরো একটি ঘোষণা শুনতে পাবে, আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট একজন ফিরিশতা পাঠাবেন। ফিরিশতা তাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভের ঘোষণা দিলে তারা ঠিক তেমনিভাবে দৌড়ে আসবে, যেমনিভাবে মুয়ায্যিন জুমু'আর আযান দেওয়ার পর মানুষ জুমু'আর নামাযের জন্য দৌড়ে আসে।

---

২৭৯. বুখারী, খ. ২ পৃ. ৯৬৯, মুসলিম. খ. ২ পৃ. ৩৭৮

২৮০. বুখারী, খ. ২ প. ১১২১, মুসলিম. খঃ ২. পৃ. ৩৮২
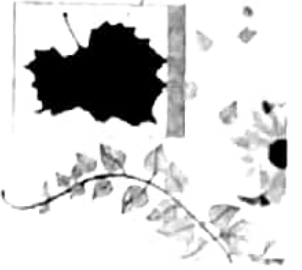
## জান্নাতের মনোরম গাছগাছালি ও ছায়াঘেরা উদ্যান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَاأَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَامَمْنُوعَةٍ

*আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, সেখানে থাকবে কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ, কাঁদি ভরা কদলি বৃক্ষ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবহমান পানি, প্রচুর ফলমূল। যা শেষ হবে না, নিষিদ্ধও হবে না*[২৮১]।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, ذَوَاتَـا أَفْنَـانٍ *উভয় বহু শাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষপূর্ণ।* أَفْنَانٍ এটি فنن-এর বহুবচন, যার অর্থ শাখা।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, فِيهِمَا فَاكِهَـةٌ وَنَخْـلٌ وَرُمَّـانٌ *সেখানে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার*[২৮২]।

مخضود বলা হয়, যাকে কণ্টকমুক্ত করা হয়েছে। এটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও হযরত মুজাহিদ রহ. সহ অন্যদের মত। তাঁদের মতের সমর্থনে তারা দু'টি প্রমাণ পেশ করেন।

প্রথমটি, خضد শব্দটির আভিধানিক অর্থ কাঁটা। যখন কণ্টকমুক্ত করা হয়, তখন আরবগণ বলেন, خضدت الشجرة আর خضاد বলা হয়, কাঁটাহীন নরম গাছ।

---

২৮১. সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ২৭-৩৩

২৮২. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৬৮

দ্বিতীয়টি, ইবনে আবী দাউদ স্ব-সনদে হযরত উতবাহ ইবনে আব্দুস-সালামী হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে বসেছিলাম। এ সময়ে এক বেদুঈন এসে বলল, ইয়া রাসুলল্লাহ! আমি শুনেছি, আপনি জান্নাতের এমন একটি বৃক্ষের আলোচনা করছেন, যা কাঁটামুক্ত থাকবে, অথচ আমার জানা মতে এটিই সর্বাপেক্ষা অধিক কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যকটি কাঁটাকে ফলে রূপান্তরিত করবেন। জান্নাতে সত্তর প্রকারের সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের খাবার থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.স্ব-সনদে সুলাইমান ইবনে আমেরের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বললেন, সাহাবায়ে কিরামগণ বলতেন, গ্রাম্য ও তাদের নি:সঙ্কোচ প্রশ্ন দ্বারা আমাদের অনেক ফায়দা হয়েছে। ঠিক তেমনি একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একটি কষ্টদায়ক গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার তো মনে হয়, জান্নাতে এ ধরনের কোন গাছ থাকবে না, যা জান্নাতীদের কষ্টের কারণ হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কোন গাছ? সে বলল, কুল গাছ। তার কাঁটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, فِي سِدْرٍ مَّخْضُود আল্লাহ তাআলা সে কাঁটাগুলো কেটে প্রত্যেক কাঁটার স্থলে ফল লাগিয়ে দেবেন।

মুফাস্সিরীনের এক জামাআত বলেন, المخضود দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ফল দ্বারা পরিপূর্ণ বোঝা; কিন্তু তাদের এ মতটি অনেকের কাছে তেমন পসন্দনীয় নয়। তাই তাদের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপনকারীগণ বলেন, خضد শব্দটির অভিধানে বোঝা অর্থে ব্যবহার নেই। বাস্তবে তাদের এ আপত্তি সঠিক নয়। কেননা, مخضود অর্থ ফলে পরিপূর্ণ, এটি এর সঠিক অর্থ। এ মত পোষণকারীরা বলেন, আল্লাহ যখন কাঁটাগুলোকে মিটিয়ে দিবেন, তখন তদস্থলে ফল দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। পূর্বোক্ত হাদীস দু'টি এর সমর্থক।

## জান্নাতের কলা কেমন হবে

অধিকাংশ মুফাস্‌সির বলেন, طلح দ্বারা উদ্দেশ্য কলা গাছ। হযরত আলী রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত আবূ হুরায়রা রা. ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা.-এর মতও তাই।

অন্য একদল মুফাস্‌সির বলেন, طلح দ্বারা উদ্দেশ্য হল বড় লম্বা গাছ, যা বালুকাময় প্রান্তরে হয়ে থাকে, অধিক কাঁটাযুক্ত হয়ে থাকে। তা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুগন্ধিময় ও প্রলম্বিত ছায়া বিশিষ্ট হয়।

ইবনে কুতাইবা রা. বলেন, طلح বলা হয় ঐ গাছকে, যা ভারে নেতিয়ে পড়ে।

হযরত মাসরূক রহ. বলেন, জান্নাতের গাছের পাতাগুলো উপর হতে নিচ পর্যন্ত ভাঁজ করা থাকবে এবং কোন পরিখা ব্যতীতই তার নদী বয়ে চলবে।

লাইস রহ. বলেন, طلح হল সে গাছ, যাকে উম্মে গায়লান বলা হয়, যাতে কোন ধরনের বক্র কাঁটা নেই বরং সবগুলো সোজা সোজা কাঁটা থাকবে। এ গাছের কাঠ অত্যন্ত শক্ত হয় ও তার আঠা অত্যন্ত উত্তম মানের হয়ে যাবে।

আবূ ইসহাক রহ. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, উম্মে গাইলান নামক গাছ, যা অত্যন্ত উজ্জ্বল্যময় এবং যার সুগন্ধি অত্যন্ত চমৎকার। তবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, জান্নাতের বিভিন্ন ফলমূলের নাম যদিও দুনিয়ার ফলমূলের নামের মতই; কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে বেহেশতের ফলের সাথে পৃথিবীর ফলের কোন তুলনাই হয় না। যারা طلح দ্বারা কলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তারা সারিবদ্ধ ফলের উপমা বুঝাতে কলার কথা বলেছেন। নয়তো طلح বলা হয় মরুময় প্রান্তরের বড় লম্বা গাছকে। والله اعلم

সহীহায়নে[২৮৩] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন গাছ রয়েছে, দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছরেও যে গাছের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। যেমনটি কুরআন কারীমে রয়েছে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ প্রলম্বিত ছায়া বিশিষ্ট।

---

২৮৩. বুখারী, খ. ২, পৃ.৭২৪, মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৩৭৮

সহীহায়নে[২৮৪] হযরত সাহল বিন সা'দ রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যার ছায়া কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না।

আবূ হাযিম রহ. নো'মান বিন আবী আইয়াশের মাধ্যমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যে গাছের ছায়া কোন পাতলা কোমর বিশিষ্ট অশ্বারোহী একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না।

ইমাম আহমদ রহ.[২৮৫] স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যার ছায়া একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী সত্তর বছর অথবা বলেছেন, একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না। তা হল জান্নাতুল খুলদের গাছ।

ওকী' রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যার ছায়া একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ '*প্রলম্বিত ছায়া বিশিষ্ট গাছ রয়েছে*'।

হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীসটি হযরত কা'ব রা. শুনে বলেন, তিনি সঠিকই বলেছেন। সে সত্তার শপথ! যিনি হযরত মূসা আ.-এর প্রতি তাওরাত এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যদি কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহী সে বৃক্ষের শিকড়ের চার পাশে একশত বছর পর্যন্ত ঘুরে, তবু তার কাণ্ড পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। এমন কি সে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও সে পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। আল্লাহ তায়লা স্বীয় কুদরতী হাতে সেটি লাগিয়েছেন। জান্নাতের সকল প্রান্তে তার শেকড় বিস্তৃত আর তার শেকড় হতেই জান্নাতের প্রত্যেক প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়।

---

২৮৪. বুখারী, খ. ২ পৃ. ৯৭০ মুসলিম, খ. ২, প. ৩৭৮

২৮৫. মুসনাদে আহমদ খ. ২. পৃ. ৪৫৫

ইবনে আবিদ-দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ হল জান্নাতের একটি গাছ। তার কাণ্ড এত মোটা যে, দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছর তার পাশে ঘুরেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। জান্নাতীগণ তাদের প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সে গাছের ছায়ায় বসে গল্প করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জান্নাতে কোন জান্নাতী দুনিয়ার কোন আনন্দ-ফুর্তির কথা স্মরণ করে তার আগ্রহ প্রকাশ করবে। তখন আল্লাহ তাআলা একটি সমীরণ বইয়ে দিবেন, যার ফলে দুনিয়ার সে আনন্দময় বিনোদন গুলো সে গাছ থেকে প্রকাশ পাবে।

জামে'তিরমিযীতে[২৮৬] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের প্রত্যেক গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণের। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, উক্ত হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু তৈরী করেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোনো কর্ন শ্রবণ করেনি, এমনকি কোনো মানব-হৃদয়ে যার কোন চিন্তাও উদয় হয়নি। এ ক্ষেত্র যদি তোমরা চাও, তাহলে উক্ত আয়াত পড়তে পার, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ *কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ*[২৮৭]।

তিনি আরো বলেন, জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যার ছায়া দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ তাআলার বাণী وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ (সম্প্রসারিত ছায়া বিশিষ্ট গাছ রয়েছে) স্মরণ করতে পার।

তিনি বলেন, জান্নাতে একটি তৃণ রাখার স্থানও দুনিয়া ও তন্মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা হতে উত্তম। এ ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ তাআলার বানী, فَمَنْ

---

২৮৬. খ. ২. পৃ. ৭৮

২৮৭. সূরা সাজদা, আয়াত : ১৭

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ *স্মরণ করতে পার, যাকে জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সফলকাম*[২৮৮]।

সহীহ বুখারীতে[২৮৯] হযরত আনাস রা. হতে বর্নিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন গাছ রয়েছে, যার ছায়া দ্রুতগামী আরোহী ব্যক্তি একশত বছরেও অতিক্রম করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তোমরা এ আয়াত পড়তে পার وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ *সেখানে সম্প্রসারিত ছায়া থাকবে ও সদা প্রবহমান পানিও থাকবে*[২৯০]।

ইবনে ওয়াহাব স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! طوبى (তূবা) কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তূবা হল, জান্নাতের একটি গাছ, যার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে একশত বছরের দূরত্ব। জান্নাতীগণের পোশাক হবে সে গাছের মূকুল দ্বারা।

হারমালা রহ. কিছু অতিরিক্ততার সাথে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! طوبى (তূবা) কি সে ব্যক্তি লাভ করবে, যে আপনার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছে ও আপনার প্রতি ঈমান এনেছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যে আমাকে দেখেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে তার জন্যতো বটে। সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির জন্যও তূবা, যে আমাকে না দেখেও ঈমান এনেছে। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! طوبى কী? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, طوبى (তূবা) হল জান্নাতের একটি গাছ, যার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তের দূরত্ব একশত মাইল। জান্নাতীদের পোশাক সে গাছের ফুলের বৃতি দ্বারা তৈরী করা হবে।

আমি (ইবনুল কায়্যিম) বলব, উক্ত হাদীসের প্রথমাংশ মুসনাদেও রয়েছে। এটা ঠিক তেমনি, যেমনটি طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرّات সুসংবাদ সে ব্যক্তির, যে আমাকে দেখেছে ও আমার প্রতি ঈমান

---

২৮৮. সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৮৫

২৮৯. খ. ২, পৃ. ৪২১

২৯০. সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ৩০-৩১

এনেছে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান এনেছে কিন্তু আমাকে দেখেনি। এভাবে সাতবার সুসংবাদ।

ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। জান্নাতের খেজুর গাছের কাণ্ড হবে মূল্যবান সবুজ পাথরের। তার শিকড় হবে লাল স্বর্ণের, তার পত্রপল্লব হবে জান্নাতীদের পোশাক। তাদের সকল প্রকার বস্ত্রই তা দ্বারা হবে। তার ফল হবে মটকা এবং বালতির ন্যায় বড়। দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক সাদা। মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। মাখন অপেক্ষা অধিক নরম হবে। তাতে কোন আঁটি থাকবে না।

ইমাম আহমদ রহ.[২৯১] হযরত উতবা ইবনে আব্দুস সুলামী বর্ণনা করেন। এক গ্রাম্য লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে এসে হাউযে কাউসারের ব্যাপারে প্রশ্ন করল। সে জান্নাতের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করল, সেখানে কি ফলফলাদি থাকবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সেখানে তূবা নামক একটি গাছ রয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করলেন, যেগুলো আমার স্মৃতিতে নেই।

অতঃপর গ্রাম্য ব্যক্তি প্রশ্ন করল, সেই গাছটি আমাদের এলাকার কোন গাছের মত হবে? জবাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পৃথিবীতে তার মত কোন গাছই নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি কখনো সিরিয়া গিয়েছ? সে বলল, না, আমি কখনো সিরিয়া গমন করিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সিরিয়ায় জাওযাহ নামে তার মত একটি গাছ রয়েছে, যা এক কাণ্ড বিশিষ্ট হয়। সে কাণ্ড হতেই ডাল-পালা বিস্তৃত হয়। গ্রাম্য লোকটি পূনরায় প্রশ্ন করল, সে গাছের কাণ্ডটি কেমন মোটা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের শক্তিশালী ও সামর্থবান জোয়ান উট বৃদ্ধ হয়ে তার হাঁসুলির হাড় খসে পড়া পর্যন্ত চলতে থাকলেও তার প্রকাণ্ডটিকে বেষ্টন করতে পারবে না।

গ্রাম্য লোকটি পুনপ্রশ্ন করল, জান্নাতে কি আঙ্গুর হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তার থোকা কত বড়

---

[২৯১]. মুসনাদে আহমদ, খ. ৪ পৃ. ১৮৩

হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন যাত্রা বিরতি না করে কাক যদি একমাস স্বাভাবিক গতিতে ধারাবাহিকভাবে উড়তে থাকে, তবে তার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। গ্রাম্য লোকটি প্রশ্ন করল, তার শস্য কত বড় হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার পিতা কি কখনো বড় খাসি যবাহ করেছে? সে বলল, জি, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে খাসির চামড়া তুলে তোমার পিতা কি কখনো তোমার মাকে মশক বানানোর জন্য দিয়েছে? সে বলল, হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার একটি শস্য এমনি হবে। গ্রাম্য লোকটি বলল, তবে তো তার একটি মাত্র শস্যই আমাকে ও আমার পরিবারস্থদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমার গোটা পরিবারকে পরিতৃপ্ত করবে।

হযরত আবূ ইয়ালা মূসিলী রহ. স্ব-সনদে আসমা বিনতে আবূ বকর রা. হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সিদরাতুল-মুনতাহার আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, দ্রুতগামী আরোহী একশত বছরেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না অথবা বলেছেন, তার ছায়ায় একশত আরোহী বিশ্রাম করতে পারবে। তাতে স্বর্ণের প্রজাপতি থাকবে, তার ফল মটকার ন্যায় বড় হবে।

ইমাম তিরমিযী রহ.ও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একশত বছরে ছায়া অতিক্রম করা বা একশত আরোহীর বিশ্রাম এ দু'টির ব্যাপারে যে সংশয় পেশ করা হয়েছে। তা এ সনদের ইয়াহইয়া নামক একজন বর্ণনাকারীর সংশয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক স্ব-সনদে হযরত মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণনা করেন। জান্নাতের যমীন হবে রৌপ্যের। মাটি হবে কস্তুরির। গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণ-রৌপ্যের। ডালপালা হবে মূল্যবান পাথর ও ইয়াকূতের। তা পাতা ও ফলে নত থাকবে। তার গাছ থেকে দাঁড়িয়ে বসে বা শুয়ে যে কোনভাবেই ফল খেতে কোন প্রকার কষ্ট হবে না। কেননা, তার ফলগুলো ঝুলে থাকবে।

আবূ মু'আবিয়া রহ. স্ব-সনদে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। আমরা সাফাহ নামক স্থানে অবতীর্ণ হলাম। সেখানে গাছের

নিচে একটি লোক ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু তার উপর সূর্যের তাপ পড়ার উপক্রম হল। তাই আমি গোলামকে বললাম, এই চামড়ার মাদুরটি নিয়ে যাও, তাকে এ দ্বারা ছায়া দাও। তিনি বলেন, গোলাম গিয়ে সে ব্যক্তিকে মাদুরের ছায়া দিয়ে রাখল। যখন সে ব্যক্তি জাগ্রত হল, তখন দেখি, আরে এ যে হযরত সালমান ফারসী রা.। হযরত জারীর রা. বলেন, আমি গিয়ে তাঁকে সালাম করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার জন্য বিনম্রতা অবলম্বন কর। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিয়ামতের দিন সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন। হে জারীর! তুমি কি জান? কিয়ামতের দিন কোন জিনিস অন্ধকার হবে? জারীর বলেন, না। আমি সে সম্পর্কে জানি না। তিনি বললেন, মানুষ একে অন্যের প্রতি যুলুম করে, তা কিয়ামত দিবসে অন্ধকার হবে। এরপর হযরত সালমান রা. অত্যন্ত ক্ষীণ একটি খড়ি নিলেন। সেটি এত ক্ষীণ ছিল যে, তাঁর আঙ্গুলদ্বয়ে আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তিনি আমাকে বললেন, এমন ক্ষীণ ছোট এত সাধারণ একটি খড়ি তুমি জান্নাতে খুঁজে পাবে না। (জারীর রহ. বলেন) আমি বললাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! জান্নাতের খর্জুর বীথি ও অন্যান্য গাছ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, সেগুলোর প্রকাণ্ড হবে মুক্তার মালার ও স্বর্ণের, তাতে ফল থাকবে।

## জান্নাতের রকমারি ফল ও তার সুঘ্রাণ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَا لُواْ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

*যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হয়। আর যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেয়া হত, এটা তো তাই। তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে, শুদ্ধাচারিণী রমণীকুল*[২৯২]।

জান্নাতীগণ বলবে, আমাদেরকে দুনিয়ার অনুরূপ ফলই দেয়া হয়েছে, তারা শুধু তার আকৃতি-প্রকৃতি দেখে বলবে। অন্যথায় সে ফলের স্বাদ ও দুনিয়ার ফলের স্বাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে।

ٱلَّذِى رُزِقْنَا দ্বারা হয়ত উদ্দেশ্য হল, আমাদেরকে ইতোপূর্বে দুনিয়াতে যেমনিভাবে দান করা হয়েছে এখানেও তেমনিভাবে দান করা হচ্ছে। অথবা তাদের উদ্দেশ্য হল, জান্নাতে আমাদেরকে ইতোপূর্বে যে ফল দান করা হয়েছে। এখানেও অনুরূপ সে ফল দান করা হচ্ছে।

মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বলেন, এতে দু'টি মতামত রয়েছে। বিশিষ্ট মুফাসসির হযরত সুদী রহ.-এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত ইবনে মাসউদ রা. সহ অন্য সাহাবায়ে কিরাম রা. থেকে বর্ণিত

---

২৯২. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫

আছে قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَامِنْ قَبْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আমাদেরকে ইতোপূর্বে দুনিয়াতেও এর কাছাকাছি গঠনের ফল দান করা হত, আর وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا দ্বারা উদ্দেশ্য হল সে ফলের আকৃতি প্রকৃতি তাদের পরিচিত ফলের অনুরূপই হবে।

অন্য মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, জান্নাতে প্রথমে তাদেরকে যে ফল দান করা হবে, তার অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতির ফলই তাদেরকে পরবর্তীতে দান করা হবে। তা দেখে জান্নাতীগণ বলবে, এর অনুরূপ ফলই তো আমাদেরকে ইতোপূর্বে দান করা হয়েছে, অথচ এগুলোর স্বাদ একেবারেই ভিন্ন।

যাঁরা বলেন, সে ফল জান্নাতেরই পূর্ব প্রদত্ত ফলের অনুরূপ হবে, তাঁরা স্বীয় মতের সমর্থনে কয়েকটি দলীল পেশ করেন।

প্রথম দলীল, জান্নাতের ফলই একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্যতা অধিকতর হবে, যার ফলে জান্নাতীগণ বলবে, هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

দ্বিতীয় দলীল, জান্নাতের ফল যখন একটি ছেঁড়া হবে তদস্থলে অন্য একটি ফল হয়ে যাবে। এ দলীল ইবনে জারীর রহ. উল্লেখ করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে হযরত আবূ উবায়দার হাদীসও উল্লেখ করেছেন, জান্নাতের ফল যখন একটি তোলা হবে তখন অন্য একটি ফল তার স্থান পূর্ণ করে দিবে।

তৃতীয় দলীল, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًاএ বাক্যটি তাদের উক্তি قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ এর জন্য কারণ স্বরূপ। কেননা, তারা এ উক্তি এ জন্যই করবে, যেহেতু তাদেরকে একই আকৃতি-প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে, তাই জান্নাতের ফলের ব্যাপারেই হবে তাদের উক্তি هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

চতুর্থ দলীল, এ কথা তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট, জান্নাতের হরেক রকম ফল তাদেরকে দুনিয়াতে রিযিক স্বরূপ দান করা হয়নি। তাদের অধিকাংশই তো দুনিয়ার সকল প্রকার ফল সম্পর্কে জানে না এবং সকল প্রকার ফল তারা দেখেওনি।

ইবনে জারীর রহ. সহ অন্যরা প্রথম মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁরা নিজ মতের সমর্থনে কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন।

ইবনে জারীর রহ. বলেন, এমত পোষণকারীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলীল হল, আল্লাহ তাআলার বাণী كُلَّمَا رُزِقُوا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যখনি প্রথমবার তাদেরকে ফল দেয়া হবে তারা বলবে, আমাদেরকে ইতোপূর্বেও অনুরূপ ফল দেয়া হয়েছিল। অথচ ইতোপূর্বে জান্নাতে তাদেরকে কোন ফল দেয়া হয়নি। এর দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়,তাদের উক্তি দুনিয়ার ফলের ব্যাপারেই হবে। অর্থাৎ তারা বলবে, আমাদেরকে দুনিয়াতে যেরূপ ফল দান করা হত এখানেও সেরূপ ফলই দান করা হয়েছে। অন্যথায় তাদের এ উক্তিকে মিথ্যায় পর্যবসিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, তাদেরকে কোন ফল দানের পূর্বেই তারা বলছে, আমাদেরকে ইতোপূর্বেও অনুরূপ ফল প্রদান করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যা হতে পূত-পবিত্র রেখেছেন।

আমি (ইবনে কায়্যিম) বলব, যারা বলেন, জান্নাতের ফলের সাথে তুলনা করেই তারা এ উক্তি করবে,এ ফলতো সে ফলের মতই যে ফল ইতোপূর্বে আমাদেরকে দান করা হয়েছে। তারা প্রথমবারের প্রদত্ত ফলকে তাদের এ উক্তি হতে বাদ দেন। অর্থাৎ প্রথমবার ফলপ্রাপ্ত হওয়ার পর তারা এ উক্তি করবে। পূর্বাপর আলোচনা ও যুক্তির দাবিও তাই। অন্যথায় নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রথমত: জান্নাতের অনুরূপ অনেক ফলতো দুনিয়াতে নেই, তাহলে কিভাবে তারা এ উক্তি করতে পারে?

দ্বিতীয়ত: অনেক জান্নাতীকে দুনিয়াতে দুনিয়ার সকল ফল দ্বারা রিযিক দান করা হয়নি।

তৃতীয়ত: সব সময়ই একথা বলবে না, আমাদেরকে দুনিয়াতে অনুরূপ ফল দান করা হয়েছে; বরং তাদের এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাতের এক প্রকারের ফল অন্য প্রকার ফলের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং এ মত গ্রহণ করার দ্বারা আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা হয় না এবং জান্নাতীদের প্রতি মিথ্যার সম্পৃক্ততাও আবশ্যক হয় না।

আল্লাহ তাআলার বাণী وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا এর ব্যাখ্যায় হযরত হাসান রহ. বলেন, জান্নাতের সকল ফলই উন্নতমানের হবে, নিম্নমানের কোন ফল হবে না।

কাতাদাহ রহ. বলেন, জান্নাতের সকল ফলই উন্নতমানের হবে, কোন ফল নিম্নমানের হবে না, যেমন দুনিয়ার কিছু ফল হয় উন্নতমানের আবার কিছু ফল হয় নিম্নমানের।

ইবনে জুরাইজ রহ. সহ অন্যরাও অনুরূপই মতপোষন করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ রা., হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম বলেন, مُتَشَابِهًا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রং ও আকৃতি এক রকম হবে; কিন্তু স্বাদ ভিন্ন প্রকৃতির হবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, রং এক ধরনের হবে, কিন্তু স্বাদ ভিন্ন প্রকৃতির হবে। ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রহ. বলেন, জন্নাতের ঘাস হবে যাফরানের। তার টিলা হবে কস্তুরি। জান্নাতীদের নিকট কিশোররা ফল-ফলাদি নিয়ে এলে তারা খাবে। কিশোররা পুনরায় ফল নিয়ে এলে তারা বলবে, এ তো সেই ফলই, যা ইতোপূর্বে আমাদের নিকট নিয়ে এসেছিলে। তখন তাদের খাদেম বলবে, এগুলো খেয়ে দেখ। যদিও এগুলোর আকৃতি পূর্বোক্ত ফলের ন্যায়, কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। আল্লাহ তাআলার বাণী كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

অন্যরা বলেন, যদিও দুনিয়ার ফলের সাথে জান্নাতের ফলকে জান্নাতীগণ তুলনা করবে, কিন্তু জান্নাতের ফল হবে দুনিয়ার ফল অপেক্ষা উত্তম, সুস্বাদু ও উন্নতমানের।

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ রহ. বলেন, জান্নাতীগণ জান্নাতের ফল দেখে দুনিয়ার ফলের ন্যায় সেগুলোর নামকরণ করতে থাকবে। যেমন বলবে, এটা আপেল, এটা আনার ইত্যাদি। অথচ সেগুলোর স্বাদ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবনে জারীর রহ. এ মতটিই পসন্দ করেছেন ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ *চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে*[২৯৩] ।

---

[২৯৩] সূরা সাদ, আয়াত ৫০-৫১

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ *সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে।*

এর দ্বারা বুঝা যায়, সেখানকার ফলমূল কখনো শেষ হবে না এবং তা ভক্ষণকারীর জন্য কখনো ক্ষতিকর হবে না।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ *প্রচুর ফলমূল থাকবে, যা শেষ হবে না ও নিষিদ্ধ হবে না*[২৯৪]।

তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এমন নয় যে, কখনও সেখানে অবস্থান করবে আবার কখনও সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকবে। তারা সেখানে যা চাবে, তা থেকে তাদেরকে কখনো নিষেধ করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ *সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন; সুউচ্চ জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে*[২৯৫]।

قطوف শব্দটি قطف এর বহুবচন, অর্থ: চয়নকৃত। যবর দ্বারা পড়লে, অর্থ: ফল চয়ন করা, অর্থাৎ জান্নাতের ফল অবনমিত নাগালে থাকবে। যে তা তুলতে চাবে তার কোন কষ্ট হবে না; বরং যেভাবে চাবে সেভাবেই তা লাভ করতে পারবে।

হযরত বারা ইবনে আযিব রা. বলেন, তারা নিদ্রাবস্থায়ও তা লাভ করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا *সন্নিহিত বৃক্ষ ছায়া তাদের উপর থাকবে, তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আওতাধীন থাকবে*[২৯৬]।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জান্নাতীগণ যখনই তার ফল নিতে চাইবে, তখনি ফল অর্ধনমিত হয়ে পড়বে। যার ফলে ইচ্ছা মত তা নিতে পারবে।

---

২৯৪. সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ৩২-৩৩

২৯৫. সূরা হাক্কা, আয়াত ২১-২৩

২৯৬. সূরা দাহর, আয়াত : ১৪

কেউ কেউ বলে, জান্নাতীগণ যেভাবে চাবে, তার ফল সেভাবেই তাদের জন্য অবনমিত হবে। সুতরাং তারা তা শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, সর্বাবস্থায় নিতে পারবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বাণী, قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ও تذليل দ্বারা উদ্দেশ্য, তার ফল লাভ করা তাদের জন্য খুবই সহজ হবে। খেজুর ফল তোলা যখন সহজ হয়ে পড়ে আরবরা তখন বলে, ذلل النخل সুতরাং বুঝা যায়, তাদের জন্য তার ফল লাভ করা একেবারে সহজ হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ *উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক প্রকার ফল দু'দু'প্রকার*[২৯৭]।

সে দু'উদ্যানে আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে, فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ *সেখানে রয়েছে ফলমূল খেজুর ও আনার*[২৯৮]।

এ আয়াতে বিশেষভাবে খেজুর ও আনারের উল্লেখ সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কারণেই হয়েছে। যেমনটি সূরা নাবাতেও রয়েছে। (সূরা নাবাতে শুধু আঙ্গুরের উল্লেখ রয়েছে, খেজুরের উল্লেখ নেই। তবে এর দ্বারা সূরা মু'মিনূনের আয়াত فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার অর্থ *'অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি'*। অন্য সকল ফলের মধ্যে বিশেষ করে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, অত্যন্ত উন্নত বৈশিষ্ট্য ও সুমিষ্ট হওয়ার কারণে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ *এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা*[২৯৯]।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত ছাওবান রহ. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে যখন জান্নাতী ব্যক্তি এক জায়গা হতে একটি ফল ছিড়বে তখন অন্য একটি ফল তার স্থান পূরণ করবে।

---

২৯৭. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৫২

২৯৮. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৬৮

২৯৯. সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৫

ইমাম আহমদ রহ.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ মূসা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত আদম আ. কে জান্নাত হতে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন, তখন তাকে সকল প্রকার শিল্প-কারিগরী শিখিয়েছিলেন। তাঁকে জান্নাতের ফল পাথেয় স্বরূপ সাথে দিয়েছেন। তোমার দুনিয়ার এফলগুলো জান্নাতেরই ফল হতে সৃষ্ট। তবে হ্যাঁ, এতটুকু বিষয়, সেগুলো নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু জান্নাতের ফল কখনো নষ্ট হবে না'। পূর্বে আলোচিত হয়েছে, সিদরাতুল মুনতাহার ফল মটকার ন্যায় বড় আকারের হবে।

সহীহ মুসলিমে[৩০০] হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হল এবং তা আমার এত নিকটে নিয়ে আসা হল, যদি আমি তার ফল নিতে চাইতাম, তাহলে তা হতে নিতে পারতাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি জান্নাতের ফল নিতে চাইলাম, কিন্তু আমার হাত তা হতে ছোট ছিল। যার ফলে আমি তা হতে ফল নিতে পারিনি।

আবূ খাইছামাহ রা. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন, আমরা একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পেছনে যোহরের নামায আদায় করছিলাম। তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সামনে অগ্রসর হতে দেখে আমরাও সামনে অগ্রসর হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বস্তু ধরার জন্য সামনে হাত বাড়ালেন, আবার পেছনে সরে গেলেন। নামায শেষে হযরত উকবা ইবনে কা'ব রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনাকে নামাযে এমন কাজ করতে দেখেছি, যা ইতোপূর্বে করতে দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ আমার সামনে জান্নাত পেশ করা হয়েছে, আমি তার ফলমূল দেখলাম। তোমাদের জন্য তার আঙ্গুর থোকা নিতে চাইলাম; কিন্তু আমার মাঝে ও তার মাঝে একটি বস্তু আড়াল হয়ে দাঁড়াল। আমি যদি তা তোমাদের জন্য নিতাম, তাহলে যমীন হতে আসমান পর্যন্ত সকল মাখলূক তা ভক্ষণ করলেও তা হতে হ্রাস পেত না।

---

৩০০. খ. ১, পৃ. ২৯৭

ইবনুল মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতের ফল মটকা ও বালতির ন্যায় বিশাল হবে, দুধ অপেক্ষা সাদা, অমৃতাপেক্ষা সুমিষ্ট, পনীর হতেও কোমল হবে। তাতে কোন বিচি থাকবে না।

সাঈদ ইবনুল মনসূর রহ. স্ব-সনদে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জান্নাতীগণ তার ফল দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় খেতে পারবে।

ইমাম বায্‌যায রহ. স্ব-সনদে উসামা বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি জান্নাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে? জান্নাতে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ থাকবে না। কা'বার প্রভুর শপথ! তা তো দ্বীপ্তিময় আলোকরশ্মি। তার ফুল দোল খেতে থাকে। তাতে রয়েছে সুদৃঢ় অট্টালিকা, প্রবহমান নদী, পাকা ফল, সুন্দরী-রূপবতী সুডোল স্ত্রী, জোড়া জোড়া পোশাকের সমাহার, স্থায়ী নিবাস, শান্তির নিকেতন, ফলমূল, সবুজ শ্যামলিমা, কারুকার্য খচিত চাদর, সুরম্য সুউচ্চ প্রাসাদে নানাবিধ নিআমত। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ' বল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

ইমাম বায্‌যায রহ. বলেন, উক্ত হাদীসটি শুধু হযরত উসামা বিন যায়দ রা. হতে বর্ণিত এবং এক সনদেই বর্ণিত রয়েছে।

হযরত লাকীত ইবনে সাবুরাহ রা. হতে ইমাম আহমদ রহ.-এর ছেলে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতীরা কোথায় উদিত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নির্মল অমৃত মধুসাগরের পাদদেশে এবং শরাবের নদীতে। যাতে মাথা ব্যথা সহ কোনো লজ্জা ও অনুতাপ থাকবে না। তাতে এমন দুধের নদী থাকবে, যার স্বাদ কখনো বিনষ্ট হবে না। এমন পরিচ্ছন্ন পানির নহর থাকবে, যা কখনও দুর্গন্ধ হবে না।

## জান্নাতের চাষাবাদ ও ফসল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعيِنُ ‘*সেখানে রয়েছে এমন সবকিছু; যা অন্তর চায়, যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়*’[৩০১]।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে হাদীস বর্ণিত আছে। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলছিলেন, ইতোমধ্যে তখন তাঁর দরবারে এক গ্রাম্য লোক এল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতীদের কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার নিকট চাষাবাদের অনুমতি চাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি এখন তোমার মনের মত পরিবেশে শান্তিতে দিনাদিপাত করছ না? উত্তরে সে ব্যক্তি বলবে, জী হ্যাঁ, তবে একটু চাষাবাদ করতে মন চাচ্ছে। তখন সে দ্রুতই উঠে বীজ বপন করবে। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুর উদগত হবে এবং বড় হতে থাকবে। মুহূর্তেই তা পেকে কাটার যোগ্য হয়ে যাবে। তার শীষ হবে পাহাড়ের ন্যায়। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এটা নিয়ে নাও, কোন বস্তুই তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না। গ্রাম্য লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে হয়, সে ব্যক্তি কোরাইশী বা আনসারী হবে। কেননা, তারাই তো কৃষিজীবী, আমরা তো কৃষক নই। তার কথা শুনে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন।

উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী রহ. كتاب التوحيد في كلام الرب مع أهل الجنة অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, জান্নাতে চাষাবাদ হবে।

---

৩০১. সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৭১

বীজ হবে সেখানকারই। আর জান্নাতের উর্বর যমীন অবশ্যই গাছগাছালি ও শস্যে ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার উত্তম ক্ষেত্রই বটে।

যদি প্রশ্ন হয়,জান্নাতে কোন প্রকার কষ্টের বিষয় থাকবে না, চাষাবাদের কোন প্রয়োজন পড়বে না, তবে সে ব্যক্তি কিভাবে যমীন চাষাবাদের অনুমতি চাবে? তার উত্তরে বলা যায়, সম্ভবত সে ব্যক্তি নিজ হাতে চাষাবাদের জন্য এ অনুমতি চাবে তাঁর আত্মিক সুখের জন্য। অন্যথায় তার তো এর কোন প্রয়োজন-ই নেই।

আমি (ইবনুল কায়্যিম) বলব, এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীসে চাষাবাদের কথা উল্লেখ নেই।

ইব্‌রাহীম ইবনুল হাকাম তাঁর পিতার সূত্রে হযরত ইকরিমাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হঠাৎ এক জান্নাতী ব্যক্তির মনে এ আকাংখা জাগবে, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতে চাষাবাদের অনুমতি প্রদান করতেন, তাহলে আমি চাষাবাদ করতাম। তাঁর মনের এ আকাংখা তাঁর কাছ থেকে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই একদল ফিরিশতা দুয়ারে এসে নিবেদন করবেন,‘তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমার প্রভু তোমাকে জানাচ্ছেন, হে বান্দা! তুমি তোমার মনে মনে কিছু চেয়েছ। আমি তা জেনে গেছি।’ তখন ফিরিশতারা বলবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বীজ দিয়ে পাঠিয়েছেন। সে বলবে, বীজ দাও। ঐ বীজ হতে এমন গাছ উৎপন্ন হবে, যার শীষ হবে পাহাড়ের ন্যায়।

আল্লাহ আরশের উপর হতে বলবেন, নাও, খেয়ে নাও। মানবপ্রবৃত্তি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।

## জান্নাতের নদী, প্রস্রবণ ও প্রবাহধারা

কুরআন কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একাধিক স্থানে বারংবার ইরশাদ করেছেন, جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار। *এমন উদ্যানরাজি রয়েছে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত রয়েছে,* কোথাও এসেছে تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنهار।

এই আয়াতাংশসমূহ দ্বারা কতগুলো বিষয় প্রতীয়মান হয় :

প্রথমত : সেখানে বাস্তবেই নদীর অস্তিত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সে নদীগুলো স্থির নয় বরং প্রবহমান।

তৃতীয়ত : সেই নদীগুলো তাদের প্রাসাদ ও উদ্যানের পাদদেশ দিয়ে প্রবহমান থাকবে।

কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেন, সে নদী জান্নাতী ব্যক্তির অনুগামী হয়ে প্রবাহিত হবে। সে ব্যক্তি যে দিকেই ইচ্ছা করবে, সে দিকেই প্রবাহিত হবে। যখন জান্নাতী ব্যক্তি জানবে, সে নহর কোন পরিখা ব্যতীতই প্রবাহিত হবে, তখন সে আকাংখা করবে, নদী তার ইচ্ছা মোতাবেক প্রবাহিত হোক। তা প্রাসাদ ও উদ্যানের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে। যেমন দুনিয়ার নদী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهلكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرض مَالَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنهار تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ

*তারা কি দেখে না, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি, তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি*

*তোমাদেরকেও করিনি। তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম*[৩০২]।

এটিই হল দুনিয়ার নদীসমূহের চিরাচরিত নিয়ম।

তদ্রূপ ফিরাওনের উক্তি বর্ণনায় কুরআনের ভাষ্য হল, وَهَذِهِ الأَنْهَار تَجْرِي مِن تَحْتِي *আর এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত*[৩০৩]।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ *উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দু'প্রস্রবণ*[৩০৪]।

ইবনে আবী শাইবাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত সাঈদ রা. হতে বর্ণনা করেন, نَضَّاخَتَانِ بالماء والفواكه উভয় প্রস্রবণ হতে পানি ও ফল উথলে উঠবে।

ইবনুল ইয়ামান রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন نَضَّاخَتَانِ بالمسك والعنبر উভয় প্রস্রবণ হতে কস্তুরি ও মিশক আম্বর উথলে উঠবে। জান্নাতীর ঘর পর্যন্ত সে ঝর্ণা বইবে। যেমন দুনিয়াবাসীর ঘরের উপর বৃষ্টি পড়ে।

আবদুল্লাহ ইব্‌নে ইদরীস রহ. স্ব-সনদে হযরত বারা ইবনে আযিব রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এ প্রস্রবণ দু'টি জান্নাতের সকল প্রস্রবণ অপেক্ষা উত্তম ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

**مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَار مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَار مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَار مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَار مِنْ عَسَلٍ مُصَفًى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ**

*মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত: তাতে আছে নির্মল পানির নহর। আছে দুধের নহর। যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুরার নহর। আছে পরিশোধিত দুধের নহর।*

---

৩০২. সূরা আনআম, আয়াত ৬

৩০৩. সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৫১

৩০৪. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৬৬

*আর সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা*[৩০৫]।

আল্লাহ তাআলা এ চার প্রকার নহরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো কখনো নষ্ট হবে না, অথচ পার্থিব জগতে তো এগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

পানি নষ্ট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দীর্ঘ সময় স্থির থাকার ফলে তা দুর্গন্ধযুক্ত হবে না, তার রং ও স্বাদের মাঝে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটবে না। দুধের স্বাদ নষ্ট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তা টক হয়ে যাওয়া ও জমে যাওয়া। আর সুমিষ্ট পানীয় নষ্ট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তা পানকারীদের পসন্দসই না হওয়া ও বিরূপ স্বাদের হওয়া। আর মধু নষ্ট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তা পরিষ্কার না হওয়া। এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতের একটি অনন্য নিদর্শন,পার্থিব জগতে সাধারণত যে সকল বস্তুর নহর প্রবাহিত হয় না, জান্নাতে সে সব বস্তুরই নহর প্রবাহিত হবে। সুতরাং সে নহরগুলোর পরিখা ব্যতীতই প্রবাহিত হওয়া এবং কোন প্রকার বিকৃতি হতে নিরাপদ থাকার কথা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন। যেমনিভাবে সেখানকার মদ জাতীয় পানীয় হতে সে সকল খারাপ বিষয়গুলো বিদূরীত করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে সকল খারাপ বিষয়গুলো পার্থিব জগতের মদ্য পানে সংঘটিত হয়। যেমন মাথা ঘূর্ণন করা, মাথা ব্যথা, সুরা পান করে অনর্থক ও অশ্লীল বাক্যালাপ করা, মাতাল হওয়া, স্বাদ উপভোগ না করা। সুতরাং এ পার্থিব জগতের সুরায় পাঁচটি অনিষ্টতা রয়েছে। বিবেক বিকৃত তথা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়া, অধিকহারে অশ্লীল অপলাপ করতে থাকা, সুরা পানকারীর মাঝে তা পান করার পর সেই স্বাদের মজাদার অনুভূতি বিদ্যমান না থাকা। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর মদ শুধু মাত্র অপলাপ করা, মাতাল হওয়া, সম্পদ ব্যয় করা, মাথা ঘূর্ণন করা ও অপসন্দনীয় একটু স্বাদ আস্বাদন করা বৈ কিছুই নয়। এটা অপবিত্র ও শয়তানের শয়তানী কর্ম। যা শুধু মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়। আল্লাহর স্মরণ হতে বিস্মৃত করে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও ব্যভিচারের প্রতি প্ররোচনা যোগায়। যার ফলে শরাব পানকারীর হারাম-হালাল, বৈধ-অবৈধের মাঝে তারতম্য জ্ঞান লোপ পায়। নীতি-নৈতিকতার যবনিকাপাত

---

৩০৫. সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৫

ঘটে এবং এমন কাজ করে যার ফলে তাকে লজ্জিত ও অপদস্থ হতে হয়। তাকে সভ্য ও সুশীল শ্রেণী হতে অসভ্য নিম্নশ্রেণী ও উন্মাদশ্রেণীতে শামিল করে। শরাব পানকারীরা মাতাল অবস্থায় স্বীয় গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়, যা তার ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। হত্যা, বিশৃংখলা, অশ্লীলতা ও বেহায়া কার্যকলাপ তার জন্য সহজ হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে শরাব পানকারী ব্যক্তি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করল। কত কত লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছে এ শরাব, কত ধনাঢ্য ব্যক্তিকে নি:স্বে পরিণত করেছে, কত সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান ও অপদস্থতার শৃংখলে আবদ্ধ করেছে। কত প্রাচুর্য ছিনিয়ে নিয়েছে ও শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছে। এ মদ কত ব্যক্তির বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করেছে। কত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার আড় সৃষ্টি করেছে। শরাবের কু-প্রতিক্রিয়া কত ব্যক্তির অন্ত রকে উদাসীন করেছে ও বিবেক-বুদ্ধিকে নিস্কৃত করেছে এবং কতবার এ শরাবের কারণে দু:খ-কষ্টে নিপতিত হতে হয়েছে ও কত অশ্রু ঝরিয়েছে। কতবার শরাব তার পানকারীর জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করেছে। অনিষ্টতার দ্বার উন্মোচিত করেছে। শরাব ব্যক্তিকে কতবার বিপদাপদে নিপতিত করেছে ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। বস্তুত: মদই হল সকল প্রকার গুনাহ ও মন্দ কাজের সূত্র ও উৎস। এটাই সম্পদ ও প্রাচুর্য ধ্বংসকারী। যদি উল্লিখিত অনিষ্টসমূহ হতে কোন একটিও দুনিয়ার মদে নাও থাকে, তবু এ পার্থিব জগতের শরাব ও জান্নাতের শরাব কখনো একপেটে একত্রিত হতে পারে না। (অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্নাতের সুরা হতে বঞ্চিত থাকবে)। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করে, সে বেহেশতী শরাব হতে বঞ্চিত হবে। মদের অপকারিতা তো বর্ণনাতীত; কিন্তু জান্নাতের মদে কোন অপকারীতা নেই।

**প্রশ্ন :** যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তাআলা জান্নাতের নহরের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেছেন, তা প্রবহমান হবে। কখনো তার পানি বিনষ্ট হবে না; কিন্তু এটাতো অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিষয়, প্রবহমান পানি কখনো বিনষ্ট হয় না, তবে প্রবহমান বলার পরও কেন বলা হচ্ছে,তা বিনষ্ট হবে না।

**উত্তর :** উক্ত প্রশ্নের উত্তর হল, প্রবহমাণ পানি যদিও বিনষ্ট হয় না; কিন্তু তা হতে কিছু পানি তুলে দীর্ঘ সময় রেখে দিলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু

জান্নাতের নহরের পানি সুদীর্ঘকাল এভাবে রেখে দিলেও বিনষ্ট হবে না।

চিন্তা করে দেখুন, সেখানে মানুষের কাছে প্রিয়তম চার প্রকার পানীয়ের নহরের সমন্বয় ঘটবে। পানির নহর থাকবে, তাদের পান করা ও পবিত্রতা অর্জনের জন্যে। দুধের নহর থাকবে, তাদের আহারের বস্তু হিসাবে। সুরার নহর থাকবে, আমোদ-প্রমোদ, উৎফুল্লতা ও প্রফুল্লতার জন্য। অমৃতের নহর থাকবে, তাদের আরোগ্য ও উপকার লাভের জন্য।

## জান্নাতের নহরের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য

জান্নাতের নহরগুলো উপর হতে উৎসারিত হয়ে নিম্নাঞ্চলে প্রবাহিত হবে।

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে[৩০৬] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان في الجنة مأة درجة জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে। সেগুলো আল্লাহ তাআলা তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। بين كل درجتين كما بين السماء والأرض প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বসম-দূরত্ব রয়েছে। فإذا سألتم الله فاسئلوه الفردوس সুতরাং যখন তোমরা তাঁর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা কর। فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة কেননা, তা মধ্যবর্তী ও উচুঁ স্তরের জান্নাত। وفوقه عرش الرحمن তার উপরে রয়েছে আল্লাহ তাআলার আরশ। ومنه تفجر أنهار الجنة তা হতেই জান্নাতের নহর প্রবাহিত হয়।

ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. ও হযরত আবূ উবাদাহ ইবনুস-সামিত রা. হতে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। হযরত উবাদাহ ইবনুস-সামিত রা.-এর বর্ণিত হাদীসের শব্দাবলী এরূপ الجنة مأة درجة জান্নাতের একশটি স্তর রয়েছে ما بين كلّ درجتين مسيرة مأة عام প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে একশত বছরের দূরত্ব। ومنها الأنهار الأربعة তা হতেই চারটি নহর প্রবাহিত হয়। والعرش فوقها তার উপরেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার আরশ।

---

৩০৬. খ. ১ পৃ. ৩৯১

فان سألتم الله فاسئلوه الفردوس الأعلى যখন তোমরা আল্লাহ তাআলা নিকট জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন উচ্চস্তরের ফিরদাউস প্রার্থনা কর।

মু'জামে তাবারানীতে হযরত সামুরাহ রা. হতে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর বর্ণনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها ফিরদাউস হল জান্নাতসমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, উচ্চতম ও মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত জান্নাতের নাম। منها تفجّر الأنهار সেখান থেকেই জান্নাতের প্রস্রবণগুলো উৎসারিত হবে।

সহীহ বুখারীতে[৩০৭] হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة আমাকে (মি'রাজ রাতে) সপ্তম আকাশে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। نبقها مثل قلال هجر তার কুল ছিল হিজর গোত্রের মটকার ন্যায় বৃহৎ আকারের। ورقهامثل الاذان তার পাতা হাতির কানের ন্যায়। يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهاران باطنان তার কাণ্ড হতে দুটি প্রকাশ্য প্রস্রবণ ও দু'টি অপ্রকাশ্য ঝর্ণা রয়েছে। فقلت ياجبريل ماهذا আমি জিবরীল আ. কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। قال اما النهران الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فا النيل والفرات বাতেনী নহর দু'টি হল জান্নাতে আর প্রকাশ্য দু'টি হল নীল ও ফুরাত নদদ্বয়।

সহীহ বুখারীতে[৩০৮] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بينا انا اسير في الجنة (মি'রাজ রাতে) আমি জান্নাতে বিচরণ করছিলাম। اذا انا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف তখন আমি এমন এক নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যার উভয় পার্শ্বে ফাঁপা মুক্তমালার গম্বুজ রয়েছে। فقلت ماهذا ياجبريل তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরীল এটা কি? قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك জিবরীল আ. বললেন, এটিই হল সে কাওসার, যা আপনার প্রভু আপনাকে দান

---

৩০৭. খ. ১, পৃ. ৫৪৯
৩০৮. খ. ২, পৃ: ৯৭৪

করেছেন।

قال فضرب الملك بيده فاذاطينه مسك اذفر রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর জিবরীল আ. সে নহরে হাত দিলেন, তখন তার মাটি হতে কস্তুরির ন্যায় সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

সহীহ মুসলিমে[৩০৯] হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الكوثرنهرفِي الجنة কাউছার হল জান্নাতের একটি নহর। وعدنيه ربِّي عزّ وجلّ আমার প্রভু আমাকে তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,دخلت الجنة فاذا بنهر يجري আমি জান্নাতে প্রবেশ করে এমন প্রবহমান এক নহরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছি حافتاه خيام اللؤلؤ যার উভয় প্রান্তে মুক্তার তাবু রয়েছে। فضربت بيدي إلى ما يجرى فيه من الماء আমি তার প্রবহমান পানিতে হাত দিলাম। فاذا انا بمسك اذفر আমি তার সুগন্ধি বিচ্ছুরিত মাটি লক্ষ্য করলাম। (অর্থাৎ তার মাটি হতে কস্তুরির সুগন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে) فقلتُ : لمن هذا يا جبريل আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরীল! এটি কার? قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عزَّ وجل তিনি বললেন, এটাই সে হাউযে কাউসার, যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الكوثر نهر فِي الجنة কাউসার হল জান্নাতের একটি নহর। حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت তার উভয় প্রান্তে স্বর্ণের, তা প্রবাহিত হয় পদ্মরাগ মনি ও মুক্তার উপর। تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ তার মাটি মিশ্‌ক অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়। وماءه احلى من العسل তার পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি। وابيض من الثلج এবং শিলা অপেক্ষা অধিক শুভ্র।

---

৩০৯. খ. ১, পৃ. ১৭২

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, উক্ত হাদীসটি হাসান ও সহীহ স্তরের।

আবূ নাঈম আল ফযল রহ. স্ব-সনদে হযরত মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণনা করেন, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ আয়াতে কারীমার মাঝে كوثر দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অফুরন্ত কল্যাণ।

হযরত আনাস বিন মালিক রা. বলেন, কাউসার হল, জান্নাতের একটি নহর।

হযরত আইশা সিদ্দীকা রা. বলেন, কাউসার হল, জান্নাতের এমন একটি নহর, যার প্রবাহিত হওয়ার আওয়ায কানে আঙ্গুল প্রবেশকারী ব্যক্তিও শুনতে পাবে। বস্তুত: তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। অর্থাৎ কানে আঙ্গুল চেপে ধরলে যেই শব্দ শুনা যায়, জান্নাতের বর্ণনার শব্দপ্রায় তাই অনুরূপ হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

জামে'তিরমিযীতে[৩১০] হযরত হাকীম ইবনে মু'আবিয়া রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি স্বীয় পিতা হযরত মু'আবিয়া রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إنَّ في الجنة بحر الماء জান্নাতে একটি পানির নহর রয়েছে। وبحر العسل আরেকটি মধুর নহর রয়েছে। وبحر اللبن আরেকটি দুধের নহর রয়েছে। ثم تشقق الأنهار এই নহরগুলো হতে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের হয়েছে।

ইমাম হাকিম রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من سرَّه أن يسقيه الله عزَّ وجلَّ من الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا যে ব্যক্তি আখিরাতে আল্লাহ তাআলার সুরা পানের আশাবাদী ও আগ্রহী, সে যেন দুনিয়াতে তা বর্জন করে। ومن سره أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا আর যে ব্যক্তি আগ্রহী ও আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা তাকে আখিরাতে রেশমের পোশাক পরিধান করাবেন, সে যেন দুনিয়াতে তা বর্জন করে। জান্নাতের নহর কস্তুরির টিলা অথবা কস্তুরির পর্বতের তলদেশ হতে উৎসারিত হয়।

---

৩১০. খ. ২ প. ৮৪

জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তিকে যে অলংকার পরিধান করানো হবে, যদি পৃথিবীর সকল অলংকারকে তার সাথে তুলনা করা হয়, তবে সে জান্নাতী ব্যক্তির অলংকারই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে প্রমাণিত হবে।

আ'মাশ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের নহরসমূহ কস্তুরির পর্বতের তলদেশ হতে উৎসারিত হবে।

ইবনে মারদাবি রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়স রা.-এর এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة এ সকল নহর জান্নাতে আদনের গহবর থেকে প্রবাহিত হয়। ثم تصدع بعد أنهارا এরপর বিভিন্ন নদ হতে উজানের দিকে উঠে যায়।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমার মনে হয়, তোমাদের ধারণা জান্নাতের নহরগুলো যমীনের গহবর দিয়ে প্রবাহিত হয়, অথচ বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহর শপথ! তা যমীনের উপরিভাগ দিয়েই প্রবাহিত হয়, তার একপ্রান্ত হল মুক্তমালার অন্য প্রান্ত হল পদ্মরাগ মণির, আর তার মাটি খাঁটি কস্তুরির। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম الأذفر কি? জবাবে তিনি বলেছেন, الأذفر হল এমন বস্তু যাতে অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণ থাকবে না বরং তা সম্পূর্ন খাঁটি ও নির্ভেজাল হবে।

ইবনে মারদাবি স্ব-সনদে স্বীয় তাফসীরে হযরত আনাস রা. হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ খাইসামা রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ আয়াতটি পড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে। যমীন বিদীর্ণ করা ব্যতীতই তা প্রবাহিত হয়। তার উভয় প্রান্তে মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। তখন আমি আমার উভয় হাত সেই ঝর্ণার তলদেশের মাটিতে রাখলাম। মনে হল, তা যেন খাঁটি কস্তুরি। তার কংকর হবে মুক্তার।

সুফিয়ান সাওরী রহ. স্ব-সনদে হযরত মাসরুক রহ. হতে আল্লাহর বাণী, وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ এর তাফসীর করেন। তা এমন নহর, যা গহবর

ব্যতীতই প্রবাহিত হয়। তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, এমন খেজুর রয়েছে সেখানে, যার শস্য অত্যন্ত কোমল। তিনি বলেন, তার মূল এবং শাখা একই ধরনের হবে।

সহীহ মুসলিমে[৩১১] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সাইহান, যাইহান, নীল ও ফুরাত এ চারটির সবগুলোই বেহেশতের নদী।

উসমান ইবনে সাঈদ দারেমী স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, انزل الله من الجنة خمسة أنهار আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পাঁচটি নদী দুনিয়াতে প্রবাহিত করেছেন। سيحون وهو نهر الهند সাইহুন যা ভারতবর্ষে অবস্থিত। وجيحون وهو نهر بلخ (আমু দরিয়) জাইহুন যা বলখে অবস্থিত, دجلة والفرات وهما نهر العراق দজলা ও ফুরাত এদুটি ইরাকে অবস্থিত। والنيل وهو نهر مصر নীল নদ; যা মিসরে অবস্থিত। এ সবগুলোই আল্লাহ তায়লা জান্নাতের একটি প্রস্রবণ হতে প্রবাহিত করেছেন, সেটি সর্ব নিম্নস্তরের জান্নাতের প্রসবণ। জিবরীল আ.-এর পাখা দ্বারা সেগুলোকে বের করা হয়। অতঃপর সেগুলোকে পর্বতের মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এরপর সেগুলোকে পৃথিবীতে প্রবাহিত করা হয়েছে। মানুষের জীবিকার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম এই নদগুলোতে রয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ *এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেছি পরিমিতভাবে* দ্বারা উদ্দেশ্য হল এটাই। فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ *অতঃপর আমি তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম*[৩১২]।

সুতরাং (কিয়ামত নিকটবর্তী সময়ে) যখন ইয়া'যূজ মা'যূজ-এর আবির্ভাব ঘটবে, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরীল আ. কে পাঠিয়ে পৃথিবী হতে কুরআন ও তার যাবতীয় সহযোগী ইলম, বায়তুল্লাহ হতে হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইবরাহীম, হযরত মূসা আ.-এর সিন্দুক ও তার

---

৩১১. খ. ২ প. ৩৮০

৩১২. সুরা মু'মিন, আয়াত : ১৮

মধ্যাবস্থিত বস্তু উঠিয়ে নিবেন। তখন সে পাঁচটি নহরও উঠিয়ে নিবেন। আল্লাহ তাআলার উক্ত বাণীর উদ্দেশ্য এটাই, وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ *আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম*। এসকল বস্তু উঠিয়ে নেওয়ার দ্বারা পৃথিবীবাসী সেগুলোর নানাবিধ মঙ্গল হতে বঞ্চিত হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করে বলেন, জান্নাতে বায়দাখ নামক একটি নহর রয়েছে, তার উপর পদ্মরাগ মণির গম্বুজ রয়েছে, তার নিচে সুন্দরী, রূপবতী ও কমনীয়া বালিকারা থাকবে। জান্নাতীগণ বলবে, আমাদেরকে বায়দাখের দিকে নিয়ে যাও। তখন তারা সে রমণীদের চেহারা অত্যন্ত গভীরভাবে দেখতে থাকবে। কোন জান্নাতীর যে কোন কিশোরীকে পসন্দ হবে, সে তার বাহু স্পর্শ করলে কিশোরী তার পেছনে পেছনে হাটতে থাকবে।

## জান্নাতের নদ-নদী

জান্নাতে নদ-নদী বিদ্যমান হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তাআলার উক্ত বাণীসমূহ দ্বারাই প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ *মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও প্রস্রবণসমূহে*[৩১৩]।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا *সৎকর্মশীলেরা পান করবে এমন পানীয়,যার মিশ্রণ হবে কাফূর।* يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا *এমন একটি প্রস্রবণ, যা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে*[৩১৪]।

আল্লাহ তাআলার বাণী يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ এর ব্যখ্যায় উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

কূফাবাসীগণ বলেন, بِهَا এর মধ্যে باء -من এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সে হিসাবে অর্থ হল يشرب منها জান্নাতীগণ সে নহর হতে পানি পান করবে।

৩১৩. সূরা হিজর, আয়াত : ৪৫

৩১৪. সূরা দাহর, আয়াত : ৫, ৬

অন্যরা বলেন, يشرب بها এর মধ্যে يروى এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে অর্থ হল, তারা এ পরিমাণ পানি পান করবে, যাতে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, باء টি এখানে ظرف তথা স্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। عينا দ্বারা উদ্দেশ্য প্রস্রবণ নয়; বরং তা একটি স্থানের নাম। (গ্রন্থকার يشرب শব্দটিতে يروى এর অর্থ নিহিত থাকার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন) তিনি বলেন, কুরআন কারীমে এর উদাহরণ রয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করে পাপ কার্যের দ্বারা, তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তি।*

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا *সেখানে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে যান্‌জাবীল মিশ্রিত পানীয়।* عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا *জান্নাতের এমন প্রস্রবণ হতে, যার নাম সালসাবীল*[৩১৫]।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, তাঁর নৈকট্য লাভকারীগণ খাঁটি পানীয় পান করবে। কেননা, নৈকট্যশীল বান্দাগণ তাঁদের যাবতীয় আমল একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই করেছে। এজন্য তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা খাঁটি পানীয় পান করাবেন। কিন্তু অন্য নেককারদের আমলে যেহেতু অন্য উদ্দেশ্যের কিছুটা হলেও মিশ্রণ ছিল। (অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকলে কমছে কম জান্নাত লাভের উদ্দেশ্য তো ছিল) সুতরাং তাদের পানীয় মিশ্রণযুক্ত হবে।

আল্লাহ তাআলার উক্ত বাণীও অনুরূপ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ *পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।* ○ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ *তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে* يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ○ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ○ *তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানি হতে পান করানো হবে। তার মোহর মিশকের, এ*

---

৩১৫. সূরা দাহ্‌র, আয়াত : ১৭-১৮

*বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। তার মিশ্রণ হবে তাস্‌নীমের। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে*[৩১৬]।

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, তাদের পানীয় দু'টি বস্তুর মিশ্রণযুক্ত হবে। সূরার প্রথমাংশে উল্লেখ করেছেন, তাদের পানীয় কাফূর মিশ্রিত হবে, আর শেষাংশে উল্লেখ করেছেন, তা (যানজাবীল) আদা মিশ্রিত হবে। কাফূর হল ঠান্ডা ও সুগন্ধিময় আর আদা হল উষ্ণ ও সুগন্ধিময়। সুতরাং উভয়টার মিশ্রণে তাতে সমতা বজায় থাকবে। সেগুলোর স্বাদ অধিক হবে আলাদা করে পান করা অপেক্ষা।

সূরার শুরুতে কাফূরের উল্লেখ আর শেষাংশে আদার উল্লেখ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হিকমত নির্দেশ করে। কেননা, পানীয়ের মধ্যে যখন প্রথমে কাফূর মিশ্রিত করা হবে, তখন তাতে শীতলতা সৃষ্টি হয়, অতঃপর যখন তাতে আদা মিশ্রণ করা হয়, তখন তাতে সমতা ফিরে আসে। বাহ্যিকতার দাবী হল, পূর্বের পেয়ালার পানীয় অপেক্ষা পরবর্তী পেয়ালার পানীয় ভিন্ন হবে। অবশ্যই উভয়টা ভিন্ন স্বাদের হবে। এক পেয়ালার পানীয়তে কাফূর মিশ্রিত থাকবে আর অন্য পেয়ালার পানীয়তে আদা মিশ্রিত থাকবে।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, তাদের পানীয়ের মধ্যে যে কাফূর মিশ্রণ করা হবে, তার শীতলতা হল তাদেরকে নির্দেশিত বিষয় অর্থাৎ ভীতি, ত্যাগ, ধৈর্যসহ তাদের সকল দায়িত্ব সম্পাদনের কারণে তাদের মধ্যে যে দাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, তার বিপরীতে। যদিও তাদের নির্দেশিত বিষয় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। তাছাড়া তারাও মান্নতের মাধ্যমে অনেক বিষয় আবশ্যকীয় করে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ○ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا *আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরষ্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র*[৩১৭]।

কেননা, ধৈর্যে কঠোরতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মত বিষয় নিহিত রয়েছে। যার দাবী হল, নিয়ন্ত্রণ ও কঠোরতার বিপরীত বিষয় অর্থাৎ প্রশস্ত জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র তাদের লাভ করা।

---

৩১৬. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত : ২২-২৮

৩১৭. সূরা দাহ্‌র, আয়াত ১২

আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের মাঝে উৎফুল্লতা, সজীবতা ও উজ্জ্বলতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। চেহারার সজীবতার দরুন তাদের বাহ্যিক সুন্দর হবে আর অন্তরের প্রফুল্লতার দরুন অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। যেমনি দুনিয়াতে ইসলামের বিধানাবলীর সঠিক বাস্তবায়ন ব্যক্তির নিজের বাহ্যিক দিক সৌন্দর্যমন্ডিত ও সুশোভিত করে তোলে আর ঈমানের মূলধারা অভ্যন্তরকে সুশোভিত করে তোলে। এ সূরার শেষাংশের আল্লাহ তাআলার এ বাণীর মর্মার্থ এরূপই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ *তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণে*[৩১৮]। এহচ্ছে বাহ্যিক সৌন্দর্যের চিত্র। আল্লাহ তাআলা অতঃপর ইরশাদ করেন وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ○ *আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়*[৩১৯]।

এটা হল অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের চিত্র।

মানব পিতা হযরত আদম আ. কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার উক্ত বাণীর মর্মার্থ এটাই।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ○ *তোমার জন্য এটাই রইল,তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না, নগ্নও হবে না,* وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ○ *এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না*[৩২০]।

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, সেখানে ক্ষুধার কারণে অভ্যন্তরীন কষ্ট হবে না এবং নগ্নতার দ্বারাও বাহ্যিক কষ্ট হবে না। তৃষ্ণার কারণে অভ্যন্তরীণ কাতরতার সৃষ্টি হবে না এবং রৌদ্রের কারণে বাহ্যিক কাতরতা সৃষ্টি হবে না। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর প্রদত্ত নিআমতর কথা এক এক করে স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষকে লজ্জা নিবারনের জন্য পোশাক দান করেছেন। এটা তাদের বাহ্যিক

---

৩১৮. সূরা দাহর, আয়াত ২১

৩১৯. সূরা দাহর, আয়াত ২১

৩২০. সূরা তা-হা, আয়াত : ১১৭-১৮

দিককে সুশোভিত করে। এটা ব্যতীতও অন্য একটি পোশাক রয়েছে, যা তাদের অভ্যন্তরকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে। তা হল, তাকওয়া তথা খোদাভীতি।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, উপরোক্ত পোশাক দু'টি হল, তাকওয়া তথা খোদাভীতির পোশাক। আল্লাহ তাআলার উক্ত বাণীর মর্মার্থ এরই মত। তিনি ইরশাদ করেন,

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ○ *আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে*[৩২১]।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা আকাশের বাহ্যিক দিককে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছেন আর অভ্যন্তরীণ দিককে বিদ্রোহী শয়তান থেকে রক্ষা করার দ্বারা সুশোভিত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা হজ সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণকারীদের ব্যাপারে যা বলেছেন, তাও এরই ন্যায়। কেননা, তিনি হজব্রত পালনে ইচ্ছা পোষনকারীদেরকে কা'বা পর্যন্ত ভ্রমণের পাথেয় নিতে যেমনিভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে পরপারের ভ্রমণের পাথেয় সঞ্চয়েরও নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হল তাকওয়া তথা খোদাভীতি।

আযীযে মিসর-এর স্ত্রী হযরত ইউসুফ আ.-এর ব্যাপারে যা বলেছেন, তাও এর-ই ন্যায়। সে বলেছে, فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ *সে বলল, এ-ই সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ*। তখন সে অন্য সব মহিলাকে হযরত ইউসুফ আ.-এর বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিয়ে তাদেরকে বলল, وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ *আমি তো তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে*[৩২২]। এর দ্বারা সে হযরত ইউসুফ আ. এর আত্মিক সৌন্দর্যের কথা সকল মহিলার সামনে তুলে ধরেছে। কুরআন কারীমে এ জাতীয় বিষয় অনেক রয়েছে।

---

৩২১. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ৬-৭

৩২২. সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৩২

## জান্নাতীদের খাবার ও পানীয় এবং পরিপাক পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُـــونَ ○

*মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থানে। তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তিসহ পানাহার কর*[৩২৩]।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ○ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ○ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ○ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ○

*তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, নেও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ আমি জানতাম, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে, সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। সুউচ্চ জান্নাতে যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে, পানাহার কর তৃপ্তিসহকারে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে, তার বিনিময় স্বরূপ*[৩২৪]।

---

৩২৩. সূরা মুরসালাত, আয়াত : ৪১-৪৩

৩২৪. সূরা হাক্কা, আয়াত: ১৯-২০

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ *এ হল জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ।* لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ *সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা হতে তোমরা আহার করবে*[৩২৫]।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا *মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা এরূপ: তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী*[৩২৬]।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ *আমি তাদেরকে দিব ফলমূল এবং গোশ্‌ত, যা তারা পসন্দ করে।* يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ *সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করতে থাকবে পান পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না, পাপ কর্মেও লিপ্ত হবে না।* (অথচ দুনিয়ার মদে উভয় প্রকার মন্দতা বিদ্যমান)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ○ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ *তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে।* خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ○ *তার মোহর মিশকের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক*[৩২৭]।

সহীহ মুসলিমে[৩২৮] হযরত জাবির রা. হতে আবুয-যুবাইর বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يأكل أهل الجنـــة ويشـــربون জান্নাতীগণ পানাহার করবে। ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون শ্লেষ্মা ফেলতে হবে না এবং প্রস্রাব-পায়খানা করতে হবে না। (পার্থিব জগতের খাবার পরিপাক তন্ত্র ঘুরে এসে তরল বস্তুতে পরিণত হয় তখন প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন পড়ে) طعامهم ذالك جشـــاء كريح المســـك তাদের খাবার

---

৩২৫. সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৭২-৭৩

৩২৬. সূরা রা'দ, আয়াত : ৩৫

৩২৭. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত : ২৫-২৬)

৩২৮. খ. ২ পৃ. ৩৭৯

হযমকারী বস্তু হবে কস্তুরির মত, সুগন্ধিময় ঢেকুর। يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس তোমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমনিভাবে অব্যাহত রাখা হয়, তেমনিভাবে তাদের মাঝে তাসবীহ ও তাকবীর অব্যাহত রাখা হবে।

এমনিভাবে মুসলিম শরীফে[৩২৯] হযরত জাবির রা. হতে হযরত তালহা ইবনে নাফে'র বর্ণনা রয়েছে। قالوا : فمابال الطعام সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতীগণতো পানাহার করবে, তাহলে তাদের খাদ্য পানীয় কিসে রূপান্তরিত হবে?

قال : جشاء ورشح كرشح المسك জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কস্তুরির ন্যায় সুগন্ধিময় ঘাম ও ঢেকুর। (ঢেকুর ও ঘাম দ্বারাই সে খাদ্য হযম হয়ে যাবে) يلهمون التسبيح والحمد হামদ ও তাসবীহ তাদের অন্ত রে ঢেলে দেওয়া হবে।

মুসনাদ ও সুনানে নাসায়ীতে বুখারীর বর্ণনা ধারার শর্ত মোতাবেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। সেখানে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী-খৃস্টান) এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলল, يا ابا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون হে আবুল কাসিম! আপনি কি মনে করেন, জান্নাতীগণ পানাহার করবে? قال : نعم والذي نفس محمد بيده أن أحدهم ليعطى قوة ماة رجل من الأكل والشرب والجماع والشهوة নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হ্যাঁ, সে সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক জান্নাতীদেরকে পানাহার, সহবাস ও কাম প্রবৃত্তিতে একশত ব্যক্তির শক্তি প্রদান করা হবে।

قال : فان الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة সে ব্যক্তি বলল, যে পানাহার করবে, অবশ্যই তার মানবীয় প্রয়োজন দেখা দেবে। وليس في الجنة اذى অথচ জান্নাতে তো কোন প্রকার ময়লা নেই। (তাহলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কোথায় যাবে?) قال : تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের

৩২৯. খ. ২, পৃ. ৩৭৯

চামড়া হতে কস্তুরির ন্যায় সুরভিত ঘাম নির্গমনের দ্বারা তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটে যাবে এবং পেটও খালি হয়ে যাবে।

ইমাম হাকিম রহ. তাঁর সহীহ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এক ইহুদী ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল, হে আবুল কাসিম! আপনি কি মনে করেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে পানাহার করবে? সে ইহুদী তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলল, সে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ) যদি বলে, হ্যাঁ, তবে আমি তাকে নিরুত্তর করার জন্য আরো প্রশ্ন করতে থাকব। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আমি এটাই মনে করি। ঐ সত্তার শপথ!-যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, অবশ্যই প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তিকে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও কাম প্রবৃত্তিতে একশত ব্যক্তির সমপরিমাণ শক্তি প্রদান করা হবে। ইহুদী পুনরায় প্রশ্ন করল, যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে, তার অবশ্যই প্রাকৃতিক প্রয়োজন বোধ হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের চামড়া হতে নির্গত কস্তুরির ন্যায় সুরভিত ঘামের দ্বারাই তাদের সে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটে যাবে। এর দ্বারা তাদের পেটও খালী হয়ে যাবে।

হাসান ইবনে আরাফাহ স্ব-সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, انك لتنظر إلى الطير في الجنة অবশ্যই তুমি জান্নাতে পাখি দেখতে পাবে। فتشتهيه فيخرّ بين يديك مشويًّا তুমি যখনি তা খাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখনি তা ভুনা অবস্থায় তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে।

ইতোপূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের রা. ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্বলিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে জান্নাতের সর্বপ্রথম খাদ্য ও পানির উল্লেখ রয়েছে। (অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে জান্নাতে সর্বাগ্রে কোন ধরনের খাবার ও পানীয় প্রদান করা হবে।)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা.-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে,[৩৩০] কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির আকৃতি হবে আর আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর

---

৩৩০. বুখারী, খ. ২ পৃ. ৯৬৫

এক হাত হতে অন্য হাতে নিবেন। সেই রুটি দ্বারা জান্নাতীদেরকে আপ্যায়ন করা হবে।

ইমাম হাকিম রহ. স্ব-সনদে হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان في الجنة طيرا أمثال البخاتي জান্নাতে বুখতী উটের (এক প্রজাতির উট) ন্যায় বৃহদাকারের পাখী থাকবে। فقال : ابوبكر انها لناعمة يارسول الله তখন হযরত আবূ বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাতো অবশ্যই হৃষ্টপুষ্ট ও অতিশয় তৃপ্ত হবে? (কেননা, তা জান্নাতের পাখী) قال : أنعم منها من يأكلها রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভক্ষণকারী তা অপেক্ষা অধিক নিআমত ধন্য হবে। وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر হে আবূ বকর! তুমিও তার ভক্ষণকারীদের একজন হবে।

ইমাম হাকিম রহ. স্ব-সনদে হযরত কাতাদাহ রা. হতে আল্লাহ তাআলার বাণী, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَএর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, হযরত আবূ বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতীগণ যেমনিভাবে আরাম-আয়েশে থাকবে, জান্নাতের পাখিগুলোও তেমনি আরাম-আয়েশে থাকবে বলে আমি মনে করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভক্ষণকারীরা তা অপেক্ষাও অধিক আরাম-আয়েশে থাকবে। সে পাখীর ঘাড় উষ্ট্রীর ঘাড়ের ন্যায় বৃহদাকারের হবে। হে আবূ বকর! আমি আল্লাহর দরবারে আশাবাদী, তুমিও তা ভক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একই সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে হযরত কাতাদাহ রহ. আল্লাহ তাআলার বাণী يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, জান্নাতীদের নিকট সত্তর প্রকারের স্বর্ণের পানপাত্র নিয়ে প্রদক্ষিণ করা হবে। প্রত্যেক পাত্রের খাদ্য ও আহারের রং ও প্রকৃতি অন্যটি অপেক্ষা ভিন্নতর হবে।

দারাওয়ারদী স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন, তাতে হাউযে কাউসারের ব্যাপারে উল্লেখ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেটি একটি নদী, যা আমার প্রভু আমাকে

দান করেছেন। তার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক শুভ্র এবং অমৃত অপেক্ষা অধিক মিষ্ট হবে। فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر সেখানে উটের ঘাড়ের ন্যায় বৃহৎ ঘাড় বিশিষ্ট পাখী রয়েছে। فقال عمر بن الخطاب : انها يا رسول الله لناعمة তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সকল পাখীতো হৃষ্টপুষ্ট ও অতিশয় তৃপ্ত থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার ভক্ষণকারী তদাপেক্ষা আরো অধিক নিআমত ধন্য হবে।

ইবরাহীম ইবনে সাঈদ অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তাতে হযরত উমর রা.-এর স্থলে হযরত আবূ বকর রা.-এর কথা উল্লেখ রয়েছে।

উসমান ইবনে সাঈদ দারেমী রহ. স্ব সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে আল্লাহ তাআলার বাণী وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, সে সব পানপাত্রে এমন সুরা থাকবে, যা পান করার দ্বারা মাথা ঘুরাবে না এবং সংজ্ঞাও হারাবে না। وَكَأْسًا دِهَاقًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে সকল পানপাত্র পরিপূর্ণ থাকবে, مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাতে কস্তুরির মোহর সমৃদ্ধ থাকবে।

হযরত আলকামাহ রহ. হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন। خِتَامُهُ مِسْكٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তার পানীয়তে কস্তুরির মিশণ থাকবে। তার দ্বারা উদ্দেশ্য মোহর নয়।

গ্রন্থকার বলেন, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জ্ঞাত। তবে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে পানীয়তে কস্তুরির মিশণ থাকবে। আর ختام শব্দটি خاتمة থেকে উৎকলিত, خاتم থেকে নয়।

যায়দ ইবনে মুআবিয়া রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রা. কে خِتَامُهُ مِسْكٌ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি তখন خِتَامُهُ مِسْكٌ পাঠ করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ পড়।

আলকামাহ রহ. বলেন, ختامه অর্থ হল خلطه অর্থাৎ মিশণ। তোমরা কি লক্ষ্য কর না, তোমাদের স্ত্রীরা বলে থাকে। لكذا خلطه من مسك ان للطيب এ সুগন্ধিতে এভাবে কস্তুরির সংমিশণ রয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে মানসূর হযরত মাসরূক রহ. থেকে الرحيق المختوم এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, الرحيق দ্বারা উদ্দেশ্য হল পানীয়, المختوم দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তার শেষাংশে কস্তুরির স্বাদযুক্ত হওয়া।

একই সনদে হযরত আবদুল্লাহ হতে মাসরূক রহ. বর্ননা করেন, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী ومزاجه من تسنيم এর ব্যাখ্যায় বলেন, নৈকট্যশীল ব্যক্তিগণতো অন্য কোন মিশণ ব্যতীত খাঁটি পানীয় পান করবে, কিন্তু অন্যরা অন্য বস্তু মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

এমনিভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, নৈকট্যশীল বান্দাগণ অন্য কোন মিশ্রণ ব্যতীত খাঁটি পানীয় পান করবে কিন্তু অন্যরা অন্য বস্তু মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ এর মধ্যে ختام শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মাটি অর্থাৎ তার মাটি কস্তুরির ন্যায় সুগন্ধিময় হবে। তবে এ তাফসীর ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, অন্য অর্থে আয়াতের শব্দ এর চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট। হতে পারে এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হল, পানীয় পান করার পর পানপাত্রে যে ফেনা থাকবে, তা কস্তুরির ন্যায় হবে।

ইমাম হাকিম রহ. হযরত আবূ দারদা রা.-এর হাদীস স্ব-সনদে আদম হতে বর্ণনা করেন, তাতে রয়েছে তিনি خِتَامُهُ مِسْكٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার পানীয় রৌপ্যের ন্যায় সাদা হবে, সর্বশেষ জান্নাতী ব্যক্তি পান না করা পর্যন্ত তা টইটম্বুর থাকবে। দুনিয়ার কোন ব্যক্তি যদি তাতে হাত প্রবেশ করিয়ে বের করত, যমীনের সব প্রাণীর কাছে তার সুঘ্রাণ পৌছে যেত।

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী আদম রহ. বলেন, হযরত আতা রহ. হতে আবূ শাইবা আমাকে বর্ণনা করেন, তাসনীম হল সুর মিশ্রিত পানীয় বিশিষ্ট প্রস্রবণ।

ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে আল্লাহ তাআলার বাণী وَكَأْسًا دِهَاقًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে সকল পান পাত্র পরিপূর্ণ থাকবে।

ইমাম আহমাদ রহ. বলেন, আমি অনেকবার আব্বাস নাহভীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমাকে পাত্র ভরে পান করাও। এ কথা বুঝানোর

জন্য তিনি যেহেতু واهق لنا শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাহলে বুঝা যায় دهاقا অর্থ হল পরিপূর্ণ হওয়া। তিনি যেহেতু ভাষাবিদ, তার সে কথা দলীল হতে পারে।

আল্লাহ তাআলার বাণী, إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا *(সৎ কর্মশীলেরা পান করবে পানীয় মিশ্রণ কাফূর)* এর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

কতক আরবী ভাষাবিদ বলেন, سلسبيل এটি فعل (কর্ম) فاعل (কর্তা) مفعول (কর্মপদের) সমন্বিত একটি বাক্য। মূলত বাক্যটি ছিল سل سبيلا اليها সে পর্যন্ত পৌছার রাস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তবে এটি বিশুদ্ধ মত নয়; বরং বিশুদ্ধ মত হল, এটি একটি একক শব্দ। এটি একটি বর্ণনার নাম।

আবুল আলিয়াহ রহ. বলেন, জান্নাতীদের পথে ও গৃহে সামনা সামনি দু'টি নদী প্রবাহিত হবে। সে নদী এমন সুন্দর হবে, যেন শুধু তাই প্রবহমান একমাত্র নদী। তার শোভা ও সৌন্দর্যের কারণেই তাকে سلسبيل বলা হয়। অন্যরা বলেন, সালসাবীল অর্থ হল অত্যন্ত সুস্বাদু।

আবূ ইসহাক রহ. বলেন, সে নদী সুন্দর ও শোভনীয় হওয়ার দরুন তার এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ইবনে আম্বারী রহ. বলেন, সালসাবীল কোন ঝর্ণার নাম নয়; বরং ঝর্ণার পানির নাম হল, সালসাবীল। তাঁর এ মতের সমর্থনে তিনি দু'টি দলীল পেশ করেছেন ।

প্রথম দলীল, সালসাবীল শব্দটি হল منصرف যদি এটি কোন ঝর্ণার নাম হত, তাহলে তাغير منصرف হত। কেননা غير منصرف হওয়ার জন্য যে দু'টি কারণ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, এতে দু'টিই রয়েছে, تانيث তথা স্ত্রী লিঙ্গ হওয়া ও নাম হওয়া।

দ্বিতীয় দলীল, হযরত ইবনে আব্বাস রা. তার অর্থ করেছেন, 'যা অতি সহজে গলধঃকরণ করা যায়' আর গলা দিয়ে পানি অবনমিত হয়, ঝর্ণা নয়।

উক্ত বর্ণিত দলীল দু'টি এর দলীল হতে পারে না। কেননা, এ শব্দটিকে منصرف পড়া হয় শুধু তার পূর্বাপরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে। ইবনে

আব্বাস রা. যে অর্থ বর্ণনা করেছেন সে হিসাবে তার তরলতা ও সহজ পানীয় বলেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে।

উক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, জান্নাতীদের জন্য রুটি, গোশ্‌ত, ফলমূল, মিষ্টি দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন পানীয় অর্থাৎ দুধ, পানি ও শরাব থাকবে। দুনিয়াতে যে সকল বিষয় পাওয়া যায়, জান্নাতে সেগুলোর শুধু নামের মিল থাকবে। (উদাহরণত দুনিয়াতে রুটি আছে এবং জান্নাতেও রুটি থাকবে, তবে তার স্বাদ এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। তবে উভয়টাকেই রুটি বলা হয়ে থাকে।)

একই নামের বস্তু দুনিয়াতে এবং আখিরাতে হওয়া সত্ত্বেও স্থানের ভিন্নতার কারণে উভয়ের মাঝে স্বাদ ও প্রকৃতি-আকৃতি, গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিরাট ব্যবধান থাকবে।

**প্রশ্ন** : যদি প্রশ্ন করা হয়, গোশ্‌ত কোথায় ভুনা করা হবে। জান্নাতেতো আগুন থাকবে না।

**জবাব** : কেউ কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা كـــن (হয়ে যাও) বলার দ্বারা তা ভুনা হয়ে যাবে।

কেউ কেউ বলেন, সে গোশ্‌তগুলো জান্নাতের বাইরে ভুনা করে জান্নাতীদের জন্য পেশ করা হবে।

তবে সঠিক বিষয় হল, আগুন ব্যতীতই আল্লাহ তাআলা তা ভুনার উপকরণ সৃষ্টি করবেন। যেমনিভাবে সেখানকার ফলমূল ও খাদ্যের উপকরণ দুনিয়ার ফলমূল ও খাদ্যের উপকরণ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এও হতে পারে, সেখানে এমন আগুন থাকবে, যা কোন বস্তুকে ধ্বংস করবে না।

সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে[৩৩১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীদের অঙ্গার আগরবাতি হতে উজ্জ্বল হবে। জান্নাতীরা সে আগরবাতির কাষ্ঠ জালিয়ে ধোঁয়া দিবে, যাতে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, জান্নাতে ছায়া হবে। তাহলে ছায়ার জন্য সে বস্তুর প্রয়োজন, যার উপর ছায়া পড়বে।

---

৩৩১. বুখারী. খ. পৃ. ৪৬০

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ○ *তারা এবং তাদের স্ত্রীরা সুশীতল ছায়ায় সু-সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে*[৩৩২]।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ○ *মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণবহুল স্থলে*[৩৩৩]।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ○ *এবং তাদেরকে চির স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবিষ্ট করব*[৩৩৪]।

খাবার পানীয় ও সুগন্ধিময় ধোঁয়া থাকা এমন উপকরণের দাবী করে, যার দ্বারা সেগুলো পূর্ণ হতে পারে। (আগুন ছাড়া ধোঁয়া হতে পারে না। সুতরাং জান্নাতে আগুন বিদ্যমান থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হল।)

কারণ, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনিই হলেন সকলের প্রভু। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ তথা উপাস্য নেই। তাই আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের খাবার হযমের জন্য ঢেকুর ও ঘামকে কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যেমনভাবে খাবার হযম করার জন্য আল্লাহ তাআলা একটি কারন নির্ধারন করেছেন, তেমনিভাবে খাবার রান্না করারও একটি উপকরণ নির্ধারন করতে পারেন। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাদের পেটে এমন উষ্ণতা সৃষ্টি করবেন, যার দ্বারা খাবার রান্না হয়ে যাবে। এমনিভাবে সেখানকার ফলমূল রান্নার জন্যও তিনি উষ্ণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

গাছ-পাতাকে ছায়ার উপকরণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভু একই সত্তা। তিনিই সকল কারন, আদি কারণ ও উপকরণের সৃষ্টিকর্তা। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সৃষ্টিকৃত বস্তু তারই নির্দেশে হয়ে থাকে। উপকরণ ও কর্ম হল, তাঁর হিকমতের প্রকাশস্থল। যদিও উপকরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্যই বান্দা আশ্চর্যবোধ করে যে,

---

৩৩২. সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৫৬

৩৩৩. সূরা মুরসালাত, আয়াত : ৪১

৩৩৪. সূরা নিসা,আয়াত : ৫৭

কোন কোন বস্তু তার নিষিদ্ধ উপকরণ ব্যতীত অন্য উপকরণ দ্বারাও সংগঠিত হয়ে থাকে। এ আশ্চর্য বোধ কখনো কখনো বান্দাকে অস্বীকৃতিতে উদ্বুদ্ধ করে; কিন্তু তা একমাত্র অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই সৃষ্টি হয়। কেননা, কোন কাজের নির্ধারিত উপকরণ ব্যতীত অন্য উপকরণের দ্বারা তার অস্তিত্ব প্রদানে আল্লাহ তাআলার কুদরত অপারগ নয়। (যেমন বৃক্ষরাজির সজীবতা লাভের নির্ধারিত উপকরণ হল, পানি দ্বারা সেচ দেওয়া। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আগুন দ্বারাও তাকে সজীব করতে পারেন। কেননা, আল্লাহ তাআলার জন্য তো কর্মের নির্ধারিত উপকরণে কর্ম সম্পাদনের বাধ্য বাধকতা নেই।)

তিনি এ জগতে যেমনিভাবে কারণ, আদি কারণ ও উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে পরজগতেও এমন সৃষ্টি করতে পারেন। এ জগতে এসব সৃষ্টি করতে যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা অক্ষম নন, তেমনিভাবে পরজগতেও তিনি এসব সৃষ্টি করতে অক্ষম নন। কেননা, দুনিয়াতে এসব বস্তু সৃষ্টি করার চেয়ে আখিরাতে সৃষ্টি করা অধিকতর সহজসাধ্য। কেননা, দুনিয়ার এ শক্ত মাটি ও পানি হতে ফল সৃষ্টি করা জান্নাতের মাটি, পানি ও আবহাওয়া হতে সৃষ্টি করা অপেক্ষা কঠিনতর ও আশ্চর্যের বিষয়।

হতে পারে, পর্বতমালার প্রস্তরের তীক্ষ্ণ বালি হতে স্বর্ণ-রৌপ্য সৃষ্টি করা অন্য উপকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক আশ্চার্যজনক ।

মোট কথা হল, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তাঁর যে সকল নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে চিন্তা ও গবেষণা করুন। আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে তাঁর কুদরতের পূর্ণাঙ্গতা, তার জ্ঞানের ব্যাপকতা, তাঁর ইচ্ছার নি:শর্ততা, তাঁর স্বাধীনতা, হিকমত ও রাজত্বের উপর প্রমাণ ও নিদর্শন বানিয়েছেন। তাঁর প্রভুত্ব ও একত্ববাদের জন্য দলীল নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং দুনিয়ার বস্তু আখিরাতের বস্তুসমূহের সাথে তুলনা করলে এ ফলাফল পাবে,সেগুলো অপেক্ষা দুনিয়াবী বস্তুই আল্লাহ তাআলার কুদরতকে অধিক সুস্পষ্টভাবে বুঝায় ও তার সাক্ষ্য বহন করে। উভয়টাকে একই প্রদীপালয়ে পাবে। আর প্রভুও একজন। সৃষ্টিকর্তাও একজন। সব বস্তুর মালিকও একজন। যারা এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে না। তাদের জন্য চূড়ান্ত ধ্বংস অপেক্ষমাণ।

## জান্নাতের তৈজসপত্র

আল্লাহ তাআলার বাণী يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ *স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে পদক্ষিণ করা হবে।* এর ব্যাখ্যায় কালবী রহ. বলেন, صحاف অর্থ হল قصاع অর্থাৎ পেয়ালা।

লাইস রহ. বলেন, صحفة রাজকীয় বিশাল গামলাকে বলা হয়, যেমন আ'শা কবির কবিতায় রয়েছে,

والمكاكيك والصحاف من الفضة • وا لضامرات تحت الرجال

রৌপ্য নির্মিত বিশাল গামলা ও পানপাত্র রয়েছে। সেখানে পুরুষের জন্য রয়েছে সরু কোমর বিশিষ্ট দ্রুতগামী বাহন।

أَكْوَابٍ হল كوب এর বহুবচন। ফাররা নাহভী বলেন, হাতলবিহীন গোল মুখ বিশিষ্ট পেয়ালাকে كوب বলা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি আদীর এ কবিতা আবৃত্তি করেন, متكئا تصفق أبوابه- يسعى عليه العبد بالكوب হেলান দিয়ে বসে থাকবে তারা সেখানে তারা রুদ্ধ দ্বার কক্ষে। সেখানে দ্রুত পায়ে পান পাত্র হাতে ক্রীতদাস ছুটে যাবে।

আবূ উবাইদ রহ. বলেন, হাতলবিহীন গোলাকৃতি পাত্রকে كوب বলা হয়।

মুকাতিল রহ. ও আবূ ইসহাক ওহ.-অনুরূপ মত পেশ করেছেন ।

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নালীবিহীন পাত্রকে كوب বলা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ○ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ○

*তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা, পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে*[৩৩৫]।

নালী ও হাতল বিশিষ্ট পাত্রকে اباريق বলা হয়। আর নালী ও হাতলবিহীন পাত্রকে أكْوَاب বলা হয়।

ابريق এটি افعيل এর ওযনে بريق হতে উৎকলিত। ابريق বলা হয় সে পাত্রকে যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলে উজ্জ্বল ও ঝকঝকে হয়।

জান্নাতে সে পাত্র (ابريق ইবরীক) হবে রূপার তৈরী। তা কাঁচের ন্যায় ঝকঝকে হবে, তার ভিতরের বস্তু বাহির হতেও দেখা যাবে। আরবগণ তরবারিকেও ইবরীক বলে থাকে; কেননা, তরবারীও অত্যন্ত ঝকঝকে হয়।

ইবনে আহমারের কবিতায় এ ব্যবহারই পরিলক্ষিত হয়।

কবিতাটি হল,

تعلقت إبريقا وعلقت جفنه • ليهلك حياذا زهاء وخامل

আমি তরবারি ঝুলিয়ে রেখেছি ও তার খাঁপ বেঁধে রেখেছি, যেন প্রত্যেক অহংকারী ও অকৃতজ্ঞকে হত্যা করতে পারি।

নাওয়াদিরুল লিহয়ানিতে রয়েছে امرئة إبريق বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল মহিলাকে বলা হয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ○ *তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে। রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পরিমিত করবে।* [৩৩৬]

قوارير অর্থ হল কাঁচ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে সকল পাত্রের মৌল উপাদান হিসাবে রৌপ্যের কথা উল্লেখ করলেন। তাহলে বুঝা যায়,তা রৌপ্য দ্বারা

---

৩৩৫. সূর. ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ১৭-১৮

৩৩৬. সূরা দাহর, আয়াত : ১৫-১৬

নির্মিত হবে, তবে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ হবে। সে সব বস্তু সুন্দর ও শোভনীয় হবে।

মুজাহিদ রহ. কাতাদাহ রহ. মুকাতিল রহ. কালবী ও কা'বী রহ. সহ সকল মুফাস্‌সির বলেন, জান্নাতের কাঁচ হবে রৌপ্যের। সুতরাং সে পাত্রে রৌপ্য ও কাঁচ উভয়টার স্বচ্ছতার সমাবেশ ঘটবে।

ইবনে কুতাইবা রহ. বলেন, জান্নাতের নদী, খাট, বিছানা, পানপাত্র ও অন্যান্য সকল বস্তুই দুনিয়ার মানুষের তৈরী বস্তু হতে ভিন্নতর হবে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জান্নাতে যে সকল বস্তু রয়েছে, দুনিয়াতে সে সকল বস্তুর সাথে নামের সাদৃশ ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। (অর্থাৎ জান্নাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তুর মধ্যে একমাত্র নামের সাদৃশ্যই রয়েছে। এ ছাড়া স্বাদ, আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন।)

দুনিয়ার পানপাত্র কখনো রৌপ্য দ্বারা নির্মিত করা হয়, কখনো কাঁচ দ্বারা তৈরী করা হয়; কিন্তু জান্নাতের পানপাত্র শুভ্রতার ক্ষেত্রে হবে রৌপ্যের ন্যায় আর স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে হবে কাঁচের ন্যায়। এখানে কাঁচকে রূপার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ ধরনের হবে যেন তা রৌপ্য নির্মিত।

আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ন্যায় كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল অর্থাৎ জান্নাতের নারীরা রং ও রূপে পদ্মরাগের মত আর স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে প্রবালের ন্যায়।

কেউ হয়ত প্রশ্ন তুলতে পারে, কাঁচ ও রূপা ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একই বস্তু রূপা ও কাঁচ কিভাবে হতে পারে? আমাদের পূর্বের আলোচনার আলোকে এ প্রশ্ন থাকতে পারে না। (অর্থাৎ দুনিয়াতে যদিও এগুলো দু,টি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু; কিন্তু জান্নাতে এরূপ নয়।)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا। تقدير অর্থ হল, কোন বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে তৈরী করা। সুতরাং সে সকল পাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তৈরী করা হবে, যা অপেক্ষাকৃত বড়ও হবে না, ছোটও হবে না। পানকারীদের পানে তা স্বাদ বৃদ্ধি করবে। কেননা, যদি পানীয় তৃষ্ণা অপেক্ষা কম হয়ে থাকে, তবে স্বাদানুভূতি পূর্ণ হয় না আর যদি পানীয় তৃষ্ণা অপেক্ষা অধিক হয়, তৃষ্ণা নিবারণের পরও যদি বাকী থাকে তবে তা বিরক্তিকর। মুফাস্‌সিরীনে কিরামের এক জামাত এ মতামত পেশ করেন।

ইমাম ফাররা রহ. বলেন, প্রত্যেক পানকারীর তৃষ্ণার পরিমাপে পানপাত্র তৈরী করা হবে। তার পানীয় পানকারীর তৃষ্ণা অপেক্ষা কমও থাকবে না, বেশিও থাকবে না; বরং পরিমাণ মত থাকবে।

আবূ উবায়দ রহ. বলেন, পানীয় পরিবেশনকারী পানকারীর তৃষ্ণা পরিমাণ পানীয়ই পাত্রে ঢালবে। এ অবস্থায় যমীর তথা সর্বনাম ফেরেশতা বা খাদেমদের দিকে ফিরবে। যারা জান্নাতীদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে। তারা সে পরিমাণই পানীয় পানপাত্রে ঢালবে যে পরিমাণে পানকারী পরিতৃপ্ত হয়। এর চেয়ে কমও ঢালবে না, বেশিও ঢালবে না।

মুফাসসিরগণের এক জামাত বলেন, يسقون এর মধ্যাবস্থিত যমীর তথা সর্বনামটি পানকারীদের দিকে ফিরবে। অর্থাৎ পানকারীদের অন্তরে একটা পরিমাণ নির্ধারিত থাকবে। সে পরিমাণই তাদেরকে প্রদান করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে জমহুরে মুফাসসিরীনের মতটি অধিক নির্ভরযোগ্য ও পসন্দনীয়। والله اعلم

كاس এর ব্যাপারে হযরত আবূ উবাইদ রহ. বলেন, كاس হল পানীয়তে পূর্ণ পানপাত্র। আবূ ইসহাক রহ. অনুরূপ মত পেশ করেছেন।

কোন কোন মুফাসসির كاس এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, كاس হল সুরা।

হযরত আতা রহ. হযরত কালবী ও মুকাতিল রহ. প্রমুখের মতও এটিই। এমনকি যাহ্হাক রহ. বলেন, কুরআনের মধ্যে যে স্থানেই كاس শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই 'সূরা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য, ইঙ্গিত সব কিছু বিবেচনা করেই তাঁরা এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেননা, এখানে শুধু পাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং পানীয়সহ পানপাত্র উদ্দেশ্য।

সহীহায়নে[৩৩৭] হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما উভয় জান্নাত হবে স্বর্ণের এবং তার পাত্র ও তার মধ্যাবস্থিত সকল কিছুই হবে স্বর্ণের। জান্নাতে আদনের অধিবাসী ও তাঁদের প্রভুর মাঝে শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের আড় ব্যতীত অন্য কোনো কিছু থাকবে না।

---

[৩৩৭]. বুখারী, খ. ২ পৃ. ৭২৪, মুসলিম, খ. ১ পৃ. ১০০

সহীহায়নে[৩৩৮] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أوّل زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر। সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। والذين يلونهم على أشد كوكب دريّ في السماء اضاءة। তাদের পরের ধাপে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তাদের মুখমণ্ডল আকাশের তারকারাজি হতেও অধিক উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হবে। لايبولون ولايتغوطون ولايمتخطون ولايتفلون সেখানে তারা প্রস্রাব-পায়খানা করবে না, শ্লেষ্মা ফেলবে না, থুথু ফেলবে না। امشاطهم الذهب তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। ورشحهم المسك তাদের ঘাম হবে কস্তুরির ন্যায় সুরভিত। ومجامرهم الالوة। ধোঁয়া হবে আগরবাতির খড়ি হতে।وازواجهم الحور العين তাদের স্ত্রী হবে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা রমণীকুল। اخلاقهم على خلق رجل واحد তাদের স্বভাব-চরিত্র একই ব্যক্তির ন্যায় হবে। যেন ভিন্ন ব্যক্তি নয় বরং একই ব্যক্তি। على صورة ابيه آدم ستون ذراعا في السماء সেখানে তারা সকলে তাদের আদি পিতা হযরত আদম আ.-এর আকৃতির হবে। সকলের উচ্চতা হবে ষাট হাত।

সহীহায়নে[৩৩৯] হযরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافهما তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে ও পেয়ালায় পানি পান করো না।فإنّ لهم في الدنيا ولكم في الآخرة কেননা, দুনিয়াতে তা হল কাফিরদের জন্য আর তোমাদের জন্য হল আখিরাতে।

আবূ ইয়ালা মূসিলী রহ. তাঁর মুসনাদে স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখাকে ভাল মনে করতেন, তাই কখনো কেউ স্বপ্ন দেখলে তাঁর নিকট সে সম্পর্কে জানতে চাইত। যদি সে নিজে সে ব্যাপারে না জানত। যদি তিনি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে তার প্রশংসা করতেন, তবে সে তার স্বপ্নের ব্যাপারে আনন্দিত হতো। একবার এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর

---

৩৩৮. বুখারী. খ. ১ পৃ. ৪৬০, মুসলিম. খ. ২, পৃ. ৩৭৯

৩৩৯. বুখারী. খ. ২ পৃ. ১৮৯

দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মদীনায় এলে আমাকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হল। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। এরপর কম্পনের ফলে কোন কিছু পতনের শব্দ শুনলাম, যাতে জান্নাতের দরযা খুলে গেল। তখন আমি অমুক অমুক ব্যক্তিকে দেখেছি। এভাবে সে ১২ জনের নাম বলল। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের জন্য একটি সৈন্য দল পাঠিয়েছিলেন। সে মহিলা তার স্বপ্ন বর্ণনায় বলল, অতঃপর তাদেরকে আনা হল, তাদের পোশাক ধুলিমলিন ছিল এবং তাদের শিরা হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন বলা হল, তাদেরকে বাইদাখ অথবা বাইদাজ নহরে নিয়ে যাও এবং সেখানে ডুব দিতে বল। সে নহরে ডুব দেওয়ার পর তাদেরকে আনা হল, তখন তাদের দেখা গেল,তাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমা রাতের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। এরপর তাদের নিকট স্বর্ণের রেকাবী আনা হল, যাতে উন্নতমানের খেজুর ছিল। তারা তা হতে খেজুর খেল। সে রেকাবী তাদের সামনেই ছিল। তারা যে ফল ইচ্ছা তা হতে সে ফলই খেতে লাগল। আমি তাদের সাথে খেলাম। ইত্যবসরে সেই সৈন্য দলের আগমনের সু-সংবাদদাতা এসে বলতে লাগল, অমুক অমুক শহীদ হয়ে গেছে, সে ঐ মহিলার স্বপ্নে দেখা ১২ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলাকে ডেকে পুনরায় তার স্বপ্নের বিবরণ দিতে বললেন। মহিলা সেই বার ব্যক্তির নামই উল্লেখ করল, সংবাদদাতা এসে যে বার ব্যক্তির শাহাদাতের সংবাদ দিয়েছিল।

## জান্নাতীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ○ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ○ *মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে।* (জান্নাতে কেউ কারো পশ্চাতে থাকবে না)[৩৪০]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ احسن عَمَلًا ○ أولئك لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأنهار يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِك *যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, আমিতো তার শ্রমফল নষ্ট করি না, যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে। তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকণে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সেখানে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে*[৩৪১]।

একদল মুফাস্সির বলেন, সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রকে سندس বলা হয় আর পুরু রেশমী বস্ত্রকে استبرق বলা হয়।

অন্য একদল মুফাস্সির বলেন, استبرق দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মোটা বস্ত্র। সর্বাপেক্ষা সুন্দর রং হল সবুজ আর সর্বাপেক্ষা কোমল পোশাক হল রেশমী

---

৩৪০. সূরা দুখান, আয়াত : ৫১-৫৩

৩৪১. সূরা কাহ্ফ, আয়াত : ৩০-৩১

পোশাক। আল্লাহ তাআলা তাদের পোষাকে উভয় বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যেন দেখতে সুন্দর হওয়ার ফলে তা দেখে আঁখি সুখানুভূতি লাভ করতে পারে আর তার কোমলতার ফলে শরীরও আরাম লাভ করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ *তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের*[৩৪২]।

উক্ত আয়াতে সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে, জান্নাতীদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না।

উক্ত হাদীসটি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ও হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত। উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিস ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে তার উদ্দেশ্য নির্ধারণে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের মধ্যে একদল মুফাস্‌সির বলেন, (দুনিয়াতে যারা রেশমী পোশাক পরিধান করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করলেও) জান্নাতে তাদের পোশাক রেশমী বস্ত্রের হবে না; বরং অন্য কোন ধরনের হবে। তাঁরা বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ যদিও ব্যাপকার্থে, কিন্তু তার মধ্য হতে কিছু সংখ্যককে বিশেষিত করা হয়েছে। (অর্থাৎ সাধারণত জান্নাতীদের পোশাক হবে রেশমী বস্ত্র; কিন্তু কিছু লোকের পোশাক রেশমী বস্ত্রের হবে না।)

জমহুরে উলামায়ে কিরাম বলেন, হাদীসে রেশমী বস্ত্র পরিধানের যে ধমকি রয়েছে, তার নযীর কুরআন ও হাদীসে রয়েছে, যা এ কথা বুঝায়, রেশমী পোশাক পরিধান করলে অবশ্যই তার উপর উক্ত হুকুম আরোপিত হবে। তবে হ্যাঁ, কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে সে হুকুম আরোপিত নাও হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করল, কিন্তু

---

৩৪২. সূরা হজ্জ, আয়াত : আয়াত ২৩

মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করল, তাহলে দুনিয়াতে রেশমী কাপড় তো সে পরিধান করল কিন্তু তাওবা করার ফলে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। যেমনিভাবে কোন কোন নেক আমল রয়েছে, যা গুনাহকে মিটিয়ে দেয় এবং মুসলমানদের দু'আ ও যাকে আল্লাহ তাআলা সুপারিশের অনুমতি প্রদান করেছেন, তার সুপারিশের ফলে এবং মহান দয়ালু আল্লাহ তাআলা নিজেই কোন কোন পাপীদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (যেমন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদেরকে, নবীদেরকে, সৎকর্মশীলদেরকে ও সাধারণ মু'মিনদেরকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন। তখন সকলেই স্ব-স্ব স্ত রের জাহান্নামের মু'মিনদেরকে সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম হতে বের করে আনবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, এখন আমার পালা, তখন আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম হতে এমন লোকদেরকে বের করবেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রয়েছে।) তাওবা করার ফলে এ কাজ (রেশমী বস্ত্র পরিধান) করলেও তার উক্ত হুকুম (জান্নাতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে না পারা) আরোপিত হবে না।

উক্ত হাদীসটি এ হাদীসেরই সমর্থক। যাতে রয়েছে من يشرب في الدنيا لم يشربها في الآخرة যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে, আখেরাতে সুরা পান করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا *আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র*[৩৪৩]।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ *তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম*[৩৪৪]।

উক্ত আয়াতে عَالِيَهُمْ এর মধ্যে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, তা তাদের মূল পোশাক নয়, বরং তা হবে মূল পোশাকের উপরে শোভা বর্ধনকারী পোশাক।

---

৩৪৩. সূরা দাহর, আয়াত : ১২

৩৪৪. সূরা দাহর, আয়াত : ২১

মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, যে সকল কিশোর জান্নাতীদের জন্য খাবার সহ অন্যান্য বস্তু পরিবেশন করবে, তারাও সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে।

কেউ কেউ বলেন, যাদের নিকট কিশোররা খাবার এবং অন্যান্য বস্তু পরিবেশন করবে, তাদের পোশাক হবে রেশমী বস্ত্রের।

আয়াতে গবেষণা করলে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা কিভাবে পোশাক ও অলংকার দ্বারা তাদের দু'ধরনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় প্রকার সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, পবিত্র সুরার মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রদান করা হয়েছে। তাদের কব্জিকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করেছেন আর দেহকে রেশমী বস্ত্র দ্বারা সুশোভিত করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

*যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের*[৩৪৫]*।*

এ আয়াত দ্বারা দু'টি বিষয় বুঝা যায়, তা হল, তাদের স্বর্ণের কঙ্কণ থাকবে এবং মুক্তারও ভিন্ন কঙ্কণ থাকবে। এও হতে পারে, এমন কঙ্কণ হবে, যা স্বর্ণ এবং মুক্তার যুগলে তৈরী।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টিলগ্ন হতেই জান্নাতীদের জন্য স্বর্ণের কঙ্কণ তৈরীর কাজে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করেছেন, যে কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজে লিপ্ত থাকবে। لوان قلبا من حلي أهل الجنة اخرج لذهب بضوء شعاع الشمس যদি

৩৪৫. সূরা হজ্জ, আয়াত : ২৩

জান্নাতীদের জন্য তৈরীকৃত একটি মাত্র কঙ্কণ দুনয়াতে আনা হত, তবে তার ঔজ্জ্বল্য সূর্যের কিরণকে নিষ্প্রভ করে দিত।

فلا تسئلوا بعد هذا عن حلي أهل الجنة এরপর আর জান্নাতীদের কঙ্কণ সম্পর্কে জানতে চেয়ো না।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, জান্নাতে মহিলাদের অলংকার অপেক্ষা পুরুষদের অলংকার অধিক সুন্দর হবে।

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি জান্নাতীদের কেউ উঁকি মেরে দুনিয়া দেখত আর তাতে তার পরিহিত কঙ্কণের কিছু অংশ দুনিয়াতে প্রকাশ পেত, তবে তা সূর্যের কিরণকে নিষ্প্রভ করে দিত। যেমনিভাবে সূর্যোদয়ের কারণে নক্ষত্ররাজির আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

হযরত আবূ হূরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ উমামাহ রা. তাকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতীদের অলংকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, مسورّن بالذهب والفضة অর্থাৎ তাদের স্বর্ণ-রৌপ্যের কঙ্কণ পরিধান করানো হবে। مكللون بالدر তা সজ্জিত করা হবে মুক্তা দ্বারা।عليهم أكاليل من درّ وياقوت متواصلة তাদের মাথায় ধারাবাহিকভাবে মুক্তা ও পদ্মরাগ মনি দ্বারা সুজ্জিত মুকুট থাকবে। وعليهم تاج كتاج الملكوت তাদের মাথায় শাহী মকুট থাকবে। شباب جردمر مكحلون তারা হবে পশমবিহীন কালো আঁখি বিশিষ্ট যুবক। (জান্নাতে পৌছার সাথে সাথে তাদেরকে যুবকে রূপান্তরিত করা হবে। তাদের শরীরে কোন লোম থাকবে না, তাদের চোখ এমন হবে, যেন এখনই কেবল সুরমা ব্যবহার করেছে)।

সহীহায়নে হযরত আবূ হাযিম রহ. হতে বর্ণিত আছে। এখানে ইমাম মুসলিম রহ.-এর শব্দ বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلوة হযরত আবূ হুরায়রা রা. ওযু করছিলেন আর আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। كان يمد يده حتى يبلغ إبطه তিনি ওযুতে হাত ধুতে ধুতে

তার বগল পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন। فقال : يابني فروخ أنتم ههنا তিনি বললেন, হে ফর্‌রুখের বংশধর! তুমি এখানে আছ?

لوعلمت انكم ههنا ما توضأتُ هذا الوضوء যদি আমি জানতাম, তুমি এখানে আছ, তাহলে আমি এমন অযু করতাম না। سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يَبلغ الوضوء আমি প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তির যে পর্যন্ত ওযুর পানি লাগে, তাকে জান্নাতে সে পর্যন্ত অলংকার পরিধান করানো হবে। (তাই আমি এত অধিক পরিমাণ ধৌত করেছি।)

হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর আমলের আলোকেই কেউ কেউ বগল পর্যন্ত হাত ধৌত করাকে মুস্তাহাব বলে মত পোষণ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত হল, এটা মুস্তাহাব নয়। মদীনাবাসীদের মত তা-ই।

এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ. হতে দু'টি মত রয়েছে। তবে হাদীস দ্বারা ধৌত করাকে দীর্ঘায়িত করা বুঝায় না। কেননা, অলংকার পরানো হবে কব্জিতে, বাহুতে নয়। فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل (অর্থাৎ যে বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত ধৌত করতে সক্ষম, সে যেন তা করে) এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী নয়, হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর উক্তি।

এ বাক্যটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়; কেননা, غرة হাতে হতে পারে না। (কেননা غرة অর্থ হল, মুখ মণ্ডলের উজ্জ্বল্যতা) বরং তা মুখমণ্ডলের মধ্যেই হতে পারে আর মুখমণ্ডল ধৌত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘায়িত হতে পারে না; কেননা, মুখমণ্ডলের উপর থেকেই মাথার শুরু ভাগ আর থুতনীর নীচ হতেই শুরু হয় ঘাড়। সুতরাং তাকে غرة বলা যায় না।)

সহীহ মুসলিমে[৩৪৬] হযরত আবূ হূরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس যে

---

৩৪৬. খ. ২ পৃ. ৩৮০

জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সর্বদা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে, কখনো দুর্দশাগ্রস্ত এবং বিরক্ত হবে না। ولا تبلى ثيابه তার পোশাক পুরাতন হবে না। ولا يفنى شبابতার তারুণ্য ও যৌবনের কখনো অবসান ঘটবে না। في الجنة مالا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر জান্নাতে এমন সব বস্তু রয়েছে, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ন শ্রবণ করেনি, এমনকি কোন মানব হৃদয়ে যার কোন চিন্তাও উদিত হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী لا تبلى ثيابه দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য, বিশেষ এক ধরনের পোশাক, যেখানে কখনো পুরানত্ব আসবে না। অথবা উদ্দেশ্য হল নতুন পোশাকের ধারাবাহিকতা সব সময় বজায় থাকবে। এক পোশাক পুরাতন হওয়া মাত্রই নতুন পোশাক চলে আসবে। যেমনটি আমরা জান্নাতের ফলের ক্ষেত্রে দেখেছি। এক ফল আহরিত হওয়া মাত্রই তদস্থলে নতুন ফল গজিয়ে উঠবে।

হযরত ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণনা করেন, جاء أعربي جرمي জুরাম এলাকার একজন গ্রাম্য লোক এসে বলল, فقال : يا رسول الله اخبرني عن الهجرة ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হিজরত সম্পর্কে বলুন। اليك أينما كنت أم لقوم خاصআপনি যেখানে থাকেন, সেখানে যাওয়াকে হিজরত বলে, নাকি কোন বিশেষ গোত্রে (যাদের মধ্যে আপনি অবস্থান গ্রহণ করেন) চলে যাওয়াকে হিজরত বলে। ام إلى أرض معلومة নাকি নির্দিষ্ট এলাকায় চলে যাওয়াকে হিজরত বলে। اذا مت انقطعت আপনার পৃথিবী হতে ইন্তিকালের পর কি তার সমাপ্তি ঘটবে? সে ব্যক্তি এরূপ তিনবার বলে বসে পড়ল। فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا ثم قال : أين السائل ؟ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সময় চুপ থেকে বললেন, কোথায় সে প্রশ্নকারী? فقال ها هوذا يارسول اللهবলা হল, সে এখানেই ইয়া রাসূলাল্লাহ! قال : الهجرة أن تهجر الفواحش ماظهر منها ومابطن রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীলতা ত্যাগ করা,وتقيم الصلوة وتؤتى الزكوة নামায কায়েম করা ও

যাকাত প্রদান করার নামই হল হিজরত। ثم أنت مهاجر وان متَّ بالحضر উল্লিখিত কাজগুলো সম্পাদন করতে পারলে ঘরে মৃত্যুবরণ করলেও তুমি মুহাজির বলে গণ্য হবে।

فقال آخر يارسول الله اخبرني عن ثياب أهل الجنة অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জান্নাতীদের পোশাক সম্পর্কে বলুন। اتخلق خلقا ام اتنسج نسجا তা কি এমনি এমনিই সৃষ্টি হবে নাকি তা বুনন করতে হবে? قال : ضحك بعض القوم বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে কেউ কেউ হেসে ফেলল। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تضحكون من جاهل يسئل عالما রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কী এক অজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্ন শুনে তোমরা হাসছ? فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعةً ثم قال : أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষণকাল চুপ থেকে বললেন, জান্নাতীদের পোশাক সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? ها هو ذا يارسول الله জনৈক ব্যক্তি বলল, সে এখানেই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! قال : لا، بل يشقق عنها ثمر الجنة রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, (তা বুনে বানানো হবে না) বরং তার জন্য জান্নাতের ফল পাড়া হবে। (সে ফল হতেই তা তৈরী হবে) ثلاث مرّات রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উক্ত বাণী উচ্চারণ করলেন।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে স্বীয় মু'জামে হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أوّل زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হবে। والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب درّيّ في السماء জান্নাতে প্রবেশকারী দ্বিতীয় দলের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য নক্ষত্ররাজি অপেক্ষা অধিক দীপ্তিময় হবে। لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين প্রত্যেকের ডাগর ডাগর আঁখি বিশিষ্ট

দু'জন করে স্ত্রী থাকবে। (এ হল সর্বনিম্ন সংখ্যা) على كل زوجة سبعون حلة প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে। يرى مخ سوقها من وراء لحومهما وحللهما তাদের রূপলাবণ্য ও কমনীয়তা এ পর্যায়ের থাকবে,সত্তর জোড়া পোশাকসহ গোশতের ভেতর হতেও তাদের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে। كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء যেমনিভাবে শুভ্র, স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রে লাল সুরা দেখা যায়।

জান্নাতের এক বিঘত পরিমাণ জায়গা এই দুনিয়াসহ আরেক দুনিয়া লাভ করা হতেও অনেক উত্তম। তদ্রূপ জান্নাতের এক ধনুক সমান জায়গা দুই দুনিয়া লাভ করা হতেও উত্তম। জান্নাতী রমনীর একটি মাত্র ওড়না এরকম দুই দুনিয়ার মালিক হওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। তার মধ্যকার সকল বস্তু তার সমান আরো কয়েক দুনিয়া লাভ করা হতেও উত্তম।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! نصيف কি? قال : الخمار তিনি বললেন, نصيف হল ওড়না।

ইবনে ওয়াহাব স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতী ব্যক্তি একবার পার্শ্ব পরিবর্তনের পূর্বেই সত্তর বছর হেলান দিয়ে থাকবে। অতঃপর তার স্ত্রী এসে তার স্কন্ধে স্পর্শ করবে। তখন সে স্ত্রীর গণ্ডদেশে আপন মুখমণ্ডল আরশী হতেও পরিষ্কার দেখতে পাবে। তার শরীরে যে মুক্তা শোভা পাবে, তাতে সর্বনিম্ন মানেরটি এমন হবে যে, পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত তার আলোতে উদ্ভাসিত হবে। তখন সে রমণী তাকে সালাম করবে। সে উত্তর দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? রমণী বলবে, আমি তোমার অতিরিক্ত প্রাপ্য। ঐ রমণীর শরীরে সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে। সে ব্যক্তি তখন ঐ রমনীর দিকে তাকাবে, যাতে সে রমনীর সত্তর জোড়া পোশাকের অভ্যন্তর হতেও তার পায়ের গোড়ালির মজ্জা দেখতে পাবে। সে মহিলার মাথায় মুকুট থাকবে। তার সর্বনিম্ন মানের মুক্তা এত উজ্জ্বল হবে যে, পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত তার আলোতে উদ্ভাসিত হবে। ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাকে তূবার (স্বর্গোদ্যানের গাছ, যার ফল অত্যন্ত মধুর হবে) নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। সেই তূবার ফুলের আবরণ প্রস্ফুটিত হবে। সে সেখান হতে লাল, সাদা, সবুজ, হলুদ, কালো, যে কোন রংয়ের ফুল নিবে। সে ফুল গুলো এন্যুমুন ফুলের মত হবে বা আরো কোমল ও আরো সুন্দর হবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত খালিদ আয-যামীল হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করেছি, ماحلل الجنة؟ জান্নাতীদের পোশাক কোন কাপড় দ্বারা তৈরী হবে? উত্তরে তিনি বলেন, فيها شجرة فيها ثمرة كأنه الرمان। জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার ফল আনারের ন্যায়। আল্লাহ তাআলার প্রিয় বন্ধু (জান্নাতী ব্যক্তি) যখন পোশাক চাইবে, তখন সে গাছ তার ডাল নুইয়ে দেবে ও বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তখন তা হতে বিভিন্ন রংয়ের সত্তর জোড়া পোশাক বেরিয়ে আসবে। অতঃপর গাছটি পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তূবা তার জন্য, যে আপনার দর্শন লাভ করেছেন ও আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। فقال طوبى لمن رآني وآمن بي নবীজী বললেন, তূবা তার জন্য, যে আমাকে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে। وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن بي ولم يرني তূবা ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আমাকে না দেখেও আমার প্রতি ঈমান এনেছে।؟ فقال له رجل : وما طوبى তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, তূবা (طوبى) কি? قال : شجرة في الجنة مسيرة مأة عام বললেন, তূবা হল জান্নাতের একটি গাছ। যার ছায়া শত বছরের দূরত্ব পরিমাণ দীর্ঘ হবে। ثياب أهل الجنة تخرج من كمامها তার মুকুল হতে জান্নাতীদের পোশাক বের হবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আবু হূরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, دار المؤمن في الجنة لؤلؤة জান্নাতে মু'মিন ব্যক্তির নীড় হবে মুক্তর। فيها شجرة تنبت الحلل তাতে একটি গাছ রয়েছে, যা হতে কাপড় উৎপন্ন হবে। فيأخذ الرجل باصبعيه واشار بالسبابة والا بهام মু'মিন ব্যক্তি তা থেকে দুই আঙ্গুল দিয়ে নিতে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। (অর্থাৎ এ দু'আঙ্গুল দ্বারা নিবে) سبعين حلة متمنطقة باللؤلؤ والمرجان প্রবাল ও মুক্ত দানা সমৃদ্ধ সত্তর জোড়া পোশাক নিবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, لو ان ثوبا من ثياب أهل الجنة لبس اليوم في الدنيا لصعق من ينظراليه وماحملته أبصارهم যদি জান্নাতীদের পোশাক পরিধান করে কেউ দুনিয়াতে আগমন করে, তাহলে যে ব্যক্তি তাকে দেখবে, সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে, ও তার চোখের দৃষ্টি শক্তিলোপ পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে বাশীর ইবনে কা'ব সহ অন্য শাইখ হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতীরা যে স্ত্রী লাভ করবে, তাদের প্রত্যেকের শরীরে সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে। সে স্ত্রী পৃথিবীর ফুল হতে অধিক কোমল ও কমনীয় হবে। তাদের গোশতের অভ্যন্তর হতে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।

সহীহায়নে[৩৪৭] হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার দুমাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একটি রেশমী জুব্বাহ উপহার দিল, লোকজন তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়াভিভূত হল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا। হযরত সা'দ রা. জান্নাতে যে রুমাল লাভ করেছে, তা এর চেয়ে অধিক সুন্দর।

সহীহায়নে হযরত বারা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একবার একটি রেশমী জুব্বাহ উপহার দেয়া হয়েছিল, লোকজন তার কোমলতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ

---

[৩৪৭]. বুখারী খ. ১ পৃ. ৪৬০, মুসলিম খ. ২, পৃ. ২৯৫

করেছ? সা'দ ইবনে মুআ'য জান্নাতে যে রুমাল লাভ করেছে, তা এর চেয়েও অধিক সুন্দর।

এখানে বিশেষভাবে হযরত সা'দ ইবনে মুআ'য রা.-এর কথা উল্লেখ করার বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। কেননা, মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর যে মর্যাদা, আনসারদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে মুআ'য রা.-এর ঠিক সেই মর্যাদা। যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ তাআলার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আল্লাহ তাআলার জন্য তিনি কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে মোটেও পরোয়া করতেন না। আল্লাহ তাআলা শাহাদাতের সুধা পান করিয়েই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটালেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিকে স্ব-জাতি, স্বীয় গোত্র ও বন্ধু-বান্ধবদের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি (ইহুদীদের ব্যাপারে) ঠিক সেই ফায়সালাই দিয়েছেলেন; সপ্তাকাশের উপর আল্লাহ তাআলা যে ফায়সালা দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর শরীর পরিষ্কার করার জন্য জান্নাতে বাদশাহদের রুমাল হতেও সুন্দর রুমাল পাওয়ার অধিক যোগ্য।

## জান্নাতীদের শাহী মুকুট

জান্নাতীদের পোশাকের মধ্যে মুকুটও থাকবে।

ইমাম বায়হাকী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রহ. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من قرأ القران فقام به آناء الليل والنهار ويحل حلاله ويحرم حرامه خلطه الله بلحمه ودمه যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল এবং দিবা-রাতের উভয় প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করল (অর্থাৎ তেলাওয়াত ও নফল নামাযে তা তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকল) এবং তার হালালকে হালাল মনে করল ও হারামকে হারাম মনে করল, আল্লাহ তাআলা তার রক্ত মাংসের সাথে তাকে (কুরআন) সংযুক্ত করে দিবেন। وجعله رفيق السفرة الكرام البررة তাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ফেরেশতাদের সঙ্গী বানিয়ে দিবেন। واذاكان يوم القيامة كان القران له حجيجا কিয়ামতের দিন কুরআন তার পক্ষাবলম্বনকারী হবে। (অর্থাৎ তার পক্ষে সাফাইকারী ওকীল হবে) فقال : يارب كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا الا فلانا كان يقوم في آناء الليل واطراف النهار কুরআন বলবে, হে পরওয়ারদেগার! প্রত্যেক

আমলকারীই দুনিয়াতে তার নিজ আমলের বিনিময় গ্রহণ করেছে, কিন্তু অমুক ব্যক্তি (কুরআন তিলাওয়াতকারী) কোন বিনিময় গ্রহণ করেনি; বরং দিবা-রাত্রি দাঁড়িয়ে থাকত, (অর্থাৎ তিলাওয়াত করত নফল নামাযে) فيحل حلالي ويحرم حرامي আমার মধ্যে হালালকৃত বস্তুকে হালাল মনে করত আর আমার মধ্যে হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করত।يقول يارب فا عطه কুরআন বলবে, হে প্রভু! তাঁকে দান করুন। فيتوجه الله تاج الملك ويكسوه من حلة الكرامة ثم يقول هل رضيت তখন আল্লাহ তাআলা তাকে শাহী মুকুট ও সম্মানিত ব্যক্তিদের বস্ত্র জোড়া পরাবেন এবং বলবেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট?।فيقول يارب أرغب له في أفضل من هذا কুরআন বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তো তার জন্য এর চেয়ে উত্তম বস্তু পসন্দ করি। فيعطيه الله الملك بيمينه والخلد بشماله তখন আল্লাহ তাআলা তার ডান হাতে রাজত্ব ও বাম হাতে জান্নাতুল খুলদ প্রদান করবেন।ثم يقول : هل رضيت অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে কুরআন! তুমি কিএতে সন্তুষ্ট?فيقول : نعم يارب কুরআন বলবে, হ্যাঁ, প্রভু! আমি এতে সন্তুষ্ট।

ইমাম বায়হাকী রহ. স্বীয় মুসনাদে স্ব-সনদে হযরত বুরাইদা রা. হতে মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,تعلموا سورة البقرة، وتركها حسرة، ولاتستطيعها البطلة فإن اخذها بركة তোমরা সূরা বাকারা শিক্ষা কর। কেননা, তা শিক্ষা করা বরকতপূর্ণ বিষয় আর শিক্ষা না করা দু:খ ও লজ্জার বিষয়। কারণ বাতিল লোক তার ব্যাপারে সক্ষম নয়। (অর্থাৎ সঠিক ভাবে অর্জন করতে ও তার বরকত নষ্ট করতে সক্ষম নয়।) অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, সূরা বাকারা ও সূরা আল ইমরান শিক্ষা কর। কেননা, উভয়টি কিয়ামত দিবসে জ্যোতির্ময় হবে আর তার পাঠকারী ও আমলকারীদের উপর কিয়ামত দিবসে মেঘমালার ন্যায় ছায়া দিবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম غمامتان বলেছেন, অথবা غيايتان (غمامة অর্থ হল মেঘমালা আর غياية অর্থ হল প্রত্যেক ছায়া প্রদানকারী বস্তু)

অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, فرقان من طير صواف সারিবদ্ধ পাখীর ডানাদ্বয়ের ছায়া প্রদান করবে।

কুরআন তার তিলাওয়াতকারীর সাথে কিয়ামত দিবসে তার কবর বিদীর্ণ হওয়ার স্থানে শীর্ণ ও কৃশকায় ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষাত করবে। তাকে বলবে, তুমি কি আমাকে চিন? সে ব্যক্তি বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। তখন কুরআন বলবে, আমি তো সেই, যে তোমাকে উত্তপ্ত দুপুরে তৃষ্ণার্ত রেখেছে এবং রাতে তোমাকে জাগ্রত রেখেছে। সকল ব্যবসায়ী আপনার ব্যবসায় মুনাফার আশা পোষণ করে, তুমিও আজ প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ন্যায় আশা কর। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ডান হাতে রাজত্ব আর বাম হাতে জান্নাতুল খুলদ প্রদান করবেন। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরিধান করাবেন ও তার পিতা-মাতাকে এমন পোশাক পরিধান করাবেন, সমগ্র পৃথিবী সম্মিলিতভাবেও তার মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম হবে না। তখন কুরআনের হাফিযের পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করবে, আমাদেরকে এগুলো কেন পরানো হল? তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবে, তোমাদের সন্তানকে কুরআন শিখানোর কারণে তোমাদেরকে এগুলো পরানো হলো।

আল্লাহ তাআলা তখন কুরআনের হাফিয ব্যক্তিকে বলবেন, পড়তে থাক আর জান্নাতের উচুঁ হতে উঁচু মর্যাদা লাভ করতে থাক, তখন সে হদর বা তারতীল যেভাবে দুনিয়াতে পড়ত, সেভাবে পড়তে থাকবে।

পূর্বোক্ত হাদীসে البطلة শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, তার অর্থ হল জাদুকর, আর غياية হল প্রত্যেক ঐ বস্তু, যা মানুষের উপর ছায়া প্রদান করে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ *মু'মিনগণ স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকণে অলংকৃত করা হবে।*

অতঃপর তিনি বলেন, ان عليهم التيجان وان أدنى لؤلؤة منها لتضيء مابين المشرق والمغرب জান্নাতীদের মাথায় এমন মুকুট থাকবে, যার নিম্ন মানের মুক্তাই পূর্ব পশ্চিম দিগন্তকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলবে।

## জান্নাতীদের শয্যা

مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ *সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে*[৩৪৮] ।

আল্লাহ তাআলা তাদের বিছানার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেছেন, তাদের বিছানা হবে পুরু আস্তর বিশিষ্ট রেশমের। এর দ্বারা দুটি বিষয় প্রতীয়মান হয়, বিছানার উপরের কাপড় অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ও সৌন্দর্যময় হবে। কেননা, নীচের কাপড় তো অভ্যন্তরে থাকে আর উপরের কাপড় সৌন্দর্য ও শোভা বৃদ্ধি করে।

সুফিয়ান সাওরী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ হতে بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, তোমাদেরকে তার অভ্যন্তর সম্পর্কে জানানো হয়েছে, তা কি পরিমাণ সুন্দর হবে?

দ্বিতীয় বিষয় হল তাদের সেই শয্যা বেশ পুরু হবে। উপর ও নিচের কাপড়দ্বয়ের মাঝে ফোলা ও ফাঁপা বস্তু থাকবে। এ ব্যাপারে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা বুঝা যায়, তাদের স্থান সুউচ্চ হবে। যেমন ইমাম তিরমিযী[৩৪৯] রহ. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তার উচ্চতা আকাশ ও পৃথিবী সমান দূরত্ব বিশিষ্ট হবে। উভয়ের মাঝে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব রয়েছে। (অর্থাৎ তার নিচের অংশের তুলনায় উপরের অংশের মাঝে এ পরিমাণ দূরত্ব হবে, অতি তেজোদীপ্ত আরোহী তা পাঁচশত বৎসরে অতিক্রম করতে পারবে।)

কেউ কেউ বলেন, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভ করা। আর বিছানাও তেমনিভাবে হবে, যে ব্যক্তি যে স্তরের হবে, সে ঐ অনুপাতে লাভ করবে। এ হাদীস রিশদীন ইবনে সা'দ নামক বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণিত। তার সম্বন্ধে হাদীস বিশারদদের মন্তব্য হল।

---

৩৪৮. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৫৪

৩৪৯. খ. ২, পৃ. ১৬৫

ইমাম দারা কুতনী রহ. বলেন, ليس بالقوي সে শক্তিশালী নয়। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, উক্ত বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন প্রকার যাচাই বাছাই করে না। তবে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তার হাদীস গ্রহণ করতে কোন সমস্যা নেই।

ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রহ. বলেন, ليس بشيئ সে গ্রহণ যোগ্য নয়। আবূ যুর'আহ রহ. বলেন, সে দুর্বল হাদীস বর্ণনাকারী। জাওযানী রহ. বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই, রিশদীন ইবনে সা'দ দুর্বল বর্ণনাকারী, তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। তিনি একাকী বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবনে ওয়াহাব রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বাণী وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَة সম্পর্কে বলেছেন, দুই বিছানার মধ্যে আকাশ পৃথিবী সম দূরত্ব হবে। যদি এ হাদীসটি মাহফূয (ইলমে হাদীসের একটি পরিভাষা, শাব্দিক অর্থ সংরক্ষিত) হয়,তবে এটি একটি সুন্দর বিষয়। والله اعلم

ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন, وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَة এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক দুই বিছানার মধ্যে চল্লিশ বছরের দূরত্ব হবে।

ইমাম তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَة সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি বিছানাকে উপর হতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তা মাটিতে পৌঁছতে একশত বৎসর লাগবে।

এ হাদীসটি মারফূ হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি আছে, কেননা, ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আবূউমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি وَفُرُشٍ مَرْفُوْعَة এর ব্যাপারে বলেছেন, যদি তার উপরের অংশ পড়ে যায়, তবে তা চল্লিশ বছরেও নিচের অংশে পৌঁছুবে না।

## জান্নাতীদের আসন

জান্নাতীদের পাটি ও গদির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ *তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপরে*[৩৫০]।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ *সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা। প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি উপাধান ও বিছানো গালিচা।*

হাশীম আবুল বাশারের সূত্রে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. হতে বর্ণনা করেন। রফরফ (رفرف) জান্নাতের উদ্যানকে আর আবকরী (عبقري) উন্নত মানের গালিচাকে বলা হয়।

ইসমাঈল ইবনে উলাইয়াহ রহ. আবূ রাজা রহ.-এর সূত্রে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ সম্পর্কে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পাটি। তিনি বলেন, মদীনাবাসীগণও বলেন, এর দ্বারা পাটি উদ্দেশ্য।

نمارق এর ব্যাপারে ওয়াহিদী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বালিশ তথা উপাধান। এর একবচন হল نمرقة নূনে পেশ। ইমাম ফাররা নূনে যের পড়েছেন। এর সমর্থনে তিনি আবূ উবাইদের এ কবিতাটি পাঠ করেন,

اذا مابساط اللهو مد وقربت للذاته انماطه و نمارقه

যখন খেলনার পাটি বিছানো হল, তার জন্য হাওদার মধ্যকার পশমী চাদর ও উপাধান নিকটবর্তী করা হল।

কালবী রহ. বলেন, ونمارق مصفوفة হল مصفوفة وسائد সামনা-সামনি সারি সারি উপাধান। মুকাতিল রহ. বলেন, ঐ বালিশগুলো সারি সারি পাটিতে সজ্জিত থাকবে।

ভাষাবিদগণ এক্ষেত্রে একমত, زرابي অর্থ পাটি। এর এক বচন হল زربية। مبثوثة অর্থ مبسوطة منشورة বিছানো, ছড়ানো।

---

৩৫০. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৭৬

## রফরফ (رفرف) দ্বারা উদ্দেশ্য

আয়াতে রফরফ শব্দটির ব্যাপারে লাইস রহ. বলেন, এটা সবুজ এক ধরনের বিছানার চাদর। তার একবচন হল رفرفة। আবূ উবাইদাহ রহ. বলেন, রফরফ পাটিকেই বলা হয়। এর সমর্থনে তিনি ইবনে মুকবিলের এ কবিতাটি পাঠ করেছেন,

وانالترالون تغشي نعالنا • سواقط من اصناف ريط ورفرف

'আমরা তো হলাম নির্বোধ চাষী, আমাদের জুতা তো বিভিন্ন প্রকার উন্নত চাদর ও পাটি মাড়ায়'।

আবূ ইসহাক রহ. বলেন, কেউ কেউ বলেন, এখানে রফরফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাতের উদ্যানসমূহ। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিছানার চাদর। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল অতিরিক্ত কাপড়, যেগুলো বিছানা হেফাযতের জন্য ব্যবহার করা হয়। মুবারক রহ. বলেন, বাদশা বা অভিজাত ব্যক্তিবর্গ যে অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করে, তাকে রফরফ বলে। ওয়াহিদী বলেন, এ ব্যাখ্যাই অধিক উপযোগী। কেননা আরবগণ তাবুর মধ্যে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডকে রফরফ বলে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ওফাত সংক্রান্ত হাদীসে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنّه ورقة রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মুখমণ্ডল হতে রফরফ (যে কাপড় দ্বারা তাঁর মুখ ঢাকা হয়েছিল) উঠানো হলে আমরা তাঁর মুখমণ্ডল দেখতে পেলাম, যেন তা একটি রৌপ্যখণ্ড।

ইবনে আরাবী বলেন, এখানে রফরফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বিছানার প্রান্ত। এটি ঐ নিম্নের বস্তুর মত, যা পাটি হিফাযতের জন্য পাটির নিচে বিছানো হয়। তাকেই রফরফ বলা হয়।

গ্রন্থকার বলেন, রফরফ শব্দটির মূল অর্থ হল, কিনারা বা প্রান্ত। এ হিসাবে বলা হয়, الرفرف في الحائط দেয়ালের প্রান্ত। এ হিসাবে তাঁবুর প্রান্তের কাপড়কেও রফরফ বলা হয়। তাঁবুর প্রান্তকে, বর্শার প্রান্তকে রফরফ বলা হয়ে থাকে। এর একবচন হল, رفرف الطير। এর থেকেই رفرفة الطير। এটা তখন বলা হয়, যখন পাখি কোন বস্তুর উপর পতিত হওয়ার সময় তার আশ পাশে পাখা জাপটায়।

সবুজ বিছানার চাদরকেও রফরফ বলা হয়ে থাকে। এর একবচন হল, رفرفة-চাদরের ঐ অতিরিক্ত অংশ যাকে পুনরায় বিছানো হয় বা ঝুলিয়ে রাখা হয়, তাকে রফরফ বলা হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে,তিনি আল্লাহর বাণী لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ○ এর তাফসীরে বলেছেন, رأى رفرفا أخضر سد الافق অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রাতে সবুজ অনেক ডানা দোলায়িত হতে দেখেছেন। যার ফলে প্রান্ত আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ তা এত বৃহদাকারের ছিল, যার ফলে প্রান্ত ঢেকে গেছে।)

## عبقري দ্বারা উদ্দেশ্য

আয়াতে রয়েছে عبقري حسان এর ব্যাপারে আবূ উবাইদাহ রা. বলেছেন, যে বস্তু বিছানো হয়, তাকে عبقري বলা হয়। তিনি বলেন, আরবগণ সে যমীনকে عبقري বলেন, যাতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। লাইস বলেন, আবকারী সে তেপান্তর স্থানকে বলা হয়, যে স্থানে অধিক হারে জিন থাকে।

তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হল, আবকারের প্রতি সম্বন্ধযুক্তকে عبقري বলা হয়। عبقري বলা হয়, যেখানে জিনরা বসবাস করে। অতঃপর প্রত্যেক উঁচু স্থানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর জন্য عبقري শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আবুল হাসান আল ওয়াহেদী বলেন, عبقري এর ব্যাপারে এটিই বিশুদ্ধমত। কেননা, আরবগণ কোন বস্তুর ব্যাপারে অতিশয়োক্তি করতে গিয়ে তাকে জিন বা এ জাতীয় বস্তুর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে থাকে। এটা এ জন্য যে, তারা মনে করে জ্বিনের মধ্যে অনেক আজব গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জিন সকল কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম। সেহেতু কোন বস্তু সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করার জন্য সে দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে।

পাটি ও কাপড় ব্যতীতও অনেক বস্তু এমন রয়েছে, সেগুলোকে عبقري বলা হয়। যেমন হযরত উমর রা. এর প্রশংসায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবকারী শব্দ ব্যবহার করেছেন।

হযরত সালামাহ রা. হযরত ফাররা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

মানুষের মধ্যে আবকারী (عبقري) হল, তাদের সর্দার। আর প্রাণীদের মধ্যে গৌরবযোগ্য প্রাণীকেও عبقري বলা হয়। সুতরাং আবকার যদি শুধু সুসজ্জিত বুনন বিশিষ্ট বিছানার সাথেই বিশেষিত থাকত, তাহলে এই বুনন ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ও ব্যবহার থাকত না। অথচ তা ঘটেছে। কাজেই এই আয়াতে যখন বিছনার বিশেষণ রূপে তার ব্যবহার ঘটেছে, তখন তার অর্থ হবে প্রত্যেক ঐ বিছানা; যার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য চূড়ান্ত রকমের নকশী ও কারুকার্য খচিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, عبقري দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বিছানা ও পাটি। কাতাদাহ রহ. বলেন, উন্নতমানের গালিচাকে عبقري বলা হয়।

মুজাহিদ রহ. বলেন, পুরু রেশমকে عبقري বলা হয়।

ভেবে দেখা উচিত আল্লাহ তাআলা বিছানার প্রশংসা কিভাবে করেছেন। তিনি বলেছেন, তা উঁচু হবে। زرابی অর্থাৎ বালিশ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সেগুলো ছড়ানো থাকবে। نمارقএর ব্যাপারে বলেন, সেগুলো সারিবদ্ধভাবে বিছানো থাকবে। এর দ্বারা বুঝা যায়, বিছানাগুলো উঁচু ও নরম হবে। আর বালিশ ছড়িয়ে থাকার দ্বারা তার আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক জায়গায় হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তা শুধু মজলিসের প্রধান ব্যক্তির জন্য নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই তা লাভ করতে পারবে। আর উপাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্য এদিকে ইঙ্গিত করে, সে গুলোতে সর্বদা হেলান দেয়া সম্ভব হওয়ায়র মত করে গঠন করা হয়েছে। এমন নয়,তা দেবে যাবে বা চুপসে যাবে ও মাঝে মধ্যে ব্যবহার অনুপোযগী হয়ে যাবে। আল্লাহই প্রকৃতার্থ সম্পর্কে সর্বধিক অবহিত।

## জান্নাতীদের তাঁবুর আসন বালিশ ও মশারি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ○ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ *জান্নাতে তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিত হূর রয়েছে।*[৩৫১]

সহীহায়নে[৩৫২] হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ان للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة নিশ্চয় জান্নাতে মু'মিনদের জন্য প্রস্ফুটিত মুক্তার তাঁবু থাকবে। طولها ستون ميلا তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن তাতে তার স্ত্রীগণ থাকবে, যাদের দ্বারা সে নিজ জৈবিক কামনা পূরণ করবে। فلا يرى بعضهم بعضا (একই তাঁবুতে হওয়া সত্ত্বেও মু'মিন ব্যক্তি এক স্ত্রীর সাথে কাম-বাসনা চরিতার্থ করার বিষয়ে তাঁবুর বিশালতার কারণে অন্যান্য স্ত্রী দেখবে না) তারা একে অপরকে দেখবে না।

সহীহায়নের এক বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতে ফাঁপা মুক্তা দ্বারা একটি তাঁবু নির্মিত হবে। عرضها ستون ميلا তার দৈর্ঘ হবে ষাট মাইল। في كل زاوية منها أهل مايرون الآخرين তার প্রত্যেক কোণে জান্নাতী ব্যক্তির স্ত্রীগণ থাকবে; কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। يطوف عليهم المؤمن মু'মিন ব্যক্তি তাদের নিকট ঘুরে বেড়াবে। (অর্থাৎ সে ব্যক্তি তার কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কখনো একজনের নিকট যাবে, কখনো অন্যজনের নিকট যাবে।)

---

৩৫১. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৭২

৩৫২. বুখারী, খ. ২, পৃ.৭২৪, মুসলিম খ. ২, পৃ. ৩৮৯

সহীহায়নের এক বর্ণনায় রয়েছে, الخيمة درة طولها فيالسماء ستون ميلا। জান্নাতে মুক্তা নির্মিত একটি তাঁবু থাকবে। যার দৈর্ঘ ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণে স্ত্রীগণ থাকবে; কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাবে না।

বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে, طولها ثلاثون ميلا তার দৈর্ঘ্য হল ত্রিশ মাইল। সে তাঁবুটি প্রাসাদ আর অট্টালিকায় থাকবে না; বরং উদ্যানের মাঝে নদীর তীরে অবস্থিত থাকবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে বর্ণনা করেন, আবূ সুলাইমান রহ. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 'ডাগর চোখের হূরদের'কে নির্দিষ্টাঙ্গিকে সৃষ্টি করবেন। যখন তাদের সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হবে, তখন ফিরিশতাগণ তাদের উপর তাঁবু টাঙ্গিয়ে দিবেন। কেউ কেউ বলেন, সে সকল হূর যেহেতু কুমারী হবে, তাই তারা পর্দাবৃত থাকবে। কেননা, কুমারীদের অভ্যাস হল, তারা স্বামীর সংসর্গে আসার পূর্ব পর্যন্ত অন্যদের তুলনায় বেশি পর্দাবৃত থাকে। আল্লাহ তাআলাও হূরদেরকে সৃষ্টি করে তাদেরকে তাঁবুর মধ্যে পর্দাবৃত করে রাখবেন, তাদের হকদারকে জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করার পূর্ব পর্যন্ত।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত স্ত্রী থাকবে। সে স্ত্রী তাঁবুর ভেতর অবস্থান করবে। প্রত্যেক তাঁবুর চারটি করে দরযা থাকবে, এর প্রত্যেক দরযা দ্বারাই মু'মিন ব্যক্তি প্রত্যহ প্রবেশ করবে। প্রত্যেক দরযাতেই তার জন্য এমন হাদিয়া, উপঢৌকন, তোহফা ও সম্মানজনক উপহার থাকবে, যা সে ইতোপূর্বে কখনো লাভ করেনি। সে স্ত্রী বাহ্যিক ও কৃত্রিম সাজ-সজ্জা করবে না। (কেননা খোদাপ্রদত্ত রূপ লাবণ্যই তার সৌন্দর্যের জন্য যথেষ্ট) এবং রাগে ও ক্ষোভে কখনো সে দীর্ঘ শ্বাস ফেলবে না। (কেননা, সে কখনো স্বামীর প্রতি রাগ করবে না) ও তার মুখ হতে কখনো দুর্গন্ধ বের হবে না, কখনো কোন বিষয়ে সে বিরক্তির প্রকাশ ঘটাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, তিনি حور مقصوات في الخيام। এর মধ্যস্থিত الخيام। এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, তাঁবুটি হবে ফাঁপা মুক্তা মালায় সৃজিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ দারদা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একই মুক্তা দ্বারা নির্মিত তাঁবু থাকবে। তাঁবুর সত্তরটি দরযা থাকবে, প্রত্যেক দরযা একক মুক্তা দিয়ে নির্মিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেন, একটি ফাঁপা মুক্তা দ্বারা নির্মিত তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থাকবে এক ফরসখ করে (প্রায় তিন মাইল) তার চার হাজার স্বর্ণ নির্মিত দরযা থাকবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে মুজাহিদ রহ.হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি حور مقصورات في الخيام এর ব্যাপারে বলেছেন, সে সকল হূর মুক্তা নির্মিত তাঁবুতে থাকবে। প্রত্যেক তাঁবু একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা নির্মিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে حور مقصورات في الخيام এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, উক্ত তাঁবু ফাঁপা মুক্তা দ্বারা নির্মিত হবে। যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে এক ফরসখ করে। এতে স্বর্ণ নির্মিত এক হাজার দরযা থাকবে। প্রত্যেক দরযায় এমন পর্দা থাকবে যা পঞ্চাশ ফরসখ (প্রায় ১৫০ মাইল) পুরু হবে। ফিরিশতাগণ প্রত্যেক দরযা দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া-তোহফা নিয়ে মু'মিন ব্যক্তির নিকটে যাবেন। আল্লাহ তাআলার নিম্ন বাণীর দ্বারা এ বিষয়টিই বুঝা যায়। وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ *ফিরিশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরযা দিয়ে*[৩৫৩]।

জান্নাতীদের আসন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ *তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাব আয়াতলোচনা হূরের সঙ্গে*[৩৫৪]।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ *বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে; এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।*

---

৩৫৩. সূরা রা'দ, আয়াত : ২৩

৩৫৪. সূরা তূর, আয়াত : ২০

○ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ *স্বর্ণখচিত আসনে তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে*[৩৫৫] ।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ *সেখানে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা রয়েছে*[৩৫৬] ।

উক্ত আয়াতাবলী দ্বারা বুঝা যায়, আসনগুলো মুখোমুখি সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকবে। একজন অপর জনের পেছনে ও থাকবে না এবং দূরেও থাকবে না। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টিও অবহিত করলেন, موضونة (মাওযুনা) হবে। وضن অর্থ হল, বিন্যস্ত আকারে তৈরীকৃত বস্তু। যেমন আরবগণ বলে থাকেন, وضن فلان الحجر অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি পাথরকে উপরে নিচে সু-বিন্যস্ত করছে। একটি ইঁটকে অপরটির উপর সুবিন্যস্ত করে রাখাকে موضونة বলে।

লাইস রহ. বলেন, পালঙ্ক ও সে জাতীয় বস্তুকে وضن বলে।

আবূ উবায়দা রহ. ফাররা, মুবাররাদ ও ইবনে কুতাইবা রহ. প্রমুখ মুফাসসিরীন বলেন, موضوعة বলা হয়, এমন ভাঁজ ভাঁজ করে তৈরীকৃত বস্তুকে, যার ধাগাগুলো একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে। যেমন বর্মের শিকল একটি অপরটিতে প্রবিষ্ট থাকে। এ কারণে যেই ফিতার সুতাগুলো একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট সে ফিতাকে وضين বলা হয়।

তারা তাদের মতের সমর্থনে আ'শা কবির এ কবিতাটি উল্লেখ করেন

ومن نسج داؤد موضونة • تساق مع الحي غيرا فعيرا

হযরত দাউদ আ. এর নির্মাণ পদ্ধতিতে নির্মিত বর্ম যার বৃত্ত একটি অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট, সেগুলোকে কাফেলায় কাফেলায় গোত্রের সাথে বয়ে নিয়ে যায়।

তারা বলেন, উক্ত আয়াতে موضونة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তা স্বর্ণের ধাগা দ্বারা নির্মিত হবে এবং তার উপর পদ্মরাগমণি ও পোখরাজ ছড়ানো থাকবে।

---

৩৫৫. সূরা ওয়াকিয়াহ,আয়াত : ১৩-১৬

৩৫৬. সূরা গাশিয়াহ, আয়াত : ১৩

হুশায়ম রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে,موضونة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, مرمولة بالذهبঅর্থাৎ স্বর্ণের সুক্ষ্ম তার দ্বারা নির্মিত।

মুজাহিদ রহ. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, موصولة بالذهب অর্থাৎ স্বর্ণ সংযোজিত।

হযরত আলী ইবনে আবী তালহা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন,موضونة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, مصفوفة সারিবদ্ধভাবে বিছানো।

আতা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, স্বর্ণের আসন থাকবে। যার মধ্যে পদ্মরাগমণি, পোখরাজ ও মুক্তার প্রলেপ থাকবে। আর সেটি এত বিশাল আকৃতির হবে যে, তা ঈলা (একটি জায়গার নাম) হতে মক্কা পর্যন্ত পূর্ণ স্থানটিকে বেষ্টন করে নিবে।

কালবী রহ. বলেন, আসনটি একশত হাত উঁচু হবে। তখন মু'মিন ব্যক্তি তাতে উপবেশনের ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তা নিচের দিকে ঝুঁকে যাবে। উপবেশনের পর পূণরায় স্ব-স্থানে উঠে যাবে।

## জান্নাতের পালঙ্ক

أرائك শব্দটি أريكة এর বহুবচন। আল্লাহ তাআলার বাণী, مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ। এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নববধূর সজ্জিত কক্ষে স্থাপিত পালঙ্ককে أريكة (আরীকাহ) বলা হয়। এরূপ কক্ষে না থাকলে তা আরীকাহ বলা হয় না। এমনিভাবে যদি নববধূর জন্য কক্ষ সজ্জিত হয়; কিন্তু তাতে পালঙ্ক না থাকে বা পালঙ্ক থাকে; কিন্তু কক্ষ সজ্জিত না হয়, তবে তাকে أريكة (আরীকাহ) বলা হবে না; বরং উভয় বস্তু অর্থাৎ সজ্জিত কক্ষ ও পালঙ্ক উভয়টার সমন্বয় ঘটলেই কেবল তাকে আরীকাহ বলা হবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, কনের আসনের জন্য সজ্জিত পালঙ্ককে أريكة (আরীকাহ) বলা হয়।

লাইস রহ. বলেন, সজ্জিত পালঙ্ককে أريكة বলা হয়।

আবূ ইসহাক রহ. বলেন, কনের আসনের জন্য সজ্জিত কক্ষে বিছানো বিছানাকে أريكة (আরীকাহ) বলা হয়।

গ্রন্থকার বলেন, তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটলেই তাকে أريكة (আরীকাহ) বলা হবে।

প্রথমত : সেটি পালঙ্ক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত : তাতে সজ্জিত ঝুলানো পর্দা থাকতে হবে।

তৃতীয়ত : পালঙ্কের উপর বিছানোর জন্য বিছানা থাকতে হবে।

সিহাহতে (একটি অভিধান গ্রন্থ) রয়েছে, এমন সজ্জিত পালঙ্ককে أريكة বলা হয়, যা কোন ঘরে বা খিলানযুক্ত ছাদে বিছানো থাকে, কিন্তু যদি কক্ষ সজ্জিত এবং তাতে পালঙ্ক না থাকে তবে তাকে حجله হাজলাহ বলা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুয়্যাত সম্পর্কিত হাদীসে রয়েছে,كان مثل زرّ الحجلة অর্থাৎ তা ছিল নববধূর জন্য তৈরীকৃত মশারির বোতামের ন্যায়। মশারির বোতাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মশারির কোনে জমা অংশটুকু।

## জান্নাতীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে যারা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ○ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ○ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ○ *তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরেরা; পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নি:সৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে*[৩৫৭]।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا *তাদেরকে পরিবেশন করবে যে কিশোররা, যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তখন মনে করবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা*[৩৫৮]।

আবূ উবায়দা রহ. ও ফাররা রহ. বলেন, مخلدون দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা বৃদ্ধ হবে না ও তাদের অবস্থার পরিবর্তনও ঘটবে না; বরং তারা চির কিশোর থাকবে। (প্রথম দর্শনে তাদেরকে যেরূপ সুদর্শন মনে হয়েছে পরবর্তীতে ঠিক তেমনি থাকবে)।

যে•ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তার চুল সাদা-কালো মিশ্রিত নয় (বরং এখন পর্যন্ত কলোই রয়েছে) তাকে আরবগণ مخلد (মুখাল্লাদ) বলে থাকে। যেমনিভাবে বার্ধক্যের ছাপ পড়ার পূর্ব পর্যন্ত বয়সপ্রাপ্তকে তারা مخلد বলে।

কেউ বলেন, مخلد দ্বারা উদ্দেশ্য হল مقرطون ومسورون অর্থাৎ তাদের কালো অলংকার থাকবে এবং হাতে কাঁকন থাকবে। ইবনে আরাবী রহ. এ অর্থটিকে পসন্দ করেছেন। তিনি বলেন, مخلدون শব্দটি خلدة থেকে

---

৩৫৭. সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ১৭-১৮

৩৫৮. সূরা দাহর, আয়াত : ১৯

উৎকলিত, যার অর্থ হল কানের দুল। সুতরাং مخلدون দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কানে দুল পরিহিত ব্যক্তি।

আমর রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। কানে দুল পরিহিত মহিলাকে مخلدة বলা হয়। আর কোন কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির যদি চুল সাদা না হয়, তাকে مخلد বলা হয়।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র রহ. বলেন, مخلد দ্বারা উদ্দেশ্য হল, مقرطون (অর্থাৎ কানে দুল পরিহিত) এ মত পোষণকারীগণ তাদের মতের সমর্থনে দুটি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম দলীল হল, প্রত্যেক ব্যক্তিই জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে। সুতরাং এ কিশোরদের এমন কোন নিদর্শন থাকা উচিৎ যার দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে। সুতরাং তাদের কানে দুল পরিয়ে দেওয়া হবে যাতে বুঝা যায়, তারা জান্নাতীদের খেদমতে নিয়োজিত কিশোরদল। দ্বিতীয় দলীল হল কবির নিম্নোক্ত পংক্তিমালা

ومخلدات باللجين كأنما ◆ اعجازهن رواكد الكثبان

সে সকল মহিলা খাঁটি রৌপ্যের অলংকার পরিহিতা এবং এমন স্বাস্থ্যবতী; যেন তাদের নিতম্ব বালুর ঢিবি।

প্রথম পক্ষের ভাষাবিদগণ, যাদের মতে خلد দ্বারা উদ্দেশ্য অবিনশ্বরত্ব, তাদের দলীল হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, যে কিশোররা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস রা.- এর উক্তিই যথেষ্ট।

মুজাহিদ রহ., কালবী রহ. ও মুকাতিল রহ. এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। তারাও বলেছেন, সে সকল কিশোর কখনো বার্ধক্যে উপনিত হবে না এবং কখনো তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না।

কেউ কেউ উভয় মতের সমন্বয় সাধন করে বলেছেন, সে সকল কিশোর বৃদ্ধও হবে না এবং তাদের কানে দুলও থাকবে।

যারা বলেছেন, خلد অর্থ مقرطون তাদের উদ্দেশ্য হল, তারা অবশ্যই কিশোর হবে।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে لؤلؤمنثورا তথা বিক্ষিপ্ত মুক্তামালার সাথে তুলনা করেছেন, শুভ্রতা ও আকৃতিগত সৌন্দর্য বোঝাতে। তাদেরকে বিক্ষিপ্ত বলা দ্বারা দুটি লাভ রয়েছে। প্রথমত: এর দ্বারা এ কথা বুঝা যায়, তারা সর্বদা জান্নাতীদের খেদমতে এবং তাদের প্রয়োজন মিটানোর কাজে লিপ্ত থাকবে। কখনো তারা খেদমত ছেড়ে অবসর কাটাতে একত্রে বসে থাকবে না।

দ্বিতীয়ত: বিক্ষিপ্ত মুক্তামালা বিশেষত: স্বর্ণ-রৌপ্যের উপর বিক্ষিপ্ত মুক্তামালা একত্রিত মুক্তামালা হতে অধিক সৌন্দর্যময় ও শোভাময় হয়।

## সেবক কিশোরগণ

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে। সে সকল কিশোর দুনিয়ার কিশোররাই হবে নাকি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতে সৃষ্টি করবেন?

হযরত আলী রা. ও হযরত হাসান বসরী রহ.বলেন, তারা হল মুসলমানদের সে সকল সন্তান যারা এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কোন নেক আমলও ছিল না এবং কোন পাপও ছিল না। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিশোরে পরিণত করবেন এবং জান্নাতীদের খাদেম হিসাবে নিয়োজিত করবেন। কেননা, জান্নাতে তো প্রজননধারা থাকবে না ।

হাকেম রহ. স্ব-সনদে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে আল্লাহ তাআলার বাণী وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করে বলেন, তারা হবে এমন কিশোর, যাদের কোন পুণ্যও নেই, পাপও নেই। যেহেতু তাদের কোন পাপ নেই, তাই তারা কোন শাস্তিরও সম্মুখীন হবে না। ফলে তাদের এখানেই রাখা হবে।

কেউ কেউ বলেন, তারা হল মুশরিকদের সে সকল সন্তান, যারা অপ্রাপ্ত বয়সেই মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতের খাদেম হিসাবে নিয়োগ করবেন।

তারা তাদের সমর্থনে হযরত ইয়াকুব ইবনে আব্দুর রহমান রহ. বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন। তিনি স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি

আল্লাহর নিকট মানুষের অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণকারী সন্তানদের আযাব না দেওয়ার নিবেদন পেশ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমার এ নিবেদন মনযূর করেছেন। সে সকল সন্তান জান্নাতের খাদেম হিসাবে নিয়োজিত হবে।

দারা কুতনী রহ. বলেন, আবদুল আযীয মাজেশূন রহ.ও স্ব-সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফুযায়ল ইবনে সুলাইমান রহ.ও স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তবে উভয় বর্ণনার সনদ দুর্বল। কেননা, প্রথম বর্ণনার সনদে ইয়াযীদ রুক্কাশী নামক বর্ণনাকারী অনির্ভরযোগ্য। আর দ্বিতীয় বর্ণনার সনদে ফুযায়ল ইবনে সুলায়মান বিতর্কিত এবং আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীরা অর্থাৎ যাঁরা বলেন, এরা দুনিয়ার কিশোর নয়। তারাও এ কথা মনে করেন না যে, তারা জান্নাতবাসীদের ঔরসে সৃষ্ট বংশধারা। বরং তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা যেভাবে জান্নাতে ডাগর চোখের হূর সৃষ্টি করেছেন, তেমনি এসব কিশোরদেরকে সৃষ্টি করবেন।

তারা বলেন, দুনিয়াতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিশুরাতো কিয়ামত দিবসে ৩৩ বছরের যুবক হবে। তাঁদের মতের সমর্থনে তারা হযরত ইবনে ওয়াহাব রহ.-এর হাদীস পেশ করেছেন। যা তিনি স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ রা. হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون عليهـا أبـدا আল্লাহ তাআলা যাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করেছেন, চাই ছোট হোক, চাই বড় হোক, তাদেরকে তেত্রিশ বছরের পূর্ণ যুবক করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর তাদের বয়স কখনো এর চেয়ে বৃদ্ধি পাবে না, বরং সর্বদা তাদের বয়স এমনই থাকবে। وكذالك أهل النـار জাহান্নামীদের অবস্থাও তাই হবে। ইমাম তিরমিযী রহ.ও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সর্বোপযোগী মত হল, সে কিশোরদেরকে হূরেঈনদের মত জান্নাতেই সৃষ্টি করা হবে। তাদের কাজ হবে জান্নাতীদের সেবা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ○ *তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোররা, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ*[৩৫৯]।

---

৩৫৯. সূরা তূর, আয়াত : ২৪

এ কিশোর-কিশোরীরা জান্নাতীদের ঔরসে সৃষ্ট সন্তান হবে না। কেননা জান্নাতীদের সন্তান জান্নাতের সেবাদাস হবে এটা কখনোই একজন জান্নাতীর সম্মান ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং তাদের সন্তান তাদের-ই মত সেবা গ্রহণকারী হবে। এটাই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। ইতোপূর্বে হযরত আনাস রা. এর হাদীস উল্লেখ হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, انا أوّل الناس خروجا اذا بعثوا আমিই সর্বপ্রথম কবর দেশ থেকে উত্থিত হব। وفيه يطوف على الف خادم كأنّهم لؤلؤ مكنون সেখানে আমার জন্য নিয়োজিত থাকবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় হাজারো খাদেম। مكنون বলা হয়, এমন গোপন ও সুরক্ষিত বস্তুকে যা কখনো মানুষের হাতের ছোঁয়া পায়নি।

ولدانশব্দটি يطوف عليهم বাক্যটি ও يطوف عليهم غلمان لهم এর মধ্যে চিন্তা-গবেষণার দ্বারা এবং এর সাথে হযরত আবূ সাঈদ রা. এর হাদীসকে সংযুক্ত করলে বুঝা যায়,সে কিশোরদেরকে জান্নাতেই সৃষ্টি করা হবে। والله اعلم

## অনিন্দ্য সুন্দরী ও গুণবতী জান্নাতী স্ত্রী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـٰذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

*যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও,তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা রূপে যা দেওয়া হত এতো তাই; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে*[৩৬০]।

যে সত্তা আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর বড়ত্ব, মহত্ত্ব, সত্যবাদিতার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন। এমনি ভাবে সে সত্ত্বার ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন, যাঁকে আমাদের নিকট এ সুসংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং সে বস্তুর সংবাদ দিয়েছেন তার পরিমাণের ব্যাপারেও চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ তাআলা সামান্য বস্তুর বিনিময়েই আমাদের জন্য এ মহান নিআমত লাভের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা শরীরের নিআমত হিসাবে উদ্যান ও তার মধ্যস্থিত ফলমূল ও নদীসমূহ ও আত্মার নিআমত হিসাবে পবিত্র স্ত্রী দান এবং এগুলো অফুরন্ত হওয়ার ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি ও চোখের শীতলতা লাভ ইত্যাদি যাবতীয় নিআমতের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

---

৩৬০. সূরা বাকারা, আয়াত ২৫

أزواج শব্দটি زوج এর বহুবচন। স্ত্রী-পুরুষ, উভয়ের জোড়া বোঝাতে زوج শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে পুরুষের স্ত্রী অর্থে অতি বিশুদ্ধ। কুরায়শদের ভাষাও এটি। যে অনুপাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী اسكن انت وزجك الجنة হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।

এ আয়াতে হযরত আদম আ.-এর স্ত্রীকে তাঁর زوج বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবগণ زوجة (যাওজাহ) শব্দ খুব কমই ব্যবহার করে থাকে।

**مطهرة** দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে সকল স্ত্রী, যারা ঋতুস্রাব, প্রসূতি পরবর্তী রক্তস্রাব, প্রস্রাব-পায়খানা, শ্লেষ্মা, থুথু ইত্যাদি সকল প্রকার ময়লা থেকে পবিত্র হবে এবং যাবতীয় মেয়েলী দোষ-ত্রুটিসমূহ থেকে মুক্ত হবে। এর দ্বারা বুঝা যায়,তাদের অন্তরাত্মা কু-স্বভাব ও দুশ্চরিত্র থেকে পবিত্র হবে। তাদের মুখ মন্দ ও অনর্থক কথা থেকে মুক্ত থাকবে। তারা কখনো আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের দিকে তাকাবে না । তাদের পোশাক-আশাক ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বাণী, وَلَهُمْ فِيهَا أزواج مُّطَهَّرَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা ঋতুস্রাব, প্রসূতি পরবর্তী রক্তস্রাব, প্রস্রাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা, থুথু ইত্যাদি থেকে পবিত্র থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তারা সর্ব প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকবে। তাদের ঋতুস্রাব হবে না এবং তাদের নাকে কোন শ্লেষ্মা সৃষ্টি হবে না।

মুজাহিদ রহ. বলেন, তারা প্রস্রাব-পায়খানা করবে না, তাদের বীর্য স্খলিত হবে না, মযীও বের হবে না, ঋতুস্রাবও হবে না, তারা থুথুও ফেলবে না, নাকের শ্লেষ্মাও বের হবে না এবং সন্তানও জন্ম দিবে না ।

কাতাদাহ রহ. বলেন, তারা সকল প্রকার পাপকার্য ও অপবিত্রতা হতে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রস্রাব-পায়খানা ও সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে এবং সকল প্রকার গুনাহ হতে পবিত্র রেখেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ বলেন, তারা পবিত্র থাকবে। তাদের ঋতুস্রাব হবে না। কিন্তু দুনিয়ার স্ত্রীলোক পবিত্র নয়। কেননা, তারা ঋতুবতী হয় ও সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব হয়। যার ফলে তাদেরকে নামায ও রোযা ছেড়ে দিতে হয়। হযরত হাওয়া আ. কে উক্ত গুণেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু যখন তাঁর থেকে বিচ্যুতি সংঘটিত হল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, তোমাকে আমি পবিত্রা করে সৃষ্টি করেছিলাম; কিন্তু এখন তোমাকে রক্তে জড়িত করব, যেমনিভাবে এ বৃক্ষ হতে রক্ত নি:সৃত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ○ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ○ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍعِينٍ ○ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ○ لَايَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّاالْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ○

*মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করব আয়তলোচনা হূর। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।*[৩৬১]

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, তাদের অবস্থান-স্থল হবে অত্যন্ত সুদৃশ্য। তারা সেখানে সকল প্রকার চিন্তা ও পেরেশানী হতে মুক্ত থাকবে। সে স্থানে ফলমূল, নদী ও উত্তম পোশাকের দরুন এবং পরস্পর সামনা-সামনি থাকার ফলে সামাজিকতার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় লাভ করবে। ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা নারীর ফলে জীবনের পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করবে। তারা বিভিন্ন প্রকার ফল ও প্রশান্তি চাইবে, তা কখনো নি:শেষ হবে না। তা খাওয়ার ফলে তার কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না এবং কোন সমস্যায় ফেলবে না। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, তারা জান্নাতে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না।

---

৩৬১. সূরা দুখান, আয়াত : ৫১-৫৬

حور শব্দটি حوراء এর বহুবচন। حوراءবলা হয় সুন্দরী রূপবতী শুভ্র মুখাবয়ব বিশিষ্টা কাজল কালো আঁখি বিশিষ্টা রমণীকে।

যায়েদ ইবনে আসলাম রহ. বলেছেন, حوراء সে সকল স্ত্রী লোককে বলা হয়, যার মুখমণ্ডলের আলোক, ঔজ্জ্বল্য ও বিভার দরুন তাদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাবে না। দৃষ্টি এতে স্তম্ভিত হয়ে পড়বে। عين দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সুন্দর আঁখি বিশিষ্টা।

মুজাহিদ রহ. বলেন حوراء সে সকল স্ত্রীলোককে বলা হয়, যাদের ত্বকের কোমলতা ও রূপ লাবণ্যের দরুন দৃষ্টি মুগ্ধ ও আবিষ্ট হয়ে পড়ে।

হাসান বসরী রহ. বলেন, حوراء সে সব স্ত্রীলোককে বলা হয়, যাদের চোখের সাদা অংশ পূর্ণরূপে সাদা এবং কালো অংশ পূর্ণরূপে কালো থাকে।

## حور শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আরবী ভাষায় শুভ্রতাকে হূর বলা হয়। কাতাদাহ রহ. ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

মুকাতিল রহ. বলেন. শুভ্র মুখমণ্ডলকে হূর বলা হয়।

মুজাহিদ রহ. বলেন, হূরে ঈন হল তারা, যাদেরকে দেখে দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তাদের পোশাকের অভ্যন্তর হতে তাদের পায়ের গোড়ালির মজ্জা পরিলক্ষিত হয়। তাদের কোমল ত্বক ও রূপ-লাবণ্য এমন হবে, তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী তাদের হৃদয়ে আপন ছবি দেখতে পাবে, যেমনিভাবে আয়নায় দেখতে পায়।

বিশুদ্ধতম মত হল, এটি الحورِ العين হতে উৎকলিত। الحورِ العين বলা হয়, চোখের সাদা অংশ চূড়ান্ত পর্যায়ের সাদা এবং কালো অংশ চূড়ান্ত পর্যায়ের কালো হওয়া। সুতরাং হূর সে স্ত্রীলোককে বলা হয়, যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত পূর্ণরূপে বিরাজমান।

আবূ ওমর রহ. বলেন, গাভী ও হরিণের চোখের ন্যায় সমগ্র চোখ কালো হলে সে সকল স্ত্রীলোককে হূর বলা হয়। মানুষের মধ্যে হূর বিদ্যমান

নেই। বিশুদ্ধতম কথা হল, স্ত্রীলোকদেরকে হূর এ জন্য বলা হবে, যেহেতু তারা গাভী ও হরিণের চোখ সদৃশ নেত্র বিশিষ্ট হবে।

গ্রন্থকার বলেন, এ শব্দটির ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে আবূ ওমর রহ. অন্যান্য ভাষাবিদদের পরিপন্থী মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা, তিনি حور (হূর) শব্দটিকে 'কালো'র অর্থে ব্যবহার করেছেন। অথচ অন্যরা 'সাদা' অর্থে ব্যবহার করেছেন অথবা কালোর মধ্যে সাদা অর্থে ব্যবহার করেছেন। الحور في العين দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাদের মধ্যে কালো ও শুভ্রতার যুগপৎ সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটবে। সাদা কালো উভয়টাতেই একের কারণে অন্যের মধ্যে শোভা বৃদ্ধি পাবে। (অর্থাৎ সাদাকে দেখে কালোর মধ্যে আর কালোকে দেখে সাদার মধ্যে শোভাও পরিদৃষ্ট হবে) আরবগণ عين حوراء তখন বলে থাকেন, যখন চোখের সাদা অংশ চূড়ান্ত পর্যায়ের সাদা হয় এবং কালো অংশ চূড়ান্ত পর্যায়ের কালো হয়। যখন কোনো নারী উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চক্ষু বিশিষ্টা হয় এবং শরীরের বর্ণও সাদা হয়, তখন তাকে حوراء বলা হয়।

عين এটি হল عيناء এর বহুবচন। عين বলা হয়, ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা নারীকে। পুরুষের চক্ষু বড় বড় হলে তাকে رجل عين বলা হয়। আর মহিলাকে বলা হয় امرأة عيناء। তবে বিশুদ্ধতম মত হল এই,যে নারীর চোখ সুন্দর এবং সুদর্শন তাকেই عين (ঈন) বলা হয়।

মুকাতিল রহ. বলেন, সুন্দর চক্ষু বিশিষ্টা নারীকে عين বলা হয়। ডাগর ডাগর ও প্রশস্ত চক্ষুও নারীদের সৌন্দর্য ও রূপ বৃদ্ধি করে। ছোট চোখ হওয়া এক প্রকার ত্রুটি।

নারীদের চারটি অঙ্গের সংকীর্ণতা পসন্দনীয় মুখ, নাকের ছিদ্র, কানের ছিদ্র ও লজ্জা স্থান। আর চারটি অঙ্গের প্রশস্ততা পসন্দনীয়: মুখমণ্ডল, বক্ষস্থল, উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থল ও কপাল। আর চারটি অঙ্গের শুভ্রতা পসন্দনীয়: বর্ণ, মাথার সিঁথি, দন্ত এবং চোখের সাদা অংশ অত্যন্ত সাদা হওয়া। আর চারটি অঙ্গের কৃষ্ণতা পসন্দনীয়, চোখের কালো অংশ অত্যন্ত কালো হওয়া, চোখের ভ্রূ, চোখের পলক ও চুল। আর চারটি অঙ্গের

দীর্ঘতা পসন্দনীয়: দেহের উচ্চতা, ঘাড়ের দীর্ঘতা, চুলের দীর্ঘতা এবং আঙ্গুলের দীর্ঘতা। আর চারটি অঙ্গের ন্যূনতা অর্থাৎ ছোট হওয়া পসন্দনীয়: এটা বাহ্যিকতার দিক থেকে নয়; বরং তাৎপর্যতার দিক থেকে। তা হল যবান, হাত, পা ও চোখ। চোখ ছোট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক বস্তুর প্রতি লালসার দৃষ্টি না দেওয়া; বরং তার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। পা ছোট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নারী ঘর থেকে বাইরে খুব কম বের হওয়া। যবান ছোট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, অধিক কথা না বলা। হাত ছোট হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, স্বামীর অপসন্দনীয় বস্তু স্পর্শ না করা। তার অসম্মতিতে অর্থ ব্যয় না করা। আর তাদের চারটি অঙ্গের ক্ষীণতা পসন্দনীয়: কোমর, মাথার সিঁথি, ভ্রূ এবং নাসিকা।

## وَزَوَّجنَاهم بِحُوْرٍعِيْنٍ এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ *আমি তাদের সঙ্গিনী দান করব আয়তলোচনা হূর*[৩৬২]।

আবূ উবায়দা রহ. বলেন, এর অর্থ হল, আমি তাদেরকে এমন সম জুটিতে রূপান্তরিত করব, যেমনিভাবে একটি পাদুকা অপরটির জোড়া হয়ে থাকে। ইউনুস রহ. বলেন, আমি জান্নাতীদেরকে তাদের হূরদের সাথে একীভূত ও ঘনিষ্ঠ করে দেব। زَوَّجْنَا দ্বারা বৈবাহিক বন্ধন উদ্দেশ্য নয়। দলীল হিসাবে তিনি বলেন, আরবগণ কোন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে, تزوجتها- تزوجت بها বলে না।

ইবনে নসর রহ.বলেন, আল্লাহর নিম্মোক্ত বাণীর মাঝে উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। আয়াতটি فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا *যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম*[৩৬৩]।

এ সকল ক্ষেত্রে যদিও تزوجت بها ব্যবহার করা বিধিসম্মত, তবে زَوَّجْنَاكَهَا এর স্থলে زوجناك بها ব্যবহার করা হত।

---

৩৬২. সুরা দুখান, আয়াত : ৫৪

৩৬৩. সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৭

ইবনে সালাম তামীম রহ. বলেন, تزوجت امرة এবং تزوجت بها উভয়টাই ব্যবহার করা যায়। কায়েস রহ. হতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

আযহারী বলেন, আরবগণ এরূপতো বলে থাকেন, تزوجته امرئة অর্থাৎ আমি অমুক মহিলার সাথে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছি। এমনিভাবে বলে থাকে تزوجت امرءة অর্থাৎ আমি তাকে (মহিলাকে) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছি। কিন্তু তারা কখনো বলে না تزوجت بامرأة। কাজেই আল্লাহ তাআলার বাণী وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে জান্নাতপ্রাপ্তদের মিলন ঘটাবেন।

ওয়াহিদী রহ. বলেন, এ ক্ষেত্রে আবূ উবায়দার অভিমতই অধিক উত্তম। কেননা, তিনি এটি تزويج থেকে গঠন করেছেন। تزويج অর্থ হল এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে যুক্ত করে জোড়া তৈরী করে দেওয়া। এটি শুধু বৈবাহিক অর্থে ব্যবহৃত এমন নয়। এ জন্যই বলা যায়, كان فردا فزوجته بامرئة সে নি:সঙ্গ ছিল, আমি তাকে সঙ্গিনীর সাথে যুক্ত করে দিয়েছি।

যারা বলেন, এ ক্ষেত্রে باء ব্যবহার করা ঠিক নয়, তারা বলেন, এটা কেবল তখনই, যখন এটা বৈবাহিক বন্ধন অর্থে ব্যবহার হয়। গ্রন্থকার বলেন, শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যবহার হতে পারে। কেননা تزويج শব্দটি বৈবাহিক বন্ধন অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন মুজাহিদ রহ. زوجناهم এর অর্থ انكحناهم করেছেন। باء যুক্ত ও সংযুক্ত করাকে বুঝায়। তাকে উহ্য রাখার চেয়ে উল্লেখ করাই উত্তম।

## قَاصِرَاتُ الطَّرْف এর ব্যাখ্যা

*فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।*

*فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল*[৩৬৪]।

---

৩৬৪. সুরা আর রাহমান, অয়াত ৫৬-৫৮

আল্লাহ তাআলা তিন স্থানে তাদের নত দৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছেন। এক. উক্ত আয়াতে। দুই. সূরা সাফ্‌ফাতে যেমন وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ এবং *তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ।*[৩৬৫] তিন: সূরা সাদে, যেমন وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ *এবং তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ*[৩৬৬]।

সকল মুফাস্‌সির এ ব্যাপারে একমত, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে সকল স্ত্রী; যারা একমাত্র স্বীয় স্বামীর দিকেই আপন দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে। অন্য কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না। এমনিভাবে তাদের স্বামীদের দৃষ্টিও একমাত্র তাদের দিকেই নিবদ্ধ থাকবে। কেননা, তাদের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য অন্যদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হতে বিরত রাখবে।

আদম রহ.স্ব-সনদে মুজাহিদ রহ.থেকে قاصرات الطرف-এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন,তিনি বলেছেন, সে সকল স্ত্রী যারা স্বীয় স্বামীর প্রতি আপন দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখবে এবং আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে পসন্দ করবে না।

আদম রহ. স্ব-সনদে হাসান বসরী রহ. প্রদত্ত قاصرات الطرف এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, সে সকল স্ত্রী আপন স্বামীর প্রতিই স্বীয় দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখবে। আল্লাহর শপথ, তারা অন্য কারো সামনে স্বীয় সাজসজ্জার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না। আর কারো প্রতি উঁকি মেরেও দেখবে না।

মানসূর রহ. মুজাহিদ রহ. হতে এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, সে স্ত্রী তার চক্ষু, অন্তর ও নিজেকে আপন স্বামীর মধ্যে সীমিত রাখবে। অন্য কারো প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকবে না ।

সাঈদ রহ. কাতাদাহ রহ.হতে এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন যে, সে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর প্রতি আপন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। অন্য কারো প্রতি ফিরেও তাকাবে না।

---

[৩৬৫]. সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ৪৮

[৩৬৬]. সাদ. আয়াত : ৫২

## أتراب এর ব্যাখ্যা

أتراب এটা ترب এর বহুবচন, অর্থ হল সমবয়সী।

আবূ উবায়দা রহ. ও আবূ ইসহাক রহ. বলেন, সে সকল স্ত্রী সমবয়সী হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও অন্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, তারা সকলে সমবয়সী হবে। তাদের সকলের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, أتراب দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সমপর্যায়ের, অর্থাৎ তারা একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে।

আবূ ইসহাক রহ. বলেন, 'স্ত্রী পূর্ণ যুবতী ও কমনীয়া হবে। সে সকল হূর সমবয়সী হবে। কুরআন কারীমে এর উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ বিষয়টি স্পষ্টতর করা যে, তাদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ হবে না। যার দরুন তার সৌন্দর্য হ্রাস পেতে পারে। সে স্বল্প বয়সেরও হবে না, যার ফলে কাম-বাসনা চরিতার্থ করা অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু পুরুষদের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্নতর। কেননা, পুরুষদের মধ্যে কিশোররাও থাকবে যারা জান্নাতীদের খাদেম হবে।

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ -এর মধ্যে فِيهِنَّ এর ضمير (সর্বনাম) এর مرجع তথা প্রত্যাবর্তন-স্থল সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর প্রত্যাবর্তন-স্থল হল, الجنتان। অর্থাৎ জান্নাতদ্বয় ও তার মধ্যস্থিত প্রাসাদ, অট্টালিকা, তাঁবু ইত্যাদি। অন্যরা বলেন, এর مرجع প্রত্যাবর্তন-স্থল হল, আল্লাহ তাআলার বাণী مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ-এর মধ্যস্থল فرش। তখন فِيهِنَّ -এর মধ্যস্থ فِي অক্ষরটি على -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে।

## لَمْ يَطْمِثْهُنَّ انْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার বাণী لَمْ يَطْمِثْهُنَّ انْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ এর ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দা রহ. বলেন لم يطمثهن অর্থ لم يمسهن অর্থাৎ তাদেরকে কেউ স্পর্শ করেনি। আরবদের পরিভাষায় রয়েছে, ماطمث هذا البعيرحبل قط অর্থাৎ এ উষ্ট্রীকে রশি কখনো স্পর্শ করেনি।

ফাররা রহ. বলেন, طمث অর্থ হল افتضاض। অর্থাৎ ঋতুবতী স্ত্রী লোক। এটা বাবে ضرب ও বাবে نصر হতে ব্যবহৃত হয়। ضرب হতে ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে কোন বস্তু স্পর্শ করা, আর نصر হতে হলে এর অর্থ হবে ঋতুবতী হওয়া।

লাইস রহ. বলেন, ব্যক্তি যখন কোন নারীর সাথে সহবাস করে তার কুমারীত্বের অবসান ঘটায় তখন বলে طمث الجارية। সে হিসাবে ঋতুবতী স্ত্রী লোককে طامث বলা হয়।

আবুল হায়ছাম রহ. বলেন, সহবাসের পর যখন রক্ত স্রাব শুরু হয়, তখন সে মহিলার ক্ষেত্রে বলা হয় طمث ও تطمث।

মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেন, لم يطمثهن অর্থ হল لم يطأهن অর্থাৎ তাদের সাথে কেউ সঙ্গম করেনি। কেউ কেউ বলেন, لم يطمثهن অর্থ لم يغش هن। আর কেউ বলেন, لم يجامعهن কিন্তু শব্দ ভিন্ন হলেও সবগুলোর অর্থ এক। তবে একটি বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, সে সকল হূরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মাঝেই সৃষ্টি করবেন। অন্যরা বলেন, তারা পৃথিবীরই নারী, তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নতুনভাবে কুমারীত্ব প্রদান করবেন ।

শা'বী রহ. বলেন, তারা পৃথিবীরই নারী, তবে তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার পর কেউ স্পর্শ করেনি।

মুকাতিল রহ. বলেন, তাদেরকে কেউ স্পর্শ করেনি। কারণ তাদেরকে জান্নাতেই সৃষ্টি করা হবে।

আতা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন,তিনি বলেছেন, তারা হবে দুনিয়ার সে সকল নারী, যারা কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

গ্রন্থকার বলেন, কুরআন কারীমের বাহ্যিক অবস্থা থেকে এ কথাই বুঝা যায়, সে সকল নারী পার্থিব জগতের নারী হবে না, বরং তারা হবে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট জান্নাতী রমণীকুল। কিন্তু পার্থিব জগতে তো মানবীদের

সাথে মানবেরা সঙ্গম করেছে। আর স্ত্রী জিনদের পুরুষ জিনরা সঙ্গম করেছে। আয়াতুল কুরসী দ্বারা এ কথাই বুঝা যায়। অত্র আয়াত এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মানব পুরুষরা যেমনিভাবে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করে থাকে। তেমনিভাবে পুরুষ জিনরাও স্ত্রী জিনদের সাথে সঙ্গম করে থাকে। আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, সে সকল হূরকে জান্নাতেই সৃষ্টি করা হবে। আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে জান্নাতীদের জন্য ফলমূল, উদ্যান, নদী, পোশাক ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে তাদের জন্য হূরদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। এর পরবর্তী আয়াতও একথাই বুঝায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, حورمقصورات فِي الخيام *সেখানে তাঁবুর মধ্যে রক্ষিতা হূরী থাকবে।*

এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, لَمْ يَطْمِثْهُنَّ انسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاَ جَانٌ *ইতোপূর্বে তাদেরকে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।*

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, কিয়ামত প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন জান্নাতে আয়তলোচনা রমণীকুল মারা যাবে না। কেননা, তাদেরকে চিরকালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আয়াত দ্বারা তাই বুঝা যায়। জমহূর এমত পোষন করেছেন, মু'মিন জিন জান্নাত লাভ করবে যেমনি ভাবে কাফের জিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইমাম বুখারী রহ. এ জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় উল্লেখ করেছেন باب ثواب الجن وعقابهم। পূর্ববর্তীগণের মধ্যেও অনেকে এ মত পোষণ করেছেন।

যামরাহ ইবনে হাবীব রহ. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জিনরা কি পূণ্য লাভ করবে? বললেন, হ্যাঁ। তিনি দলীল হিসাবে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেলেন। এরপর বলেন, আয়তলোচনা রমনীদেরকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা মানুষের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। আর যাদেরকে জিনদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তারা জিনদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, সঙ্গমের সময় ব্যক্তি যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তাহলে শয়তান তার পুরুষাঙ্গের সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

قبلهم এর মধ্যে ضمير (সর্বনাম) দু'কারণে বহুবচন আনা হয়েছে।
প্রথমত: متكئين হল, বহুবচন। সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য করে ضمير (সর্বনাম) ও বহুবচন আনা হয়েছে।
দ্বিতীয়ত: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ-এর মধ্যে هنّ হল, বহুবচনের সর্বনাম। সুতরাং এর বিপরীতে هنّ বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। (অর্থাৎ সে সকল মহিলা পদ্মরাগমণি ও প্রবালের ন্যায় হবে এবং তাদের স্বামীর পূর্বে কেউ স্পর্শ করবে না।
হাসান বসরী রহ. সহ অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ বলেন, পদ্মরাগমণির স্বচ্ছতা ও প্রবালের শুভ্রতা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। তাদের বর্ণের উজ্জ্বলতার দিক থেকে পদ্মরাগমণির সাথে এবং শুভ্রতার দিক থেকে প্রবালের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
হযরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও তাই বুঝা যায়,জান্নাতের স্ত্রীরা সত্তর জোড়া রেশমী পোশাক পরা সত্ত্বেও তাদের গোড়ালির মজ্জা দেখা যাবে।
আল্লাহ তাআলার বাণী, كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। কেননা, ইয়াকুতের মধ্যে যদি সূতা রাখা হয় আর ওটাকে পরিষ্কার করা হয়, তবে তার সূতা দেখা যায়। তদ্রূপ তাদের গোড়ালির মজ্জা দেখা যাবে।

## অপরূপা হূর

আল্লাহ তাআলা তাদের প্রশংসায় ইরশাদ করেন, حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিতা হূর রয়েছে[৩৬৭]।
المَقْصُورَات অর্থ হল, المحبوسات অর্থাৎ সুরক্ষিতা। আবূ উবায়দা রহ. বলেন, তারা তাঁবুতে পর্দায় থাকবে।
তদ্রূপ মুকাতিল রহ. বলেন, তার এক অর্থ এই,তারা তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিতা থাকবে। তাদেরকে তাদের স্বামীরা ব্যতীত অন্য কেউ দেখবে না। এ

---

৩৬৭. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৭২

শব্দের আরো একটি অর্থ রয়েছে। তা হল, তারা নিজ স্বামীদের জন্য সুরক্ষিতা থাকবে, তারা স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রত্যাশা করবে না এবং স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না।

গ্রন্থকার বলেন, قاصِرَاتُ الطَّرْف দ্বারাও এটাই উদ্দেশ্য। তবে ব্যবধান এতটুকু, এতে সুস্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে, তারা নিজের দৃষ্টি অবনত রাখবে। আর مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ -এর মধ্যে রয়েছে, তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা থাকবে।

তাঁদের মতানুযায়ী فِي الخِيام শব্দটি হল حُوْرٌ عِيْنٌ-এর সিফাত বা গুণজ্ঞাপক শব্দ। সে হিসাবে তারা এর ব্যখ্যা করেন এ ভাবে যে, সে সকল হূর তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিতা থাকবে। তারা সেখান থেকে বের হয়ে উদ্যানে ও প্রাসাদে যাবে না।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীরা তাদের এ মতের উত্তরে বলেন, তারা পর্দায় সুরক্ষিতা থাকবে। এর দ্বারা এ কথা জরুরী নয়,তারা পর্দা থেকে বের হয়ে উদ্যান ও প্রাসাদে যাবে না। যেমন বাদশাহ ও অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরা সুরক্ষিত মহলে অবস্থান করে; কিন্তু উদ্যানে পায়চারি ও ভ্রমণ করতে তাদেরকে বাধা প্রদান করা হয় না। সুতরাং 'তারা সুরক্ষিত মহলে অবস্থান করে'। এ কথা বলার দ্বারা এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে না,ঘরে আবদ্ধ থাকে। মুজাহিদ রহ.বলেন, তারা তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় একমাত্র নিজ স্বামীর জন্য আসন নির্ধারিত করে রাখবে। তারা মুক্তামালার তাঁবুতে অবস্থান করবে। তাদের প্রথম গুণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তা হল, তারা অবনত দৃষ্টিসম্পন্না হবে।

তাদের দ্বিতীয় গুণ হল, مَقْصُوْرَاتٌ অর্থাৎ তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিতা থাকবে। সুতরাং উভয়টাই তাদের স্বতন্ত্র দুটি গুণ। قاصرات الطرف দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাদের দৃষ্টি নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি নিবদ্ধ হবে না। আর مَقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِদ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সামনে নিজ রূপ ও সাজসজ্জার প্রকাশ করবে না এবং স্বামী ছাড়া অন্য কোন দিকে যাওয়ার জন্য তাদের পা উত্থিত হবে না।

### فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ *সে উদ্যানসমূহে রয়েছে সুশীলা সুন্দরীরা*[৩৬৮] ।

خيرات এটা خيرة বহুবচন। خيرة মূলত: ছিল خَيِّرة (তাশদীদ যুক্ত) حسان এটা حسنةএর বহুবচন। অর্থাৎ সে সকল নারী উত্তম গুণাবলী, উন্নত স্বভাব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সুশীলা ও কমনীয়া হবে।

ওকী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানই উত্তম গুণাবলী, উন্নত চরিত্র ও সুশীলা এবং কমনীয়া নারী লাভ করবে। তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন তাঁবু থাকবে। প্রত্যেক তাঁবুর চারটি দরযা থাকবে। প্রত্যহ প্রত্যেক দরযা দিয়ে ফিরিশতাগণ এমন সব উপহার ও সম্মাননা নিয়ে প্রবেশ করবে যা সে ইতোপূর্বে কখনো লাভ করেনি। সে সকল রমণীরা কখনো অস্থিরতা ও চিন্তাক্লিষ্ট হবে না। (যেন তাদেরকে দেখে স্বামীরা চিন্তাক্লিষ্ট এবং অস্থির না হয়ে পড়ে) তাদের শরীর কখনো দুর্গন্ধযুক্ত হবে না এবং তাদের মুখ হতেও দুর্গন্ধ বের হবে না। তারা স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাবে না।

### انا انشئنا هن انشاء এর ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّاأَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ

*তাদেরকে (অর্থাৎ হূরদেরকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। ডান দিকের লোকদের জন্য অর্থাৎ যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে*[৩৬৯]

এ আয়াতে هُنَّ সর্বনামটির প্রত্যাবর্তন স্থল হল হূর। পূর্বে তাদের উল্লেখ না করেও সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল তা নির্ধারণ করা হয়েছে এ হিসাবে,

---

৩৬৮. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৭০

৩৬৯. সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৫-৩৮

পূর্বোল্লিখিত فرش দ্বারা তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, সে সকল فرش তাদের প্রাসাদেই থাকবে।

মুফস্সিরগণের কেউ কেউ বলেন, فُرُش مَرْفُوْعَة এর মধ্যে فُرُش দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্ত্রীরা। فُرُش দ্বারা ইঙ্গিতার্থে স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য। কিন্তু مَرْفُوْعَة এর বিপরীত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং সঠিক বিষয় হল, فُرُش দ্বারা বিছানাই উদ্দেশ্য। তবে এটা মহিলাকেও বুঝায়। কেননা, বিছানা অধিকাংশ সময় মহিলাদের প্রাসাদেই শোভা পায়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ ও সাঈদ ইবনে জুবায়র রহ. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা সে মহিলাদের নতুন করে সৃষ্টি করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এর দ্বারা মানব জাতির নারী উদ্দেশ্য।

হযরত কালবী ও হযরত মুকাতিল রহ. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দুনিয়ার প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা নারী। যাদেরকে পৃথিবীতে একবার সৃষ্টি করার পর তারা এ বয়সে মৃত্যুবরণ করবে। তাদেরকে জান্নাতে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা নব যৌবন দান করবেন।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত মারফূ হাদীসও এ ব্যাখ্যার সমর্থন রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তারা হবে তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ও ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন স্ত্রীলোক।

উক্ত হাদীসটি ছাওরী রহ. স্ব-সনদে হযরত ইয়াযীদ রুক্কাশী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইয়াহইয়া হামানী রহ.স্ব-সনদে হযরত আয়েশা রা. হতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাও এর সমর্থন করে। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে এলেন। তখন তার ঘরে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই মহিলা কে? হযরত আয়শা রা. বললেন, তিনি হলেন আমার খালা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এই কথা শুনে বৃদ্ধা যারপর নাই চিন্তিত হল। তখন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করব। সকল মানুষকেই নতুনভাবে সৃষ্টি করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। কিয়ামতের দিনে উলঙ্গ দেহে, খালি পায়ে তাদেরকে খতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম আ. কে পোশাক পরানো হবে। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

আদম ইবনে আবূ ইয়াস রহ. স্ব-সনদে হযরত সালামাহ ইবনে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে إِنَّا نْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা বিবাহিত-অবিবাহিত সকলকেই নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন।

আদম রহ. স্ব-সনদে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, (এ বর্ণনাটি শামায়েলে তিরমিযীতেও উল্লেখ করা হয়েছে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لايدخل الجنة العجز অর্থাৎ বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। فبكت عجوز সে বৃদ্ধা তখন কেঁদে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اخبروها انها يومئذ ليست بعجوز তাকে বলে দাও,সেদিন সে বৃদ্ধা থাকবে না। انها يومئذ لشبابة সেদিন সে যুবতীতে রূপান্তরিত হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً অর্থাৎ আমি তাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করব।

ইবনে আবী শাইবা রহ. স্ব-সনদে হযরত আয়শা রা. থেকে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক আনসারী বৃদ্ধা এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন এবং নামায আদায় করে পুনরায় হযরত আয়শা রা. এর ঘরে তাশরীফ নিলেন। হযরত আয়শা রা. বললেন, আপনার কথায় বৃদ্ধা অনেক দু:খ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই তো বাস্তব কথা। কেননা, আল্লাহ তাআলা যদি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করেন, তবে তাকে কুমারীতে রূপান্তরিত করবেন।

মুকাতিল রহ. আরেকটি মত বর্ণনা করেছেন। তা হল, إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً বলে হূরদেরকে বুঝানো হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে তার প্রিয় বন্ধুদের জন্য একদম নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। এসমস্ত হূরদের জন্মপর্ব অতিক্রম করতে হবে। এটি হযরত যুজাজ রহ. এর মত। বাস্তব হল এমতটি ঠিক নয়। ঠিক হল তাই যা আমরা পূর্বে বলেছি, দুনিয়ার রমণীগণ। এই মতের পেছনে একাধিক যুক্তি রয়েছে। যদিও তার যুক্তি হল, এক: আল্লাহ তাআলা সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশকারীদের ব্যাপারে বলেছেন, يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ এবং كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ পর্যন্ত তাদের আলোচনা করেছেন। অতঃপর তাদের খাট, প্লেট, পানীয়, ফলমূল, আহার ও হূরদের আলোচনা করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা দ্বিতীয় ধাপে জান্নাতে প্রবেশকারী ডান হাতে আমলনামা লাভকারীদের আলোচনায় তাদের খাদ্য, পানীয়, বিছানা ও স্ত্রী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এত সুস্পষ্ট বুঝা যায়, প্রথম শ্রেণীর লোকদের স্ত্রীদের ন্যায় এদেরকেও জান্নাতেই সৃষ্টি করা হবে।

দুই: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে [৩৭০]।

এ আয়াতে সৃষ্টি দ্বারা প্রথম বারের সৃষ্টিই উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা যেখানে পুন:সৃষ্টি উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেখানে إِنشَاءً কে কোন বিশেষণের সাথে বিশেষিত করে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী, وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ *আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তারই*[৩৭১] *।*

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ *তোমরা তো অবগত হয়েছ, প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে*[৩৭২]।

---

৩৭০. সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৫

৩৭১. সূরা নাজম, আয়াত : ৪৭

৩৭২. সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৬২

তিন: আল্লাহ এভাবে সম্বোধন করেছেন, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً *তোমরা হবে তিন শ্রেণী।*

এ সম্বোধন নারী পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। ফলে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীকেই পুনঃ সৃষ্টি করা হবে। তবে إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً এর মধ্যে মহিলাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। (এর দ্বারা وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নারীরা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সে সকল নারী যাদেরকে জান্নাতেই সৃষ্টি করবেন)। أَنْشَأْنَا ক্রিয়াকে ক্রিয়ামূল দ্বারা দৃঢ় করার বিষয়টিতে চিন্তা করলেও এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

উপরোল্লিখিত হাদীসে শুধুমাত্র পূর্বের বৃদ্ধাদেরকেই বুঝানো হয়নি, বরং হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যুবতীতে রূপান্তরিত বৃদ্ধাগণ ও জান্নাতী ডাগর চোখের হূরগণ অভিন্ন রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যের অধিকারী হবেন। ফলে হূরে ঈনকে তাদের থেকে আলাদা করে ভাবার কোন অবকাশ নেই। বরং হূরে ঈন থেকে তারা এসব বৈশিষ্ট্যের অধিক যোগ্য। সুতরাং إِنْشَاءً দ্বারা উভয় শ্রেণীর নারীই (দুনিয়ার নারী ও হূরে ঈন) উদ্দেশ্য। والله اعلم

## عربا এর ব্যখ্যা

আল্লাহর বাণী, عربا এটি عروب এর বহুবচন। তার অর্থ হল সোহাগিনী অর্থাৎ সে সকল স্ত্রী স্বামীদেরকে অত্যন্ত সোহাগ করবে।

ইবনুল আরাবী বলেন عروب হল সেই সকল স্ত্রীলোক যারা স্বীয় স্বামীর অনুগত ও অত্যন্ত প্রিয় হয়।

আবূ উবায়দা রহ. বলেন, কমনীয় ও স্বামী অনুগত স্ত্রীদেরকে عروب বলা হয়। গ্রন্থকার বলেন, عروب দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে স্ত্রীলোক, যে সহবাসের সময় স্বামীর সামনে উত্তম ভঙ্গিতে শয়ন করে এবং তার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে।

মুবাররাদ রহ. বলেন, একমাত্র আপন স্বামীর প্রতিই আসক্ত স্ত্রী লোককে عروب বলা হয়। তিনি প্রমাণ স্বরূপ লাবীদের পংক্তি উল্লেখ করেছেন,

وفي الحدوج عروب غير فاحشة ريا الروادف يغشي دونها البصر.

মহিলাদের আরোহী দলে এমন স্বামীভক্ত মহিলাও রয়েছে, যারা অপকর্মকারিণী নন। অনিন্দ্য সুন্দরী। যাদের দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি মুগ্ধ, চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হয়ে যায়।

মুফাস্‌সিরীনে কিরাম عرب এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন,عرب বলা হয় সে নারীকে, যে হবে আসক্ত, অনুরক্ত, সোহাগিনী, আদরিনী, চিত্তমুগ্ধকারিণী, মিষ্টভাষী, সাজ-সজ্জাকারিণী এবং যার চোখের সাদা অংশে লাল রেখা থাকবে এবং যে অত্যন্ত মনমোহিনী ও কামিনী ও অত্যন্ত কামোদ্দীপ্ত হবে।

ইমাম বুখারী রহ. তার সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন عرب হল সে সকল নারী, যারা আপন স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসবে।

গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে রূপ-শোভা ও কান্তি এবং স্বামীদের সাথে অত্যন্ত সুন্দর প্রকৃতিতে মেলামেশার এবং স্বামীদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করার মত রূপের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। নারীদের এটিই চূড়ান্ত প্রত্যাশিত বিষয় এবং এরই মাধ্যমে পুরুষ তাদের দ্বারা পূর্ণ সুখানুভুতি ও দাম্পত্যের সত্যিকার স্বাদ লাভ করতে পারে।

আল্লাহ তাআলার বাণী لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ দ্বারা তাদের সাথে পূর্ণ মজা ও তৃপ্তি লাভের বিষয়টি অবহিত করাই উদ্দেশ্য। কেননা সে নারীর সাথে সঙ্গম করেই পুরুষ অধিক তৃপ্তি লাভ করে যার সাথে ইতোপূর্বে কেউ সঙ্গম করেনি। তাই অধিক তৃপ্তি লাভের ক্ষেত্রে অন্য নারী অপেক্ষা তাদের প্রাধান্য রয়েছে। উক্ত আয়াতের ভাবার্থও তাই বুঝায়।

## জান্নাতী রমণীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

*মুত্তাকীদের জন্য তো আছে সাফল্য, উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী*[৩৭৩]।

كواعب হল كاعب এর বহুবচন, كاعب অর্থ হল, স্ফীত বক্ষবিশিষ্টা তরুণী। হযরত কাতাদাহ ও মুজাহিদ রহ. প্রমুখ মুফাস্‌সিরীন এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

---

৩৭৩. সূরা নাবা, আয়াত ৩১-৩২

কালবী রহ. বলেন, গোলাকৃতির স্ফীতবক্ষ বিশিষ্টা তরুণীকে كاعب বলা হয়। كاعب শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল গোলাকৃতি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে সকল স্ত্রীলোকের স্তন আনারের ন্যায় উদভিন্ন থাকবে, নিচের দিকে ঝুলন্ত থাকবে না। এরূপ নারীদেরকে كواعب ও نواهد বলা হয়।

## জান্নাতী রমণীদের অবগুণ্ঠন

ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক সকাল ও এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তু হতে উত্তম। তোমাদের ধনুক পরিমাণ অথবা বলেছেন চাবুক পরিমাণ স্থান জান্নাতে লাভ করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল বস্তু থেকেও উত্তম। যদি কোন জান্নাতী নারী পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে দেখত, তবে সমগ্র পৃথিবী সুগন্ধিতে সুরভিত হয়ে যেত এবং সমগ্র পৃথিবী আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেত। তার মাথায় ব্যবহৃত অবগুণ্ঠন দুনিয়া ও তার সকল বস্তু থেকে উত্তম।

সহীহায়নে[৩৭৪] হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিময় হবে। তাদের পরবর্তীতে যারা প্রবেশ করবে তারা হবে আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের মত। তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে স্ত্রী থাকবে, যাদের গোশত ভেদ করে পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে। জান্নাতে কেউ স্ত্রীবিহীন থাকবে না।

ইমাম আহমদ রহ.স্ব-সনদে[৩৭৫] হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জান্নাতীর ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা স্ত্রী থাকবে। প্রত্যেকের পরণে সত্তর জোড়া পোশাক থাকবে। পোশাক ভেদ করে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত উম্মে সালামাহ তাঁবু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হূরে-ঈন

---

[৩৭৪]. বুখারী খ. ১, পৃ. ৪৬০, মুসলিম খ. ২, প. ৩৭৯

[৩৭৫]. মুসনাদে আহমদ খ. ২. প. ৩৪৫

সম্পর্কে বলুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন. হূর শব্দের অর্থ হল সাদা, শুভ্রতা। عين ডাগর চক্ষু বিশিষ্টা, অর্থাৎ পাখীর পালকের ন্যায় আকর্ষণীয় সাদা কালো চক্ষু বিশিষ্টা। উম্মে সালামাহ রা. বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আল্লাহর বাণী كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের স্বচ্ছতা হবে শঙ্খের খোলসে অবস্থিত মুক্তার মত, যাকে কেউ স্পর্শ করেনি।

উম্মে সালামাহ রা. বলেন, আমি বললাম আমাকে আল্লাহর বাণী, فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ সম্পর্কে বলুন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, خَيْرَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা (জান্নাতী স্ত্রীগণ) উন্নত ও অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারিণী হবে। আর حِسَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা সুদর্শনা ও কমনীয়া হবেন। উম্মে সালামাহ রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌএর ব্যাখ্যা বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ডিমের খোসা সংশ্লিষ্ট আবরণের ন্যায় হবে তাদের সূক্ষ্মতা। উম্মে সালামাহ রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে আল্লাহর বাণীعُرُبًا أَتْرَابًا সম্পর্কে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সকল মহিলা দুনিয়া থেকে দুর্বলাবস্থায় ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন অবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কুমারী আকারে পুনসৃষ্টি করবেন। عُرُبًا শব্দের অর্থ হল, অধিক আসক্ত অনুরক্ত ও সোহাগিনী। আর أَتْرَابًا অর্থ হল সমবয়স্কা। উম্মে সালামাহ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার নারীরা উত্তম নাকি হূরে-ঈন উত্তম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হূরে-ঈন অপেক্ষা দুনিয়ার নারীরা উত্তম। যেমনিভাবে আবরণী বস্ত্র অপেক্ষা আবরণীর মধ্যকার বস্ত্রগুলো উত্তম।

উম্মে সালামাহ রা. বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাদের নামায, রোযা ও আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের

চেহারাকে নূরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করবেন। তাদের শরীরের বর্ণ হবে শুভ্র, রেশমী পোশাক হবে সবুজ, অলংকার হবে হলদে, সুগন্ধিময় ধোঁয়া নির্গত হবে (কাঠের পরিবর্তে) মুক্তা হতে এবং তাদের কাঁকন হবে স্বর্ণের। আর তারা বলতে থাকবে, نحن الخالدات فلا نموت আমরা চিরস্থায়ী; আমরা মৃত্যুবরণ করব না। ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا আমরা ঐশ্বর্যশালী; সুতরাং কখনো আমরা দুরবস্থা ও দু:খ-দুর্দশার শিকার হব না। ونحن المقيمات فلانظعن أبدا আমরা সদা অবস্থানকারিণী; কখনো আমরা স্থানান্তরিত হব না। ونحن الراضات فلا نسخط أبدا আমরা সদা উৎফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকব কখনো বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট হব না.। طوبى لمن كان لنا وكنا له সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যার জন্য আমরা হব আর যে হবে আমাদের জন্য।

হযরত উম্মে সালামাহ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ায় অনেক মহিলা দু-তিন স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর যদি সে মহিলা এবং তার সকল স্বামী জান্নাতী হয়, তবে সে মহিলা কার হবে? কে হবে তার স্বামী? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উম্মে সালামাহ! সে মহিলাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে, সে তার স্বামীদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারীকে বেছে নেবে। আর বলবে, হে পরওয়ারদিগার! দুনিয়াতে সে-ই আমার সাথে উত্তম আচরণ করেছে সুতরাং এখানেও তাকে আমার স্বামী বানিয়ে দিন। হে উম্মে সালামাহ! উত্তম স্বভাব চরিত্র পার্থিব ও পরজগতের সকল কল্যাণ কুড়িয়ে নেয়।

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে সুলায়মান ইবনে আবী কারীম নামক একজন বর্ণনাকারী এক স্তরে একাই বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতীম রহ. তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে আদী বলেন, তার অধিকাংশ হাদীসই প্রত্যাখ্যাত। গ্রন্থকার বলেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের কেউ তার কোন সমালোচনা করেননি।

আবূ ইয়ালা মূসেলী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে ছিলেন। তখন দীর্ঘ এক আলোচনায় বলেন, হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং জান্নাতীদের

ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, অবশ্যই তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হল এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমরা দুনিয়াতে যে ভাবে আপন গৃহ ও স্ত্রী-পরিজনকে চিনে থাক, জান্নাতীগণ আপন বাসস্থান ও স্ত্রীদেরকে এর চেয়েও ভাল করে চিনবে। তারা প্রত্যেকে এমন বাহাত্তর জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র তাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে দু'জন হবে আদম সন্তান। তাদের জন্য জান্নাতে সৃষ্ট স্ত্রীদের তুলনায় এ দু'জনের প্রাধান্য থাকবে। দুনিয়াতে তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার কারণেই এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। সে ব্যক্তি এ দু'স্ত্রীদের মধ্যে একজনের নিকট প্রবেশ করবে পদ্মরাগ মণির প্রাসাদে। সেখানে সে বসবে মুক্তা খচিত স্বর্ণের খাটে। সে স্ত্রী পাতলা ও পুরু সত্তর জোড়া পোশাক পরা থাকবে। সে ঐ রমণীর বুকে হাত রাখবে। এরপর তার হাত থেকে বুক পর্যন্ত অংশের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থাকবে। উপরে এত জোড়া পোশাক, ত্বক ও গোশত থাকা সত্ত্বেও তা ভেদ করে তার দৃষ্টি দেহের গভীরে চলে যাবে। পায়ের গোছার মজ্জা ঠিক তেমনি দেখা যাবে, যেমনিভাবে তোমরা ফাঁপা মুক্তার উপর খচিত ঝুরি দেখতে পাও। সে মহিলার হৃদয় এ ব্যক্তির জন্য, এ ব্যক্তির হৃদয় সে মহিলার জন্য আয়নার মত হবে। সে মহিলার উপস্থিতিতে এ ব্যক্তি কোন ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করবে না। এমনিভাবে এ ব্যক্তির উপস্থিতে সে মহিলা কোন প্রকার ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করবে না। সে যখনই ঐ নারীর নিকট যাবে, তখনই তাকে কুমারী পাবে। পুরুষের যৌনাঙ্গ যেমন নিস্তেজ হবে না, তদ্রূপ ঐ রমণীর যৌনাঙ্গও ব্যথা অনুভব করবে না। সে এ অবস্থায় থাকতেই তার কানে এ ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকবে, আমরা জানি, তুমি ক্লান্ত হওনি, সেও ক্লান্ত হয়নি। তবে এখানে বীর্য স্খলিত হবে না এবং মৃত্যু আসবে না। তখন তার অন্য স্ত্রীরা একে একে আসতে থাকবে। তাদের কেউ তার নিকট আসলেই বলবে, আল্লাহর শপথ! জান্নাতে তোমার থেকে সুন্দর আর সুদর্শন আর কিছু নেই এবং জান্নাতে অবস্থিত কোন বস্তুই আমার নিকট তোমার থেকে অধিক প্রিয় নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ তাঁবু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أدنى أهل الجنة له ثمانون ألف خادم সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তির আশি হাজার সেবক থাকবে। وإثنتان وسبعون زوجة বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء এবং তার জন্য মুক্তা, পোখরাজ, পদ্মরাগমণির এত বৃহৎ তাঁবু স্থাপন করা হবে যা সানআ (স্থানের নাম) ও জাবিয়াহর (স্থানের নাম) মধ্যবর্তী দূরত্বসম হবে।

ইবনে ওয়াহাব রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী كأنهن الياقوت والمرجان এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতী তার স্ত্রীর গণ্ডদেশে তাকালে তাতে নিজ মুখমণ্ডল আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখতে পাবে। তার মুখমণ্ডলে আরশী অপেক্ষা অধিক পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। আর তার সর্বনিম্ন স্তরের মুক্তা এমন হবে যে, তার আলোয় পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে সত্তর জোড়া পোশাক পরা থাকবে তথাপিও তার পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে।

ফিরয়াবী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবু উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে তার বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। দু'জন হবে হূরে-ঈন আর সত্তর জন হবে পার্থিব জগতের। প্রত্যেক স্ত্রীর যৌনি অত্যন্ত কামোদ্দীপ্ত হবে এবং সে ব্যক্তির পুরুষাঙ্গ নিস্তেজহীন অবিরাম শক্তিধর হবে।

আবূ নাঈম রহ.স্ব-সনদে হযরত আনাস তাঁবু-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, للمؤمن في الجنة ثلاث وسبعون زوجة প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জান্নাতে তিয়াত্তর জন স্ত্রী থাকবে। قلنا يا رسول الله أو له قوة على ذالك আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি এত স্ত্রীকে সামলাতে পারবে?قال : انه ليعطى قوة مأة رجل রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে একশত পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, هل نصل إلى نسائنا في الجنة আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে জান্নাতে সহবাস করতে পারব? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ان الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء নিশ্চয়ই একজন জান্নাতী পুরুষ দিনে একশত কুমারীর সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

আবুশ শায়খ রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي اليها في الدنيا দুনিয়াতে আমরা যেভাবে আমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করতাম জান্নাতেও কি সে রূপ আমাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হবো? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء সে সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, একজন জান্নাতী পুরুষ এক দিনেই একশত কুমারীর সাথে সঙ্গম করতে সক্ষম হবে।

## জান্নাতী নারী সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন

সহীহ হাদীসে শুধু রয়েছে, প্রত্যেকের দু'জন করে পত্নী থাকবে। সহীহ বর্ণনায় এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নেই। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সকলে স্ব-স্ব মর্যাদা মোতাবেক কম বা বেশি সেবক পাবে। অথবা সঙ্গম করতে পারবে, এটাকেই কেউ কেউ ভাবার্থে বর্ণনা করেছেন,এত সংখ্যক স্ত্রী লাভ করবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. জামে তিরমিযীতে[৩৭৬] হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا كذا في الجماع মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে এত সংখ্যক মহিলার সাথে সঙ্গম করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, يا رسول الله اويطيق ذالك ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কি পারবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

৩৭৬. খ. ২ পৃ. ৮০

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, يعطى قوة مأة তাকে একশত পুরুষের সমান শক্তি দেয়া হবে। উক্ত হাদীসটি সহীহ।

সুতরাং যে বর্ণনায় রয়েছে, একশত কুমারীর সাথে সঙ্গম করবে। হতে পারে এটি ভাবার্থ। অথবা জান্নাতীদের মর্যাদা কম-বেশির কারণে তাদের স্ত্রীর সংখ্যায়ও কম-বেশি হবে।

জান্নাতে মু'মিনগণের দু'স্ত্রী থেকে অধিক স্ত্রী লাভ করার বিষয়টি সন্দেহাতীত। কেননা সহীহায়নে[৩৭৭] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়স রহ. তাঁর পিতা-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة জান্নাতে মু'মিন ব্যক্তির ফাঁপা একই মুক্তা দ্বারা নির্মিত তাঁবু থাকবে। طولها ستون ميلا যার দৈর্ঘ্য হবে ষাঁট মাইল। للعبد المؤمن فيها أهلون মু'মিন ব্যক্তির সেখানে অনেক স্ত্রী থাকবে। فيطوف عليهم لايرى بعضهم بعضا সে ব্যক্তি তাদের নিকট গমন করে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন এমনভাবে পূরণ করবে; কিন্তু বিশাল তাঁবুর ভেতরে প্রত্যেকের অবস্থান করার কারণে একে অপরকে দেখতে পাবে না।

## জান্নাতী হূর এক অনুপম সৃষ্টি

হূরে-ঈনের সৃষ্টির উপাদান প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন الحور العين خلقن من زعفران। হূরে ঈনকে যাফরান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হূরে ঈন জাফরানের সৃষ্টি।

আবূ সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন স্ত্রী থাকবে যাদেরকে আদম-হাওয়া জন্ম দেননি, বরং তাদেরকে যাফরান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত আনাস রা., হযরত আবূ সালামাহ রা. হযরত মুজাহিদ রহ. হতেও বর্ণিত আছে। মোটকথা, তারা মাতা-পিতার মিলন দ্বারা জন্মলাভ করবে না, বরং তাদেরকে জান্নাতে সৃষ্টি করা হবে।

আবূ নাঈম রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে মারফূ সনদে বর্ণনা করেন, لو أن حوراء بصقت في سبعة ابحر لعذبت البحار من عذوبة فمها জান্নাতের হূর যদি সাত সমুদ্রেও থুথু নিক্ষেপ করে, তবে তার মুখের মধুরতায় সমগ্র সমুদ্রের পানি মিষ্ট হয়ে যাবে। وخلق الحور العين من الزعفران হূরে-ঈনকে যাফরান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মাটির তৈরী মানুষ যখন সেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের সুন্দর ও সুদর্শন হবে, সেখানে যাফরানের তৈরী হূরের সৌন্দর্য কি চিন্তা করা যায়? فالله المستعان।

আবূ নাঈম রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يسطع نور فِي الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر ضحكت فِي وجه زوجها জান্নাতে এক প্রলম্বিত আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত হলে জান্নাতীগণ মাথা উঠিয়ে দেখবে, তখন তারা জানতে পারবে, এ হচ্ছে সে হূরের দাঁতের আলোকরশ্মি, যে আপন স্বামীর সাথে হাসছে।

বাকিয়্যাহ ইবনে ওলীদ স্ব-সনদে কাসীর ইবনে মুররাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জান্নাতীদের আমলের বিনিময়ে অতিরিক্ত নিআমতের মধ্যে এ-ও রয়েছে,মেঘমালা জান্নাতীদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে এবং জান্নাতীদের লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা কে কোন বস্তুর বৃষ্টি চাও? তখন তারা যে বস্তুর বৃষ্টির প্রত্যাশা করবে সে বস্তুর বৃষ্টিই বর্ষিত হবে। কাসীর ইবনে মুররাহ বলেন, আল্লাহ যদি আমাকে সেখানে স্থান দেন, তবে আমি মেঘমালাকে সুদর্শনা, সুসজ্জিতা, কমনীয়া কুমারী বর্ষণ করতে বলব।

অন্য হাদীসে হূরে-ঈনের সৃষ্টি উপাদান এবং গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতে বাইদাখ নামক একটি নদী রয়েছে। তার উপরে পদ্মরাগমণির গুম্বুজ রয়েছে এবং তার তলদেশের মৃত্তিকা হতে হূর সৃষ্টি করা হয়। জান্নাতীগণ বলবে, আমাদেরকে বাইদাখ নদীর কাছে নিয়ে চল। তখন তারা সেখানে এসে সে সকল কুমারীর প্রতি অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি দিবে। তাদের কারো সে কুমারীদের কাউকে পসন্দ হলে তার হাতের কব্জি স্পর্শ করলেই তার পেছনে পেছনে চলে আসবে।

লাইস ইবনে সা'দ রহ. ইয়াযীদ ইবনে আবূ হাবীবের মাধ্যমে ওলীদ ইবনে আবাদাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (মি'রাজ রাতে) হযরত জিবরীলকে বলেছেন, يا جبريل قف بِي على الحور العين فاوقفه عليهن হে জিবরীল! আমাকে হূরে-ঈনের কাছে নিয়ে যান। জিবারঈল আ. তাঁকে তাদের কাছে নিয়ে গেলেন। فقال من أنتُنَّ؟ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তোমরা কারা? : فقلن نحن جوارى قوم كرام حلوا فلم يظعنوا তারা বলল, আমরা এমন সম্মানিত

সম্প্রদায়ের স্ত্রী, যারা এখানে আসবে; কিন্তু এখান থেকে কখনো প্রস্থান করবে না। وشبوا فلم يهرموا ونقوا فلم يدرنوا তারা চির যুবক থাকবে কখনো বার্ধক্যে উপনীত হবে না এবং তারা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে কখনো ময়লা হবে না।

ইবনুল মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আয়্যাশ রা. হতে বর্ণনা করেন। আমরা একবার হযরত কা'ব রা. এর সাথে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, যদি আকাশের নিচে কোন হূরের হাত প্রসারিত করা হত, তবে সূর্যের আলোর ন্যায় পৃথিবী আলোকিত হয়ে যেত। এরপর বললেন, আমি তো শুধুমাত্র তাদের হাতের কথা বললাম, তাহলে তাদের চেহারা, চেহারার শুভ্রতা ও সৌন্দর্যের কারণে কেমন আলোকিত হতে পারে?

মুসনাদে আহমদে[৩৭৮] হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لا تؤذى امرئة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কোন কষ্ট দেয়, তখন হূরে-ঈনদের মধ্য হতে তার স্ত্রী চিৎকার করে বলতে থাকে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক, তুমি তাকে কষ্ট দিও না। فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا কেননা, সে তো তোমার নিকট অতিথি। অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।

ইকরিমাহ রহ. এর মুরসাল হাদীসে রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان الحور العين لاكثرعددامنكن হে রমণীকুল! জান্নাতী হূরগণ তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি হবে। يدعون لأزواجهن তারা স্বীয় স্বামীদের জন্য দু'আ করতে থাকে। يقلن : اللهم أعنه على دينك দু'আয় তারা বলে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে দীনের পথে চলার জন্য সাহায্য করুন। وأقبل بقلبه على طاعتك এবং তার অন্তরকে আপনার আনুগত্যমুখী করে দিন। وبلغه بعزتك يا أرحم الراحمين ইয়া আরহামার রাহিমীন! তাকে আপনার সম্মানিত স্থানে সমাসীন করে দিন।

---

[৩৭৮] খ. ৫, পৃ. ২৪২

ইমাম আওযাঈ রহ. হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতে লু'বা নাম্নী কিছু হূর রয়েছে যাদের সৌন্দর্যতা ও কমনীয়তা দেখে জান্নাতের অন্য সকল হূর বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়বে। তারা তার কাঁধে হাত রেখে বলবে, হে লু'বা! তোমার সৌভাগ্য তোমার অনুসন্ধানকারী যদি তোমার ব্যাপারে জানত হত, তবে সে আরো বেশি প্রচেষ্টা চালাত। তাঁর দু'চোখে লিখা থাকবে, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় হূর প্রাপ্তির আশা করে সে যেন আমার প্রভুর সন্তুষ্টিকর কাজ করে।

আতা আস-সুলামী রহ. মালিক ইবনে দীনার রহ. কে বললেন, হে আবূ ইয়াহইয়া! আমাকে উৎসাহ দিন, (অর্থাৎ এমন কোন কথা বলুন, যাতে আমার নেক কাজ ও জান্নাত লাভের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়)। তখন তিনি বললেন, হে আতা! জান্নাতে এমন এক হূর রয়েছে, যার রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে জান্নাতবাসী গৌরব করে। যদি জান্নাতীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার এমন ফায়সালা না হত যে, তারা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না, তবে তার সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করতে না পেরে অন্যরা মৃত্যুমুখে পতিত হত। মালিক ইবনে দীনারের এ কথায় আতা সর্বদা জান্নাত লাভের চিন্তা মগ্ন থাকতেন।

আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী বলেন। আমাকে জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি অপর এক জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করলে সে তাকে বলল, তুমি কি হূরে-ঈন লাভের আকাংখা কর? সে বলল, না। তখন প্রত্যুত্তরে সে বলল, তার আকাংখা কর। কেননা, তাদের চেহারার জ্যোতি আল্লাহ তাআলার নূর থেকে। এটা শুনে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তখন তাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। এরপর এক মাস যাবত আমি তার অসুস্থতার খোঁজ নিতে যেতাম।

রবীআহ ইবনে কুলছুম রহ. বলেন, একবার হযরত হাসান বসরী রহ. আমাদের দিকে তাকালেন। সেখানে আমরা ক'জন যুবক ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে যুবক সম্প্রদায়! তোমরা কি হূরে ঈনের আকাংখা কর না?

ইবনে আবুল হাওয়ারী আমাকে বলেন, হাযরামী রহ. আমার নিকট বর্ণনা করেন,আমি এবং আবূ হামযা ছাদে শুয়ে ছিলাম, তখন আমি তার দিকে

দেখতে লাগলাম। তাকে আমি দেখলাম, সে সারা রাত আপন শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্তন করছিল। বললাম, হে আবূ হামযা! তুমি তো সারা রাত ঘুমাওনি। সে বলল, আমি যখন শুয়েছি তখন আমার দৃষ্টিতে হূরের ছবি আসতে লাগল এমনকি আমি তার ত্বকও অনুভব করলাম এবং সেও আমার ত্বক স্পর্শ করল। আমি আবূ সুলাইমানের নিকট এ কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, সে হূরে-ঈনের আসক্ত।

ইবনে আবুল হাওয়ারী রহ. বলেন, আমি আবূ সুলাইমানকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বিশেষ প্রকৃতিতে হূরে ঈনকে সৃষ্টি করেন, তার সৃজনকার্য সম্পন্ন হলে ফিরিশতাগণ তাকে তাঁবু টানিয়ে দেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে হযরত যায়দ আর রুক্কাশী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি এ হাদীস জানতে পারলাম, জান্নাতে একটি জ্যোতি প্রলম্বিত হবে, তখন বলাবলি করা হবে, এটা কি? তখন কোন একজন বলবে, হূর তার স্বামীর সাথে হাসছে (এটা তার দাতের আলো। এ কথা শ্রবণ করে উক্ত মজলিসের এক কোণের এক ব্যক্তি চিৎকার করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে বলতে শুনেছি যে, যদি কোন হূর আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে নিজ হাত প্রসারিত করত, তবে তার সৌন্দর্যে সকল মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। যদি সে তার উড়নী প্রকাশ করত, তবে সূর্য তার আভার সামনে ঠিক তেমনি মনে হত যেমনিভাবে সূর্যের কিরণের সামনে চেরাগ হয়। যদি সে তার চেহারা প্রকাশ করত, তবে ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সব কিছুই আলোকিত হয়ে যেত।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে সুফিয়ান ছাওরী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতে একটি জ্যোতি প্রলম্বিত হবে। জান্নাতের সর্বস্থানে সে জ্যোতির আলোকরেখা ছড়িয়ে পড়বে। তখন জান্নাতীগণ অনুসন্ধান করে জানতে পারবে, একজন হূর আপন স্বামীর সাথে হাসছিল। যার ফলে এ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে।

খতীবে বাগদাদী রহ. তার তারীখে বাগদাদে স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, سطع نور في الجنة জান্নাতে একটি নূর প্রলম্বিত হবে, فرفعوا أبصارهم তখন জান্নাতীগণ দৃষ্টি তুলে তাকাবে। فاذا هو ثغرحوراء ضحكت في وجه زوجها তখন তারা দেখতে পাবে, একজন হূর নিজ স্বামীর সামনে হাসছে। তারই দাতের আলোয় সমগ্র জান্নাত উদ্ভাসিত হয়েগেছে।

ইবনুল মুবারক রহ. আওযাঈ রহ. এর মাধ্যমে ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে বর্ণনা করেন, হূর জান্নাতের দ্বারে স্বীয় স্বামীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং বলবে, বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গেল আমরা এতকাল তোমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। আমরা সর্বদাই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হব না এবং সর্বদা এখানে অবস্থান করব, কখনো অন্য কোথায়ও যাব না এবং আমরা চিরকাল থাকব, কখনো মৃত্যুবরণ করব না। তোমরা যত প্রকার স্বর শুনেছ তাদের স্বর তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা মিষ্ট হবে। সে বলবে, তুমি আমার প্রিয় আর আমি তোমার প্রেয়সী। তোমার সামনে আমার কোন ত্রুটি হবে না এবং তোমার অগোচরে কোন সীমালংঘন হবে না।

## জান্নাতীদের বিয়ে-শাদী ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রীসম্ভোগ

ইতোপূর্বে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। যাতে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, ব্যক্তি কি জান্নাতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই ব্যক্তি দিনে একশত কুমারীর সাথে সহবাস করবে।

হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। মু'মিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতে ফাঁপা মুক্তার ষাট মাইল দীর্ঘ তাঁবু থাকবে। তাতে তার পরিজন থাকবে, যাদের নিকট সে গমন করবে।

ইমাম তাবারানী রহ.ও আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. প্রমুখ[৩৭৯] হযরত লকীত ইবনে আমের রা. এর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, يارسول الله علي ما يطلع من الجنـــة ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের কোন বস্তু সম্পর্কে তথ্য জানা যায়? قال : على أنهار من عســـل مصـــفي নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; খাঁটি মধুর নহর সম্পর্কে, وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامــة এবং এমন নদী সম্পর্কে, যার শরাব গ্লাস ভরে পান করলেও মাথা ঘুরাবে না এবং কোন প্রকার লজ্জাও পেতে হবে না। وأنهار من لبن لم يتغير طعمــه এবং এমন দুধের নহর সম্পর্কে, যার স্বাদ কখনো বিকৃত হবে না। وماء غـــير آســـن এবং এমন পানি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা কখনো দুর্গন্ধময় হবে না। وفاكه এবং ফল থাকবে। لعمر الهـــك তোমার প্রভুর চিরস্থায়ীত্বের শপথ! مما تعلمون وخير من مثله তোমরা যে সকল

---

[৩৭৯]. মুসনাদে আহমদ খ. ৪. প. ১৪

বস্তু সম্পর্কে জান সে সকল বস্তুর চেয়েও উত্তম বস্তুও সেখানে থাকবে। وأزواج مطهرة এবং শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে। قلت يارسول الله أوَلنا فيهـا أزواج مصلحات হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরও কি তেমনি নেককার স্ত্রী থাকবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নেককার লোকদের জন্য নেককার স্ত্রী থাকবে। তোমরা তাদের দ্বারা তেমনি তৃপ্তি লাভ করবে যেমনি দুনিয়াতে করতে এবং তারা তোমাদের দ্বারা তৃপ্তি উপভোগ করবে। তবে হ্যাঁ, এতটুকু যে, তাদের কোন সন্তান হবে না।

ইবনে ওয়াহাব স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছেন, أنطـأ في الجنة ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি জান্নাতে স্ত্রী সহবাস করব? قال : نعم والذي نفسي بيده دحما دحما রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবাবে বললেন, সে সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, হ্যাঁ, তোমরা অবশ্যই স্ত্রী সহবাস করবে এবং ধাক্কা দেওয়ার ন্যায় লাফিয়ে লাফিয়ে আসবে فاذا قام عنها رجعت مطهـرة সে ব্যক্তি যখন তার নিকট হতে চলে আসবে তখন সে পূর্বের ন্যায় পবিত্র ও কুমারী হয়ে যাবে।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أهل الجنة اذا جامعوا نسائهم عدن أبكارا জান্নাতীগণ স্বীয় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার পর তারা পুনরায় কুমারীতে পরিণত হবে।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন প্রশ্ন করা হল, هل يتناكح أهل الجنة জান্নাতীগণ কি সহবাস করবে? বললেন, হ্যাঁ, এমন পুরুষাঙ্গ দ্বারা সহবাস করবে যা কোন প্রকার নিস্তেজভাব থাকবে না এবং ক্লান্তি আসবে না এবং কামভাব এমন হবে যা কখনো দমে যাবে না এবং ধাক্কা দেওয়ার ন্যায় পূর্ণ শক্তিতে সহবাস করবে।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাস করা হল, জান্নাতীগণ কি

নিজ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে? নবীজী বললেন, হ্যাঁ, পশ্চাতে সরে সরে পূর্ণ শক্তিতে সহবাস করবে। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী, কারোরই বীর্যপাত ঘটবে না এবং তারা কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হবে না।

আবূ নাঈম রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হল, জান্নাতীগণ কি তাদের স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, সে সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার জীবন, হ্যাঁ, এমন পুরুষাঙ্গ দিয়ে; যা কিছুতেই নিস্তেজ হয় না এবং এমন কাম ভাব সহকারে, যার শেষ নেই।

হযরত হাসান বিন সুফিয়ান রহ. স্বীয় মুসনাদে স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হল, জান্নাতীগণ কি নিজ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে? বলেলেন, সে সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তারা পশ্চাতে সরে সরে পূর্ণ শক্তিতে সহবাস করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত মুবারকের ইশারায় উক্ত অবস্থার বর্ণনা করে বললেন, তাদের মধ্য হতে স্বামী-স্ত্রী; কারোরই বীর্যস্খলন হবে না ও তারা মৃত্যুমুখে পতিত হবে না।

## فِي شغل فاكهون এর ব্যাখ্যা

সাঈদ ইবনে মানসূর স্ব-সনদে হযরত ইকরিমাহ রা. হতে আল্লাহ তাআলার বাণী,ο إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, জান্নাতীগণ কুমারী স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী, إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ο এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, জান্নাতীগণ কুমারী স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত থাকবে।

হাকিম রহ. আওযাঈ রহ. থেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা উল্লেখ করে বলেন, জান্নাতীগণ কুমারী স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত থাকবে।

মুকাতিল রহ.বলেন, জান্নাতীগণ কুমারী স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত থাকার ফলে তাদের জাহান্নামী আত্মীয় স্বজনদের কথা ভুলে যাবে এবং এ জন্য তাদের কোন পেরেশানী হবে না।

আবুল আহওয়াস রহ. বলেন, জান্নাতীগণ কুমারী স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত থাকার ফলে সুসজ্জিত কক্ষের শোভা হতেও উদাসীন থাকবে।

সুলাইমান আত্ তায়মী রহ. আবূ মিজলায রহ. হতে বর্ণনা করেন। আমি হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে আল্লাহ তাআলার বাণী, إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ○ এর মধ্যস্থিত شغل (মগ্নতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তাদের মগ্নতা হল, কুমারী স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে فِيشغل فاكهون এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, তাদের মগ্নতা হবে কুমারী স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা।

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ. স্ব-সনদে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র রহ. হতে বর্ণনা করেন, কামোত্তেজনা তাদের শরীরে সত্তর বছর পর্যন্ত ঘূর্ণন করবে এবং এর দ্বারা সে তৃপ্তি উপভোগ করবে এবং সে এর দ্বারা কখনো অপবিত্র হবে না। যার কারণে তার গোসল ও পবিত্রতার প্রয়োজন পড়বে না এবং সে দুর্বলও হবে না, তার কোন শক্তি খর্ব হবে না। বরং সঙ্গম তার একমাত্র স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের জন্যেই হবে। এটি এমন একটি নিআমত, যাতে কখনো বিপদ আসবে না। মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফলকাম এবং পুণ্যবান সে ব্যক্তিই হবে যে এ পার্থিব জগতে নিজেকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

যেমন, যে ব্যক্তি এ পার্থিব জগতে শরাব পান করবে, সে পর জগতে শরাব পান করতে পারবে না এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা পরিধান করতে পারবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে আখিরাতে এমন পাত্রে পানাহার করতে পারবে না।

যেমন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

انها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة

এসব বস্তু কাফিরদের জন্য এ পার্থিব জগতের ভোগ সামগ্রী আর তোমাদের জন্য হল তা আখিরাতের ভোগ সামগ্রী। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রিয় ও উপভোগ্য বস্তু এ পার্থিব জগতে লাভ করল, সে পরজগতে তা হতে

বঞ্চিত হবে। এ জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ পার্থিব ভোগ-বিলাসকে অত্যন্ত ভয় করতেন।

ইমাম আহমদ রহ. হযরত জাবির রা. এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, তিনি এক দিরহাম দিয়ে নিজ পরিজনের জন্য গোশত কিনলেন, এমতাবস্থায় হযরত ওমর রা. তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ماهذا؟ অর্থাৎ এটা কি? উত্তর করলেন لحم، اشتريت لأهلي بدرهم এটা গোশত, যা আমি আমার পরিজনের জন্য ক্রয় করেছি।

তখন তিনি বললেন, اوكلما اشتهي أحدكم شيئا اشتراه তোমাদের কারো কোন বস্তুর আকাংখা হলেই কি সে তা খরীদ করে নেয়? তোমরা কি আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি শোননি

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

*তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়ে গেছ এবং সেগুলো উপভোগ করে ফেলেছ[৩৮০]।*

ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বসরার একটি প্রতিনিধি দল হযরত আবূ মূসা রা. সাথে হযরত ওমর রা. এর নিকট এল। তখন আমি প্রত্যহ তাঁর নিকট যেতাম। তখন তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল চাপাতি রুটি। যা তিনি কখনো ঘি দ্বারা খেতেন, আবার কখনো যায়তুন তেল দ্বারা, কখনো খাসীর গোশত দ্বারা খেতেন। তবে এটি খুব কমই হত।

তখন হযরত ওমর রা. বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার খাবারের ব্যাপারে আমি তোমাদের অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করছি। আল্লাহ তাআলার শপথ! আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের থেকে উত্তম খাবার খেতে পারতাম এবং তোমাদের থেকে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারতাম। কিন্তু আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, এক শ্রেণীর লোককে তাদের কৃতকর্মের জন্য লোকজন লজ্জা দিবে।

---

[৩৮০]. সূরা আহকাফ, আয়াত : ২০

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا *তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ সম্ভার পেয়ে গেছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ।*

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকল্পে হারাম বস্তুর লালসা বর্জন করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দিবেন। আর এ পার্থিব জীবনে যে সেগুলো ভোগ করেছে সে সেখানে বঞ্চিত থাকবে, অথবা পূর্ণাঙ্গরূপে তা লাভ করবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কখনো এ দু'ব্যক্তির প্রতিদান সমান দিবেন না, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকল্পে হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুর লোভ লালসা ও কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত থেকেছে, আর যে ব্যক্তি এ সব গুলো প্রাধান্য দিয়ে তা উপভোগ করেছে।

## জান্নাতী রমণীদের প্রজনন

ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর জা'মে গ্রন্থে[৩৮১] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي যদি মু'মিন জান্নাতে সন্তানের আকাংখা করে, তাহলে তার স্ত্রীর গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তানের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মুহূর্তেই সম্পাদিত হবে।

এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বি-মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, জান্নাতে স্ত্রী-সহবাস হবে কিন্তু সন্তান জন্ম হবে না। হযরত তাউস রহ., মুজাহিদ রহ. ও ইবরাহীম নাখঈ রহ. প্রমুখ হতে এরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী রহ. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম এর সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস উল্লেখ করেন, মু'মিন ব্যক্তি যদি জান্নাতে সন্তানের আকাংখা করে, তবে এ সবই মুহূর্তের মধ্যে সম্পাদিত হবে, কিন্তু মু'মিন ব্যক্তি এরূপ আকাংখা করবে না।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, আবূ যারর ইবনুল উকায়লী রহ. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ان أهل الجنة لايكون لهم فيها ولد জান্নাতীদের জান্নাতে কোন সন্তান হবে না।

আবূ নাঈম রহ.স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হল أيولد لأهل الجنة، فان الولد من تمام السرور জান্নাতীদের কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে? কেননা, সন্তান লাভ করা হল আনন্দ ও প্রফুল্লতার চূড়ান্ত রূপ। উত্তরে নবী

---

৩৮১. খ. ২, পৃ. ৮৪

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, والذي نفسي بيده وما هو الا كقدر ما يتمنى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه সে সত্তার শপথ! যার কুদরতী হাতে আমার জীবন, তার সন্তানের গর্ভধারণ, প্রসব, দুগ্ধপান ও তার যৌবনে উপনীত হতে সে পরিমাণ সময় লাগবে, যে পরিমাণ সময় লেগেছে তার অন্তরে এ সব কল্পনা উদিত হতে। (অর্থাৎ একদিকে সে এগুলো কল্পনা করবে আর অন্যদিকে এ সব কিছুই সম্পাদিত হয়ে যাবে।)

আবুল হাসান আলী ইবনে ইবরাহীম রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان الرجل من أهل الجنة ليولد له كما يشتهي فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة কোন জান্নাতী সন্তানের আকাংখা করা মাত্রই তার সন্তান গর্ভধারণ করবে, তার সন্তানের প্রসব, দুগ্ধপান ও যৌবনে উপনীত হওয়া মুহূর্তের মধ্যেই সম্পাদিত হয়ে যাবে।

হাকিম রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতীদের মধ্যে কেউ সন্তানের আকাংখা করলে মুহূর্তের মধ্যেই সন্তনের প্রসব, দুগ্ধপান ও যৌবনে উপনীত হওয়া সম্পাদিত হয়ে যাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. তাঁর পিতা আহমদ রহ এর মুসনাদে[৩৮২] সনদসহ আসিম ইবনে লাকীত রহ. হতে বর্ণনা করেন। লাকীত তার সঙ্গী নাহিক ইবনে আসিমের সাথে স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন।

হযরত লাকীত বলেন, আমি ও আমার সাথী এমন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম, যখন তিনি ফজরের নামায শেষ করে জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবায় বললেন, সাবধান হে লোক সকল! আমি চার দিন যাবৎ নিশ্চুপ রয়েছি। সাবধান! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শুনাব। তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? যাকে তার সম্প্রদায় এ জন্য পাঠিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন, তা তুমি জেনে আমাদেরকে শুনাবে। সাবধান! হতে পারে, তাকে তার

---

৩৮২. খ. ২, প. ১৩

মনের-জল্পনা কল্পনা অথবা তার সাথীর কথা অথবা ভ্রষ্টতা তাকে উদাসীন করে রেখেছে। সাবধান! আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা বল, আমি কি আল্লাহর বাণী পূর্ণাঙ্গভাবে পৌছিয়ে দিয়েছি? সাবধান! শুন এবং জীবন অতিবাহিত কর; সাবধান! বস, সাবধান! বস।

লাকীতর রহ. বলেন, সকল লোক বসে পড়ল, কিন্তু আমি আর আমার সাথী দাঁড়িয়ে থাকলাম, ততক্ষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরদৃষ্টি এবং বাহ্য দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ হল। তখন আমি বললাম, يارسول الله ماعندك من علم الغيب ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি অদৃশ্যের কতটুকু জানেন। فضحك রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে হেসে উঠলেন। لعمر الله وهز رأسه (লাকীত রা. বলেন) আল্লাহর শপথ! তিনি মাথা নাড়লেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, আমি সে রহস্য উদঘাটন করতে চাচ্ছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لايعلمهن الا الله তোমার প্রভুর পাঁচটি অদৃশ্য সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেননি; বরং তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি তাঁর হাত মুবারক দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে পাঁচটি বস্তু কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولاتعلمونه মৃত্যুর খবর এক মাত্র তিনি জানেন, তোমরা কখন মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু তোমরা তা জান না। وعلم مافي غد ماأنت طاعم غدا ولا تعلمه আগামীকাল যা ঘটবে তার খবর। আগামীকাল তুমি যা ভক্ষণ করবে, তিনি তা জানেন, কিন্তু তোমরা তা জান না। وعلم الغيث يوم يشرف عليكم اذلين مشفقين এবং তোমরা বিনীতভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলে রহমতের বৃষ্টি কখন বর্ষণ করবেন, এক মাত্র তিনি তা জানেন। فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب এরপর তিনি হাসতে থাকেন। কেননা তিনি জানেন, অন্যরা তা জানতে উদগ্রীব।

হযরত লাকীত রা. বলেন, لن نعدم مـــن رب يضـــحك خـــيرا আমরা কখনো আমাদের প্রভুর কল্যাণকর হাসি হতে বঞ্চিত হব না। يوم وعلم الساعة এবং কিয়ামত তথা মহা প্রলয় সংঘটিত হওয়ার খবর আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

علمنا ما تعلم الناس وما تعلـــم আপনি যা জানেন এবং লোকদেরকে যা শিক্ষা দেন, তা আমাদেরকে শিক্ষা দিন। কেননা, আমরা এমন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখি, যারা আমাদের মত সত্যায়ন করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, تلبثـــون مـــا لبثـــتم ثم يتـــوفى نبـــيكم তোমরা তোমাদের নির্ধারিত সময় জীবন পাবে, এরপর তোমাদের নবী ইন্তিকাল করবেন। ثم تلبثون مالبثتم অতঃপর তোমরা তোমাদের সময় জীবন পাবে। ثم تبعث الصائحه এরপর এক বিকট ধ্বনি ধ্বনিত হবে لعمر الهك لاتـــدع علـــى اظهرها شيئا الا مات তোমার প্রভুর শপথ! এ ভূ-পৃষ্টে কেউ-ই জীবিত থাকবে না; বরং সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। والملائكة الذين مـــع ربـــك এবং তোমার প্রভুর নিকটতম ফিরিশতারাও। فاصبح ربّك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد অতঃপর তোমার প্রভু ভূ-পৃষ্ঠে ঘুরে বেড়াবেন (তাঁর শান মোতাবেক) এবং শহরের পর শহর শূণ্য থাকবে। فأرسل ربك السماء تهضب مـــن عنـــد العـــرش এরপর তোমার প্রভু তাঁর আরশের নিকট হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। فلعمـــر الهك ما تدع على اظهرها من مصرع قتيل ولامدفن ميت الا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوى جالســـا তোমার প্রভুর শপথ! এই ভূ-পৃষ্ঠে কোন নিহত ব্যক্তিকে রাখার বা কোন মৃতকে দাফন করার স্থান থাকবে না কবরের কারণে। অতঃপর মাথার দিক থেকে পুন:সৃষ্টি করা হবে এবং সে ব্যক্তি সোজা হয়ে বসবে। فيقول : ربك مهيم لما كان فيـــه অতঃপর যে অবস্থায় ছিল আল্লাহ তা'আলা তাকে সে অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। يقول : يارب امتنى اليوم ولعهده بالحياة عشية يحسبه حـــديثا بأهلـــه সে বলবে, হে প্রভু! আপনি তো আজই আমাকে মৃত্যু দান করেছেন। তাকে জীবিত করার সময় হবে শেষ বিকাল। সে ধারণা করবে, কিছুক্ষণ পূর্বে সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট হতে এসেছে। فقلت : يارسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والســـباع হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদেরকে ঝড়ঝঞ্ঝা, রোগ-ব্যাধি ও হিংস্র জীব-জন্তু চূড়ান্ত রূপে ধ্বংস করার পরও আল্লাহ আমাদের পূণর্জীবন দিয়ে একত্র করবেন? فقال انبئـــك

بمثل ذالـــك فيـــالاء الله রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিআমতে তোমাকে তার উপমা পেশ করছি। الأرض اشرقت عليها وهي مدرة باليـــة শুকিয়ে যাওয়া জীর্ণ ভূমি। فقلـــت لاتحيـــا أبـــدا বললাম, তা কখনো আবাদ করা যাবে না। ثم ارســـل ربـــك عليهـــا الســـماء অতঃপর তোমার প্রভু তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। تلبث عليك الا اياما حـــتى اشرقت عليها وهـــي شـــربة واحـــة কিছু পরই তা সবুজ শ্যামল খর্জুর বৃক্ষের বাগানের রূপ ধারণ করে। তোমার প্রভুর শপথ! যমীনের বীযগুলো একত্রিত করার অপেক্ষা তোমাদেরকে পানি হতে একত্রিত করা তাঁর জন্য অধিক সহজ। মানুষ তাদের উজ্জ্বল কবর থেকে, নিহত হওয়ার স্থান থেকে উদিত হতে থাকবে। তখন তোমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে, তিনিও তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। قال : قلت يارسول الله فكيف ونحن مـــلء الأرض وهو شخص وأحد ينظراليها وننظراليـــه হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কিভাবে হবে? আমরাতো পুরো ভূ-খণ্ড জুড়ে থাকব, আর তিনি হলেন একা। তাহলে তিনি কিভাবে আমাদের দিকে তাকাবেন, আর আমরাই বা তাঁর দিকে কিভাবে তাকাব? انبئك ذالك في آلاء الله রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিআমত রাজীর মধ্য থেকে তোমাকে তার উপমা পেশ করছি। الشـــمس والقمر آية منه صغيرة تروهما ويريانكم ساعة وأحدة لا تضارون في رؤيتهما চন্দ্র, সূর্য আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। তোমরা উভয়টিকে দেখতে পাও। সেগুলো একই মুহূর্তে তোমাদেরকে দেখতে পায়। তোমাদের সেগুলোকে দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। ولعمر الهك هو اقدر على ان يراكم وترونـــه তোমার প্রভুর শপথ! তিনি তোমাদেরকে দেখতে পাবেন আর তোমরাও তাঁকে দেখতে পাবে। فقلت : يارسول الله فما يفعـــل بنا ربنا اذا لقيناه লাকীত রা. বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হব, তিনি আমাদের সাথে কী আচরণ করবেন? قال : تعرضون عليه بادية لـــه صـــفحاتكم তোমরা তোমাদের

দরযা উন্মুক্ত অবস্থায় তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। لاتخفي عليه منكم خافية তোমাদের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকবে না। فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح قبلكم بها যখন তোমার প্রভু অঞ্জলি ভরে পানি নিবেন এবং তা তোমাদের সামনের লোকদের উপর ছিটিয়ে দিবেন। فلعمر الهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة তোমার প্রভুর শপথ, তোমাদের প্রত্যেকের চেহারায় সে পানির ছিটা পড়তে কোন প্রকার ভুল করবে না। فاما المسلم فتدع وجهه مثل الربطة البيضاء সুতরাং সে বারি বিন্দুর ছোঁয়ায় মুসলমানের মুখমণ্ডল শুভ্র ওজ্জ্বল্যময় চাঁদের ন্যায় হবে। واما الكافر فتخطم وجهه بمثل الحمم الأسود আর কাফিরের চেহারা সে বারি বিন্দুর দরুন কয়লার ন্যায় কালো হবে। الاثم ينصرف نبيكم অতঃপর তোমাদের নবী যাবেন। وينصرف على اثرها لصالحون অতঃপর তাঁর পেছনে সৎ লোকেরা যাবেন। فيسلكون جسرا من النار অতঃপর তারা আগুনের পুলের উপর দিয়ে যাবে। فيطأ أحدكم الجمرة তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অগ্নি অঙ্গার মাড়াবে। فيقول حسن তখন তার মুখ থেকে কষ্টের কারণে ক্ষীণ আওয়ায বের হবে। فيقول ربك اوانه তখন তোমার প্রভু বলবেন, তা দেখে চল। فيطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم علي اظماء তখন তারা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযে উঁকি দিবে। والله نأهلة قط رأيتها আল্লাহর শপথ, তুমি তাদেরকে দেখলে বুঝবে, তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত। فلعمر ربك مايبسط أحد منكم يده الا وقع عليها قدح مطهرة من الطوف والبول والاذى তোমার প্রভুর শপথ! তোমাদের যে কেউ তখন হাত প্রসারিত করবে তাতে এমন পানীয়ের পেয়ালা দেওয়া হবে, যাকে মলমূত্র ও সমস্ত নোংরা থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে। وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما وأحدا এবং সূর্য চন্দ্রের গতি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে তোমাদের কেউ সেগুলো দেখতে পাবে না। قال : قلت : : يارسول الله فبما نبصر হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা কিভাবে দেখব? بمثل بصرك ساعتك هذه রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

তুমি এ মুহূর্তে তোমার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যেমন দেখতে পাচ্ছ। ঠিক এমনিভাবে দেখতে পাবে। وذالك طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض ثم واجهته الجبال। সে অবস্থাটা এমন হবে যে, দিনে সূর্য উদিত হলে যেমনি চতুর্দিক আলোকিত হয়ে যায়, এরপর পর্বত সূর্যের মুখোমুখি হয়ে পড়ে (অর্থাৎ এ অবস্থায় চাঁদ-সূর্য কোনটি না থাকা অবস্থায়ও যেমনিভাবে আলোকিত হয়ে থাকে, সেখানেও তেমনি হবে) قال : فقلت يارسول الله فبم نجزى من حسناتنا وسيآتنا হযরত লাকীতর রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কিভাবে আমাদের পাপ ও পুণ্যের প্রতিদান প্রদান করা হবে? قال : الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها তিনি বলেন, পুণ্যের দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। আর পাপের সমপরিমাণ প্রতিদান দেওয়া হবে। الا ان يعفو হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। قال : قلت : يارسول الله ماالجنة ومالنار হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাত ও দোযখ কি? قال : لعمر الهك ان للنار سبعة أبواب ما منهن بابان الايسير الراكب بينهما سبعين عاما রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার প্রভুর শপথ! দোযখের সাতটি দরযা রয়েছে। তার দু'দরযার দূরত্ব এ পরিমাণ যে, তার মাঝে দ্রুতগামী আরোহী সত্তর বছর ভ্রমণ করলেও তার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না। وان للجنة ثمانية أبواب مامنهن بابان الا يسير الراكب بينها سبعين عاما এবং জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। তার দু'টি দরযার মধ্যে দূরত্ব এ পরিমাণ যে, তার মাঝে দ্রুতগামী আরোহী সত্তর বছর ভ্রমণ করেও তার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না। قلت يارسول الله فعلى ما نطلع من الجنة হযরত লাকীত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাহলে জান্নাতের কোনো বস্তু সম্পর্কে কিভাবে জানব? قال على أنهار من عسل مصفي রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খাঁটি মধুর নহর সম্পর্কে জানবে। وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة এমন নহর সম্পর্কে জানবে, যার পানীয় দ্বারা পেয়ালা পরিপূর্ণ থাকবে। তা পানে মাথা ঘুরবে না এবং লজ্জাও পেতে হবে না। وأنهارمن لبن لم يتغير طعمه

এমন দুধের নহর, যার স্বাদ কখনো বিকৃত হবে না। وماء غير اسن এমন পানি; যা কখনো দুর্গন্ধময় হবে না। وبفاكهة ফল সম্পর্কে জানবে। لعمر الهك مما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة তোমার প্রভুর শপথ, তাতে সে সকল বস্তু থাকবে যা তোমরা জান, তার চেয়ে উত্তম বস্তুও থাকবে। আর থাকবে পুত:পবিত্র রমনীকুল। قلت يارسول الله ولنافيهن أزواج أو منهن مصالحات আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেখানে আমাদের যে সকল স্ত্রী থাকবে, তাদের মধ্যে দুনিয়ার নেককার স্ত্রীরাও কি থাকবে? قال للصالحين الصالحات تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নেককার লোকদের জন্য নেককার স্ত্রীরা থাকবে। তাদের দ্বারা তোমরা তেমনি তৃপ্তি লাভ করবে, যেমনিভাবে দুনিয়াতে লাভ করতে। ويلذذن بكم غيران لاتوالد এবং তারাও তোমাদের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করবে। তবে হ্যাঁ, এতটুকু যে, তাদের কোন সন্তান হবে না। قال لقيط : فقلت : اقصى مانحن بالغون ومنتهون اليه লাকীত রা. বলেন, সর্বশীর্ষ পর্যায় যেখানে আমরা পৌছতে পারব, তা কোনটি? فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন উত্তর দেননি। فقلت : يارسول الله علام أبايعك আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন বিষয়ে আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করব। فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلوة وإيتاءالزكوة وأن لا تشرك بالله الها غيره তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও একথার উপর যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। قال : قلت : وان لنا مابين المشرق والمغرب তিনি বলেন, আমি বললাম, পূর্ব-পশ্চিমে যা রয়েছে তাও কি আমাদের জন্য? فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه তখন রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মুবারক গুটিয়ে নিলেন এবং আঙ্গুল সম্প্রসারিত করলেন। وظن انى مشترط شيئا لايعطه তিনি এ ধারণা করেছেন, আমি এমন বিষয়ের শর্ত করছি যা তাঁকে দেয়া হয়নি। قال : قلت : نحل منهماحيث شئنا ولا يجني على امرء الا نفسه

তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি কি সেখান থেকে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারবো? আর প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধের শাস্তি কি সে-ই বহন করবে? فبسط يده তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত প্রসারিত করলেন। وقال : ذلك لك وتحل حيث شئت ولا يجني عليك الا نفسك রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনি হবে। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবে। আর তোমার অপরাধের জন্যই শুধু তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। قال : فانصرفنا হযরত লাকীত রা. বললেন, এরপর আমরা ফিরে গেলাম। قال : هاان ذين لعمر الهك ان حدثت الا انهمامن اتقى الناس في الأولى والآخرة খবরদার! এরা দু'জন, খবরদার! এরা দু'জন, তোমার প্রভুর শপথ! আমাকে জানানো হয়েছে, এরা দু'জন দুনিয়া ও আখিরাতে অধিক খোদাভীরু ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। তখন হযরত কা'ব ইবেন জুদারিয়া রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা হল বনী মুনতাফিকের লোক। হযরত লাকীত রা. বলেন, পুনরায় আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতিক্রান্ত জাহেলী লোকদের কি কোন ঘটনা আছে? বললেন, কুরাইশ সরদারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, আল্লাহর শপথ! তোমার পিতা মুনতাফিক জাহান্নামে। লাকীত রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে আমার পিতা সম্পর্কে যে সংবাদ দিলেন, এতে যেন আমার ত্বক, আমার সর্বঙ্গে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। তখন আমার ইচ্ছা হল, আমিও বলব, আপনার পিতাও জাহান্নামে। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম পন্থা মনে হল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরিজনের অবস্থা কেমন? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কোন মুশরিক আমেরী বা কোরাইশীর কবরে গিয়ে বল, আমাকে মুহাম্মদ পাঠিয়েছে। তার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে এই তিক্ত দু:সংবাদ দিচ্ছি,তুমি চেহারা ও পেট কুঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

লাকিত রা. বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো তাদের এ কাজকেই ভাল মনে করত, তাহলে তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে?

তারা তো নিজেদেরকে সংশোধনকারী মনে করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বললেন একারণে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সাত উম্মতের শেষে একজন নবী প্রেরণ করেন। সুতরাং যে আপন নবীর অবাধ্য হয়, সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত আর যে আপন নবীর আনুগত্য করল, সে সৎপথপ্রাপ্ত। এটি অনেক দীর্ঘ এবং মাশহূর হাদীস।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী اذا اشتهى। اذا হল শর্ত যুক্ত করার দ্বারা শর্তকৃত বিষয় ও যার সাথে শর্ত যুক্ত করা হয়েছে কোনটিই বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক নয়।

اذا। যদিও বাস্তবে প্রতিফলিত বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু কখনো কখনো এর ব্যাপক ব্যবহারও হয়ে থাকে। উলামায়ে কিরাম কয়েকটি কারণে এখানে এ অর্থই নির্ধারণ করেছেন।

প্রথম কারণ, হযরত আবূ রাযীন রা. এর হাদীস। যাতে সন্তান প্রজনন হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ, আল্লাহ তাআলার বাণী وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (*তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পুত:পবিত্র রমণীকুল* ) পুত:পবিত্র তারাই, যারা ঋতুস্রাব, প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব এবং সকল প্রকার মালিন্য থেকে মুক্ত থাকে।

সুফিয়ান রহ. ইবনে আবী নুজাহ-এর মাধ্যমে মুজাহিদের মত উল্লেখ করেন, সে (জান্নাতী) নারীরা ঋতুস্রাব, মল-মুত্র, শ্লেষ্মা, থুথু, বীর্য ও সন্তান প্রসব থেকে পবিত্র।

হযরত আবূ মুআবিয়া রহ. ইবনে জুরাইজের সূত্রে হযরত আতা রহ. এর উক্তি উল্লেখ করেন, সে জান্নাতী নারীরা ঋতুস্রাব, মল-মূত্র ও সন্তান প্রসব থেকে পবিত্র থাকবে।

তৃতীয় কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, জান্নাতীদের সহবাসে বীর্যস্খলন ঘটবে না, তাদের মৃত্যুও হবে না। সন্তানতো বীর্য দ্বারা সৃষ্টি হয়। সুতরাং সেখানে যেহেতু বীর্যস্খলিত হবে না, তাই সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না।

চতুর্থ কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীস রয়েছে। যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে কিছু স্থান অতিরিক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর জন্য নতুন মানুষ সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে সেখানকার নিবাসী

করবেন। পক্ষান্তরে যদি জান্নাতীদের সন্তান জন্মগ্রহণ করত, তাহলে ঐ স্থানে তাদেরকেই রাখা হত। তারাই অন্যদের তুলনায় এর অধিক যোগ্য ছিল।

পঞ্চম কারণ, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গর্ভ ধারণ ও প্রসবকে ঋতুস্রাব ও বীর্যের সাথে নির্ধারিত রেখেছেন। সুতরাং যদি জান্নাতী স্ত্রীরা গর্ভবতী হয়, তবে অবশ্যই তাদের ঋতুস্রাব ও বীর্যপাত হবে। (অথচ জান্নাতী নারীরা এর থেকে পবিত্র) কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা মানব বংশধারাকে নির্ধারিত করেছেন আর মানুষের জন্য তিনি মৃত্যুও নির্ধারণ করেছেন। নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর সকলকে এ নশ্বর ধরাকে বিদায় জানাতে হবে। সুতরাং যদি মানব বংশধারা অব্যাহত না রাখা হত, তবে একদিন মানবজাতি নি:শেষ হয়ে যেত। ফিরিশতারা যেহেতু মানুষ ও জিনদের ন্যায় মৃত্যুবরণ করে না, সেহেতু তাদের বংশধারাও অব্যাহত নয়। কিন্তু কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে কবরদেশ থেকে উঠাবেন আর তাদের এ সৃষ্টি হবে চির স্থায়িত্বের জন্য, মৃত্যুর জন্য নয়। সুতরাং সেখানে মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন পড়বে না; কেননা, সেখানে তো স্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং জান্নাতীদের বংশধারা যেমনি অব্যাহত রাখা হবে না। তেমনি জাহান্নামীদের বংশধারাও অব্যাহত রাখা হবে না।

সপ্তম কারণ, আল্লাহ তাআলার বাণী, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ *যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে*[৩৮৩] । সুতরাং আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, তাদের পার্থিব জগতের সন্তান-সন্ততিদেরকে পরজগতে তাদের সাথে মিলন ঘটিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করবেন।

যদি তাদের জান্নাতে কোন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করত, তবে এদের ন্যায় তাদের কথাও আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করতেন। কেননা, পার্থিব সন্তান-সন্ততি যেমনিভাবে চোখেরশীতলতা তেমনিভাবে পরজগতের সন্তান-সন্ততি হলে সেগুলো চোখের শীতলতা হবে।

অষ্টম কারণ, যদি জান্নাতে প্রজননধারা থাকে, তবে তাতে দু'টি সম্ভাবনা থাকবে, হয়ত এ প্রজনন ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে অথবা এক

---

৩৮৩. সূরা তূর, আয়াত : ২০

পর্যায়ে তার সমাপ্তি ঘটবে। যদি অব্যাহতভাবে এ ধারা চলতে থাকে তাহলে অগণিত সংখ্যক লোকের একত্রিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে আর যদি এক পর্যায়ে এ ধারার সমাপ্তি ঘটে তবে জান্নাতী আনন্দ উপভোগের এক পর্যায়ে সমাপ্তি ঘটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, যা অসম্ভব (কেননা, জান্নাতের কোন নিআমতই কখনো শেষ হবে না) তৃতীয় একটি সম্ভাবনা এখানে পেশ করা যায়, জান্নাতীদের সন্তানদের প্রথমাংশের মৃত্যুর পর পুনরায় তারা সন্তান লাভ করবে যেন অগণিত মানুষ একত্রিত না হয়, কিন্তু এটাও সম্ভব নয়, কেননা, জান্নাতে কাউকে মৃত্যু স্পর্শ করবে না।

নবম কারণ, জান্নাতে মানুষের মাঝে বৃদ্ধি ঘটবে না যেমন দুনিয়াতে হয়ে থাকে। (প্রথমে শিশু, এরপর যুবক, এরপর বৃদ্ধ) সুতরাং জান্নাতের সে কিশোরদের মাঝেও বৃদ্ধি ঘটবে না; বরং তারা আপন অবস্থায় ছোটই থাকবে। আর জান্নাতীরা হবে ৩৩ বছর বয়সের। তাদের এ বয়স কখনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু জান্নাতে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে তারা ৩৩ বছর বয়সে উপনীত হতে হবে। (চাই সে পরিবর্তন এক মুহূর্তের মধ্যেই হোক না কেন)

দশম কারণ, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের সেভাবে সৃষ্টি করবেন, যেভাবে ফিরিশতাদের সৃষ্টি করে থাকেন অথবা তাদের চেয়েও অধিক হারে সৃষ্টি করবেন। তারা মল-মূত্র ত্যাগ করবে না। ঘুমাবে না। তাদের অন্তরে তাসবীহের ইলহাম পাঠানো হবে। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও তারা বৃদ্ধ হবে না। তাদের শারীরিক অবকাঠামোতে বৃদ্ধি ঘটবে না বরং যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবেই থাকবে। والله اعلم

এ আলোচনা তো হল সম্ভাব্য মাসআলার ক্ষেত্রে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরত তো এ সব কিছুই করতে সক্ষম। যদি কেউ উক্ত যুক্তি পেশ করেন এবং এযুক্তিও পেশ করেন, জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর বিধান পালনের নির্দেশপ্রাপ্তদের অধিকার পূরণের স্থান। তাহলে এই যুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা এখানে মূল্যহীন।

আমি বলব, যারা বলেন, জান্নাতে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করবে না, তারা বক্রতা হেতু বলেননি; বরং তারা হযরত রাযীনের হাদীসের আলোকে এ মত পোষণ করেন, যাতে রয়েছে غير ان لا توالد (জান্নাতীদের সন্তান হবে না।) পূর্বে আমি হযরত আতা রহ. এর মত উল্লেখ করেছি, জান্নাতী

নারীরা ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসব থেকে পবিত্র থাকবে।

হযরত আবূ উমামা রা. তার হাদীসে উল্লেখ করেছেন غير أن لا منى ولا منية অর্থাৎ জান্নাতীদের স্ত্রী সহবাসের দ্বারা বীর্যস্খলন ঘটবে না এবং তারা মৃত্যুবরণও করবে না। জান্নাততো বংশধারা অব্যাহত রাখার স্থান নয়; বরং তা হল চিরস্থায়ী নিবাস। যারা তাতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে কখনো মৃত্যু স্পর্শ করবে না। অথচ বংশধারার প্রক্রিয়াটি হল এক জনের মৃত্যুর পর তার পরবর্তী প্রজন্ম এসে সে স্থান পূরণ করার স্বার্থে। সুতরাং তাদের স্থায়িত্বই তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকার স্থলাভিষিক্ত। আর যদি জান্নাতে সন্তান গ্রহণের পক্ষে বিপক্ষের হাদীসগুলো সনদের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বলব, সন্তান জন্মগ্রহনের পক্ষের বর্ণনাগুলো হাদীসে মুযতারাব। একেক বর্ণনার ভাষা অপরটি হতে ভিন্ন। পক্ষান্তরে সন্তান না হওয়ার বর্ণনারগুলোতে এধরনের ত্রুটি নেই।

উক্ত আলোচনা আমাদের সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও গবেষণার ফসল। এভাবে এক সাথে এতগুলো বিষয়ের সংকলন অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যাবে না।

## জান্নাতী অপ্সরীদের বাদ্য-নৃত্য

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ○ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ *যে দিন কিয়ামত হবে সে দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।* فَأَمَّاالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ○ *অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে থাকবে*[৩৮৪] ।

মুহাম্মদ ইবনে জারীর রহ. স্ব-সনদে আমির ইবনে ইয়াসাফ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রহ.কে আল্লাহ তা'আলার বাণী, ○ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, حبر অর্থ হল স্বাদ-তৃপ্তি ও শ্রবণ করা। (এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল উদ্যানে তারা তৃপ্তি লাভ করবে ও তাদের সঙ্গীত শুনানো হবে।)

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল ফিরয়াবী রহ. স্ব-সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবী কাসীর রহ. হতে يُحْبَرُونَ এর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেন, তাদেরকে জান্নাতে সঙ্গীত শুনানো হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. يُحْبَرُونَএর অর্থ বর্ণনা করেন يكرمون তার সাথে এ অর্থের কোন বিরোধ নেই। (কেননা, তাকে সঙ্গীত শুনানোও তার সম্মানার্থেই হবে) মুজাহিদ রহ. ও কাতাদাহ রহ. বলেন, يُحْبَرُونَ অর্থ হল, ينعمون অর্থাৎ তাদেরকে নিআমত প্রদান করা হবে। আর কানের নিআমত হল উত্তম সুর ও আনন্দ সংগীত শোনা।

ইমাম তিরমিযী রহ.[৩৮৫] স্ব-সনদে হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان فِي الجنة لمجتمعا للحور

---

[৩৮৪]. সূরা রূম, আয়াত : ১৪-১৫

[৩৮৫]. খ. ২, পৃ. ৮৪

العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها জান্নাতে হূরে-ঈনদের একটি সম্মিলিত কক্ষ থাকবে। তাতে তারা এমন সুমধুর ও সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীত গাবে, যা পার্থিব জগতের কেউ কখনো শোনেনি। يقلن نحن الخالدات فلا نبيد তারা সুরের তানে তানে বলবে, আমরা চিরকাল থাকব, আমরা কখনো ধ্বংস হব না। ونحن الناعمات فلا نبأس এবং আমরা সদা সর্বদা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব, আমাদের কখনো দুরবস্থা দেখা দিবে না। ونحن الراضيات فلا نسخط আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হব না। طوبى لمن كان لنا وكنا له সৌভাগ্যবান তারা, যারা আমাদের এবং আমরা যাদের।

ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, এ ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. ও হযরত আনাস রা. এর বর্ণনাও রয়েছে।

এছাড়াও এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আবী আওফা রা., হযরত আবূ উমামাহ রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীসও রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর হাদীস হযরত জা'ফর ফিরয়াবী রহ. স্ব-সনদে এভাবে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, ان في الجنة نهرا طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات জান্নাতে একটি দীর্ঘ নদী রয়েছে, যার উভয় পার্শ্বে কুমারী মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকবে। يغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ما يرون في الجنة لذة مثلها তারা সুরেলা কণ্ঠে গীত গাবে। মানুষ যখন শুনবে, তারা তখন তাতে এমন স্বাদ ও তৃপ্তি পাবে, যা তারা জান্নাতের অন্য কোন বস্তুতে পায়নি। فقلنا يااباهريرة وماذاك الغناء আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা! কি সে গীত? قال ان شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عزّ وجلّ বললেন, ইনশাআল্লাহ তা হবে আল্লাহ তা'আলার গুণগাণের গীত। তার পবিত্রতা বর্ণনের গীত। তাঁর তাসবীহ পাঠের গীত।

এভাবে এ হাদীসটি মাওকূফ। কিন্তু আবূ নাঈম রহ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে উক্ত হাদীসটিই মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان في الجنة شجرة جذوعها من ذهب فروعها من زبرجـد ولؤلـؤ জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে, যার কাণ্ড হল স্বর্ণের আর ডালপালা হল পোখরাজ ও মুক্তার। فتهب لها ريح فيصطفقن فما سمع الســامعون

بصـــوت شــــيء قـــط ألـــذ منــه তখন তার উপর বাতাস বয়ে যাবে। তখন ডালপালাগুলো থেকে সারেঙ্গীর সুরের ন্যায় সুর বের হবে। যা কোন শ্রবণকারী শ্রবণ করেনি এবং তা থেকে তৃপ্তিদায়ক সুর অন্যত্র কখনো শ্রবণ করেনি।

আবূ নাঈম রহ. হযরত আনাস রা.-এর হাদীস এভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان الحور العين يغنين في الجنة হূরে-ঈন জান্নাতে গান গাবে। يقلن نحن الحور الحسان خلقن لأزواج كرام তারা বলবে, আমরা হলাম সুদর্শনা, কমনীয়া হূর। সম্মানিত স্বামীদের জন্য আমরা সৃজিত।

আবূ নাঈম রহ. আবী আওফার হাদীস স্ব-সনদে এভাবে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يزوج كل واحد من أهل الجنة أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف أيم ومأة حوراء প্রতেক জান্নাতী চার হাজার কুমারী, আট হাজার বিধবা ও এক শত হূরে-ঈন বিবাহ করবে। فيجتمعن فيكل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع الخلائق بمثلهن তারা প্রতেকে প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হয়ে বসে এমন সুরেলা ও সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত গাবে যা কোন মাখলুক কখনো শোনেনি। نحن الخالدات فلا نبيد তারা বলবে, আমরা সর্বদা চিরস্থায়ী, কখনো ধ্বংস হব না। نحن الناعمات فلا نبأس আমরা স্বাচ্ছন্দে থাকবো, কখনো দুরবস্থার মুখামুখি হব না। ونحن الراضيات فلا نسخط আমরা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হব না। ونحن المقيمات فلا نظعن আমরা সর্বদা এখানে অবস্থান করবো; কখনো অন্যত্র যাব না। طوبى لمن كان لنا وكان له সৌভাগ্য ঐ ব্যক্তি, যে আমাদের আর আমরা যার।

জা'ফর আল ফিরয়াবী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামার হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ উমামাহ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مامن عبد يدخل الجنة الا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার মাথা ও পায়ের নিকট দু'জন হূরে-ঈন বসে থাকবে। يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس

بمزامير الشيطان মানব জাতি ও জিন জাতি যত সংগীত শুনেছে তার চেয়ে আরো সুরেলা ও সুমধুর কণ্ঠে ঐ দুই ডাগর চোখের হূর সংগীত পরিবেশন করবে। কিন্তু সে সংগীত শয়তানের বাঁশির সূরের ন্যায় হবে না।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে উমর রা. এর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أزواج أهل الجنة ليغنين لأزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط জান্নাতী স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের এমন সুরেলা এবং সুমধুর কণ্ঠে গীত শুনাবে যা কোনো কান কখনো শ্রবণ করেনি। ان مما يغنين به نحن الخيرات الحسان তাদের গানে থাকবে, আমরা হলাম উত্তম, সুদর্শনা ও কমনীয়া। أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعين এমন সম্মানিত লোকদের স্ত্রী, যারা শীতল নেত্রে তাকাবে। وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا نمته তাদের গীতে এও থাকবে, আমরা হলাম চিরস্থায়ী আমরা কখনো মৃত্যুবরণ করব না। نحن الآمنات فلا نخفنه আমরা নিরাপদ, আমাদেরকে কেউ ভীতি প্রদর্শন করবে না। نحن المقيمات فلا نظعنه আমরা সর্বদা এখানে অবস্থান করবো, কখনো অন্যত্র যাবো না।

ইবনে ওয়াহাব রহ. বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনে আবী আইয়ূব বর্ণনা করেন। কুরাইশের এক ব্যক্তি ইবনে শিহাব রহ. কে প্রশ্ন করল, জান্নাতে কি গান থাকবে? তার কাছে গান খুব প্রিয় ছিল। উত্তরে বললেন, সে সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে ইবনে শিহাবের জীবন, জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে, যার উপরিভাগে মুক্তা ও পোখরাজ , আর নিচে থাকবে উদ্ভিন্ন গোল স্তন বিশিষ্ট কুমারী কন্যা। যারা বিভিন্ন প্রকার সংগীত গাবে। তারা বলতে থাকবে, আমরা প্রাচুর্যশালী, আমরা কখনো দুরবস্থায় পতিত হবো না। আমরা চিরস্থায়ি; আমরা কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। গাছগুলো এই সংগীত শোনার পর সমস্বরে নিজেদের শাখা-প্রশাখাগুলো পাখির ডানার মত করে ঝাপটাবে। তখন তার থেকে বীণার মত সংগীত শ্রুত হবে। গাছগুলো এই সুরেলা সংগীতের মাধ্যমে হূরদের সংগীতের জবাব দিবে। আমি বুঝতে পারছি না, সে কুমারীদের সুর সুমিষ্ট নাকি সে গাছের সুর?

ইবনে ওয়াহাব রহ. স্ব-সনদে মালিক ইবনে ওয়াহিদ রহ. হতে বর্ণনা করেন। হূরে-ঈন নিজ স্বামীদের সামনে সংগীত গাবে। সংগীতের সুরে

সুরে তারা বলবে, আমরা উত্তম, সুদর্শনা ও কমনীয়া, সম্মানিত যুবকের স্ত্রী। আমরা চিরস্থায়ি, কখনো মৃত্যুবরণ করবো না। আমরা প্রাচুর্যশালী আমরা কখনো দূরবস্থায় পতিত হব না। আমরা সর্বদা এখানেই থাকবো, কখনো অন্যত্র যাবো না। তাদের প্রত্যেকের বুকে লিখা থাকবে, أنت حبي وأنا حبك অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয় আর আমি তোমার প্রেয়সী। انتهت نفسي عندك لم تر عيناي مثلك তোমাতে এসে আমার আত্মা নি:শেষ হয়ে গেছে। পরিভ্রমণের সমাপ্তি তোমাতেই। আমার চক্ষু তোমার মতো সুদর্শন কখনো দেখেনি।

ইবনুল মুবারক রহ. স্ব-সনদে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হূরে-ঈন জান্নাতের দরযায় নিজ স্বামীদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবে, বহুকাল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কাজেই আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হব না। আমরা সর্বদা এখানেই অবস্থান করব, কখনো অন্যত্র যাব না। আমরা চিরস্থায়ী, কখনো মৃত্যুবরণ করব না। তারা সুরেলা কণ্ঠে বলবে, তুমি আমার ভালবাসা, আমি তোমার ভালবাসা, তোমার সামনে কোন অন্যায় করব না। তোমার অনুপস্থিতিতেও কোন সীমালংঘন হবে না।

## জান্নাতের সংগীত

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে ইমাম আওযায়ী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট জীবের মধ্যে হযরত ইসরাফীল আ. থেকে সু-মধুর কণ্ঠস্বর আর কারো নেই। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তিনি গীত শুরু করলে আকাশের সকল ফিরিশতার তাসবীহ পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার পুন:নির্দেশ পর্যন্ত তিনি সে অবস্থাতেই থাকবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, আমার মহত্ত্বের শপথ, যদি বান্দা আমার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব সম্পর্কে অবগত হত, তবে আমি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করত না।

দাউদ ইবনে উমর আদ-দবী রহ. স্ব-সনদে মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, কোথায় সে সকল লোক? যারা নিজেদেরকে খেলাধুলার আসর, শয়তানের বাঁশী অর্থাৎ গান-বাদ্য ইত্যাদি থেকে বিরত রেখেছে। তোমরা

কস্তুরির উদ্যানে বসবাস কর। এরপর ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, তাদেরকে আমার বড়ত্ব ও আমার প্রশংসামূলক গীত শুনাও।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে মালিক ইবনে দীনার রহ. হতে আল্লাহ তাআলার বাণী, وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, কিয়ামতের দিন জান্নাতে উঁচু মিনারা রাখার নির্দেশ দেয়া হবে। তখন ঘোষণা দেওয়া হবে, হে দাউদ! তোমার সুমধুর সুরেলা কণ্ঠে আমার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যেমনিভাবে দুনিয়াতে করতে। মালিক ইবনে দীনার রহ. বলেন, তখন জান্নাতীদেরকে হযরত দাউদ আ. এর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর জান্নাতের অন্যান্য নিআমত থেকে বিমুখ করে তার সুরমূখী করে দিবে। وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ এর মর্মার্থও তাই।

হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ. স্ব-সনদে শাহর ইবনে হাওশাব রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরেশতাদের লক্ষ করে বলবেন, আমার বান্দা দুনিয়ায় মিষ্টি মধুর সুর পসন্দ করত। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তাদের আহ্বান কর ও তাদেরকে শুনাও। তখন মধুর কণ্ঠে এমন তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর শুরু হবে। যা তারা ইতোপূর্বে কখনো শুনেনি।

ইমাম আহমদ রহ. এর পুত্র আবদুল্লাহ কিতাবুয যুহদে স্ব-সনদে স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি স্ব-সনদে হযরত মালিক ইবনে দীনার রহ. হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আ. কে আরশের পায়ার নিকট দাঁড় করিয়ে বলবেন, হে দাউদ! আজ তুমি তোমার সে সুরেলা ও সুমধুর কণ্ঠে আমার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর। তখন তিনি বলবেন, হে প্রভু আমার! কিভাবে আমি আপনার মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করব? সে সুর তো আপনি দুনিয়াতেই নিয়ে নিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি আজ পুনঃরায় সে সুর তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তখন তার সে সুর ফিরিয়ে দেয়া হবে। তখন তিনি উচ্চকণ্ঠে গাইতে থাকবেন। তাঁর সুর লহরী জান্নাতীদেরকে সকল প্রকার নিআমত থেকে বিমূখ করে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে আবাদা ইবনে আবি লুবাবাহ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতে একটি গাছ থাকবে, যার ফল হবে

পদ্মরাগমণি, পোখরাজ ও মুক্তার। আল্লাহ তা'আলা তার উপর বাতাস প্রবাহিত করবেন, তখন গাছগুলোর ডাল গুলো পারস্পরিক সংঘর্ষে এমন সুর ধ্বনিত হবে, যা অপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য সুর ইতোপূর্বে তারা আর শুনেনি।

আবূ বকর ইবনে ইয়াযিদ স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতে এমন একটি গাছ থাকবে, যার ছায়া একশত বছর দ্রুতগামী আরোহী ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। জান্নাতীগণ তার ছায়ায় বসে গল্পগুজব করবে। তখন তারা দুনিয়ার বিভিন্ন বিনোদনের আলোচনা করবে এবং কারো মনে তার শখ জাগবে। তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে বাতাস প্রবাহিত করবেন যা সে গাছকে আন্দোলিত করবে। যার ফলে উক্ত গাছ হতে সকল সুর ধ্বনিত হবে, যেমনিভাবে পার্থিব জগতের বিনোদনের মাঝে ধ্বনিত হত। (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সে সুর, যা আল্লাহ তা'আলার বান্দারা দুনিয়াতে শুনত, অশ্লীল গান উদ্দেশ্য নয়।)

ইবরাহীম ইবনে সাঈদ রহ. স্ব-সনদে সাঈদ ইবনে আবী সাঈদ আল হারেসী রহ. হতে বর্ণনা করেন। আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, জান্নাতে ঘনঘন বৃক্ষরাজি থাকবে। যার কাণ্ড হবে স্বর্ণের আর ফল হবে মুক্তার। যখন কোন জান্নাতী সুমিষ্ট সুর শোনার আগ্রহ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার ফলে তার পসন্দনীয় সুর ধ্বনিত হতে থাকবে।

## জান্নাতীরা শুনবে প্রিয় প্রভুর সুমধুর বাণী

এ ছাড়াও জান্নাতীগণ সে কুমারীদের সুর, গাছ হতে ধ্বনিত সুর, ফিরিশতা ও হযরত দাউদ আ.-এর সুর অপেক্ষা উত্তম সুর শুনবে। যার সামনে সকল শ্রুতধ্বনি মর্যাদাহীন হয়ে যাবে। তা হবে যখন জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলার কথা শুনবে ও সালাম শুনবে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে স্বীয় বাণী তিলাওয়াত করে শুনাবেন। তারা তা শুনে অনুভব করবে, ইতোপূর্বে তারা কুরআন যেন কখনো শ্রবণ করেনি। হে সুন্নাতের অনুসারীগণ! শীঘ্রই বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাসান স্তরের এমন কিছু হাদীস পেশ করা হবে যে বর্ণনাগুলোতে এমন এক সংগীতের সুরম্য আলোচনা রয়েছে, যে সংগীত দুনিয়ায় পরিবেশিত যে

কোনো সংগীতের চেয়ে অনেক বেশি শ্রুতি মধুর। তা কর্ণকুহরে সুমিষ্ট সুরের লহরী ঢেলে দিবে। সে সংগীতে আবিষ্ট চোখ এমন শীতলতা অনুভব করবে যা ইতোপূর্বে কোথাও কোনোভাবে লব্ধ হয়নি। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কণ্ঠ। কেননা, কোনো জান্নাতী তার জান্নাতে আল্লাহর পবিত্র সত্তার মুখাবয়বের দর্শন লাভ ও তার কণ্ঠের শ্রবণের মহা নিআমতের চেয়েও আরো মধুর ও তৃপ্তিদায়ক কোনো নিআমত উপভোগ করবে না। এই নিআমতই হবে তার উপর বর্ষিত সকল নিআমতের উপর শ্রেষ্ঠতম নিআমত ও প্রিয়তম প্রাপ্তি।

আবুশ শাইখ স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতীগণ প্রত্যহ দু'বার আল্লাহ তা'আলার নিকট যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করবেন। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আসন হবে মুক্তা, পদ্মরাগমণি, পঙ্খরাজ স্বর্ণ ও পান্না দ্বারা নির্মিত মিম্বর। তাদের পলকহীন দৃষ্টি একমাত্র তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকবে এবং তারা তা অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম পূর্ণ সুন্দর আর কিছু শ্রবণ করবে না। অতঃপর তারা এমন নিআমত লাভ করে ও চক্ষু শীতল করে স্বীয় গন্তব্যে ফিরে যাবে

## জান্নাতীদের বাহন ও অশ্বের বর্ণনা

ইমাম তিরমিযী রহ. স্ব-সনদে হযরত বুরাইদা রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল يارسول الله هل في الجنة من خيـــل ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতে কি অশ্ব থাকবে? قال : إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তখন তুমি মনে মনে পদ্মরাগের লাল অশ্বে আরোহণ করার ইচ্ছা করা মাত্রই তা তোমাকে নিয়ে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে যাবে।

হযরত বুরাইদাহ রা. বলেন, অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, يارسول الله هل في الجنة من الإبل হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে কি উট থাকবে? فلم يقل ماقال لصاحبه হযরত বুরাইদাহ রা. বললেন, তিনি পূর্বের ব্যক্তিকে যা বলেছিলেন, এ ব্যক্তিকে তা আর বললেন না। قال : إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তবে যে সকল বস্তু তোমার মন চায় এবং যে সকল বস্তু দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল হবে, সে বস্তুই সেখানে পাবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে সারাহ আল আহমাসী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ আইয়ূব রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি অশ্ব পসন্দ করি, জান্নাতে কি অশ্ব থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তুমি ইয়াকূতের এক ঘোড়ার নিকট আসবে, যার দু'টি পাখা থাকবে, তুমি তাতে আরোহণ করে যেখানে ইচ্ছা করবে, তা তোমাকে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

উক্ত হাদীসটি আবূ নাঈম রহ. আলকামা রহ. সনদে এভাবে বর্ণনা করেন, عن ابى صالح عن ابى هريرة أن أعرابيا অর্থাৎ আলকামাহ আবূ সালিহ হতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতে কি উষ্ট্রী থাকবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে গ্রাম্য! যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জান্নাত দান করেন, তবে যে সকল বস্তু তোমার মন চায় ও যেগুলোর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল হবে সেখানে সে সব কিছুই পাবে।

আলকামা স্ব-সনদে এ হাদীসটিও বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের আলাচনা কালে বললেন, ফিরদাউস হল জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর আর সকল স্তর অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। তা হতেই জান্নাতের নহর প্রবাহিত হয় এবং কিয়ামতের দিন আরশ তার উপরই স্থাপিত হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ঘোড়া পসন্দ করি, জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, অবশ্যই জান্নাতে সরু কোমর বিশিষ্ট অশ্ব ও উষ্ট্রী রয়েছে। যেগুলো জান্নাতের পত্র-পল্লবে দ্রুতগতিতে দৌড়ে বেড়াতে সক্ষম। জান্নাতীরা যেখানে ইচ্ছা তার উপর আরোহণ করে পরস্পর সাক্ষাৎ করতে পারবে। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো উট পসন্দ করি। হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ন্যায়।

আবূ দাউদ[৩৮৬] রহ. এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে ستفتح عليكم الامصار وتجندون اجنادا শীঘ্রই তোমরা শহরের পর শহর জয় করবে এবং দলে দলে তাতে প্রবেশ করবে।

---

৩৮৬. খ. ১ প. ৩৪৯

ইবনে মাযাহ রহ. হযরত আবূ আইউব রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওযু করতে দেখেছি, তখন তিনি দাড়ি খেলাল করলেন।

জান্নাতের অশ্বের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী রহ. শুধু একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

আবূ নাঈম রহ. হাদীসটি স্ব সনদে উল্লেখ করেছেন। জান্নাতীগণ উন্নত মানের পদ্মরাগ মণি সদৃশ ঘোড়ার উপর আরোহণ করে পরস্পর সাক্ষাৎ করবে। জান্নাতে ঘোড়া ও উট ব্যতীত অন্য কোন চতুষ্পদ জন্তু থাকবে না।

আবুশ শাইখ স্ব-সনদে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اذا دخل أهل الجنة الجنةَ جاء هم خيول من ياقوت أحمر জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাদের নিকট লাল ইয়াকূতের ঘোড়া আসবে। لها أجنحة لا تبول ولا تروث فقعدوا عليها তার পাখা থাকবে। যা মলমূত্র ত্যাগ করবে না। জান্নাতীগণ তাতে আরোহণ করবে। ثم طارت لهم في الجنة অতঃপর তাদেরকে নিয়ে তা জান্নাতে উড়ে বেড়াবে। فيتجلى لهم الجبار فإذا رأوه خروا سجدا অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ পর্দা উঠিয়ে তাদের সামনে আবির্ভূত হবেন। তাঁকে দেখে তারা সিজদায় লুটে পড়বে। فيقول الجبار تعالى : ارفعوا رؤوسكم فإن هذا ليس يوم عمل তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা মাথা উঠাও। কেননা, আজ আমলের দিন নয়। انما هو يوم نعيم وكرامة আজ নিআমত ও সম্মান লাভের দিন। فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عليه طيبا তারা মাথা উত্তোলন করলে আল্লাহ তাদের উপর সুগন্ধির বারি বর্ষণ করবেন। فيمرون بكثبان المسك তখন তারা কস্তুরির টিলা অতিক্রম করবে। فيبعث الله على تلك الكثبان ريحا فتهيّجها عليهم অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে টিলায় বাতাস প্রবাহিত করবেন, টিলার উপর প্রবাহিত সে বাতাস জান্নাতীদের শরীরে লাগবে। حتى انهم ليرجعون إلى أهلهم وانهم لشعث غبر তখন তারা তাদের পরিজনের

নিকট এ অবস্থায় পৌঁছবে যে, সে বায়ুর চিহ্ন তাদের কেশে এবং টিলার কস্তুরির চিহ্ন তাদের শরীর ও কাপড়ে থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন। জান্নাতে উন্নতমানের দ্রুতগামী অশ্ব থাকবে।

## জান্নাতীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও দুনিয়ার স্মৃতিচারণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ○ *তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।* قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ *তাদের কেউ বলবে, আমার ছিল এক সংগী।* يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ○ *সে বলত, তুমি কি এতে বিশ্বাসী* أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ ○ *আমরা যখন মৃত্যু বরণকরব এবং আমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব, তারপরও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো?* قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ *অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে,* قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ *বলবে আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসইকরেছিলে* ○ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ *আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মাঝে শামিল হতাম*[৩৮৭]।

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জানালেন,

এ জান্নাতীরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কথাবার্তা বলবে। তারা একে অপরকে দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে তাদের আলাপচারিতা চলতে থাকবে। তখন একজন বলবে, আমার এক সংগী ছিল, যে পুনরুত্থান ও পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। সে তখন ঐ কথাই বলবে, যে কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। সে বলত, তুমি কি

---

৩৮৭. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ৫০-৫৭

এতে বিশ্বাসী, আমরা কখনো মৃত্যুবরণ করব? এবং আমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবো, তখন কি আমাদের কর্মের প্রতিফল প্রদান করা হবে? তখন জান্নাতী উপস্থিত সাথীদেরকে বলবে, قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ তোমরা কি জাহান্নামে ঝুঁকে দেখবে, তার মিথ্যাচারের কী প্রতিদান তাকে দেওয়া হয়েছে? এ ব্যাপারে সকল মত অপেক্ষা এটিই অধিক স্পষ্ট যে, এখানে هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ এর মন্তব্যকারী হচ্ছে ঐ জান্নাতী।

এ ব্যাপারে আরো দু'টি মত রয়েছে। একটি মত হল, জান্নাতে পরস্পরে আলোচনাকারীদেরকে ফিরিশতাগণ বলবেন, هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ তোমরা কি জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখবে?

এ মতটি হযরত আতা রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন।

অপর মতটি হল, জান্নাতীদের পারস্পরিক আলোচনা কালে আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ করে বলবেন, هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ

তবে এ ব্যাপারে প্রথম মতটিই বিশুদ্ধতম, অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি তার সাথীদের লক্ষ্য করে এ উক্তি করবে। আয়াতের পূর্বাপর আলোচনা ও তার সাথীদের অবস্থা সব কিছুই এ মতের প্রাধান্য দাবী করে।

হযরত কা'ব রা. বলেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থলে একটি জানালা থাকবে। সুতরাং যদি কোনো জান্নাতী এমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যে দুনিয়ায় তার শত্রু ছিল, তাহলে সে ঐ জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী فاطلع অর্থ হল فاشرف অর্থাৎ উঁকি মেরে দেখবে।

মুকাতিল রহ. বলেন, যখন জান্নাতী ব্যক্তি তার সাথীদেরকে বলবে هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ অর্থাৎ তোমরা কি উঁকি মেরে দেখবে? উত্তরে তারা বলবে, فاطلع انت তুমিই দেখ, কেননা তাকে আমাদের তুলনায় তুমিই ভাল চেন। তখন উঁকি মেরে তার সে সংগীকে জাহান্নামে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে না চেনাতেন, তবে সে কখনও তাকে চিনতে পারত না। কেননা, জাহান্নামের শাস্তি তার চেহারার বর্ণ ইত্যাদিকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে ফেলেছে। তখন সে জান্নাতী ব্যক্তি বলবে, তুমি তো আমাকেও প্রায় এতে নিক্ষেপযোগ্য করে ফেলেছিলে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হলে আমিও শাস্তিতে নিপতিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ *তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করবে* قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ *বলবে, পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শঙ্কিত ছিলাম।* فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ *অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।* إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ *আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনি তো দয়াময়, পরম দয়ালু*[৩৮৮] ।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করা হল, أيتزاور أهل الجنة জান্নাতীরা কি পরস্পর সাক্ষাৎ করবে? قال : يزور الأعلى الأسفل ولا يزور الأسفل الأعلى রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উঁচুস্তরের জান্নাতীরা নিচুস্তরের জান্নাতীদের সাক্ষাতে আসবে কিন্তু নিচু স্তরের জান্নাতীরা উচু স্তরের জান্নাতীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হবে না। الا الذين يتحابون في الله عز وجل يأ تون منها حيث شاؤوا কিন্তু যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে পরস্পরে ভালবাসত, তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াবে। على النوق محتقبين الحشايا তারা আঁচল ঝোলানো অবস্থায় উষ্ট্রীর উপর আরোহী থাকবে ।

দাওরাকী রহ. স্ব-সনদে হামীদ ইবনে হিলাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জান্নাতে উঁচু স্তরের জান্নাতীরা তো নিচু স্তরের জান্নাতীদের সাক্ষাতের জন্য আসবে কিন্তু নিচু স্তরের জান্নাতীরা উচু স্তরের জান্নাতীদের নিকট যেতে সক্ষম হবেন না।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ আয়্যূব রা. হতে মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أهل الجنة يتزاورون على النجائب জান্নাতীরা উন্নত মানের অশ্বে আরোহণ করে পরস্পর সাক্ষাৎ করবে।

---

৩৮৮. সূরা তূর, আয়াত : ২৫-২৮

পূর্বে এ আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। জান্নাতীরা পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে। তারা সাক্ষাতের আশা ব্যক্ত করবে। এরপর তারা পূর্ণমাত্রার আনন্দ উপভোগ করবে।

এ জন্যই হযরত হারেছাহ রা. কে যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, كيف أصبحت ياحارثة হে হারেসাহ! তুমি কোন অবস্থায় প্রভাত করলে? তিনি বললেন, أصبحت مؤمنا حقا আমি সত্যিকার মু'মিন রূপে প্রভাত করেছি।قال : ان لكل حق حقيقة فماحقيقة إيمانك নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুরই একটি তাৎপর্য রয়েছে তোমার ঈমানের তাৎপর্য কী? عزفت نفسي عن الدنيا তিনি বললেন, আমি নিজেকে পৃথিবী হতে বাঁচিয়ে রেখেছি। فاسهرت ليلي সুতরাং আমি রাতে জাগ্রত থাকি। واظمأت نهاری এবং দিনে তৃষ্ণার্ত থাকি (অর্থাৎ রোযা রাখি) وكأني أنظر إلى عرش ربّي بارزا যেন আমি আমার প্রভুর আরশকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها জান্নাতীদেরকে দেখি, তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করছে আর জাহান্নামীদেরকে দেখি, তাদেরকে সেখানে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। فقال : عبد نوره الله قلبه তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন বান্দা আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরকে নূরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেছেন।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضـــهم إلى بعـــض জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করে এক বন্ধু অপর বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা ব্যক্ত করবে, قال فيسير سرير هـــذا إلى سرير هذا و سرير هـــذا إلى ســـرير هـــذا তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন এক জন নিজের পালঙ্ক থেকে বন্ধুর পালঙ্কে আসা-যাওয়া করবে। فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر الله لنـــا তখন এক বন্ধু অপর বন্ধুকে বলবে, তুমি কি বলতে পার? কবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন? قال صاحبه : يوم كنا في موضع كذا وكـــذا فـــدعون الله فغفرلنـــا তখন তার বন্ধু বলবে, অমুক দিন যখন আমরা অমুক স্থানে ছিলাম আর

আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ।

হামযাহ ইবনুল আব্বাস রহ. স্ব-সনদে হযরত শফী ইবনে মাতি' রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إن من نعيم أهل الجنة انهم يتزاورون على المطايا والنجب জান্নাতের নিআমতরাজিতে এও রয়েছে, তারা নানা বাহনে ও উন্নতমানের ঘোড়ায় আরোহণ করে পরস্পরে সাক্ষাতের জন্য যাবে। وانهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لاتروث ولاتبول জান্নাতীদেরকে হাওদা ও লাগাম বিশিষ্ট এমন ঘোড়া প্রদান করা হবে যেগুলো মল-মূত্র ত্যাগ করবে না। فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عزّ وجلّ তারা তাতে আরোহণ করবে আর আল্লাহ তা'আলা যেখানে ইচ্ছা করেন ঘোড়া তাদেরকে সেখানে পৌঁছে দিবে । فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت তখন তারা এমন মেঘমালা দেখতে পাবে, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি। فيقولون : أمطري علينا তারা সে মেঘমালাকে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে বলবে, فمايزال المطر عليهم حتى ينتهى ذالك فوق أمانيهم তখন মেঘমালা তাদের উপর মুষলধারায় বৃষ্টিবর্ষণ করবে, এমনকি তাদের আশাতীত বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ثم يبعث الله ريحا غير مؤذية فتنسف كثبانا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন বায়ু প্রবাহিত করবেন, যাতে কষ্টদায়ক কিছু থাকবে না। সে বায়ু তাদের ডান ও বামে অবস্থিত টিলা হতে কস্তুরি উড়িয়ে আনবে। فيأخذ ذالك المسك فينواصي خيولهم وفي مفارقهم وفي رؤوسهم সে কস্তুরি তাদের অশ্বের কপালে, তাদের কেশশূণ্য স্থানে ও মাথায় পড়বে। ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه তাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশা ও আকাংখা অনুযায়ী বাবরী চুল থাকবে। (জুম্মা কানের লতি পর্যন্ত চুলকে বলে) فيتعلق ذالك المسك في تلك الجمام وفي الخيل وفيما سوى ذالك من الثياب অতঃপর সে কস্তুরি তাদের চুল, ঘোড়া ও অন্যান্য বস্ত্রে মিশে যাবে, ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ماشاء الله তখন জান্নাতীরা সামনে অগ্রসর হবে। আল্লাহ তা'আলার মনযূরকৃত স্থানে

পৌঁছবে, فاذا المرأة تنادي بعض أولئك يا عبد الله اما لك فينا حاجة তখন হাঠাৎ এক রমণী উচ্চস্বরে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! আমাদের প্রতি তোমাদের কি কোনই আগ্রহ নেই? فيقول : ما انت ومن انت সে ব্যক্তি বলবে, তুমি কি এবং তুমি কে? فتقول انا زوجتك وحبك সে বলবে, আমি তোমার স্ত্রী ও তোমার ভালবাসা। فيقول ماكنت علمت بمكانك সে বলবে, আমি তো তোমার অবস্থান সম্পর্কে জানতামই না। فتقول المرأة : او ماتعلم ان الله قال : فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ সে রমণী বলবে, তুমি কি জান না, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কোন ব্যক্তি জানে না তার কর্মের প্রতিদান স্বরূপ তার চক্ষুর শীতলতার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কী কী গোপন নিআমত প্রস্তুত রেখেছেন فيقول : بلى وربي সে বলবে, হ্যাঁ, আমার প্রভুর কসম, আল্লাহ তা'আলা তা বলেছেন। فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفا لايلتفت ولايعود مايشغله عنها الا ماهو فيه من النعيم والكرامة অতঃপর সে ব্যক্তিই ঐ রমণী হতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত উদাসীন থাকবে, সে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না, তার নিকট যাবেও না। সে জান্নাতে প্রাপ্ত নিআমত ও সম্মানের কারণে তার থেকে গাফিল থাকবে।

হামযাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ডোরাকাটা বর্ণের উষ্ট্রীতে আরোহণ করে জান্নাতবাসী একে অপরের সাক্ষাতে যাবে। সে উষ্ট্রীর উপর মেস বৃক্ষের হাওদা থাকবে। তার খুর মিশক ধূলি উড়াবে, সেগুলোর লাগাম দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু থেকে উত্তম।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত জিবরীল আ. কে ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, الا من شاءالله দ্বারা কারা উদ্দেশ্য? উত্তর দিলেন, এর দ্বারা শহীদগণ উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরশের নীচে তরবারি ঝুলানো অবস্থায় পূনরুত্থিত করবেন। فاتاهم ملائكة من المحشر بنجائب

برجال الذهب من ياقوت ازمتها الدر الأبيض তখন হাশরের ময়দানে ফিরিশতারা ইয়াকুতের উন্নতমানের অশ্ব নিয়ে উপস্থিত হবে, যে অশ্বের লাগাম হবে শুভ্র মুক্তামালার আর হাওদা হবে স্বর্ণের। اعنتها السندس والاستبرق তার গলায় সূক্ষ্ম, পুরু রেশমের হার থাকবে। ونمارقها ألين من الحرير তার গদি রেশম অপেক্ষা অধিক কোমল হবে। مد خطاها مد أبصار الرجال তার পায়ের দৈর্ঘ্য দৃষ্টিসীমা পরিমাণ হবে। يسيرون في الجنة على خيول তারা অশ্বে আরোহণ করে জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে। يقول عند طول النزهة انطلقوا بنا ننظر كيف يقضى الله بين خلقه তারা দীর্ঘ সময় ভ্রমণের পর বলবে, আমাদেরকে নিয়ে চল, আমরা দেখব, আল্লাহ তা'আলা তার মাখলূকের মাঝে কিভাবে বিচারকার্য করেন। يضحك الله إليهم আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুচকি হাসবেন, واذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার প্রতি কোন স্থানে হাসেন, তবে সে বান্দার আর হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হয় না।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি ان في الجنة لشجرة يخرج من اعلاها حلل ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة من در وياقوت لاتروث ولاتبول জান্নাতে এমন একটি গাছ থাকবে, যার কাণ্ড হতে জোড়ায় জোড়ায় পোশাক-পরিচ্ছদ উৎপন্ন হবে। আর তার তলদেশ হতে স্বর্ণের এমন অশ্ব সৃষ্ট হবে, যার লাগাম ও গদি হবে মুক্তার ও ইয়াকূতের, সেগুলোর মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন পড়ে না। لها أجنحة خطوها مدّ بصرها তার পাখা থাকবে এবং পায়ের দৈর্ঘ্য হবে দৃষ্টি সীমা পরিমাণ। فيركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاءوا যখন জান্নাতীরা তাতে আরোহণ করলে সেগুলো তাদেরকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়াবে। فيقول الذين أسفل منهم درجة يارب بما بلغ عبادك هذه الكرامة তাদের নিম্নস্তরের জান্নাতীরা বলবে, হে প্রভু, আপনার এ বান্দারা এত উচ্চ মর্যাদা কিভাবে লাভ করল? فيقال لهم : كانوا يصلون في الليل وكنتم تنامون তাদেরকে বলা হবে, তারা রাতে নামাযে রত থাকত আর তোমরা নিদ্রায় বিভোর

থাকতে। وكانوا يصومون وكنتم تأكلون তারা সিয়াম সাধনা করত আর তোমরা পানাহারে লিপ্ত থাকতে। وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করত আর তোমরা কৃপণতা করতে। وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করত আর তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করতে।

## জান্নাতীদের স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভ

জান্নাতীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ তো অবশ্যই আনন্দের বিষয়। কিন্তু এর চেয়েও মহানন্দ ও মহা উৎসবের বিষয় হল, আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর দর্শনে ধন্য করবেন এবং তাদেরকে নিজ কালাম শুনাবেন। তাদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন।

আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা সম্পর্কিত আলোচনা সামনে উল্লেখ করা হবে।

## জান্নাতীদের বাজার ও কেনাকাটা

ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ্ গ্রন্থে[৩৮৯] স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إنّ في الجنة لسوقا يأتونها كلّ جمعة জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে যেখানে তারা প্রত্যেক শুক্রবার একত্রিত হবে। فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا তখন দক্ষিণ দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল ও কাপড় আলোড়িত করবে। যার ফলে তাদের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যে বৃদ্ধি ঘটবে। فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا তারা রূপ-লাবণ্যে সমৃদ্ধাবস্থায় স্বজনদের নিকট ফিরবে, فيقولهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا তখন তাদের স্বজনরা বলবে, আল্লাহর কসম, আমাদের থেকে পৃথক হওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্যে বৃদ্ধি ঘটেছে। فيقولون : والله وأنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহর শপথ, আমাদের প্রস্থানের পর তোমাদের সৌন্দর্যেও বৃদ্ধি ঘটেছে।

ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জান্নাতে কস্তুরির টিলা থাকবে, জান্নাতীরা সেদিকে গমন করলে তা হতে বায়ু প্রবাহিত হবে।

ইবনে আবী আসিম রহ. স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুস্ সুন্নাহতে স্ব-সনদে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং

---

[৩৮৯]. খ. ২ পৃ. ৩৭৯

## জান্নাতীদের বাজার ও কেনাকাটা

ইমাম মুসলিম রহ. তার সহীহ গ্রন্থে[৩৮৯] স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إنَّ فِي الجنة لسوقا يأتونها كلَّ جمعة জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে যেখানে তারা প্রত্যেক শুক্রবার একত্রিত হবে। فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا তখন দক্ষিণ দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল ও কাপড় আলোড়িত করবে। যার ফলে তাদের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যে বৃদ্ধি ঘটবে। فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا তারা রূপ-লাবণ্যে সমৃদ্ধাবস্থায় স্বজনদের নিকট ফিরবে, فيقولهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا তখন তাদের স্বজনরা বলবে, আল্লাহর কসম, আমাদের থেকে পৃথক হওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্যে বৃদ্ধি ঘটেছে। فيقولون : والله وأنتم ازددتم بعدنا حسنا وجمالا উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহর শপথ, আমাদের প্রস্থানের পর তোমাদের সৌন্দর্যেও বৃদ্ধি ঘটেছে।

ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জান্নাতে কস্তুরির টিলা থাকবে, জান্নাতীরা সেদিকে গমন করলে তা হতে বায়ু প্রবাহিত হবে।

ইবনে আবী আসিম রহ. স্বীয় গ্রন্থ কিতাবুস্ সুন্নাহতে স্ব-সনদে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি, যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং

---

[৩৮৯]. খ. ২ পৃ. ৩৭৯

তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। তখন হযরত সাঈদ রা. বললেন, জান্নাতে কি বাজার থাকবে? উত্তরে আবূ হুরায়রা রা. বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, ان أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর স্ব-স্ব আমল মোতাবেক সেখানে বাসস্থান পাবে। فيؤذن لهم فيزورون الله تبارك وتعالى فبمقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا এরপর দুনিয়ার দিনের সীমা অনুপাতে এক সপ্তাহ পর ঘোষণা মাফিক তারা আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। فيبرزلهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نوره منابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة তাদের সামনে তখন আরশ উদ্ভাসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে কোন এক উদ্যানে তাঁর বড়ত্বের পর্দা উন্মোচন করবেন। তখন জান্নাতীগণ তাঁর দর্শন লাভ করবে। তাদের জন্য মুক্তামালা, পোখরাজ, পদ্মরাগ মণি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির পৃথক পৃথক মিম্বর থাকবে। ويجلس أدناهم ومافيها دني على كثبان المسك والكافور জান্নাতীদের মধ্যে সর্বনিম্ম স্তর লাভকারী কস্তুরি ও কাফূরের মিম্বরে বসবে, যদিও কোনো জান্নাতীই নিম্ন স্তরের নয়। مايرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا। তারা সিংহাসনে উপবেশনকারীদেরকে নিজেদের তুলনায় মর্যাদাবান মনে করবে না।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, هل نرى ربنا عزّ وجلّ আমরা কি আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করব? قـــال نعـــم তিনি বললেন, হ্যাঁ। قال : هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنـــا : لا রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দিনের বেলায় সূর্য দেখতে অথবা চৌদ্দ তারিখ রাতের চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? আমরা বললাম, না। قال فكذالك لا تمارون في رؤيـــة ربكـــم রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে না। ولايبقى في ذالـــك المجلـــس أحـــد الاحاضـــره الله محاضـــر সে মজলিসে উপস্থিত সকলেই আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি দেখবে। حتى يقول يافلان ابن فلان أتذكر يوم فعلت كـــذا وكـــذا তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্মরণ

আছে, তুমি অমুক দিন কি কি করেছ? فيقول بلى افلم تغفرلي সে বলবে, হ্যাঁ, আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি? فيقول بلى আল্লাহ তাআলা বলবেন, হ্যাঁ। فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه আমার ক্ষমা গুনেই তুমি আজ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছ। قال : فبينماهم على ذالك إذ غشيتهم سحابة من فوقه তিনি বলেন, সে অবস্থায়ই তাদেরকে এক খণ্ড মেঘমালা ঘিরে নেবে। فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط তখন তাদের উপর এমন সুগন্ধিময় বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যেরূপ সুগন্ধি তারা অন্য কোন সময় অন্য কোন বস্তু হতে পায়নি। ثم يقول ربناتبارك وتعالى : قوموا إلى ما اعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সব নিআমত তোমার সম্মানে তৈরী করেছি, সেগুলোর নিকট যাও এবং যথেচ্ছা গ্রহণ কর। قال : فيأتون سوقا قد حفت بها الملائكة فيه مالم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা এমন বাজারে যাবে, যাকে ফিরিশতারা তাদের পাখা দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছে। তাতে এমন সব বস্তু থাকবে, যা কোন কান শ্রবণ করেনি ও কোন চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি এবং কোন অন্তরে তার কল্পনাও কখনো উদিত হয়নি। قال : فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولايشترى রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা সেখানে যা চাইব তাই পাব, সে বাজারে কোন ক্রয় বিক্রয় হবে না, وفيذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً সে বাজারেই জান্নাতীরা পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে। قال : فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقي من هو دونه وما فيهم دني রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উচ্চ স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি তার চেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেখানে কেউ হীন অবস্থায় থাকবে না। فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه সে ব্যক্তির পোশাক ও অন্যান্য বস্তু দেখে অপর ব্যক্তি আশ্চর্য বোধ করবে। তখন সে তার কথা সম্পন্ন করতে না করতেই তার পোশাক ও অন্যান্য অবস্থা তদপেক্ষা সুন্দর ও সুশ্রী হবে। وذالك انه لأينبغي لأحد ان يحزن فيها তা এ জন্য যে, সেখানে কেউ পেরেশান হওয়া সমীচীন হবে না। قال : ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا

আছে, তুমি অমুক দিন কি কি করেছ? فيقول بلى افلم تغفرلي সে বলবে, হ্যাঁ, আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি? فيقول بلى আল্লাহ তাআলা বলবেন, হ্যাঁ। فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه আমার ক্ষমা গুনেই তুমি আজ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছ। قال : فبينماهم على ذالك إذ غشيتهم سحابة من فوقه তিনি বলেন, সে অবস্থায়ই তাদেরকে এক খণ্ড মেঘমালা ঘিরে নেবে। فامطرت مطرا طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط তখন তাদের উপর এমন সুগন্ধিময় বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যেরূপ সুগন্ধি তারা অন্য কোন সময় অন্য কোন বস্তু হতে পায়নি। ثم يقول ربناتبارك وتعالى : قوموا إلى ما اعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সব নিআমত তোমার সম্মানে তৈরী করেছি, সেগুলোর নিকট যাও এবং যথেচ্ছা গ্রহণ কর। قال : فيأتون سوقا قد حفت بها الملائكة فيه مالم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা এমন বাজারে যাবে, যাকে ফিরিশতারা তাদের পাখা দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছে। তাতে এমন সব বস্তু থাকবে, যা কোন কান শ্রবণ করেনি ও কোন চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি এবং কোন অন্তরে তার কল্পনাও কখনো উদিত হয়নি। قال : فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولايشترى রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা সেখানে যা চাইব তাই পাব, সে বাজারে কোন ক্রয় বিক্রয় হবে না, وفيذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً সে বাজারেই জান্নাতীরা পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে। قال : فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقي من هو دونه وما فيهم دني রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উচ্চ স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি তার চেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেখানে কেউ হীন অবস্থায় থাকবে না। فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه সে ব্যক্তির পোশাক ও অন্যান্য বস্তু দেখে অপর ব্যক্তি আশ্চর্য বোধ করবে। তখন সে তার কথা সম্পন্ন করতে না করতেই তার পোশাক ও অন্যান্য অবস্থা তদপেক্ষা সুন্দর ও সুশ্রী হবে। وذالك انه لأينبغي لأحد ان يحزن فيها তা এ জন্য যে, সেখানে কেউ পেরেশান হওয়া সমীচীন হবে না। قال : ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا

فيقلن : مرحبا وأهلا بحبنا রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতঃপর আমরা স্ব স্ব ঠিকানায় ফিরে যাব। তখন আমাদের স্ত্রীরা আমাদেও দেখে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, স্বাগতম, সু-স্বাগতম হে আমার প্রিয়তম! لقدجئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا عليه নিশ্চয়ই তোমরা আমাদের নিকট হতে প্রস্থান অবস্থার চেয়ে অধিক সুন্দর ও সুদর্শন হয়ে ফিরে এসেছ। فنقول : ان جالسنا اليوم ربنا الجبار عزّ وجلّ তখন তুমি বলবে, আমরা আজ আল্লাহ তা'আলার মজলিসে উপস্থিত হয়েছি। وبحقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا সুতরাং আল্লাহর মজলিস হতে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছি এ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করাই আমাদের প্রাপ্য অধিকার।

ইমাম তিরমিযী রহ. স্ব-সনদে[৩৯০] হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع الا الصور من الرجال والنساء জান্নাতে এমন একটি বাজার রয়েছে, যেখানে নারী পুরুষের প্রতিকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু ক্রয়-বিক্রয় হবে না। فأذا اشتهى الرجل الصورة دخل فيها সুতরাং যদি কেউ কোন প্রতিকৃতি পসন্দ করে, তবে সে উক্ত প্রতিকৃতিতে রূপান্তরিত হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সুলাইমান তাইমী রহ. এর সূত্রে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন। জান্নাতীরা কস্তুরির টিলা ধরে বাজারে যাবে। অতঃপর যখন তারা স্বীয় স্ত্রীদের নিকটে ফিরে আসবে তখন তারা বলবে, আমরা তোমার থেকে এমন সুগন্ধি-সুঘ্রাণ পাচ্ছি, যা ইতোপূর্বে পাইনি। স্ত্রীও বলবে, তুমিও এমন সুগন্ধি নিয়ে ফিরেছ যা আমার নিকট থেকে প্রস্থানের সময় ছিল না।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হুমায়দ আত-তভীলের সূত্রে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতে কস্তুরির টিলায় একটি বাজার রয়েছে। জান্নাতীরা সেখানে একত্রিত হলে আল্লাহ তা'আলা একটি বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা তাদের ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা ঘরে স্ত্রীর নিকট ফিরে গেলে স্ত্রী বলবে, আমার নিকট হতে প্রস্থানের পর তোমার

---

৩৯০. খ. ২ , পৃ, ৮২

সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন তারাও তাদের স্ত্রীদের লক্ষ্য করে বলবে, আমার প্রস্থানের পর তোমারও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাফিয মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল হাযরামী রহ.স্ব-সনদে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون আমরা একত্রে বসে ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে فقال يا معشرالمسلمين ان في الجنة لسوقا ما يبايع فيها ولا يشترى الا الصور বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! জান্নাতে এমন একটি বাজার রয়েছে, যাতে মানব প্রতিকৃতি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় হবে না। من أحب صورة من رجل او امرأة دخل فيها সুতরাং কারো যদি সেখানে কোনো আকৃতি ভালো লাগে, তৎক্ষণাৎ তার চেহারায় সে আকৃতি প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে। والله اعلم

## কেমন হবে প্রিয় প্রভুর দর্শন

ইমাম শাফেঈ রহ. স্বীয় মুসনাদে স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হযরত জিবরীল আ. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট রেখা টানা এক শুভ্র সীসা নিয়ে এলেন। قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? قال الجمعة فضلت بها انت وأمتك উত্তরে জিবারীল আ. বললেন, এ হল জুমার দিন। এর মাধ্যমে আপনাকে ও আপনার উম্মতকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى সুতরাং অন্যান্য লোক অর্থাৎ ইহুদী খৃস্টানরা এতে তোমাদের অনুগামী। ولكم فيها خير এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدع الله بخير الا استجيب له وهو يوم عندنا المزيد সে দিনে এমন একটি বরকতময় ক্ষণ রয়েছে, সে মুহূর্তে কোন মু'মিন কোন দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করে নেন। ফিরিশতাদের কাছে এদিন হল ইয়াওমুল মাযীদ (অতিরিক্ত নিআমত লাভের দিবস) قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিবরীল! ইয়াওমুল মাযীদ আবার কি? ان ربك اتخذ في الفردوس واديا افيح فيه كثب المسك জিবরীল আ. বললেন, আপনার প্রভু জান্নাতুল ফিরদাউসে একটি উপত্যকা তৈরী করেছেন, যেখানে মিশকের টিলা হতে মিশকের বাতাস প্রবাহিত করা হয় فاذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ماشاء من الملائكة জুমুআর দিনে আল্লাহ তা'আলা যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ ফিরিশতা প্রেরণ করবেন وحوله

منابر من نور عليها مقاعد النبي তার পার্শ্বে নূরের মিম্বর থাকবে, যার উপর আম্বিয়ায়ে কেরাম বসবেন, وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد সে মিম্বরগুলো পোখরাজ ও পদ্মরাগ মণির প্রলেপ বিশিষ্ট স্বর্ণের মিম্বর দ্বারা বেষ্টিত থাকবে عليها الشهداء والصديقون তার উপর শহীদগণ ও সত্যবাদীগণ থাকবেন। فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب তারা নবীগণের পেছনে টিলার উপরে বসবেন, فيقول الله تبارك وتعالى : أنا ربّكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছ। সুতরাং তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের দান করব। فيقولون ربنا نسئلك رضوانك তারা বলবে, হে প্রভু! আমরা আপনার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি। فيقول : قدرضيت عنكم ولكم على ما تمنيتم আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। অতিরিক্ত হিসাবে তোমরা যা চাবে তাই পাবে ولديَّ مزيد আমার নিকট অতিরিক্ত আরো পাওনা রয়েছে। فهم يحبرون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير একারণে তারা জুমআার দিনকে পসন্দ করবে। কেননা, সে দিনই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ প্রদান করেন। وهو اليوم الذي استوى فيه ربّكم على العرش এই দিনই আল্লাহ তা'আলা আরশে উপবেশন করেছেন (তাঁর শান মোতাবেক) وفيه خلق آدم عليه السلام এই দিনই হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন। وفيه تقوم الساعة এই দিনেই কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে।

আবূ নাঈম স্ব-সনদে হযরত আবূ বারযাহ আসলামী রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أهل الجنة ليغدون في حلة ويروحون في الأخرى জান্নাতীরা সকালে এক জোড়া কাপড় পরিধান করবে আর সন্ধ্যায় এক জোড়া কাপড় পরিধান করবে। كغدو أحدكم ورواحه إلى ملوك من ملكوك الدنيا যেমনিভাবে তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় দুনিয়ার বাদশাহদের নিকট গিয়ে থাক। كذالك يغدون ويروحون الى زيارة ربهم

عزّ وجل তেমনিভাবে ফিরিশতারা সকাল-সন্ধ্যা তোমাদের প্রভুর দর্শনে যাবে। وذالك لهم بمقادير ومعالم يعلمون تلك الساعة التى يأتون فيها ربهم عزّ وجلّ তারা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হবে।

আবূ নাঈম স্ব-সনদে হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে বসবাস করবে তখন একজন ফিরিশতা এসে বলবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন তারা একত্রিত হলে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আ. কে সুউচ্চ কণ্ঠে তাসবীহ এবং তাহলীল পড়ার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর মায়েদাতুল খুলদ বিছানো হবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মায়েদাতুল খুলদ কি? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হল জান্নাতের একটি প্রশস্ত আঙ্গিনা, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত। সেখানে তারা পানাহার করবে ও পোশাক পরিধান করবে। তখন তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলার দীদার ব্যতীত সকল নিআমতই অর্জিত হল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড়ত্বের পর্দা উঠিয়ে জান্নাতীদের সামনে আবির্ভূত হলে তারা সিজদায় লুটে পড়বে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা ইবাদতের জগতে নও, পুরস্কারপ্রাপ্তির জগতে চলে এসেছ।

আবূ নাঈম স্ব-সনদে ইদরীস হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে ফাতিমা রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে তূবা নামক একটি গাছ থাকবে। কোন উন্নত জাতের ঘোড়া একশত বছর তার ছায়ায় ভ্রমণ করলেও তার পরিধি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। তার পাতা সবুজ কাপড়ের ন্যায় হবে। তার ফুল হবে হলুদ রং-এর সুষমাময় হবে। তার ফুলের আবরণ হবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের। তার ফল হবে কাপড়ের জোড়া। তা থেকে নির্গত আঠা হবে আদা ও মধু। তার পাথর কণা হবে লাল পদ্মরাগ মণি ও সবুজ পাথর। তার মাটি হবে কস্তুরির। আর ঘাস হবে যাফরানের। তার শিকড় হতে

সালসাবীল ঝর্ণা ও খাঁটি শরাবের নহর প্রবাহিত হবে। তার ছায়া জান্নাতীদের মজলিসকে পূর্ণ বেষ্টন করে রাখবে। সেখানে তারা মিলে মিলে বসবে। সে অবস্থায়ই তারা একদিন গল্প করতে থাকবে তখন তাদের নিকট একজন ফিরিশতা আসবেন। তিনি ইয়াকূত দ্বারা সৃষ্ট একটি অশ্ব নিয়ে আসবেন। তাতে তখন রূহ দেওয়া হবে। স্বর্ণের শিকলের লাগাম পরানো হবে। তার মুখমণ্ডল হবে প্রদীপসম উজ্জ্বল ও সুদর্শন। তার কেশ হবে লাল রেশমের। পশম হবে শুভ্র রেশমের। তা উভয় রং মিশ্রিত হবে, দর্শকরা তেমন আর দেখেনি। তার উপর হাওদা থাকবে। যার কাঠ হবে মুক্তা ও পদ্মরাগ মনির, যাতে মনি মুক্তা বসানো থাকবে এবং প্রবাল থাকবে। তার গদি হবে লাল স্বর্ণের ও উন্নত লাল কাপড়ের গদি থাকবে। তখন সে ফিরিশতা সে উন্নত ঘোড়া জান্নাতীদের নিকট নিয়ে বসাবে এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রভু সালাম দিচ্ছেন। অচিরেই তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁর দর্শন লাভ করবে। তিনি তোমাদেরকে সালাম করবেন ও তোমরা তাঁর জবাব দিবে আর তাঁর সাথে কথা বলবে, তিনিও তোমাদের সাথে কথা বলবেন। তোমাদেরকে তাঁর উদারতা ও দয়াগুণে অতিরিক্ত প্রদান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং অতি কৃপাময়।

অতঃপর তারা আরোহীতে আরোহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে চলতে থাকবে। তাদের সব কিছুই সমান থাকবে। কোন কিছু উঁচু-নিচু হবে না। কোন উষ্ট্রীর কান অপর উষ্ট্রীর নিকটবর্তী হবে না। কোন উষ্ট্রী অপর উষ্ট্রীর নিকটে নিকটে চলবে না। তারা জান্নাতে যে কোন গাছের নিকট দিয়েই অতিক্রম করবে সে গাছ তাদেরকে তার ফল উপহার দিবে এবং তাদের পথ মুক্ত করে দিবে। যেন তাদের সারি ভঙ্গ না হয় বা কেউ তার সাথী হতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। যখন তারা আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে, তখন তিনি স্বীয় পবিত্র সত্তার আত্ম প্রকাশ করবেন। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি শান্তির আধার। শান্তি আপনার পক্ষ হতেই অবতারিত হয়। বড়ত্ব ও মহত্ত্ব একমাত্র আপনারই জন্য। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, অবশ্যই আমি শান্তির আধার, শান্তি আমার পক্ষ হতেই অবতারিত হয়। বড়ত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী একমাত্র

আমিই। আমি আমার সে বান্দাদের স্বাগতম জানাচ্ছি, যারা আমার আদেশ যথাযথ মান্য করেছে এবং আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষণাবেক্ষণ করেছে ও না দেখেই আমাকে ভয় করেছে। আর সর্বাবস্থায়ই আমাকে ভয় করেছে। তখন তারা বলবে। আপনার ইযযত বুযুর্গী ও বড়ত্ব-মহত্ত্বের কসম, আমরা আপনার যথাযোগ্য মর্যাদা ও মূল্যায়ন করতে পারিনি। আপনার পূর্ণ হক আদায় করতে পারিনি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আপনার সামনে সিজদা করার অনুমতি দিন।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের থেকে ইবাদতের কষ্ট লাঘব করে দিয়েছি। তোমাদের শরীরকে বিশ্রাম ও শান্তি দিয়েছি। দীর্ঘকাল তোমরা আমার সন্তুষ্টির নিমিত্তে তোমাদের শরীরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করেছ ও আমার সামনে মাথা অবনত করেছ। এখন তোমরা আমার সন্তুষ্টি, দয়া ও মহত্ত্বের স্থলে আছে। সুতরাং তোমরা আমার নিকট যা প্রার্থনা করার কর। যা আকংখা করার আকাংখা কর। তোমাদেরকে তোমাদের প্রত্যাশা ও আকাংখা অপেক্ষা অধিক দান করব।

আমি তোমাদেরকে তোমাদের আমল অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করব না; বরং আমার বড়ত্ব-মহত্ত্ব, ক্ষমতা-কুদরত ও মহান শান মোতাবেক প্রতিদান প্রদান করব।

তখন জান্নাতীরা ধারাবাহিকভাবে আশা আকাংখা ব্যক্ত করতে থাকবে। এমনকি সর্বাপেক্ষা কম আশা-আকাংখা ব্যক্তকারী এ জগৎ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন হতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট সকল বস্তুর প্রত্যাশা করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমিতো অত্যন্ত নগণ্য আকাংখা ব্যক্ত করলে, তুমি তোমার হক হতে স্বল্প পরিমাণেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? সুতরাং তুমি যা প্রার্থনা করলে এবং যা প্রত্যাশা করেছ, তা আমি তোমাকে দান করলাম এবং তোমার সন্তানদের তোমার সাথে মিলন ঘটিয়ে দিলাম। আর তোমাদের আকাংখার স্বল্পতা দূর করে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলাম ।

যাহহাক রহ. আল্লাহ তা'আলার বাণী, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا *(যেদিন দয়াময়ের নিকট সম্মানিত মুত্তাকীদের মেহমানরূপে সমবেত করব)* এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের হাওদা বিশিষ্ট উন্নত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়ে সমবেত করা হবে।

## জান্নাতে বৃষ্টিপাত

জান্নাতে অবস্থিত বিপনিবিতান সংক্রান্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার দীদারের দিন জান্নাতীদেরকে এক খণ্ড মেঘমালা বেষ্টন করে নিবে এবং তাদের উপর এমন সুগন্ধিময় বৃষ্টি বর্ষিত হবে, যে সুগন্ধি ইতোপূর্বে তারা লাভ করেনি।

বাকিয়াহ ইবনে ওয়ালীদ রহ. স্ব-সনদে কাসীর ইবনে মুররাহ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতীদের অতিরিক্ত প্রাপ্তিতে এও রয়েছে, জান্নাতীদের নিকট একটি মেঘ অতিক্রম কালে তাদেরকে বলবে, তোমরা আমার নিকট যে বস্তুর বর্ষণ কামনা করবে, আমি সে বস্তুই বর্ষণ করব। তখন তারা যে বস্তুর বর্ষণ কামনা করবে, সে বস্তুই তাদের উপর বর্ষিত হবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে সফী আল ইয়ামেনি রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান হতে জান্নাতীদের প্রতিনিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জান্নাতীরা প্রতি বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলার মেহমান হয়ে যাবে। তখন তাদের জন্য বিছানা বিছানো হবে। তারা প্রত্যেকে সে আসনকে স্বীয় আসন অপেক্ষা বেশি চিনবে। সকলে স্ব স্ব আসনে বসলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপ্যায়ন করাও আমার বান্দাদেরকে, আমার আদরের সৃষ্টিকে, আমার প্রতিবেশীদেরকে, আমার কাছে আগত প্রতিনিধিদেরকে। তখন তারা আপ্যায়িত হবেন। আল্লাহ বলবেন, তাদেরকে পান করাও। তখন বিভিন্ন প্রকার মোহর আঁটা পাত্রে তাদের জন্য পানীয় আনা হবে। তারা তা হতে পান করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আমার বান্দা! হে আমার মাখলূক, আমার প্রতিবেশী, আমার অতিথি, তোমরা পানাহার তো করলে

এখন ফল খেয়ে নাও। তখন অবনত ফলবান বৃক্ষ তাদের নিকট এসে উপস্থিত হবে। তারা তা থেকে ইচ্ছানুযায়ী খাবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আমার মেহমান! তোমরা পানাহার করলে এবং ফল খেলে, এবার পোশাক পরে নাও। তখন তাদের সামনে লাল, সবুজ, হলুদ, বিভিন্ন রংয়ের ফল উপস্থিত হবে। সেগুলো হতে শুধু মাত্র জোড়া জোড়া কাপড় উৎপন্ন হবে, সেগুলো তাদের সামনে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন, হে আমার বান্দা, হে আমার খাস মাখলুক, আমার প্রতিবেশী, আমার মেহমান, তোমরা পানাহার করলে, ফল খেলে এবং পোশাকও পরিধান করলে, এখন সুগন্ধি নাও। তখন তাদের উপর বারিরাশির ন্যায় সুগন্ধি ছড়ানো হবে।

আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আমার বান্দা, হে আমার খাস মাখলূক, হে আমার প্রতিবেশী, আমার মেহমান, তোমরা পানাহার করলে, ফল খেলে এবং সুগন্ধিও নিলে, এখন আমি আমার বড়ত্বের পর্দা দূর করে তোমাদের সামনে দৃশ্যমান হব। তোমরা আমার দর্শন লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলা দৃশ্যমান হলে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাদের মুখমণ্ডল সজীব হয়ে উঠবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা সকলে স্বীয় গন্তব্যে ফিরে যাও। তারা সেখান থেকে ফিরে গেলে তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে বলবে, আমাদের নিকট হতে প্রস্থানের কালে তোমাদের চেহারা এক প্রকৃতির ছিল; কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর অন্য প্রকৃতির মনে হচ্ছে। তখন তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সামনে দৃশ্যমান হওয়ায় আমরা তাঁর দর্শন লাভ করার ফলে আমাদের চেহারা সজীব হয়ে উঠেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে শুফাই ইবনে মাতি'আসহাবী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان من نعيم اهل الجنة انهم يتزاوَرُون على المطايا والنجب, জান্নাতীদের লাভকৃত নিআমতসমূহে এও রয়েছে, তারা উন্নত জাতের ঘোড়া ও সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে পরস্পর সাক্ষাৎ করবে। وانهم

يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لاتروث ولاتبول তাদেরকে লাগাম বিশিষ্ট অশ্ব প্রদান করা হবে, যা মলমূত্র ত্যাগ করবে না। يركبوها حتى ينتهوا حيث شاء الله তারা তাতে আরোহণ করে আল্লাহ তা'আলা যেখানে ইচ্ছা করেন, সেখানে যাবে, فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت অতঃপর তাদের নিকট এমন এক মেঘখণ্ড আসবে, যাতে এমন বস্তু রয়েছে, যা কোন চোখ দেখেনি, কোনো কান কখনো শুনেনি। তারা সে মেঘমালাকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে বলবে, তখন সে মেঘমালা হতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। যা প্রত্যাশা অপেক্ষা অধিক হবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন, যাতে কোন প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু থাকবে না। সে বায়ু কস্তুরির টিলা হতে কস্তুরি কণা উড়িয়ে এনে তাদের ডানে-বামে ছড়িয়ে দিবে। তারা সে কস্তুরি কণা তাদের ঘোড়ার কপালে সিথিতে ও তাদের মাথায় মেখে নিবে। তাদের প্রত্যেকের মাথায়, কাঁধে ঢেউ তোলা অনিন্দ্য সুন্দর বাবরী চুল শোভা পাবে। সে কস্তুরি তাদের চুলগুলো ঘোড়ার সর্বাঙ্গে ও তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সুগন্ধি বিলাবে। অতঃপর তারা সম্মুখে অগ্রসর হবে এবং আল্লাহ তা'আলা যেখানে ইচ্ছা সে পর্যন্ত যাবে। তখন তাদের মধ্য হতে প্রত্যেককে একেকজন রমণী এসে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! আমাদের প্রতি তোমার কি কোন আগ্রহ নেই? সে ব্যক্তি বলবে, কে তুমি? কে তুমি? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার প্রেয়সী। সে ব্যক্তি বলবে, আমারতো তোমার ঠিকানা জানাই ছিল না। সে মহিলা তখন বলবে, কেন? তোমার কি জানা নেই, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ○ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاأُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَاكَانُوايَعْمَلُونَ কেউ *জানে না, তাদের নয়ন প্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ*[৩৯১]।

## জান্নাতীদের উপর সুগন্ধ বৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা ও বৃষ্টিকে এই পৃথিবীতে তাঁর রহমতের মাধ্যম ও জীবন ধারণের উপকরণ হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। সেই বৃষ্টিকে

---

[৩৯১]. সূরা সাজদা, আয়াত : ১৭

পুনরুত্থানের পর মানব জাতির পুনঃজীবনের মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন। আরশের তলদেশ হতে চল্লিশ দিন যাবৎ মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ কবরদেশ থেকে তেমনিভাবে উঠতে থাকবে, যেমনিভাবে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। কিয়ামত দিবসে তারা উঠতে থাকবে, এমতাবস্থায় তাদের উপর হালকা বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে, তা যেন মুষলধারে বৃষ্টির শেষাংশ।

জান্নাতে তাদের জন্য একখণ্ড মেঘ থাকবে, যা তাদের আকাংখা মোতাবেক সুগন্ধি ও অন্যান্য বস্তুর বারি বর্ষণ করবে। এমনিভাবে জাহান্নামীদের উপর আযাবের বারিবর্ষণের জন্য একখণ্ড মেঘ থাকবে। যেমনিভাবে আ'দ জাতি এবং শুআয়ব আ.-এর কওমের উপর বর্ষণ করেছিলেন। যা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছে। সুতরাং রহমত এবং আযাব উভয় ক্ষেত্রেই এই মেঘমালার অবদান সে সত্তার বরকতময় সৃষ্টি।

## প্রত্যেক জান্নাতীই হবে বাদশাহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ○ *তুমি যখন সেখানে তাকাবে দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য*[৩৯২] ।

ইবনে আবী নুজায়হ রহ. মুজাহিদ রহ. হতে وَمُلْكًا كَبِيرًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন وَمُلْكًا كَبِيرًا اى ملكا عظيما (অর্থাৎ মহান রাজত্ব) এবং তিনি উল্লেখ করেন, ফিরিশতারা যখনই তাদের নিকট আসবে তখনই অনুমতি নিয়ে আসবে।

হযরত কা'ব রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদেরকে জান্নাতবাসীদের নিকট প্রেরণ করলে তারা তাদের অনুমতিক্রমে তাদের নিকট যাবে।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন, কোন ফিরিশতা বা কোন পরিচায়কই অনুমতি ব্যতীত তাদের নিকট আসবে না।

হাকাম ইবনে আবান রহ. ইকরিমা রা. সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, তিনি জান্নাতবাসীদের স্তর বিন্যাসের পর উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইবনে আবিল হাওয়ারী রহ. বলেন, আমি আবূ সুলায়মান রহ. কে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তাদের বিশাল রাজত্ব থাকবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোন দূত তাদের নিকট উপহার নিয়ে এলে তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের নিকট আসবে না। দূত এসে

---

৩৯২. সূরা দাহর, আয়াত : ২০

প্রহরীকে বলবে, আল্লাহ তা'আলার বন্ধুর নিকট অনুমতি নাও, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব। অন্যথায় আমি তার নিকট যেতে সক্ষম হব না। তখন সে প্রহরী অন্য প্রহরীকে জানাবে। তার বাসভবন থেকে দারুস সালামের দিকে একটি ফটক রয়েছে। যা দ্বারা সে যখন ইচ্ছা তখনি কোন অনুমতি ব্যতীত আল্লাহর নিকট যেতে পারবে। সুতরাং বিশাল রাজত্বের কারণেই ফিরিশতারা অনুমতি ব্যতীত তার নিকট যেতে পারবে না।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ.স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إن أسفل أهل الجنة اجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীর জন্য কমপক্ষে দশজন সেবক সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইবাদ ইবনে মূসা রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতীদের মধ্যে কেউ দুরবস্থায় থাকবে না, বরং সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তির সেবার জন্য প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সহস্র খাদেম সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকবে। তাদের প্রত্যেকের নিকট এমন বিরল বস্তু থাকবে, যা অন্যদের নিকট থাকবে না।

মুহাম্মদ ইবনে ইবাদ রহ. স্ব-সনদে হুমাইদ ইবনে হিলাল রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তির সেবায় সহস্র সেবক নিয়োজিত থাকবে। প্রত্যেক সেবকের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব থাকবে।

হারুন ইবনে সুফিয়ান রহ. স্ব-সনদে হযরত আবু আব্দুর রহমান আল হাবালী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতে সর্বাগ্রে প্রবেশকারীকে মুক্তা সদৃশ সত্তর হাজার সেবক অভ্যর্থনা জানাবে।

হারুন ইবনে সুফিয়ান রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। জান্নাতে কেউ দুরবস্থায় থাকবে না। (অর্থাৎ এমন হবে না যে, কেউ এমন দৈন্য দশায় থাকবে যাকে অন্যরা তুচ্ছ জ্ঞান করবে বা যে নিজেকে অন্যদের তুলনায় অধ:অবস্থায় দেখবে।) বরং সর্বনিম্ন স্তরের হবে ঐ ব্যক্তি, যার সেবার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় দশ হাজার সেবক উপস্থিত থাকবে, যা অন্য জনের নিকট থাকবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ আব্দুর রহমান আল মুআফিরী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক

জান্নাতবাসীর সেবায় দু'সারি কিশোর থাকবে। যাদের সারির শেষ প্রান্ত তার দৃষ্টিসীমা বহির্ভূত হবে। সে যখন হাটবে, সকলেই তার পিছু পিছু হাটবে।

আবূ খায়ছামা রহ.স্ব-সনদে আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون الف خادم সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তির জন্য আশি হাজার সেবক থাকবে। واثنتان وسبعون زوجة এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। وتنصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء তার জন্য জাবিয়া এবং সানআর (দু'টি স্থান) মধ্যবর্তী দূরত্বসম মুক্তা, পদ্মরাগমণি ও পোখরাজ দ্বারা নির্মিত গম্বুজ থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পর আসনে হেলান দিয়ে থাকবে। তার নিকট দু'সারি সেবক থাকবে। দু'সারির দু'পার্শ্বে দু'দরযা থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আগত ফিরিশতা অনুমতি প্রার্থনা করবে। দরযার নিকটবর্তী সেবক তখন উঠে দেখবে, ফিরিশতা অনুমতি প্রার্থনা করছে। ঐ সেবক তখন তার সামনের সেবককে তা জানাবে। এভাবে ধারাক্রমে মু'মিন ব্যক্তি পর্যন্ত এ সংবাদ পৌছলে সে তার নিকটবর্তী সেবককে বলবে, তাকে অনুমতি দাও। এরপর ঐ সেবক তার নিকটবর্তী জনকে বলবে, এভাবে ধারাক্রমে দরযায় নিকটবর্তী সেবকের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে সে ফিরিশতার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দবে। তখন ফিরিশতা ভিতরে প্রবেশ করে সালাম দিবে এবং পুনরায় ফিরে যাবে।

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে যাহহাক ইবনে মুযাহিম রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর বন্ধু মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান কালে আল্লাহর নিকট হতে ফিরিশতা এসে প্রহরীকে বলবে, আল্লাহর বন্ধুর নিকট আল্লাহর দূতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। প্রহরী তার নিকট এসে বলবে, হে আল্লাহর বন্ধু! আল্লাহর দূত আপনার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করছে, তাকে অনুমতি প্রদান করুন। ফিরিশতা তার নিকট প্রবেশ করে তাকে উপঢৌকন দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর বন্ধু!

তোমার প্রভু তোমার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন এবং এ উপঢৌকন হতে খাওয়ার জন্য বলেছেন। তখন সে তা থেকে খাবে, এই এক খাবারের ভেতর সে জান্নাতের হরেক রকম ফলের স্বাদ অনুভব করবে।

যাহ্হাক রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًا এর মাঝে সেই ঘটনারই দৃশ্যায়ন করে।

সহীহ মুসলিমে[৩৯৩] হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, سأل موسى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة মূসা আ.আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী সম্পর্কে জানার আরজ করলেন। فيقال له قال هو رجل يجيئ بعد ما ادخل أهل الجنة الجنة ادخل الجنة আল্লাহ তা'আলা বলেন, জান্নাতীদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের হল ঐ ব্যক্তি, যে সকল জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। فيقول اي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا أخذاتهم সে ব্যক্তি বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে প্রবেশ করব, সকলে তো স্ব স্ব অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। যা নেওয়ার তা নিয়ে নিয়েছে। فيقال له : اترضى ان يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি চাও? তোমাকে সমগ্র পৃথিবী পরিমাণ রাজত্ব দান করা হোক? فيقول : رضيت ربِّي সে বলবে, আমি এতে সন্তুষ্ট হে প্রভু! فيقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার জন্য অনুরূপসহ আরো চারগুণ রয়েছে। فيقول الخامس : رضيت ربِّي সে পঞ্চমবার বলবে, আমি এতে সন্তুষ্ট হে প্রভু!

فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينيك আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, তোমার জন্য তাই থাকল। সাথে অতিরিক্ত হিসাবে এর দশগুণ এবং তোমার মন যা চায় ও তোমার আঁখিদ্বয়ের যা শোভা তাই তুমি পাবে। فيقول : رضيت ربِّي সে তখন বলবে, আমি সন্তুষ্ট হে প্রভু!

---

৩৯৩. খ. ১ পৃ. ১০৮

ইমাম বায্যার রহ. স্ব-সনদে স্বীয় মুসনাদে হযরত আবূ সাঈদ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাত এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, একটি ইট স্বর্ণের আরেকটি রৌপ্যের। এভাবে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। তাতে স্বীয় হাত মোবারক দিয়ে গাছ লাগিয়েছেন (তাঁর শান মোতাবেক) এবং জান্নাতকে বললেন, আমার সাথে কথা বল। তখন জান্নাত বলে উঠল ○ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ *নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ সফলকাম।*

অতঃপর ফিরিশতা তাতে প্রবেশ করে বলল, তোমার সৌভাগ্য, তুমি বাদশাহদের গন্তব্য স্থল। (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, প্রত্যেক জান্নাতীই বাদশাহ হবে।) জান্নাতীদের শিরে মুকুট পরানো হবে। যেরূপ মুকুট বাদশাহরা মাথায় পরিধান করে থাকে।

## জান্নাত কল্পনার চেয়েও অনিন্দ্য সুন্দর

জান্নাত অবশ্যই মানব কল্পনার ঊর্ধ্বে। তার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সেই সৌন্দর্যের কল্পনা মানব চিন্তাশক্তির বহু উপরে। জান্নাতের একটি খড়কুটা রাখার পরিমাণ স্থান লাভ করাও দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ○ *তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকা। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে,* فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ*[৩৯৪]।

এবার চিন্তা করে দেখুন, গভীর রাতে চুপে চুপে নামায পড়ার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এমন বস্তু লুক্কায়িত রেখেছেন, যা কেউ জানে না। রাতের বেলা যে কষ্ট-ক্লেশ ও ভয়কে ডিঙ্গিয়ে সে শয্যা ত্যাগ করেছে, তার প্রতিদান প্রদান করা হবে এমন বস্তু দ্বারা যা তার চক্ষুর জন্য শীতলদায়ক হবে।

সহীহায়নে[৩৯৫] বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اعدت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب

---

৩৯৪. সূরা সাজদাহ, আয়াত : ১৭

৩৯৫. বুখারী. খ. ১, পৃ. ৪৬০. মুসলিম খ. ২, পৃ. ৩৭৮

بشر আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন বস্তু তৈরী করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, এমনকি কোন মানব হৃদয়ে তার কোন চিন্তাও উদিত হয়নি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ আয়াতটি পাঠ করেন।

বুখারীর একটি সনদে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন, যদি তোমরা দলীল চাও, তবে فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ আয়াতটি পাঠ করতে পার।

সহীহ মুসলিমে হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস সাইদী রা. হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। যে মজলিসে তিনি জান্নাত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার শেষাংশে তিনি বলেন, জান্নাতে এমন সব বস্তু থাকবে যা কোন চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি, যার কোন চিন্তা কোন মানব হৃদয়ে উদিত হয়নি। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ আয়াতটি পাঠ করেন।

সহীহায়নে[৩৯৬] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أوتغرب জান্নাতে একটি ধনুক রাখার পরিমাণ স্থান লাভ করা ঐ পৃথিবী যার উপর সূর্যের উদয় অস্ত ঘটে তা থেকে অনেক উত্তম।

পূর্বে হযরত আবূ উমামাহ-এর মারফূ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها জান্নাত লাভের প্রস্তুতি গ্রহণকারী কেউ কি নেই? জান্নাত তো এমন স্থান, যাতে কোন বিপদের শংকা নেই। هي ورب الكعبة! نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهرمطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة কাবার প্রভুর শপথ! জান্নাতে রয়েছে প্রদীপ্ত জ্যোতি, সুরভি

৩৯৬. বুখারী. খ. ১ পৃ. ৪৬১

বিচ্ছুরণকারী ফুল, সুরম্য মযবূত অট্টালিকা, প্রবহমান নদী, পাকা ফল ও অপরূপ সুদর্শন সুন্দর রমণী, وحلل كثيرة ومقام في ابد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة ومحلة عالية بهية বস্ত্রসম্ভার, চিরস্থায়ী নিবাস, শান্তিময় ও নিরাপদ আবাস, ফল, সবুজ-শ্যামল নকশী চাদর, নিআমতরাজি, সুরম্য-সুউচ্চ প্রাসাদ সমূহ। জান্নাত আল্লাহর মহান সৃষ্টি। জান্নাতের জন্য মর্যাদার বিষয় হল, তা পেতে হলে এক মাত্র আল্লাহর কাছেই হাত পাততে হয়। যদি জান্নাতের এ সম্মান ও মর্যাদার খেয়াল না করাও হয়, তার পরও জান্নাতের নিজস্ব সৌন্দর্য ও সুশোভিত সাজসজ্জা তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হবে।

যেমন সুনানে আবূ দাউদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا يسئل بوجه الله الا الجنة আল্লাহ তা'আলার জাতের ওসীলায় একমাত্র জান্নাতই প্রার্থনা করা চাই বা যায়।

মু'জামে তাবারানীতে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لماخلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেছেন, তখন তাতে এমন বস্তু রেখেছেন যা কোন চক্ষু কখনো প্রত্যক্ষ করেনি, কোন কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি এবং যার চিন্তা কখনো কোন মানব হৃদয়ে উদিত হয়নি। ثم قال لها تكلمي অতঃপর আল্লাহ তাকে বললেন, আমার সাথে কথা বল, فقالت قد افلح المؤمنون তখন জান্নাত বলে উঠল, নিশ্চয়ই মু'মিনগণ সফলকাম।

সহীহ বুখারীতে হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, জান্নাতে একটি ধনুক রাখার পরিমাণ স্থান লাভ করা দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু হতে উত্তম। ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতে ধনুক রাখার সমপরিমাণ স্থান লাভ করাটাও দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সকল বস্তু হতে উত্তম।

ইমাম তিরমিযী[৩৯৭] স্ব-সনদে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لو ان ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض জান্নাতে যে সকল বস্তু রয়েছে, তন্মধ্য হতে যদি নখ অপেক্ষাও কমপরিমাণ বস্তু প্রকাশ পেত, তবে ভূ-মণ্ডল ও নভমণ্ডলের মধ্যবর্তী সকল বস্তু আলোকিত হয়ে পড়ত। ولو ان رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء الكواكب যদি কোন জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উঁকি মেরে দেখত আর তার কংকণের কিয়দংশ প্রকাশ পেত, তবে সূর্যের আলো তেমনি বিবর্ণ হয়ে যেত যেমনিভাবে সূর্যের কারণে নক্ষত্রের আলো বিবর্ণ ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. হতে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

পক্ষান্তরে কত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত সে স্থান, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তার হাত মুবারকে গাছ রোপণ করেছেন এবং যা তার বন্ধুদের অবস্থানস্থল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর রহমত, দয়া, করুণা ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন। তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, তা লাভ করা অত্যন্ত কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বিষয়। তার রাজত্ব হল বিশাল রাজত্ব। সকল প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গল তাতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও বিপদ-আপদ হতে তাকে পবিত্র রাখা হয়েছে।

যদি তুমি তার মাটি সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার মাটি হবে কস্তুরির ও যাফরানের।

যদি তার ছাদ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, তার ছাদ হল আল্লাহর আরশ।

যদি তুমি তার বিছানা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার বিছানা হল সুবাস ছড়ানো কস্তুরি।

যদি তার পাথরকণা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হল মুক্তা।

---

৩৯৭. খ. ২ পৃ. ৮০

যদি তার অট্টালিকা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার একটি ইট হবে স্বর্ণের, আরেকটি ইট হবে রৌপ্যের।

যদি তার গাছ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার প্রত্যেকটি গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, কাঠের নয়।

যদি তার ফল সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার ফল হবে মটকার ন্যায় বৃহদাকারের ও পনীর অপেক্ষা অধিক কোমল এবং অমৃত অপেক্ষা অধিক মিষ্ট।

যদি তার পাতা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাপড়ের জোড়া হতেও অত্যাধিক সুন্দর।

যদি তার নহর সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাতে এমন দুধের নহর রয়েছে, যার স্বাদ কখনো বিকৃত হবে না। এমন খাঁটি শরাবের নহর রয়েছে, যা পানে পানকারী পরিতৃপ্ত হয় ও স্বচ্ছ অমৃতের নহর রয়েছে।

যদি তার খাদ্য সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে জান্নাতীদের নিজস্ব পসন্দকৃত ফল ও তাদের রুচিসম্মত পাখির গোশত।

যদি তার পানীয় সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার পানীয় হবে অমৃত সুধা, আদ্রক ও কর্পূরের।

যদি তার বাসন পত্র সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে আরশির ন্যায় স্বচ্ছ স্বর্ণ-রৌপ্যের।

যদি তার দরযার প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার দরযার দু'কপাটের মধ্যে চল্লিশ বছরের দূরত্বসম ব্যবধান থাকবে। তবে এমন একদিন আসবে, যেদিন প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন তাকে রুদ্ধ দ্বারের ন্যায় মনে হবে।

যদি প্রবাহিত মৃদু সমীরণের ফলে বৃক্ষের পল্লব হতে সৃষ্ট সুর সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে সুমিষ্ট সুরেলা আওয়ায, যা শ্রোতাদের বিমুগ্ধ ও আবিষ্ট করবে।

যদি তার গাছের ছায়া সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে এমন এক গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় দ্রুতগামী আরোহী একশত বছরে ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

যদি তার প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির লাভকৃত স্থানের পরিধি এ পরিমাণ হবে যে, তার রাজত্ব, সিংহাসন, প্রাসাদ ও উদ্যানে দ্রুতগামী আরোহী দু'হাজার বছর ভ্রমন করেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।

যদি তার তাঁবু ও গম্বুজ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, তার তাঁবু হবে ষাট মাইল দীর্ঘ ফাঁপা একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত।

যদি তার প্রাসাদ ও অট্টালিকা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার প্রাসাদ হবে স্তর স্তর করে নির্মিত। যার পাদদেশে নদী প্রবহমান।

যদি তার উচ্চতা সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে আকাশের প্রান্তে উদিত বা অস্তমিত নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি দাও, যা দৃষ্টিসীমার বহু উর্ধ্বে।

যদি তার অধিবাসীদের পোশাক সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তা হবে রেশম ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরী।

যদি তার বিছানা সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার বিছানার চাদর হবে পুরু রেশমের, যা উঁচু স্থানে বিছানো থাকবে।

যদি তার খাট সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তার খাট হবে রাজকীয় খাট, তার উপর স্বর্ণের বোতাম বিশিষ্ট মশারি থাকবে। যাতে কোন ছিদ্র থাকবে না।

যদি তার অধিবাসীদের চেহারা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত।

যদি তাদের বয়স সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তারা হবে ৩৩ বছরের তরুণ এবং তাদের অবয়ব হবে আদি পিতা হযরত আদম আ.-এর অবয়বের ন্যায়।

যদি তার সংগীত সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, সেখানে হূরে-ঈন সংগীত গাবে। ফিরিশতা ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সুর আরো সুমিষ্ট হবে আর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে যে সম্বোধন করবেন, তা পূর্বেও সবকিছু অপেক্ষাও অধিক সুমিষ্ট হবে।

যদি তুমি তাদের বাহন সম্পর্কে জানতে চাও, যার উপর আরোহণ করে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে, তবে জেনে নাও, তা হবে অত্যন্ত উন্নত জাতের অশ্ব। সেগুলো তাদেরকে যেখানে তারা চাইবে, সেখানে নিয়ে যাবে।

যদি তাদের অলংকার সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের অলংকার হবে মুক্তাখচিত স্বর্ণের কংকণ আর তাদের মাথায় মুকুট থাকবে।

যদি তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত সেবকদের সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের সেবক হবে বিক্ষিপ্ত মুক্তা সদৃশ চির কিশোর।

যদি তাদের স্ত্রী ও পত্নী সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, তাদের স্ত্রী হবে উদভিন্ন যৌবনা সমবয়স্কা তরুণী। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌন রস ধাবমান থাকবে। তাদের গণ্ডদেশ হবে গোলাপ ও আপেলের ন্যায় সুদর্শনা। তাদের স্তন হবে আনারের ন্যায় উত্থিত। তাদের দাঁত হবে মুক্তার মালা সদৃশ উজ্জ্বল ও জ্বলজ্বলে। তাদের কোমর হবে সরু। তাদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য এমন হবে, যেন সুর্য তাতে ঘূর্ণন করছে। তারা যখন হাসবে, তখন তাদের দাঁত হতে দীপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। তারা যখন তাদের প্রিয়তমের নিকট আসবে, তখন দু'টি আলোর সম্মিলনে যে অবস্থা সৃষ্টি হবে, তা বর্ণনাতীত। তখন তাদের কথাবার্তার দৃশ্যটা কি কল্পনা করা যায়। সে ব্যক্তি তার সে স্ত্রীর গণ্ডদেশে স্বীয় মুখমণ্ডল ঠিক তেমনি দেখতে পাবে, যেমনিভাবে স্বচ্ছ আয়নাতে দেখতে পায়। সে তার পায়ের গোছার মজ্জা গোশতের ভিতর থাকাবস্থায়ই দেখতে পাবে। চর্ম, হাড় ও পোশাক কিছুই তাতে আড়াল সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি সে রমণী দুনিয়ার দিকে উঁকি মেরে দেখত, তবে সকল পৃথিবী সুগন্ধিতে সুরভিত হয়ে যেত ও সমগ্র মাখলুক আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ জপতে শুরু করত ও তার বড়ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে শুরু করত। পূর্ব-পশ্চিম সব কিছুই তার আলোতে আলোকিত হয়ে যেত ও সকল আঁখির দৃষ্টি একমাত্র তার প্রতি নিবদ্ধ থাকত এবং সূর্যের আলো তেমনিভাবে বিবর্ণ হয়ে যেত, যেমনিভাবে সূর্যের কারণে নক্ষত্রের আলো বিবর্ণ হয়ে যায়। আর ভূ-পৃষ্ঠের সকল মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নিত। তার মাথায় অবস্থিত ওড়নী দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম। জান্নাতী ব্যক্তির অন্যতম মধুরতম প্রত্যাশা হবে সে রমণীর মিলন। সময়ের বিবর্তন তার রূপ-লাবণ্যকে বাড়িয়ে তুলবে ও সময় যতই অতিক্রান্ত হবে, তাদের প্রেম-ভালবাসা আরো গভীর হবে। সে স্ত্রী গর্ভধারণ, সন্তান প্রজনন, ঋতুস্রাব, প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব নাকের শ্লেশ্মা, থুথু , মলমূত্র ও সকল প্রকার ময়লা

হতে পবিত্র থাকবে। তার যৌবনের কখনো পরিসমাপ্তি ঘটবে না। তার পোশাক পুরাতন হবে না। রূপ-লাবণ্যও হ্রাস পাবে না। তার মিলন সুরভি কখনো বিরক্তিকর হবে না। তার দৃষ্টি সর্বদা একমাত্র তার স্বামীর প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকবে। স্বীয় স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি কখনো সে দৃষ্টিপাত করবে না। সে ব্যক্তির দৃষ্টি একমাত্র ঐ স্ত্রীর প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে। কেননা, সে-ই হল তার চূড়ান্ত প্রত্যাশা। সে ব্যক্তি তার প্রতি তাকালে সে তাকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে তুলবে। ঐ মহিলা তার আনুগত্বের ও তার অনুপস্থিতিতে তার সম্মান রক্ষার ব্যাপারে নির্দেশিত থাকবে। সে রমণীকে ইতোপূর্বে কোন জিন বা মানুষ স্পর্শ করবে না। সে ব্যক্তি তার দিকে তাকালে তাকে আনন্দিত ও বিমুগ্ধ করে তুলবে। তার কথা সে ব্যক্তির কানে মুক্তার মালা ও বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায় বাজবে। (অর্থাৎ শব্দমালা মুক্তার মালা ও বিক্ষিপ্ত মুদ্রা সদৃশ হবে) সে আত্মপ্রকাশ করলে প্রাসাদও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

যদি তার বয়স সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, সে হবে মধ্য যৌবনা সমবয়সী তরুণী।

যদি তুমি তার সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে চাও, তবে কি তুমি চন্দ্র-সূর্য দেখোনি (অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় সুন্দর সুদর্শনা হবে)

যদি তাদের চক্ষু সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, তাদের চক্ষু হবে স্বচ্ছ শুভ্র ও সুন্দর কৃষ্ণ বর্ণের।

যদি তাদের অবয়ব সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তাদের অবয়ব তথা শারীরিক কাঠামো হবে গাছ শাখার ন্যায় নমনীয়।

যদি তুমি তাদের স্তন সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তারা হবে উদভিন্ন যৌবনা। তাদের স্তন পুষ্ট আনারের ন্যায় উত্থিত হবে।

যদি তাদের বর্ণ সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে রাখ, তাদের শরীরের বর্ণ হবে পদ্মরাগ মণি ও প্রবাল সদৃশ্য।

যদি তাদের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাও, তবে জেনে নাও, তারা হবে সুশীলা সুন্দরী। যাদের মধ্যে বাহ্যিক ও আত্মিক সৌন্দর্যের চমৎকার সমন্বয় ঘটবে। সুতরাং তারা হবে হৃদয়ের তুষ্টি ও নয়নের শীতলতার কারণ।

যদি তাদের স্বামীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সেখানকার তৃপ্তি উপভোগ সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে জেনে নাও, তারা হবে দাম্পত্য জীবনে হাস্যোজ্জ্বল হৃদয় মোহিনী সোহাগিণী, কোমল আচরণকারিনী। হাস্যোজ্জ্বল সে রমণী সম্পর্কে কি কল্পনা করা যায়, যার হাসিতে জান্নাত আলোকিত হয়ে উঠবে। তারা যখন এক প্রাসাদ হতে অন্য প্রাসাদে স্থানান্তরিত হবে, তখন মনে হবে, এক রবি আকাশের কক্ষপথে স্থানান্তরিত হচ্ছে। তারা যখন স্বীয় স্বামীদের নিকট উপস্থিত হবে, সে দৃশ্য কত চমৎকার হবে। তারা স্বামীদের সাথে আলিঙ্গন করবে, তা কতই না চমৎকার ও উপভোগ্য হবে। কবির ভাষায়-

ان طال لم يملل وان هى حدثت      ز ود المحدث انها لم توجز

তাদের দীর্ঘ কথা বিরক্তিকর হবে না, শ্রোতারা তাদের কথা সংক্ষিপ্ত না করার প্রত্যাশা করবে (বরং তাদের কথায় শ্রোতা তৃপ্তি ও স্বাদ উপভোগ করবে)।

তাদের গীত-সংগীত কান ও চোখের জন্য কতই না তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য হবে। তাদের ভালবাসা বিনিময় ও স্বাদ উপভোগ কতই না তৃপ্তিদায়ক হবে। যখন সে চুম্বন করবে, তখন তাদের কাছে সে চুম্বন অপেক্ষা তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য আর কিছুই হবে না। তারা যখন স্পর্শ করবে, তখন তা অপেক্ষা অধিক উপভোগ্য ও তৃপ্তিদায়ক আর কিছুই হবে না।

যদি ইয়াউমুল মাযীদে আল্লাহর কাছে গমন ও তার বর্ণনাতীত ও চিত্রায়নাতীত চেহারা মুবারক সম্পর্কে জানতে চাও, তাহলে আকায়ে নামদার তাজদারে মাদীনা হতে হযরত জারীর, সুহায়ব, আনাস, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা ও আবূ সাঈদ খুদরী রা.দের উদ্ধৃতিতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাধারার সূত্রে হাদীসের অসংখ্য গ্রন্থে বর্ণিত এ হাদীসটি শুনুন। হাদীসে রয়েছে, সেদিন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে দর্শন দিবেন, সুতরাং তোমরা তার দর্শন লাভে এসো। তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। তারা ক্ষিপ্রগতিতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। তারা তখন দেখতে পাবে, তাদের জন্য উন্নত জাতের অশ্ব প্রস্তুত। তারা যে ঘোড়ায় চড়ে বসবে, সে

ঘোড়ার অত্যন্ত দ্রুতগতির চালক থাকবে। তারা অশ্বে আরোহণ করে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থান আফীহ প্রান্তরে পৌঁছবে আর সেখানেই সকলে সমবেত হবে।

আল্লাহ তা'আলা তখন কুরসী রাখার নির্দেশ দিবেন। তা তখন সেখানে রাখা হবে। জান্নাতীদের জন্য সেখানে নূরের মুক্তার পোখরাজ ও স্বর্ণের মিম্বর স্থাপন করা হবে। তাদের কেউ কোন দুরবস্থার শিকার হবে না; বরং তাদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি কস্তুরির টিলায় বসবে। সে মনে করবে না যে সিংহাসনে উপবেশনকারীরা তার থেকে অধিক নিআমত লাভকারী; বরং সকলে স্ব-স্ব আসনে বসার পর সেও স্বীয় আসনে অত্যন্ত স্বস্তি-শান্তির সাথে বসবে। তখন একজন ঘোষক বলবে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তোমরা কি চাও, আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করবেন।

জান্নাতী বলবে, তা কেমন প্রতিশ্রুতি? তিনি তো আমাদের চেহারা সুউজ্জ্বল করেছেন। আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করেছেন। আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন ও দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তারা সে অবস্থায় থাকাবস্থায়ই একটি নূর প্রলম্বিত হতে দেখবে। তখন তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে, আল্লাহ তা'আলা উপর থেকে জান্নাতীদেরকে ঝুঁকে দেখছেন (তাঁর শান মোতাবেক)। এরপর বলবেন, হে জান্নাতীরা! তোমাদের প্রতি শান্তি। জান্নাতীরাও এমন ভাষায় জবাব দেবে, যার চেয়ে সুন্দর আর জবাব হতে পারে না اللهم انت السلام ومنك السلام হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, শান্তি আপনার পক্ষ হতেই।تباركت ذو الجلال والاكرام হে মহৎ ও মহান! তোমার সত্তা কতইনা মহান।فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضحك اليه আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড়ত্বের পর্দা সরিয়ে তাদের সামনে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় দৃশ্যমান হবেন। تعالى ويقول يا أهل الجنة فيكون أوّل مايسمعونه منه এবং বলবেন, হে জান্নাতীরা! তারা সর্বপ্রথম তাঁর যে কথা শুনবে তা হবে أين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد কোথায় আমার সে বান্দারা, যারা আমাকে না দেখেই আমার আনুগত্য করেছে। আজ হল ইয়াওমুল মাযীদ (অতিরিক্ত প্রতিদান পাওয়ার দিন) فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فأرض عنا তারা তখন সমবেত কণ্ঠে বলে উঠবে, হে প্রভু! আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি যদি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হতাম, তবে

তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতাম না। আজ হল ইয়াওমুল মাযীদ (অতিরিক্ত প্রতিদান প্রাপ্তির দিন) সুতরাং তোমরা যা চাওয়ার, চাও। তারা তখন সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের দর্শন দিন, যেন আমরা আপনাকে দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড়ত্বের পর্দা সরিয়ে তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন, তার নূর তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। যদি তাদেরকে ভস্মীভূত না করার আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা না হত, তবে সকলে ভস্মীভূত হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সামনে থাকাবস্থায় বলবেন, হে আমার অমুক বান্দা! তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে, যখন তুমি অমুক কাজটি করছিলে, তাকে দুনিয়ার কিছু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তখন সে বান্দা বলবে, হে প্রভু! আপনি কি তা ক্ষমা করে দেননি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার ক্ষমার বদৌলতে তুমি এ স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছ।

হায়! সে কী শ্রুতিমধুর বাক্যালাপ ও মধুময় আলোচনা! মহান প্রভুর দীদার আর তাঁর সাথে কথোপকথনে তনু-মনে সে কী আলোড়ন সৃষ্টি হবে! আফসোস সে সকল লোকদের, লাঞ্ছনাময় ক্ষতিগ্রস্ততার সওদা নিয়ে প্রভু মহানের দরবারে উপস্থিত হবে। وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَافَاقِرَةٌ *আর কিছু মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে পড়বে, আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে*[৩৯৮]।

জনৈক কবি বলেন, فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم

এসো তুমি চিরস্থায়ী উদ্যানে, এটাই তোমার উত্তম গন্তব্য, তাতে রয়েছে তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর।

ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

কিন্তু আমরা তো হলাম শত্রুর বন্দিশালায় আবদ্ধ, তবে কি তুমি মনে কর, তুমি শয়তানের কারাগার হতে মুক্ত হয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে?

---

[৩৯৮]. সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৫

## পূর্ণিমার চাঁদ সদৃশ হাস্যোজ্জ্বল অবয়বে মহান আল্লাহর দর্শন

এ অধ্যায়টি একিতাবে আলোচিত সকল অধ্যায় অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যা অত্যন্তমর্যাদাকর। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্য চক্ষুর শীতলতা। বিদআতী ও ভ্রষ্টদের জন্য কঠোরতম। জান্নাত প্রত্যাশীদের এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য। জান্নাত প্রত্যাশাকারীদের এটাই প্রত্যাশা করা উচিত। অগ্রগামীদের এরই প্রতি অগ্রগামী হওয়া উচিত। আমলকারীদের এ উদ্দেশ্যেই আমল করা চাই। জান্নাতীরা এ নিআমত লাভ করার পর জান্নাতের অন্য সকল নিআমতের কথা ভুলেই যাবে। এ নিআমত হতে বঞ্চিত হওয়াই জাহান্নামীদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি। এ ব্যাপারে সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম, সকল সাহাবা, সকল তাবেঈ ও পরবর্তী যুগে যুগে আগত সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ধিকৃত বিদআতীরা, অধ:পতিত জাহমিয়া ফিরকার সদস্যরা, নিরাশ্বরবাদী নাস্তিকেরা, সমস্ত ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন বাতেনী ফিরকার লোকেরা, শয়তানের অনুসারী শিআরা, যারা নির্বোধ জাহান্নামীরাও আল্লাহ তা'আলার সিফাত অস্বীকারকারী ফিরআউন, ফিরকা বাতেনিয়া, ফিরকা শয়তানের রশিকে শক্তভাবে ধারনকারী, আল্লাহর রজ্জু ছিন্নকারী, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে গালমন্দকারী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে বিবাদকারী, আল্লাহ ও রাসূলের দীনের শত্রুদের সাথে আপোষকারী, এসকল ভণ্ড কূপমণ্ডুকেরা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের বিষয়টিকে অস্বীকার করে। তারা আল্লাহ তা'আলা থেকে আড়ালেই থাকবে এবং তাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। এরাই হল পথভ্রষ্ট, অভিশপ্ত শিআ সম্প্রদায়, এরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের শত্রু।

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব এর প্রথম দলীল

আল্লাহ সে ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সকল মাখলূক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেরা জ্ঞানী। পৃথিবীবাসীর মধ্যে একমাত্র সেই সৌভাগ্যবানই আল্লাহর গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট এ আরযি পেশ করেছেন, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ *হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।* قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي *তিনি বললেন 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য কর, তা স্ব-স্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখবে।* فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا *যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।*

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ এআয়াতাংশটি কয়েকভাবে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে।

**প্রথম যুক্তি :**

আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনকারী সম্মানিত রাসূল হতে এমন বিষয়ের আবেদন কল্পনাও করা যায় না, যা সম্ভব ও সঠিক নয়; বরং তা নিতান্তই ভুল ও অসম্ভব। কিন্তু ইউনানীর দর্শনবেত্তা ও স্বমেধার অনুগামীদের ভ্রান্ত যুক্তি মতে আল্লাহকে পানাহার ও নিদ্রার অনুরোধ করা যেমন অসম্ভব ও ভুল, তেমনি তাকে দেখার অনুরোধ জ্ঞাপনও ভুল।

বিস্ময় লাগে, কিভাবে সাবী (নক্ষত্রপূজক) অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক মুশরিক অভিশপ্ত জাহমিয়ারা ও খোদাদ্রোহীদের অনুসারী জুটেছে। এরা কি মূসা আ. এর চেয়েও আল্লাহ তা'আলার মারিফাত অধিক লাভ করেছিল? কোন বস্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা সমীচীন নয় বা কোনটি সমীচীন, এ ব্যাপারে কি তারা মূসা আ. অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত ছিল? তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা সম্পর্কে মূসা আ. অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত? (না বিষয়টি এমন নয়; বরং মূসা আ.-ই আল্লাহ তা'আলার অধিক মারিফাত হাসিল করেছিলেন। তিনিই অধিক জ্ঞাত, কোন বস্তু হতে আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র বিশ্বাস করতে হবে আর কোন বস্তুর আরযি তাঁর নিকট পেশ করা

সম্ভব। আর কোন বস্তুর আরযি পেশ করা সম্ভব নয়। এর দ্বারাই এটা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ অসম্ভব নয়; বরং সম্ভব। কিন্তু দুনিয়াতে আমাদের শারীরিক সত্তা রূহানী সত্তার উপর বিজয়ী বলেই প্রভুর দর্শন সম্ভব হয় না। নয়তো বিষয়টি সম্ভব বলেই পরকালে যখন আমাদের পবিত্র রূহানী সত্তার প্রাধান্য হবে, তখন আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব। ইনশাআল্লাহ।

**দ্বিতীয় যুক্তি :**

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ.-এর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেননি। যদি তা অসম্ভবই হত, তাহলে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতেন। হযরত মূসা আ.-এর এ আবেদন হযরত ইবরাহীম আ.-এর এ আবেদনের মতই। যখন তিনি আবেদন করেছিলেন, رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى হে আমার *প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও*[৩৯৯] ।

হযরত ঈসা আ. এর আকাশ থেকে খাবার অবতরণের আবেদনও অনুরূপ। যদি তাদের এ আবেদন সঠিক না হত, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের আবেদন তেমনিভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন, যেমনিভাবে হযরত নূহ আ.-এর স্বীয় পুত্রকে প্লাবন হতে রক্ষার আবেদন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা সে প্রসঙ্গে বলেছেন فَلَا تَسْأَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ০ *সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।*

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ০ *সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এজন্য আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন ,তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব*[৪০০] ।

---

[৩৯৯]. সুরা, বাকারা, আয়াত : ২৬০

[৪০০]. সূরা, হুদ, আয়াত : ৪৫-৫৭

**তৃতীয় যুক্তি :**

হযরত মূসা আ.-এর আবেদনের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, لَنْ تَرَانِي অর্থাৎ তুমি কখনো আমায় দেখতে পাবে না, আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি لَا تَرَانِي । এমনিভাবে এও বলেননি, আমার দর্শন সম্ভব নয়, উভয় উত্তরের মধ্যকার পার্থক্য একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে।

لَنْ تَرَانِي দ্বারা বুঝা যায়, দর্শন তো সম্ভব কিন্তু এ পার্থিব জগতে আমার দর্শন লাভের শক্তি তোমার নেই। আর لَا تَرَانِي দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যেহেতু আমার দর্শন কাজটিই কোনো মতেই হতে পারে না। সুতরাং তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। لَنْ تَرَانِي দ্বারা জবাব প্রদান দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়, দর্শনকার্য মূলত সম্ভব।)

সুতরাং এর দ্বারা এটাই বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা দর্শন তো দিতে পারেন, কিন্তু হযরত মূসা আ.-এর এ পার্থিব জগতে তা বরদাশত করার শক্তি নেই।

**চতুর্থ যুক্তি :**

হযরত মূসা আ.-এর আবেদনের পেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي *তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্ব-স্থানে স্থির থাকলে তুমি আমাকে দেখবে।* এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বুঝিয়েছেন, পাহাড় অত্যন্ত মযবূত ও দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও স্ব-স্থানে স্থির থাকতে পারেনি, তবে দুর্বল মানব কিভাবে স্থির থাকতে সক্ষম হবে?

**পঞ্চম যুক্তি :**

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পর্বতকে স্ব-স্থানে স্থির রাখতে সক্ষম, এটি কোন অসম্ভব বিষয় নয়, বরং সম্ভব বিষয়। আর আল্লাহ তা'আলা সম্ভাব্য বিষয়ের সাথেই তাঁর দর্শনকে শর্তযুক্ত করেছেন। সুতরাং যদি দর্শন মূলত সম্ভব না হত, তবে তাকে সম্ভাব্য বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করতেন না। যদি দর্শন মূলেই সম্ভব না হত, তবে তা ঐ উক্তির মতো হত, যেদিন পর্বত স্ব-স্থানে স্থির থাকবে, সে দিন আমি পানাহার করব, ঘুমাব। কেননা উভয়টি সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে সমান।

**ষষ্ঠ যুক্তি :**

আল্লাহ তা'আলার বাণী فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا *যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।* এটিই আল্লাহ তা'আলার দর্শনের সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা পর্বত, যা একটি জড় বস্তু, ছাওয়াব-আযাব কোনটিই তার সাথে আবর্তিত হয় না, তাহলে তাতে যখন আল্লাহ তা'আলার দর্শনের জ্যোতি প্রকাশ পেতে পারে, তবে নবী-রাসূল ও ওলিগণকে কেন আল্লাহ তা'আলা দর্শন দিবেন না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, পার্থিব জগতে পর্বত অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু স্ব-স্থানে স্থির থাকতে পারেনি, তবে দুর্বল মানুষ কি করে স্থির থাকবে? (কিন্তু আখিরাতে দর্শনে কোন সমস্যা হবে না)।

**সপ্তম যুক্তি :**

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই হযরত মূসা আ.-এর সাথে কথোপকথন করেছেন, তাকে সম্বোধন করেছেন, তাঁর সাথে গোপন কথা বলেছেন। সুতরাং যে সত্তার সাথে কোন মাধ্যম ব্যতীতই কথোপকথন করা সম্ভব, তার দর্শন তো আরো ভালোভাবে সম্ভব। তাই আল্লাহ তা'আলার দর্শনের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করার দ্বারা তার সাথে কথোপকথনের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদের মত হওয়া দরকার যে, আল্লাহ তাআলাকে যেমনিভাবে কেউ দেখতে পাবে না, তেমনি কেউ তাঁর সাথে কথোপকথনও করতে পারবে না।

এজন্যই তো হযরত মূসা আ. যখন তাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথনকে শুনতে পেলেন, তখন তাঁর দর্শন লাভের আরযি পেশ করলেন, তিনি তাকে সম্ভবই মনে করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেননি, এটা অসম্ভব; বরং বলেছেন, তুমি তা বরদাশত করতে পারবে না, যেমনিভাবে পর্বত প্রভুর নূরের জ্যোতিতে স্ব-স্থানে স্থির থাকতে পারেনি।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ لَنْ تَرَانِي এটা ভবিষ্যতের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বুঝায়। এ শব্দটি চিরকালীন নিষেধাজ্ঞা বুঝায় না। এর সদা ।أبدا

(কখনোই) শব্দ যুক্ত করলেও তা চিরকালীন নিষেধাজ্ঞা বুঝায় না। এখানে তাও করা হয়নি। কুরআনুল কারীমের অন্যত্র আল্লাহ জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলেছেন وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا *তারা কিছুতেই আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে পারবে না।* অথচ অন্য আয়াতে আছে, তারা জাহান্নামে তার প্রহরীকে ডেকে বলবে وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ *তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে নি:শেষ করে দেন*[৪০১] (অর্থাৎ তারা মৃত্যু কামনা করবে) তাহলে وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا এর মধ্যে أبدا অর্থাৎ সর্বদায়ের শর্ত থাকা সত্ত্বেও যেহেতু চিরকালীন নিষেধ বুঝায়নি তবে لن تراني এর মধ্যে أبدا অর্থাৎ চিরকালীন শর্ত না থেকেও কিভাবে সর্বদায়ের নিষিদ্ধতা বুঝাতে পারে? যেহেতু সর্বদায়ের নিষিদ্ধতা এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় না, তাহলে কোন এক সময় উক্ত কাজ অর্থাৎ দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন হওয়া সম্ভব। এটাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মত।

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব এর দ্বিতীয় দলীল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ *এবং আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহর সম্মুখীন হতে যাচ্ছ*[৪০২]।

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন, تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ *যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে "সালাম"*[৪০৩]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ *সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে*[৪০৪]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ *যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সহিত তাদের সাক্ষাত ঘটবে, তারা বলল*[৪০৫]।

---

[৪০১] সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৭৭

[৪০২] সূরা তাওবা, আয়াত : ২২৩

[৪০৩] সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৪

[৪০৪] সূরা কাহফ, আয়াত : ১১০

[৪০৫] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪৯

আরবী ভাষাবিদগণ এক্ষেত্রে একমত, لقاء শব্দটি যদি এমন কোন প্রাণীর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যা অন্ধ নয় ও সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা হতে মুক্ত। তখন لقاء দ্বারা উদ্দেশ্য হল পরিদর্শন তথা স্ব-চক্ষে দেখা।

এমতের উপর এ বলে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না, এরূপ لقاء শব্দটি তো মুনাফিকদের প্রতি করা হয়েছে। তাহলে কি তারা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ *পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে কপটতা স্থির করলেন, আল্লাহর সহিত তাদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত*[৪০৬]।

(এ ক্ষেত্রে বুঝা যায়, মুনাফিকরাও আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাত করবে, তাহলে এর দ্বারা কি দীদার তথা আল্লাহ তা'আলার দর্শন উদ্দেশ্য?)

এর দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না এ জন্য যে, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, কিয়ামত দিবসে মুনাফিকরা এমনকি কাফিররাও আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে।

আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে তিনটি মতামত রয়েছে।

**প্রথম মত :** শুধু মাত্র মু'মিনরাই আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।

**দ্বিতীয় মত :** হাশরের ময়দানে মু'মিন কাফির সকলেই আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে, তখন কাফেরদের সামনে আবরণ ফেলে দেওয়া হবে। এরপর তারা আল্লাহ তা'আলাকে আর দেখতে পাবে না।

**তৃতীয় মত :** শুধু কাফিররা আল্লাহকে দেখতে পাবে না। মুমিন ও মুনাফিক আল্লাহকে দেখতে পাবে।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ *হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাক, পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করবে*[৪০৭]।

এ আয়াতে فَمُلَاقِيهِ এর মধ্যকার যমীরের مرجع তথা প্রত্যাবর্তন স্থলের ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। এক: তার مرجع তথা প্রত্যাবর্তনস্থল হল

---

[৪০৬] সূরা বাকারা, আয়াত : ৭৭

[৪০৭] সূরা ইনশিকাক, আয়াত : ৬

আমল। অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি তোমার আমলনামা পেয়ে যাবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মানুষ ঐ কিতাব দেখতে পাবে, যাতে তাদের আমল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। দুইঃ ০ যমীরের مرجع তথা প্রত্যাবর্তন-স্থল হল, আল্লাহ তা'আলা। তখন তার অর্থ হল, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করবে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত সাক্ষাৎ।

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব; এর তৃতীয় দলীল

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ *আল্লাহ শান্তির আবাসের (জান্নাত) দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।*[৪০৮] لِلَّذِينَ أحسنوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَايَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةٌ أولئك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ *যারা মঙ্গলকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক। কালিমা ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে*[৪০৯]।

এআয়াতে الحسنى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত, আর زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার দীদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রা. তার এ ব্যাখ্যাই করেছেন। যেমন ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহ মুসলিমে[৪১০] স্ব-সনদে হযরত সুহাইব রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لِلَّذِينَ أحسنوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَايَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةٌ أولئك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ পাঠান্তে বললেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি পতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করতে চান। তখন জান্নাতীরা বলবে, কি সে প্রতিশ্রুতি?

---

৪০৮. সূরা ইউনুস, আয়াত : ২৫

৪০৯. সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৬

৪১০. খ. ১ পৃ. ১০০

তিনি কি আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করে দেননি? তিনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? তিনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আল্লাহ তা'আলা তখন স্বীয় বড়ত্বের পর্দা সরিয়ে তাদের সামনে দৃশ্যমান হলে জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। এটা তাদের নিকট তাদেরকে প্রদত্ত সকল নিআমত অপেক্ষা পসন্দনীয় হবে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণীতে زيادة দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

হাসান বিন আরাফাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهى الجنة অর্থাৎ যে সকল লোক দুনিয়াতে নেক আমল করবে, তাদের জন্য রয়েছে الحسنى (হুসনা) অর্থাৎ জান্নাত। والزيادة هى النظر إلى وجه الله تعالى আর زيادة (যিয়াদাহ) হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ।

মুহাম্মদ ইবনে জারীর রহ.স্ব-সনদে হযরত কা'ব ইবনে আজরাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম للذين أحسنوا الحسنى وزيادة এর ব্যাখ্যায় বলেন, زيادة (যিয়াদাহ) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ।

ইবনে জারীর রহ. স্ব-সনদে হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে للذين أحسنوا الحسنى وزيادة এর মধ্যস্থিত زيادة (যিয়াদাহ)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, الحسنى দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাত। আর زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দীদার।

আসাদুস্ সুন্নাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ মূসা রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক পাঠাবেন, যে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হুসনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হুসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত। তিনি তোমাদেরকে زيادة (যিয়াদাহ) এর প্রতিশ্রুতি দিয়ছেন, زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য

হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার। সকল জান্নাতীই তার এ ঘোষণা শুনতে পাবে।

ইবনে ওয়াহাব স্ব-সনদে হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে এক ঘোষককে ঘোষণা করার নির্দেশ প্রদান করবেন। সে ঘোষণা করবে। তার ঘোষণা অগ্র-পশ্চাতের সকলেই শুনতে পাবে। সে বলতে থাকবে, হে জান্নাতীরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে حسنى (হুসনা) ও زيادة (যিয়াদাহ)-এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। হুসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত আর যিয়াদাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ।

ইবনে জারীর রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ বকর রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি للذين أحسنوا الحسنى وزيادة এর ব্যাখ্যায় বলেন, زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ।

হযরত জারীর রহ. এর এ সনদেই হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন زيادةদ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা।

আলী ইবনে ঈসা রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ মুসা আশআরী রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা এক ঘোষণাকারীকে প্রেরণ করবেন, সে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমাদেরকে তোমাদের প্রভু যে সকল বিষয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, তোমরা কি সে বস্তু লাভ করেছ? জান্নাতীরা তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান ও অন্যান্য নিআমতের প্রতি তাকিয়ে বলবে, হ্যাঁ, আমরা সব কিছুই লাভ করেছি। ফিরিশতা তখন বলবেন, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة। এখানে زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. স্ব-সনদে আবূ তামীমা রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. কে বসরার জামে মসজিদে লোকদেরকে সম্বোধন করে বলতে শূনেছি, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন একজন ফিরিশতা জান্নাতীদের নিকট প্রেরণ করবেন, সে বলবে, হে জান্নাতীরা! তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত সব বস্তুই অর্জন করেছ? তারা তখন তাদের পোশাক, অলংকার, নহরসমূহ

ও পূত:পবিত্র স্ত্রীদের দেখে বলবে, হ্যাঁ, সব কিছুই লাভ করেছি। ফিরিশতা পুনরায় অনুরূপ প্রশ্ন করবে। জান্নাতীরাও পূনরায় অনুরূপ জবাব দিবে। এভাবে তিনবার প্রশ্নোত্তর করার পর ফিরিশতা বলবে, তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুত কোন কিছু থেকে যায়নি তো? তারা উত্তরে বলবে, না, কোন কিছুই থেকে যায়নি।

ফিরিশতা তখন বলবে, একটি বস্তু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তা হল আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি للذين أحسنوا الحسنى وزيادة । حسنى-দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাত। আর وزيادة (যিয়াদাহ) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করা।

আসবাত ইবনে নাসরের তাফসীরে সনদসহ হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াতে الحسنى (হুসনা) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত। আর زيادة (যিয়াদাহ) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করা আর قتر (কতারুন) দ্বারা উদ্দেশ্য কৃষ্ণতা তথা মলিনতা।

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা রহ. আমির ইবনে সা'দ রহ. ঈসমাঈল ইবনে আব্দুর রহমান আস সুদ্দী রহ., যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম রহ. আব্দুর রহমান ইবনে ছাবিত রহ. আবূ ইসহাক আস সায়ী রহ. কাতাদাহ রহ. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. হাসান বসরী রহ. ইকরিমাহ রহ. মাওলা ইবনে আব্বাস রা. মুজাহিদ ইবনে জাবির রহ. বলেন, الحسنى (আল হুসনা) দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাত আর زيادة (যিয়াদাহ) দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করা।

একাধিক পূর্বসূরী হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেছেন, لايرهق وجوههم قتر ولاذلة, দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের পর কখনো তারা মলিনতা ও হীনতা এ অবস্থার সম্মুখীন হবে না।

এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু زيادة কে الحسنى এর উপর عطف করেছেন, তাহলে বুঝা যায় এ দু'টি স্ব-তন্ত্র দু'টি বস্তু। যারা زيادة এর ব্যাখ্যা করেছেন ক্ষমা ও সন্তুষ্টি দ্বারা, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীস ও তাফসীরের সাথে কোন

বিরোধ নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলার দীদারের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টি পূর্বশর্ত। কারণ, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন ও যাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে। অন্যরা তা হতে বঞ্চিত থাকবে।

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব; এর চতুর্থ দলীল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ○ *না, অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে*[৪১১]।

উক্ত আয়াত দ্বারা এভাবে দলীল পেশ করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়াকে কাফিরদের শাস্তি বলে সর্বাপেক্ষা কঠোর ও কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তাহলে মু'মিনরাও যদি দর্শন লাভ করতে না পারে ও কথোপকথন করতে না পারে, তবে উভয় দলের (মু'মিন ও কাফির) মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়? এ আয়াত দ্বারা ইমাম শাফেঈ রহ. সহ অন্য ইমামগণও দলীল পেশ করেছেন।

ইমাম তাবারানী রহ. ইমাম মুযানী রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, এ আয়াত এ কথার দলীল, আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।

ইমাম হাকিম রহ. আসাম্ম রবী ইবনে সুলাইমান রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ রহ. এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর নিকট মিসরের সাঈদ শহর থেকে একটি ইস্তেফতা (প্রশ্ন) এল। প্রশ্নটি ছিল, আপনি আল্লাহর বাণী كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ এর ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হলে যেহেতু আড়ালে থাকবেন, তাহলে বুঝা যায়, সন্তুষ্ট থাকলে তাঁর বন্ধুদের সামনে দৃশ্যমান হবেন এবং তাদেরকে দর্শন দিবেন।

রবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! আপনি কি এ মতই পোষণ করেছেন? তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, আমি এ মতই পোষণ করেছি। এ কারণেই আমি আল্লাহর ইবাদত করি।

---

৪১১. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত : ১৫

যদি ইমাম শাফেঈ রহ. এর আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের ব্যাপারে বিশ্বাস না থাকত, তবে সে তাঁর ইবাদতই করত না। ইমাম তাবারানী রহ. শরহে সুন্নাহতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আবূ যুরআহ রাযী রহ. স্ব-সনদে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম হতে বর্ণনা করেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মু'মিন-কাফির সকলেই কি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে ?

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, ইমাম শাফেঈ রহ. কে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ○ বললেন, পক্ষান্তরে মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলা হতে আড়লে থাকবে না।

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব এর পঞ্চম দলীল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ *এখানে তারা যা কামনা করবে তা-ই পাবে আর আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক*[৪১২] ।

ইমাম তাবারানী রহ. বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আলী রা. ও হযরত আনাস বিন মালিক রা. বলেন, 'মাযীদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল النظر إلى وجه الله আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা। তাবেঈদের মধ্যে যায়দ ইবনে ওয়াহাব রহ. প্রমুখও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব এর ষষ্ঠ দলীল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَا تُدْرِكُهُ الْأَبصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبصار *তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তার অধিগত*[৪১৩] ।

উক্ত আয়াত দ্বারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে দলীল পেশ যায়। এ আয়াতকেই দর্শন লাভ না হওয়ার দলীল মনে করা হয়ে থাকে, কিন্তু গ্রন্থকার একে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে দর্শন লাভের সম্ভাব্যতার দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, বাতিলপন্থীরা যে আয়াত ও সহীহ হাদীসকে ভ্রান্ত মতবাদের দলীল হিসাবে

---

৪১২. সূরা ক্বাফ, আয়াত : ৩৫

৪১৩. সূরা আনআম, আয়াত : ১০৩

গ্রহণ করে থাকে, তারই মাঝে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনের দলীলও নিহিত থাকে। উল্লিখিত আয়াতটি এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ না হওয়া হতে দীদার লাভ হওয়ার দলীল অধিক সুস্পষ্ট। কেননা, যেহেতু এটা আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসার স্থলে ব্যবহার করেছেন। (এর পূর্বে ও পরে উভয় স্থানেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বিবৃত হয়েছে) আর এ কথা সর্বজন বিদিত, প্রশংসা এমন বস্তু দ্বারাই করা হয়, যার অস্তিত্ব রয়েছে, যার অস্তিত্ব নেই এমন বস্তু বা বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয় না। কেননা, তাতে কোন পূর্ণতা নেই। সুতরাং তা দ্বারা প্রশংসা করা যায় না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রশংসা এমন অনস্তিত্বশীল বস্তু দ্বারা করেছেন, যার অস্তিত্ব অন্য অস্তিত্বশীল বস্তুর অধীনে রয়ে গেছে। (অর্থাৎ মূল বিষয়টা অনস্তিত্বশীল আর এ অস্তিত্বশীল বস্তুর অধীনেই অনস্তিত্বশীল বস্তুটা পাওয়া যায়।)

যেমন আল্লাহ তা'আলা তার প্রশংসায় উল্লেখ করেছেন, তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হল, তাঁর চিরস্থায়িত্বের গুণ বর্ণনা করা। স্থায়িত্বের মধ্যে তখনই পূর্ণতা সাধিত হবে যখন তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ না করবে। কেননা, এ দুটো বিষয় অপূর্ণতার পরিচায়ক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, তার কখনো মৃত্যু আসবে না। এতেই নিহিত রয়েছে জীবনে পূর্ণাঙ্গতা। সুতরাং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পূর্ণ জীবন প্রমাণসিদ্ধ করা।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাঁকে কখনো ক্লান্তি ও অবসাদ স্পর্শ করে না। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে, তিনি পূর্ণ শক্তির অধিকারী।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁর স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে তার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

এমনিভাবে তিনি বলেন, তিনি পানাহার করেন না। এর মধ্যে তাঁর অমুখাপেক্ষিতার পূর্ণতা নিহিত রয়েছে।

এমনিভাবে তিনি বলেন, তাঁর নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোন সুপারিশ করতে পারবে না। এর মধ্যে তাঁর একত্ববাদ ও মাখলূক থেকে তাঁর অমুখাপেক্ষিতার পূর্ণতা নিহিত রয়েছে।

এমনিভাবে তিনি বলেছেন, তিনি কখনো যুলুম করেন না। এরই মধ্যে তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতা ও ইনসাফের পূর্ণতা রয়েছে।

এমনিভাবে তাঁর অমুখাপেক্ষিতা, ভুলে না যাওয়া ও কোন বস্তু তাঁর অজ্ঞাত না থাকার মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা ও সকল বস্তু তাঁর আয়ত্বে থাকার বিষয়টি নিহিত রয়েছে।

এমনিভাবে তাঁর অনুরূপ কোন কিছু না থাকার বিষয়টি তার সত্তার ও সিফাতের পূর্ণতাকে বুঝায়।

আল্লাহ তা'আলা এমন কোন না বিধায়ক বিষয় দ্বারা নিজের প্রশংসা করেননি, যার দ্বারা কোন হ্যাঁ-সূচক বিষয় সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ কে বিশ্লেষন করলে বুঝা যায়, যদি একথা বলা হয়, আল্লাহ তা'আলাকে কখনো কেউ দেখবে না। তাহলে বলব, এটা কোন প্রশংসাই নয়। এতে কোন পূর্ণতাই নেই। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দর্শন তো সম্ভব, কিন্তু যাথাযোগ্যভাবে কারো পক্ষে তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَايَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرضِ وَلَافِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ *আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নয়*[৪১৪]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ *আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি*[৪১৫]।

কেননা, পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র তাঁরই। এমনিভাবে তাঁর বাণী وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি ইনসাফগার এবং لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি চিরস্থায়ী-চিরঞ্জীব। এমনিভাবে لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তিনি মহীয়ান, গরীয়ান, মহান ও কোন দৃষ্টিশক্তি তাকে বেষ্টন করতে পারবে না। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে ادراك। অর্থাৎ বেষ্টন করে নেওয়া, যা رؤيت অর্থাৎ দেখা হতে অতিরিক্ত বিষয়। যেমন

---

৪১৪. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬১

৪১৫. সূরা কাফ, আয়াত : ৩৮

মূসা আ.-এর বাণী ইসরাঈল ফিরআউন উভয় সম্প্রদায় যখন মখোমুখি হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ *অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।* قَالَ كَلَّا *হযরত মূসা আ. বললেন, কখনই নয়*[৪১৬]।

(উক্ত আয়াতে رؤية ادراك উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে) সুতরাং হযরত মূসা আ. رؤية তথা তাদের পরস্পরকে দেখার বিষয়টি মানা করেননি, বরং ادراك (ইদরাক) অর্থাৎ বেষ্টিত হয়ে পড়ার ও ধরা পড়ার বিষয়টি মানা করেছেন। তারা انا لمدركون দ্বারা انا لمرئيون অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে দেখে ফেলেছি, এটা উদ্দেশ্য নেয়নি। সুতরাং হযরত মূসা আ. كلا দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন ফিরআউন তোমাদেরকে বেষ্টন করে নিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলাও তাই বলেছেন, لا تخاف دركا অর্থাৎ বেষ্টিত হয়ে যাওয়ার ভয় করো না। সুতরাং رؤية ও ادراك উভয়টি একত্রেও পাওয়া যেতে পারে এবং ভিন্নও পাওয়া যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ তো সম্ভব; কিন্তু দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করে নেওয়া সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে কিরামও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبصار এর অর্থ করেছেন, তাকে দৃষ্টিশক্তি বেষ্টন করে নিতে পারবে না।

কাতাদাহ রহ. বলেন, তিনি হলেন মহান। দৃষ্টিশক্তি তাঁকে বেষ্টন করে নিতে পারবে না।

আতিয়্যাহ রহ. বলেন, জান্নাতীরা আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকাবে কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তা'আলাকে বেষ্টন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সকল জান্নাতীকে বেষ্টন করে নিবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী لَا تُدْرِكُهُ الْأَبصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبصار দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

---

[৪১৬]. সূরা শু'আরা, আয়াত : ৬১-৬২

সুতরাং মু'মিনরা তো আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে, কিন্তু তাদের দৃষ্টিশক্তি তাঁকে বেষ্টন করে নিতে সক্ষম হবে না। তবে তিনি সব কিছুই বেষ্টন করে নিবেন। এমনিভাবে তিনি মাখলূকের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তার কথা শ্রবণ করাতে পারেন, কিন্তু মাখলূক তাঁর কথা আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না। এমনিভাবে তিনি মাখলূককে তাদের সকল জ্ঞানসহ জানেন, কিন্তু মাখলূক তাঁর ইলম সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তা'আলার সিফাত না থাকার পক্ষে দলীল প্রদানকারীদের ليس كمثله شيئ দ্বারা দলীল পেশ করাও তদ্রূপ। অর্থাৎ এটাই আল্লাহ তা'আলার সিফাতের পূর্ণতা ও সৌন্দর্যকে অধিকহারে নির্দেশক দলীল। তাঁর সিফাতের পূর্ণতা, আধিক্য, ব্যাপ্তি ও মহানতার ফলে তাঁর কোন তুলনা হয় না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ *তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।* (তাঁর শান মোতাবেক) يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي الْأَرض وَمَايَخْرُجُ مِنْهَا *তিনি জানেন, যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয়।* وَمَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَايَعْرُجُ فِيهَا. *এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও যা কিছু উত্থিত হয়।* وَهُوَ مَعَكُمْ أينَ مَاكُنْتُمْ *তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন* وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন*[৪১৭]।

উল্লিখিত আয়াত এ কথার প্রমাণ বহন করে, আল্লাহ তা'আলা মাখলূক হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুকেই তাঁর সত্তার বাইরে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি তাঁর ইলম ও কুদরত, শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমে সকল মাখলূককে বেষ্টন করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী اينما كنتم এর অর্থ তাই।

---

৪১৭. সূরা হাদীদ, আয়াত : ৪

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব এর সপ্তম দলীল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *সেদিন কিছু কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে*[৪১৮]।

যদি উক্ত আয়াতকে তার বাহ্যিক অর্থে রাখা হয় ও তাতে কোন পরিবর্তন না করা হয় ও তার বক্তাকে মিথ্যা হতে মুক্ত রাখা হয়, তাহলে আয়াতটিকে একথার সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী রূপে পাবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে অবশ্যই চর্মচক্ষে দেখা যাবে। কিন্তু যদি তা অস্বীকার করা হয় (অর্থাৎ আয়াতকে তার বাহ্যিকতার উপর না রাখা হয়) এবং তাকে বিকৃত করা হয়, যাকে বিকৃতকারীরা তা'বীল বলে থাকে, তাহলে কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, মীযান, হিসাবের আয়াতগুলোকে বিকৃত করা এ আয়াতগুলোকে বিকৃত করা অপেক্ষা অধিকতর সহজ। এমনিভাবে দুনিয়াতে যত বাতিল ফিরকা রয়েছে, তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করার জন্য আয়াতের কোন না কোন ব্যাখ্যা বের করবেই। এটাই দীন-দুনিয়ায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে থাকে।

আয়াতে রয়েছে, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *সেদিন কিছু কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।*

এখানে দু'টি বিষয়, এক: نظر শব্দটিকে বিযুক্ত করা হয়েছে وجوه এর দিকে, যা দৃষ্টি নিক্ষেপের স্থল। কেননা, চক্ষ চেহারাতেই রয়েছে।

দুই. نظر শব্দটিকে رب এর দিকে إلى অব্যয়ের মাধ্যমে ধাবিত করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায়, চর্মচক্ষু দ্বারাই আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে। ইয়াযীদ ইবনে হারূন রহ. মুবারক রহ. এর সূত্রে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন,'চোখ তাকালো চোখের প্রভুর দিকে। তখন তাঁর আলোয় চোখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।' সুতরাং হে সুন্নী মুসলমানগণ! তোমরা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৪১৮. সূরা কিয়ামা, আয়াত : ২২-২৩

ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রা., তাবেঈন ও আইম্মা কিরামের প্রদত্ত তাফসীর ভাল করে শুনে নাও।

ইবনে মারদাওয়ায়হ রহ. স্বীয় তাফসীরে স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাণী وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ এর বাখ্যায় বলেন, نَاضِرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুখমণ্ডলকে সজীব রাখা হবে। إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ প্রসঙ্গে বলেন, তারা তাদের প্রভুর প্রতি তাকিয়ে থাকবে।

ইকরিমাহ রা. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ প্রসঙ্গে বলেন, নিআমত লাভের কারণে তাদের চেহারা অত্যন্ত সজীব হবে। إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ প্রসঙ্গে বলেন, তারা তাদের প্রভুর দর্শন লাভ করবে। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত-এর সকল মুফাস্‌সিরেরও মতামত এটাই।

## আল্লাহকে দেখা সম্ভব-এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রা. হতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের ব্যাপারে যে সকল বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে মুতাওয়াতির বর্ণনাও রয়েছে, যা নিম্নে উল্লিখিত সাহাবায়ে কিরাম হতে বর্ণিত রয়েছে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. হযরত আবূ হুরায়রা রা. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী রা. হযরত সুহাইব ইবনে সিয়ান আর-রূমী রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা. হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ রা. হযরত আনাস বিন মালিক রা. হযরত বুরইদাহ ইবনে আল হুসাইব আল আসলামী রা. হযরত আবূ রাযীন আল উকায়লী রা. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা. হযরত আবূ উমামাহ আল বাহিলী রা. হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রা. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হযরত আম্মার ইবনে রুওয়ায়বাহ রা. হযরত সালমান ফারসী রা. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. হযরত কা'ব ইবনে আজরাহ রা. হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ রা.। উল্লিখিত সাহাবীগণ হতে সিহাহ, মাসানীদ, সুনান জাতীয় হাদীসের কিতাবে হাদীসগুলো বর্ণিত রয়েছে। যা উম্মতে মুসলিমার কাছে অত্যন্ত গ্রহণীয় ও সমাদৃত। এর দ্বারা বুঝা যায়, এ সকল বর্ণনার কোন প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং যে এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, সে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার দর্শন হতে বঞ্চিতদের কাতারে থাকবে। নিম্নে সে হাদীসগুলো পেশ করা হচ্ছে।

## হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর বর্ণনা

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর বর্ণনাটি ইমাম আহমদ রহ.[৪১৯] এভাবে উল্লেখ করেন, হযরত আবূ বকর রা. বলেন, একদিন ফজরের নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন। যখন চাশতের নামাযের সময় হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। এরপর স্ব-স্থানে বসে পড়লেন। এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর, আসর, মাগরিব-এর নামায আদায় করলেন। এ সকল নামাযের অর্ন্তবতী সময়ে তিনি কোন কথা বলেননি। অতঃপর তিনি এশার নামায আদায় করে আপন ঘরে তাশরীফ নেওয়ার জন্য উঠলেন। তখন লোকসকল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. কে বললেন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন, কেননা, তিনি আজ এমন অবস্থা প্রকাশ করলেন, যা ইতোপূর্বে কখনো করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, দুনিয়া ও আখিরাতের যা কিছু ঘটার সব কিছু আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। প্রথমে পূর্ববর্তী সকল লোকদেরকে একটি ময়দানে জড় করা হবে। তখন সকল লোক নিরাশ হয়ে হযরত আদম আ.-এর নিকট যাবে। এমতাবস্থায় তাদের গণ্ডদেশ

---

[৪১৯]. মুসনাদে আহমদ, খ. ১ পৃ. ৪

বেয়ে এমনভাবে ঘাম ঝরতে থাকবে, যেন তা মুখের লাগাম। লোক সকল তাঁর নিকট গিয়ে বলবে, হে আদম! আপনি সকল মানুষের পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং আপনি স্বীয় প্রভুর সামনে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। (যেন তাড়াতাড়ি হিসাব করেন) আদম আ. বলবেন, তোমাদের যে অবস্থা, আমারও তেমনি অবস্থা। তোমরা তোমাদের দ্বিতীয় পিতার নিকট যাও, যিনি আদি পিতার পর কিয়ামত পর্যন্ত সকল আগত মানুষের পিতা অর্থাৎ নূহ আ. إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ آدم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ○ *নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে, নূহকে, ইবরাহীম-এর বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন*[৪২০] ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরপর তারা নূহ আ.-এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি আমাদের জন্য স্বীয় প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন, আল্লাহ তা'আলা তো আপনাকে মনোনীত করেছেন ও আপনার ঐ দু'আ কবূল করেছেন, যাতে আপনি আরযি করেছিলেন, رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ○ *হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না*[৪২১] ।

হযরত নূহ আ. তখন বলবেন, তোমাদের এ সমস্যার মাধান আমার নিকট নেই, তোমরা হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট যাও, কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বন্ধু হিসাবে মনোনীত করেছেন। তখন তারা হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট গেলে তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা হযরত মূসা আ.-এর নিকট যাও। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথোপকথন করেছেন। তখন তারা হযরত মূসা আ.-এর নিকট গিয়ে আবেদন করলে তিনি বলবেন,ليس ذالك عندي এর সমাধান আমার কাছে নয়। (অর্থাৎ আমি এর যোগ্য নই) বরং তোমরা হযরত ঈসা আ.-এর নিকট যাও। কেননা, তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে, কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলতে ও আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মৃতকে জীবিত

---

[৪২০]. সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৩৩

[৪২১]. সুরা নূহ, আয়াত : ২৬

করতে পারতেন। (আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ মু'জিযা প্রদান করেছেন) লোকজন তাঁর নিকট গিয়ে আবেদন করলে তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই; বরং তোমরা মানব সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট যাও। তিনিই আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা আমার নিকট আসবে। জিবরীল আ. তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট গেলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেন, তাঁকে (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে) সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান কর আর তাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। জিবরীল আ. এ সংবাদ নিয়ে এলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সপ্তাহ পরিমাণ সময় সিজদায় পড়ে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার মাথা তুলুন, আপনি যা আবেদন করার করুন, আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা তুলবেন ও স্বীয় প্রভুর প্রতি যখন দেখবেন, তখন তিনি পুনরায় এক সপ্তাহ সিজদায় পড়ে থাকবেন।

আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, আপনার মাথা তুলুন। আপনি যা আবেদন করার করুন, তা মনযূর করা হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবূল করা হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আমি সিজদায় লুটে পড়তে চাইলে হযরত জিবরীল আ. আমার বাহু ধরে রাখবেন।

আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁকে এমন এক দু'আ শিখিয়ে দেবেন, যা কাউকে কখনো শেখাননি। (অর্থাৎ তাঁকে এমন দু'আ শিখাবেন যা ইতোপূর্বে কাউকে কখনো শেখাননি। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিবেন, যা ইতোপূর্বে কারো জন্য করা হয়নি) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলবেন, হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে মানবজাতির সরদার করে সৃষ্টি করেছেন, এটা কোন অহংকার নয় (বরং নিআমতের বহি:প্রকাশ) এবং এমন ব্যক্তি করে সৃষ্টি করেছেন, কিয়ামতের দিন যার কবর সর্বপ্রথম ফেটে যাবে ও সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠে আসবে। এটা কোন গৌরবের নয়। তখন আমার নিকট হাউযে কাউসার হাযির করা হবে। যা সান'আ ও ঈলার

মধ্যবর্তী পরিমাণ এলাকা জুড়ে থাকবে। এরপর বলা হবে, চরম সত্যবাদীদেরকে সুপারিশ করার জন্য ডাক। তখন তারা সুপারিশ করবে। অতঃপর বলা হবে, নবীগণকে ডাক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর নবীগণ ক্রমান্বয়ে আসতে থাকবেন। কোনো নবীর সাথে উম্মতের একটি দল থাকবে। কোন কোন নবীর সাথে পাঁচ ছয়জন করে লোক উম্মতরূপে থাকবে। কোন কোন নবী এমনও হবেন, যাঁদের সাথে কোন লোকই থাকবে না। এরপর বলা হবে, শহীদদেরকে ডাক, যাতে তারা যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করার করে নেয়। শহীদদের সুপারিশের পালা শেষ হলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি হলাম, আরহামুর-রাহিমীন। সুতরাং আমার যে বান্দাই আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করেনি, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দোযখীদের মধ্যে দেখ, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি? যে কখনো কোন নেক আমল করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তিনি দোযখে এক ব্যক্তিকে পেয়ে বলবেন, তুমি কি জীবনে কখনো কোন নেক আমল করেছ? সে বলবে, না, আমি কখনো কোন নেক আমল করিনি। তবে হ্যাঁ, ক্রয়-বিক্রয়ে আমি ছাড় দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার এ বান্দাকেও ছাড় দেও, কেননা, সে আমার বান্দাদেরকে ছাড় দিয়েছে। অতঃপর তিনি পুনরায় এক ব্যক্তিকে দোযখ থেকে বের করে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি কোন নেক আমল করেছ? সে বলবে, না, আমার কোন নেক আমল নেই। তবে হ্যাঁ, আমি আমার সন্তানদেরকে ওসিয়ত করে গিয়েছি। যখন আমি মৃত্যুবরণ করব, তখন আমাকে ভস্ম করে আমার শরীরের অণুগুলোকে পিষে সুরমার ন্যায় করে ফেলবে। অতঃপর সেগুলোকে সমুদ্রে ছড়িয়ে দিবে, যেন এগুলো আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাযির না হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কেন এরূপ করেছিলে? সে বলবে, আপনার ভয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, বিশাল রাজত্বের প্রতি তাকাও, তোমার জন্য এটা ও এর চেয়ে আরো অতিরিক্ত দশগুণ রয়েছে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আমার সাথে কি বিদ্রূপ

করছেন? অথচ আপনি রাজাধিরাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যে চাশতের সময় হেসেছিলাম, এ কথাগুলোই আমার হাসির কারণ ছিল।

## হযরত আবূ হুরায়রা রা. ও আবূ সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীস

সহীহায়নে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. ও হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হাদীস হল,[৪২২] সাহাবীরা একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন কষ্ট হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মেঘের আড়াল না থাকাবস্থায় তোমাদের সূর্য দেখতে কি কোন কষ্ট হয়? তারা উত্তর করল, 'না'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ঠিক তেমনি দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন মানুষ সমবেত হলে তিনি বলবেন, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যার ইবাদত করেছে, এখন সে তার পিছনে সমবেত হও। তখন সূর্যপূজারীরা সূর্যের পেছনে সমবেত হবে। চন্দ্রপূজারীরা চন্দ্রের পেছনে। শয়তানের পূজারীরা শয়তানের পিছনে সমবেত হবে। এ উম্মত শুধু অবশিষ্ট থাকবে, তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে দৃশ্যমান হবেন যে, তারা তাঁকে চিনবে না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমিই হলাম তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা তোমার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমাদের নিকট আমাদের প্রভু আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই অবস্থান করব, তিনি এলে আমরা তাকে চিনব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে সে অবস্থায়ই দৃশ্যমান হবেন, যেভাবে তারা তাঁকে চিনতে পারে। তখন বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন তারা বলবে, আপনিই আমাদের প্রভু। তখন তারা তাঁর পেছনে পেছনে যাবে। অতঃপর

---

[৪২২] বুখারী, খ. ২, পৃ. ১১০৬, মুসলিম, খ. ১ পৃ. ১০০

জাহান্নামের উপর পুল তৈরী করা হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম সে পুল অতিক্রম করব। সেদিন নবীগণ ব্যতীত কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, নবীগণ বলতে থাকবেন اللهمَّ سَلِّم سَلِّم হে আল্লাহ! হিফাযত করুন, হিফাযত করুন।

জাহান্নামে কণ্টকাকীর্ণ সা'দান গুল্মের ন্যায় বক্র লৌহদণ্ড থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞসা করলেন, সা'দান কি তোমরা চিন? তারা বলল, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সা'দানের কাঁটার ন্যায় হবে। তবে কত বড় হবে তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। প্রত্যকেই স্বীয় আমল অনুযায়ী লাভ করবে। সুতরাং কেউ তো স্বীয় আমলের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে আর কেউ স্বীয় আমলের দ্বারা পার পেয়ে যাবে এবং মুক্তিলাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলা যখন বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন এবং স্বীয় রহমতগুণে কাউকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবার ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি সে সকল লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দিবেন, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এবং لا إله إلا الله পাঠ করেছে। ফিরিশতারা তাদের সিজদার স্থান দেখে চিনতে পারবে, কেননা সিজদার স্থান ব্যতীত জাহান্নামের সেই আগুন সকল স্থান ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা সিজদার স্থান আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, ফলে তা সিজদার স্থানকে ধ্বংস করতে পারবে না। তাদেরকে জাহান্নাম হতে এমতাবস্থায় বের করা হবে,আগুন তাদের চর্ম ভস্মীভূত করে তাদের দেহ চর্বিশূন্য করে ফেলেছে। তখন তাদের শরীরে আবে হায়াত তথা সঞ্জীবনী পানীয় ঢেলে দেয়া হবে। তারা তখন তেমনিভাবে সজীব হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে বানের পলিতে বীজ সজীব হয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা বিচারকার্য সম্পন্ন করবেন। তখন এক ব্যক্তি এমন থাকবে, যে জাহান্নামে থাকবে না কিন্তু তার চেহারা জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে এ ব্যক্তিই হবে সর্বশেষ ব্যক্তি। সে বলবে, হে প্রভু আমার! আমার চেহারাকে জাহান্নামেরে দিক

থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিন। কেননা, তার গন্ধও আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তার তাপ আমাকে জ্বালিয়ে ফেলছে। সে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি যদি তোমার এ প্রার্থনা মনযূর করি, হয়ত তুমি অন্য কিছু চেয়ে বসবে। সে বলবে, না, আমি তা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সময় পরিমাণ সে আল্লাহর সাথে এ প্রতিজ্ঞা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তার চেহারাকে আগুনের দিক হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। এরপর সে যখন জান্নাত ও তার নিআমত দেখবে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চুপ থাকার পর বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, কেন? তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করনি,আমার প্রদত্ত বিষয় হতে অতিরিক্ত কিছু তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করবে না? হায় আফসোস! মানুষ কতই না অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। তখন সে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, আমি তোমাকে তোমার প্রার্থিত বস্তু দান করলেও হয়ত তুমি এর চেয়ে অতিরিক্ত বস্তু প্রার্থনা করবে। সে তখন বলবে, আপনার ইয্যত ও বুযুর্গীর কসম, এর চেয়ে অধিক আর কিছুই প্রার্থনা করব না। সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এই অঙ্গীকার করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের দ্বারে পৌঁছিয়ে দেবেন। সে যখন জান্নাতের দ্বারে পৌঁছে জ্বলমলে, চাকচিক্যময় জান্নাত ও তন্মধ্যকার আনন্দদায়ক উপভোগ্য সব কিছু দেখবে, তখন আল্লাহ তা'আলার র্নিধারিত সময় পর্যন্ত চুপ থাকার পর বলবে, হে প্রভু আমার! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, কেন? তুমি কি আমার সাথে অঙ্গীকার করনি,আমার প্রদত্ত বিষয় হতে অতিরিক্ত কিছু প্রার্থনা করবে না। হে মানব! আফসোস তোমার জন্য, তুমি কতই না অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। তখন সে বলবে, হে প্রভু আমার! আমি কি তোমার মাখলূকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা থেকে যাব? সুতরাং সে এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হেসে উঠে বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ কর। জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার আকাংখা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত কর। তখন সে তার আকাংখা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে

থাকবে আর আল্লাহ তা'আলা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন,এই এই প্রত্যাশা ও আকাংখা তুমি ব্যক্ত কর, সে তা শুনে শুনে চেয়ে যাবে। এক পর্যায়ে তার আকাংখার সমাপ্তি ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবে, তুমি সবই পাবে এবং এর সমপরিমাণ আরো পাবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তুমি তাও পাবে এবং তা হতে আরো দশগুণ বেশি পাবে।

হযরত আতা রা. বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা রা. ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা.-এর বর্ণনা একই ধরনের। শুধু পার্থক্য এতটুকু, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা.-এর বর্ণনায় রয়েছে 'তোমার জন্য তা ও আরো দশগুন রয়েছে'। আর হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমার জন্য তা ও এর সমপরিমাণ'।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, আমার স্মরণ হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী এটাই لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. তুমি তাও পাবে এবং এর সমপরিমাণও পাবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ শব্দই মুখস্থ করেছি ذالك لك وعشرة أمثاله তা পাবে ও এর চেয়ে দশ গুণ বেশী পাবে। (উভয় বর্ণনা স্ব-স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ। কেননা, হতে পারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলেছেন, لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. আর কখনো বলেছেন, ذالك لك وعشرة أمثاله হাদীসে এরূপ বহু জায়গায় রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন, এ ব্যক্তিই সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী।

সহীহায়নে[৪২৩] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে এ বর্ণনাও রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে কিছু লোক জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুর দেখা পাব? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায় দ্বি-প্রহরে তোমাদের সূর্য দেখতে কোন কষ্ট হয়? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না, কোন প্রকার

---

৪২৩. বুখারী, খ. ২ পৃ. ১১০, মুসলিম, খ. ১ পৃ. ১০৬

সমস্যা হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভে সমস্যা হবে কেন? (কিন্তু চন্দ্র-সূর্যের সামনে মেঘের আড়াল থাকলে যেমনিভাবে তোমরা সেগুলোকে দেখতে পাওনা, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের সামনে তাদের কুফর ও শিরকের মেঘ আড়াল হয়ে থাকবে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করতে পারবে না।)

কিয়ামতের দিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক দল দুনিয়াতে যার উপাসনা করতে তার পেছনে পেছনে চল। তখন দুনিয়াতে যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মূর্তি ও অন্যান্য বস্তুর উপাসনা ও আরাধনা করত, তাদের মধ্যে জাহান্নামে নিপতিত হওয়া ব্যতীত কেউই আর অবশিষ্ট থাকবে না। শুধু মাত্র যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত, উপাসনা ও আরাধনা করত, তারাই অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মধ্যে নেককার ও বদকার আল্লাহর ইবাদতকারী ও আহলে কিতাবও থাকবে। অতঃপর ইহুদীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়র আ.-এর ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। কেননা আল্লাহ তা'আলার কোন স্ত্রী নেই, পুত্রও নেই। তোমরা এখন কি প্রত্যাশা কর? তারা বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, তোমরা কেন প্রবেশ করছ না? অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। যেন তা বালির মাঠ, যার একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে। অতঃপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর খৃস্টানদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা জাবাব দিবে, আমরা আল্লাহর পুত্র ঈসা মসীহের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার কোন স্ত্রী নেই, পুত্রও নেই। এখন তোমরা কি প্রত্যাশা কর? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদেরকে পান করান। তখন তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হবে, তোমরা কেন প্রবেশ করছ না? অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। যেন তা বালির মাঠ, যার একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে।" অতঃপর তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। এভাবে যখন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতকারীরা ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মধ্যে

নেককারও থাকবে, গুনাহগারও থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে এমন আকৃতিতে আসবেন যা তাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হবে। তিনি এসে বলবেন, সবাইতো যার যার উপাস্যের পেছনে পেছনে চলে গেছে, কিন্তু তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, হে প্রভু আমাদের! আমরা পার্থিব জগতে তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাদের থেকে পৃথক ছিলাম, তাদের সাথী হইনি। (তাহলে এখানে কি করে তাদের সাথী হব) তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু, তারা তখন বলবে, আমরা তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমরা তো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিনি। এ কথাগুলো তারা দু'তিন বার বলবে, এমনকি তাদের মধ্যে কেউ ফিরে যাওয়ার উপক্রম হবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের কাছে কি কোন নিদর্শন আছে? তারা বলবে, হ্যাঁ, এরূপ নিদর্শন রয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পায়ের গোছা হতে পর্দা সরিয়ে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। যাঁরা দুনিয়াতে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সিজদা করেছে, তাদের তখন সিজদা করার অনুমতি মিলে যাবে।

আর যারা লোক দেখানোর বা লোক সমাজে খ্যাতি লাভের জন্য দুনিয়াতে সিজদা করেছে, তাদের পিঠ তখন কাঠের ন্যায় হবে। (অর্থাৎ পিঠ সিজদার জন্য ঝুঁকতে সক্ষম হবে না) সে সিজদা করতে চাইলে হাটু ভেঙ্গে পড়ে যাবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্বের অবস্থায় তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন, তখন তারা শির উঠাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, আপনিই আমাদের প্রভু। তখন জাহান্নামের উপর তাদের জন্য একটি পুল তৈরী করা হবে ও তাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হল, সে পুল কি ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হল পদস্খলন ও পতিত হওয়ার স্থান, যার উপর বড়শী, আঁকড়া ও নজদের সা'দান গুল্মের কণ্ঠকের ন্যায় বক্র লৌহদণ্ড রয়েছে। সে পুল দিয়ে কেউ তো চোখ বুঝে পার হয়ে যাবে, কেউ বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে। কেউ বাতাসের বেগে পার হয়ে যাবে, কেউ পাখীর ন্যায় পার হয়ে যাবে। আর কেউ উন্নত জাতের অশ্ব ও উষ্ট্রীর ন্যায় পার হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ কেউ তো সহীহ

সালামতে পার হয়ে যাবে, কেউ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ধীরে ধীরে পার হয়ে যাবে আর কিছু লোক জাহান্নামে নিপতিত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, মু'মিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার পর তারা আল্লাহর নিকট তাদের জাহান্নামে নিপতিত ভাইদের ব্যাপারে এত কঠোর হবে, যতটা কঠোর তোমরাও হওনা আমার সামনে নিজের হক আদায়ের ব্যাপারে। তারা পুন:পুন: কঠোর আরযি পেশ করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করার জন্য। তারা বলবে, হে প্রভু আমাদের! তারা তো আমাদের সাথে নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের ব্যাপারে জান; তাদেরকে বের করে নাও। তাদের জন্য আগুন হারাম করে দেওয়া হবে। (অর্থাৎ আগুন তাদেরকে কোন কষ্ট দিবে না; বরং তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে) তখন তারা অনেক লোককে বের করে নিয়ে আসবে। তাদের মধ্যে কারো পায়ের গোছা পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত আগুন ভস্ম করে দেওয়া অবস্থায় হবে। তখন তারা বলবে, হে প্রভু! যাদেরকে বের করার জন্য আপনি আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাদের কেউ আর অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা পুনরায় জাহান্নামে যাও, যার অন্তরে এক দিনার পরিমাণ ঈমানও পাওয়া যায়, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তারা তখন অনেক লোককে বের করে নিয়ে আসবে এবং বলবে, হে প্রভু! যাদেরকে বের করে আনার জন্য আপনি নির্দেশ প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে আর কেউ অবশিষ্ট আছে কিনা? তা আমাদের জানা নেই।

আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন, তোমরা পুন:রায় জাহান্নামে যাও এবং যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে নিয়ে আস। তারা তখন অনেক লোককে বের করে নিয়ে এসে বলবে, হে প্রভু! যাদেরকে বের করে আনার জন্য আপনি আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে আর কেউ অবশিষ্ট আছে কিনা, তা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলবেন, যাও জাহান্নামে গিয়ে যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাকে বের করে নিয়ে আস, তারা তখন অনেক লোককে বের করে নিয়ে এসে

বলবে, হে প্রভু! আমাদের জানা নেই। তাদের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট আছে কিনা? যাদের অর্ধ দীনার ঈমান রয়েছে। তখন আল্লাহ চতুর্থবারে বলবেন, যাও! যার মাঝে সামান্যতম ভাল আমল আছে তাকে বের করে নিয়ে আস। তখন তারা অনেককে বের করে এনে বলবে, হে প্রভু! আমাদের জানা নেই, এমন লোক জাহান্নামে বাকী আছে কি না, যার সামান্যতম ভাল আমল রয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. এ হাদীস বর্ণনা করার সময় বলতেন, যদি তোমরা আমাকে এতে সত্যায়ন না কর। (অর্থাৎ তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকে) তবে এ আয়াত পাঠ করতে পার, إِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا *'আল্লাহ তা'আলা অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না; বরং কোন সৎকর্ম থাকলে তাকে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তাঁর পক্ষ হতে দেবেন মহান প্রতিদান'।*

আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও সাধারণ মু'মিনগণের সুপারিশ সম্পন্ন হয়েছে। শুধু আরহামুর রাহিমীন বাকী আছেন। তিনি তখন মুষ্টি ভরে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবেন (যাদের অন্তরে ঈমান ছিল) যারা কখনো কোন নেক আমল করেনি, তারা আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখস্থ নহরে হায়াতে (সঞ্জীবনী নদী) ফেলা হবে। সেখান থেকে তারা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে বানের পলিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়। তোমরা কি পাথর বা বৃক্ষের প্রতি দেখনি, তার যে অংশ রোদে থাকে তার কিছুটা হলদে ও কিছুটা সবুজাভ হয় আর তার যে অংশ ছায়ায় থাকে, তার পুরোটাই ফ্যাকাশে হয়। সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় যেন আপনি মরু প্রান্তরে পশু চরিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা সে নহর থেকে এরূপে বের হবে, যেন মুক্তার মালা। তাদের গ্রীবায় মোহর আঁটা থাকবে, যার দ্বারা অন্যান্য জান্নাতীরা তাদেরকে চিনতে পারবে যে, এরা হল ঐ সকল লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ অনুগ্রহে কোন আমল ব্যতিতই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। তারা কোন নেক আমল করেনি বা কোন নেক আমল পূর্বে প্রেরণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন,

তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, এতে তোমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছো সবই তোমাদের। তারা তখন বলে উঠবে, হে প্রভু! আপনি আমাদেরকে ঐ পরিমাণ নিআমত দান করেছেন, যে পরিমাণ পার্থিব জগতে কাউকে দান করেননি। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন, আমার নিকট তোমাদের জন্য তা অপেক্ষাও উত্তম বস্তু রয়েছে। তারা তখন বলবে, হে প্রভু! আমাদের এর চেয়েও উত্তম বস্তু কি হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তা হল আমার সন্তুষ্টি। সুতরাং আমি তোমাদের প্রতি আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না।

## হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাযালী রা. এর হাদীস

হযরত জারীর রা.-এর হাদীস সহীহায়নে[৪২৪] ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ কায়স ইবনে আবূ হাযিম হতে, তিনি হযরত জারীর রা. হতে এ সনদে বর্ণিত রয়েছে।

হযরত জারীর রা. বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের প্রতি তাঁকিয়ে বললেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রভুকে ঠিক তেমনি দেখতে পাবে, যেমনিভাবে এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন প্রকার সমস্যা অনুভূত হবে না। যদি তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায অর্থাৎ ফজর ও আসর আদায় থেকে পরাস্ত না হতে সক্ষম হও, তাহলে তাই করে যাও। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا *হে নবী! আপনি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ তথা পবিত্রতা বর্ণনা করুন।*

এ বর্ণনাটি নিম্নোক্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম বর্ণনা করেছেন।

ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস আল আওদী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাততান রহ., আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল মুহারিবী রহ. জারীর ইবনে আবদুল হামীদ রহ. উবাইদ ইবনে হামীদ রহ. হাশিম ইবনে বাশীর রহ. আলী ইবনে আসিম রহ. সুফিয়ান ইবনে

---

৪২৪. বুখারী, খ. ২ পৃ. ১১০৫

উয়াইনাহ রহ. মারওয়ান ইবনে মুআবিয়া রহ. আবূ উসামা আবদুল্লাহ নুমায়র রহ. মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ রহ এবং তার ভাই ই'য়ালা ইবনে উবায়দ রহ. ওয়াকী ইবনে জাররাহ রহ. মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়ল আত তাফাবী রহ. ইয়াযিদ ইবনে হারূন রহ. ইসমাঈল ইবনে আবী খালিদ আম্বাসাহ ইবনে সাঈদ রহ. হাসান ইবনে সালিহ রহ. ওরাকা ইবনে আমর রহ. আম্মার ইবনে যুরাইক রহ. আবুল আগার সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ রহ. নাসর ইবনে তুরায়ফ রহ. আম্মার ইবনে মুহাম্মদ রহ. হাসান ইবনে আইয়াশ রহ. ইয়াযিদ ইবনে আতা রহ. ঈসা ইবনে ইউনুস, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আবূ হামযাহ আস সুকারী রহ. হুসাইন ওয়াকিদ রহ. মু'তামার ইবনে সুলাইমান রহ. জা'ফর ইবনে যিয়াদ রহ. খুদাশ ইবনে মুহাজির রহ. হূরাইম ইবনে সুফিয়ান রহ. মুনদিল ইবনে আলী রহ. তার ভাই হিববান ইবনে আলী, আমর ইবনে মারছাদ রহ. আবদুল গাফ্ফার ইবনে কাসিম রহ. মুহাম্মদ ইবনে বাশীার আল জারীরী রহ. মালিক ইবনে মিগওয়াল রহ. ইসাম ইবনে নু'মান রহ. আলী ইবনে কাসিম আল কিন্দী রহ. উবাইদ ইবনুল আসওয়াদ আল হামদানী রহ. আবদুল জাব্বার ইবনুল আব্বাস রহ. মুআল্লাহ ইবনে হিলাল রহ. ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া রহ.সুববাহ ইবনে মুহরিব রহ. মুহাম্মদ ইবনে ঈসা রহ. সাইদ ইবনে হাযিম রহ. আবান ইবনে আরকাম রহ. আমর ইবনে নু'মান রহ. মাসউদ ইবনে সা'দ আল জু'ফী রহ. উস্যামা ইবনে আলী রহ. হাসান ইবনে হাবীব রহ. সিনান ইবনে হারুন আল বারযামী রহ. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল ওয়াসিতী রহ. আমর ইবনে হিশাম রহ. মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান রহ. ইয়ালা ইবনুল হারিস আল মুহারেবী রহ. শুয়াইব ইবনে রাশেদ রহ. হাসান ইবনে দীনার রহ. সাল্যাম ইবনে আবী মুতী রহ. দাউদ ইবনে যাবারকান রহ. হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফা রহ. ইয়াকূব ইবনে হাবীব রহ. হুককাম ইবনে সালাম রহ. আবু মুকাতিল ইবনে হাফস রহ. মুসাইয়াব ইবনে শুয়াইব রহ. আবূ হানীফা আন নুমান ইবনে ছাবিত রহ. আমর ইবনে শামর আল জু'ফী রহ. আমর ইবনে আবদুল গাফ্ফার আল-ফাকহামী রহ. সায়ফ ইবনে হারূন আল বারজামী রহ. আবদ ইবনে হাবীব রহ. মালিক ইবনে সুআয়র রহ. ইয়াযীদ ইবনে আ'তা রহ.খালিদ ইবনে ইয়াযিদ আল আসরী রহ. উবায়দুল্লাহ ইবনে মূসা রহ. খালিদ ইবনে

আবদুল্লাহ আত তাহহান রহ. আবূ কুদাইনাহ ইয়াহইয়া ইবনে মুহলিব রহ. মুরজী ইবনে রাজা রহ. রুকা ইবনে মাসকালাহ রহ. মা'মার ইবনে সুলাইমান রহ আমর ইবনে জারীর রহ. ইয়াহইয়া ইবনে হাশিম আস সিমসার রহ. ইবরাহীম ইবনে তুহমান রহ. খারিজাহ ইবনে মাসআব রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উসমান রহ. আব্দূল্লাহ ইবনে ফররুখ রহ. যায়দ ইবনে আবী আনীসাহ রহ.। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যেমনিভাবে স্ব-চক্ষে চাঁদ দেখে থাক ঠিক তেমনিভাবে চর্মচক্ষে তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। জাহমীয়াহ, ফিরআউনিয়া, রাফেযী, কারামেতী, বাতেনী ও অভিশপ্ত সাবীয়াহ প্রমুখ ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসীরা আল্লাহর দর্শন লাভকে অস্বীকার করে থাকে। এরা ঐ সকল কুফুরী শক্তির সাথে গলা মিলিয়েছে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। এদের কেউ কেউ আবার আল্লাহর ক্ষেত্রে মানব দেহের মত অঙ্গ ধারণের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষন করে থাকে। যারা সুন্নাত ও আহলে সুন্নাত বিশ্বাসী তারা তাদের অনুসরণ করে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ রাসূলে বিশ্বাসী দ্বীনের নুসরতকারীরা চিরকাল তাদের প্রতিবাদ করে যাবে। وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

## হযরত সুহাইব রা. এর হাদীস

সহীহ মুসলিমে[৪২৫] হযরত সুহাইব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের পর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা কর, আমি তোমাদেরকে তা বৃদ্ধি করে দেব। তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেননি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাদের মধ্যকার আড়াল তুলে দিবেন। আল্লাহ তা'আলার দর্শন অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও পসন্দনীয় বস্তু তাদেরকে দেওয়া হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন لِلَّذِيْنَ

---

৪২৫. খ. ১ পৃ. ১০০

أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ *যারা মঙ্গলকর কার্য করে, তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক।*

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীস

ইমাম তাবারানী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রা.-এর হাদীস স্ব-সনদে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত একদিনে (কিয়ামতের দিন) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদেরকে একত্রিত করবেন। তাদের আবস্থা এমন হবে, তারা উপরের দিকে তাকিয়ে চল্লিশ বছর যাবৎ বিচার কার্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা মেঘের ছায়ায় আরশ হতে কুরসীতে অবতরণ করবেন। (তার শান মোতাবেক) অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, হে লোক সকল! যেই প্রভু তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দান করেছেন, তাঁর ইবাদাত করার জন্য ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি যদি এই সিদ্ধান্ত দেন,দুনিয়ায় যে যার সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে ও যে যার ইবাদত করেছে, সে যেন তার সাথী হয়, তাহলে কি তোমরা সন্তুষ্ট হবে না। এ কি তাঁর ন্যায় বিচার হবে না? তখন তারা সমস্বরে বলবে, হ্যাঁ, আর প্রত্যেকেই তার পৃথিবীর বন্ধুদের পেছনে পেছনে ছুটবে। তাদের কেউ সূর্যের নিকট, কেউ চন্দ্রের নিকট, কেউ পাথর নির্মিত মূর্তির নিকট, কেউ প্রতিমার নিকট চলে যাবে। যাকে তারা দুনিয়াতে পূজা-অর্চনা করত। যারা হযরত ঈসা আ.-এর ইবাদত করত, তাদের জন্য শয়তান হযরত ঈসা আ.-এর মূর্তি তৈরী করবে। তখন তারা তাদের পেছনে পেছনে যাবে। শুধু মাত্র উম্মতে মুহাম্মদী অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের নিকট এসে বলবেন, তোমাদের কি হল, অন্যদের মত তোমরাও যাচ্ছ না কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা বলবে, আমাদের উপাস্য রয়েছে, যাঁকে আমরা এখনো দেখতে পাইনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে? তারা বলবে, অবশ্যই! তাঁর ও আমাদের মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে (যা তিনি স্বয়ং স্বীয় কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন) আমরা সে নিদর্শন দেখেই তাঁকে চিনতে পারব। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, কি সে নিদর্শন? তারা বলবে, তিনি স্বীয় পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে দিবেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পায়ের গোছা হতে তাঁর বড়ত্বের আড়াল সরিয়ে নিবেন। তারা তাঁর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, কিন্তু কিছু লোক সিজদা করতে সক্ষম হবে না, বরং তাদের পিঠ ষাঁড়ের শিং-এর ন্যায় শক্ত হবে, যার ফলে তারা সিজদা করতে চাইলেও করতে পারবে না। কেননা, যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদার প্রতি আহ্বান করা হত (কিন্তু তখন তারা সিজদা করত না অথবা লোক দেখানোর জন্য সিজদা করেছে) সিজদারতদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের শির তোল। তারা তখন শির উঠাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে প্রত্যেকের আমল মোতাবেক নূর প্রদান করবেন। তাদের কাউকে পর্বতসম নূর প্রদান করা হবে। যা তার সামনে চলতে থাকবে। কেউ কেউ এর চেয়ে কম নূর পাবে। আবার কেউ এ পরিমাণ নূর লাভ করবে, মনে হবে যেন তার ডান পার্শ্বে খর্জুর বৃক্ষ। কেউ এর চেয়ে কম নূর লাভ করবে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ পরিমাণ নূর প্রদান করা হবে, যা কখনো আলোকিত হবে আবার কখনো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তা আলোকিত হলে সে ব্যক্তি চলতে থাকবে, আর নিভে গেলে সেও থেমে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার সামনে থাকবেন। এমনি চলতে চলতে সে অগ্নিতে গিয়ে পড়বে, ফলে পিচ্ছিল পথে পদস্খলনের কারণে তার দেহে তরবারির আঘাতে সৃষ্ট ক্ষতের ন্যায় দাগ পড়ে যাবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, এ জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম কর। তখন তারা প্রত্যেকেই স্বীয় জ্যোতি অনুযায়ী অতিক্রম করবে। তাদের মধ্য হতে কেউ চোখ বুঁঝে অতিক্রম করবে। আবার কেউ বিদ্যুৎগতিতে, কেউ মেঘের ন্যায়, কেউ ভেঙ্গে পড়া নক্ষত্রের ন্যায়, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী অশ্বের গতিতে, কেউ পদব্রজে ভ্রমণকারীর ন্যায় তা অতিক্রম করবে। যে ব্যক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ পরিমাণ নূর প্রদান করা হয়েছিল, সে হাত-পা টেনে টেনে এমনভাবে পার হতে থাকবে,একহাত টানছে তো অন্য হাত ঝুলে আছে, এক পা টানছে তো অন্য পা ঝুলে পড়েছে। তার দু'পার্শ্বের অঙ্গের এক পার্শ্ব আগুন স্পর্শ করছে। সে এভাবেই চলতে থাকবে আর এক সময় জাহান্নাম অতিক্রম করে যাবে। অতিক্রম করার পর সেখানে দাঁড়িয়ে বলবে, الحمد لله لقد اعطاني ما لم يعط أحدا إذ نجاني منها بعد اذ رأيتها সকল

প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাকে এমন বস্তু দান করেছেন, যা অন্য কাউকে দান করেননি। কেননা, তিনি আমাকে জাহান্নামে দেখে ফেলার পর সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (অর্থাৎ আমি তো নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে পতিত হব, কিন্তু তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর তাকে জান্নাতের সামনের একটি নদীতে নেওয়া হবে। সেখানে সে গোসল করবে, তখন তার উপর এমন সুগন্ধি ও এমন আভা ছড়িয়ে পড়বে, যা কেবল মাত্র জান্নাতীরাই লাভ করবে। তখন সে জান্নাতের দরযা দ্বারা জান্নাতীদেরকে দেখে বলবে, হে প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, তোমাকে তো আমি জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছি, এরপরও কি আমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর? (অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে বাঁচানো কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?) সে তখন বলবে, হে প্রভু আমার! যদি আপনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ না-ই করাবেন, তবে আমার ও জান্নাতের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে দিন, যেন আমি তার সমান্যতম শব্দও শুনতে না পাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে স্বপ্নের চেয়েও সুন্দরতম একটি রাজকীয় প্রাসাদ দেখানো হবে। অথবা সে দেখবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে তা দান করুন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি এটা তোমাকে দান করলে হয়ত তুমি আরো কিছু প্রার্থনা করবে। সে বলবে, আপনার ইয্যতের শপথ! আমি আর কিছুই প্রার্থনা করব না, এর চেয়ে উত্তম গন্তব্য আর কি হতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাকে তা প্রদান করবেন, সে তাতে প্রবেশ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাকে আরেকটি স্থান দেখানো হবে এবং তার কল্পনা জাগবে যে, সে যেন তাতে অবস্থান করছে। তখন সে প্রার্থনা করবে, হে প্রভু! আমাকে এটিও দান করুন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তেমাকে এটা দান করলে হয়ত তুমি আরো প্রত্যাশা করবে। সে বলবে, আপনার ইয্যতের শপথ! আমি তা ব্যতীত আর কিছুই চাব না। এর থেকে উত্তম স্থান আর কি হতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে

সেটিও দান করবেন আর সে তাতে প্রবেশ করবে। সে আর প্রার্থনা করবে না, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কি হল তোমার, তুমি তো আর প্রার্থনা করছ না। সে বলবে, হে প্রভু! আমি আপনার কাছে এ পরিমাণ প্রার্থনা করেছি,এর চেয়ে অধিক প্রার্থনা করতে আমার লজ্জাবোধ হয়। আমি আপনার নামের শপথ করেছি (কিন্তু তা পূর্ণ করতে পারিনি) তাই অধিক কিছু চাইতে আমার লজ্জাবোধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি আশা কর না,পৃথিবীর জন্মলগ্ন হতে ধ্বংসলগ্ন পর্যন্ত যা কিছু ছিল পৃথিবীতে, তা ও তার চেয়ে দশগুণ বেশি তোমাকে আমি দান করি? সে তখন বলবে, আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন? অথচ আপনি তো মহান প্রভু। তার কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা হেসে উঠবেন।

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় এ জায়গায় এসে হেসে উঠতেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি এ হাদীসটি আপনার কাছ থেকে কয়েকবার শুনেছি, কিন্তু যখনি আপনি এ স্থানে উপনীত হন। তখনি হেসে উঠেন। এর কারণ কি? বলেন, আমিও এ হাদীসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কয়েকবার শুনেছি, প্রত্যেক বারেই তিনি এমন হেসেছেন যে, তার মাঢ়ীর দাঁত মুবারক পর্যন্ত দেখা গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না; বরং আমি তোমাকে তা দিতে সক্ষম। সুতরাং প্রার্থনা কর। সে বলবে, আমাকে অন্যান্য জান্নাতীদের সাথী করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, যাও, তুমি অন্যান্য জান্নাতীদের নিকট চলে যাও। তখন সে কাঁধ-হেলিয়ে দুলিয়ে চলতে চলতে তাদের নিকটবর্তী হবে। তখন মুক্তার একটি প্রাসাদ তার সামনে আনা হলে সে সিজদায় লুটে পড়বে। তাকে বলা হবে, তোমার কি হল, মাথা তোল। সে বলবে, আমি আমার প্রভুর দর্শন লাভ করেছি অথবা বলবে, আমার প্রভু আমাকে দর্শন দিয়েছেন। তাকে বলা হবে, এটি তোমার প্রাসাদসমূহ হতে একটি প্রাসাদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে তখন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করানো হবে (তার উজ্জ্বল্যতা ও বিভা দেখে সে সিজদায় লুটে পড়তে চাইলে তাকে

বলা হবে, কি হল তোমার? সে বলবে, আমি ভেবেছি, এ হল কোন ফিরিশতা। সে তখন তাকে বলবে, আমি হলাম তোমার আসবাবপত্রের পাহারাদারদের একজন, তোমার সেবকদের একজন সেবক। আমার অধীনে এক হাজার সেবক রয়েছে। যারা তোমার সেবা ও আরাম আয়েশে নিয়োজিত। তারা সকলেই আমার ন্যায়। তখন সে তার সামনে সামনে হেটে তার প্রাসাদে গিয়ে তার জন্য তা খুলে দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার প্রাসাদ হবে ফাঁপা মুক্তা দ্বারা তৈরীকৃত। তার ছাদ, দরযা, তালা, চাবি সবই হবে মুক্তার তৈরী। তার বাইরের দিক হবে সবুজ মুক্তার। আর ভেতরের দিক হবে লাল মুক্তার। প্রত্যেক মুক্তার রং বৈচিত্রময় হবে। প্রত্যেকটির মধ্যে খাট, স্ত্রী ও সেবক থাকবে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের হূরে-ঈনও এমন হবে যে, সে সত্তর জোড়া পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও তার পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে। সে হূরের বক্ষ ঐ ব্যক্তির জন্য আর ঐ ব্যক্তির বক্ষ সে হূরের জন্য আরশির ন্যায় হবে। (অর্থাৎ সে ব্যক্তি হূরের বক্ষে নিজের প্রতিকৃতি দেখতে পাবে আর সে হূর ঐ ব্যক্তির বক্ষে তার প্রতিকৃতি দেখতে পাবে, যেমনি মানুষ আয়নায় দেখে থাকে) সে ব্যক্তি ঐ হূর হতে সামান্যতম বিমূখ ভাব প্রকাশ করলে তার প্রতি সে হূরের পূর্বের তুলনায় সত্তর গুণ মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। সে তাকে বলবে, আল্লাহর কসম! তোমার প্রতি আমার মুহাব্বত সত্তর গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেও তখন বলবে, আল্লাহর কসম! তোমার প্রতিও আমার মুহাব্বত সত্তর গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে, ঝুঁকে দেখ। সে ঝুঁকে দেখলে তাকে বলা হবে, শত বর্ষের দূরত্ব পরিমাণ অঞ্চল তোমার রাজত্বে।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হযরত উমর রা. হযরত কা'ব রা. কে বলেছেন, ইবনে উম্মে আবদ (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.) জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তি সম্পর্কে যে হাদীস আমাকে বর্ণনা করেছে, তা কি তুমি শুননি? তাহলে জান্নাতের শীর্ষস্থান লাভকারীর অবস্থা কি হবে? হযরত কা'ব রা. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! তাতে এমন বস্তু রয়েছে যা কোন চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবন করেনি। আল্লাহ তা'আলা একটি ঘর তৈরী করেছেন, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের স্ত্রী, ফলমূল, পানীয় ও তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক সব কিছু তৈরী

করে তাকে ঢেকে রেখেছেন, যা জিবরীল আ. বা অন্য কোন ফিরিশতা বা অন্য কোন মাখলূক কেউই দেখেনি। এরপর হযরত কা'ব রা. এ আয়াত পাঠ করেন, فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ *কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।*

আল্লাহ তা'আলা তা ছাড়াও আরো দু'টি জান্নাত তৈরী করেছেন। আর সেগুলোকে তাঁর ইচ্ছানুরূপ সু-সজ্জিত করেছেন। তা তিনি তাঁর মাখলুকের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে দেখাবেন। যার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে, সে ঐ জান্নাত লাভ করবে, যা কেউ কখনো দেখেনি।

ইল্লিয়্যীনে আমলনামা লাভকারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে তার রাজত্ব পরিদর্শন করবে। তখন জান্নাতের প্রত্যেকটি তাঁবুতে তার চেহারার জ্যোতি ও দ্যুতি ছড়িয়ে পড়বে। (অর্থাৎ তার সুগন্ধিও সমগ্র তাঁবুতে বিচ্ছুরিত হবে) সে সুগন্ধিতে তাঁবুতে অবস্থানকারীরা বিমোহিত হয়ে বলবে, এ সুগন্ধি সম্পর্কে আর কি বা বলব। এ ব্যক্তি তো ইল্লিয়্যীনের অধিবাসী, সে তার রাজত্বে ভ্রমন করছে।

হযরত কা'ব রা.-এর এ সকল কথা শুনে তখন হযরত উমর রা. বললেন, হে কা'ব! তোমার প্রতি বিস্ময় লাগে, তোমাদের একথা শুনে সকলের মনতো লাগামহীন ও যথেচ্ছারি হয়ে যাবে। তাকে সংযত কর। (অর্থাৎ একথা গুলোর কারণে লোকেরা জাহান্নামের কথা ভুলে গিয়ে আমল করা ছেড়ে দেবে। কাজেই তাদের মনের লাগাম টেনে ধরার জন্য জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তির কথাও বলো।)

তখন হযরত কা'ব রা. বললেন, সে সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, জাহান্নামের আগুন যখন উত্তেজিত হয়ে উঠবে তখন তার গর্জন শুনে আল্লাহ তা'আলার সকল নৈকট্যশীল ফিরিশতা ও নবীগণ পর্যন্ত হাঁটু কেঁপে পড়ে যাবে। এমনকি আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম আ.ও বলবেন, رَبِّ نفسي نفسي অর্থাৎ হে প্রভু! আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন। (তার ভয়াবহতা এরূপ হবে) তোমার আমল নামার সাথে যদি সত্তর নবীর আমল নামাও থাকে, তবু তখন তুমি মনে করবে,তুমি নাজাত পাবে না।

## হযরত আলী রা. এর হাদীস

হযরত আলী রা.-এর হাদীস ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান রহ.স্ব-সনদে এভাবে উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يزور أهل الجنة الربَّ تبارك وتعالى في كل جمعة وذكر ما يعطون জান্নাতবাসীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতীদেরকে প্রদত্ত নিআমত সমূহের উল্লেখ করেছেন, قال : ثم يقول الله تبارك وتعالى : اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আড়াল সরিয়ে দাও। তখন এক একটি করে আড়াল সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সত্তার তাজাল্লী দিবেন। তাদের অবস্থা তখন এমন হবে, যেন তারা ইতোপূর্বে কোন নিআমতই দেখেনি। আল্লাহ তা'আলার বাণী ولدينا مزيد দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

## হযরত আবূ মূসা রা. এর হাদীস

সহীহায়নে[৪২৬] হযরত আবূ মূসা আশআরী রা.-এর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, جنتان من فضة آنيتها وما فيها দু'টি জান্নাত এমন রয়েছে, তৈজসপত্রসহ সব কিছুই রৌপ্য নির্মিত।وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها দু'টি জান্নাত এমন রয়েছে, যার তৈজসপত্র সব কিছুই স্বর্ণ নির্মিত। وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربِّهم تبارك وتعالى الّا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن জান্নাতে আদনে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভকারীদের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে তাঁর বড়ত্বের আড়াল ব্যতীত অন্য কোন আড়াল থাকবে না।

ইমাম আহমাদ রহ. স্ব সনদে হযরত আবূ মূসা রা.-এর বর্ণনা এভাবে উল্লখ করছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল উম্মতকে সমতল এক প্রান্তরে একত্রিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত

---

[৪২৬] বুখারী খ. ২, পৃ. ৭২৪, মুসলিম, খ. ২ প. ১০০

করতে চাইবেন, তখন প্রত্যেক দলের জন্য দুনিয়াতে তাদের উপাস্যের প্রতিকৃতি তৈরী করে দেয়া হবে। প্রত্যেক দলই তখন তাদের সে উপাস্যের অনুসরণ করবে। এমতাবস্থায়ই সে উপাস্যরা তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেবে। এরপর আমরা একটি উচু স্থানে অবস্থান কালে প্রভু মহান এসে বলবেন, তোমরা কারা? আমরা বলব, আমরা মুসলমান। তিনি তখন বলবেন, তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? আমরা তখন বলব, আমরা আমাদের প্রভুর প্রতীক্ষা করছি। তিনি তখন বলবেন, দেখলে কি তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? আমরা বলব, হ্যাঁ, তিনি এমন সত্তা; যার কোন উপমা ও তুলনা নেই, আল্লাহ তা'আলা তখন হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে বলবেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা সু-সংবাদ গ্রহণ কর। তোমাদের প্রত্যেকের পরিবর্তে আমি একজন করে ইহুদী অথবা খৃস্টানদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছি।

হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ মূসা আশআরী রা.-এর হাদীস এভাবে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يتجلّى لنا ربّنا تبارك وتعالى ضاحكا يوم القيامة আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে হাস্যোজ্জল অবস্থায় আমাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন।

দারা কুতনীতে আবান ইবনে আবী আয়াশ হযরত আবূ তামীমাহ আল হুজাইমী রহ. এর সূত্রে আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, يبعث الله يوم القيامة مناديًا بصوت يسمعه أوّلهم وآخرهم আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে একজন ঘোষক পাঠাবেন, সে এমন উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবে, জান্নাতের অগ্র-পশ্চাতের সকল লোক তার ঘোষণা শুনতে পাবে। ঘোষক বলবে, ان الله عزّ وجلّ وعدكم الحسنى وزيادة আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মঙ্গল ও অতিরিক্ত নিআমত প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عزّ وجلّ সুতরাং হুসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, জান্নাত আর যিয়াদাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ।

## হযরত আদী ইবনে হাতিম রা. বর্ণিত হাদীস

হযরত আদী ইবনে হাতিম রা.-এর হাদীস সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দারিদ্র্যের অভিযোগ করল। অন্য এক ব্যক্তি এসে রাহাজানির অভিযোগ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে আদী! তুমি কি হীরা নামক স্থান দেখেছ? তিনি বলেন, আমি উত্তর দিলাম, আমি তা দেখিনি কিন্তু তা সম্পর্কে শুনেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে যদি আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘায়ু দান করেন, তাহলে তুমি দেখবে, হীরা হতে মহিলারা একাকী সফর করে কা'বা তাওয়াফ করবে; কিন্তু পথে তারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। (অর্থাৎ তখন এমন অভূতপূর্ব নিরাপত্তা থাকবে) হযরত আদী রা. বলেন, আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, তাঈ গোত্রের ডাকাত, যারা শহরকে অতিস্ট করে রেখেছে, তারা তখন কোথায় যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যদি তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করেন, তবে তুমি দেখবে, অবশ্যই তোমরা কিসরার ধনভাণ্ডার বিজয় করবে।

হযরত আদী রা. বলেন, আমি বিস্ময় ভরে প্রশ্ন করলাম, কিসরা ইবনে হূরমুযের ধনভাণ্ডার? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হূরমুযের ধনভাণ্ডারই। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করেন, তাহলে তুমি দেখবে, এক ব্যক্তি মুঠিভরা স্বর্ণ-রুপা নিয়ে দান করার জন্য ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কাউকে পাবে না। (কেননা, তখন সবাই ধনাঢ্য থাকবে, কেউ সদকা গ্রহণ করার যোগ্য থাকবে না) তোমরা সকলে অবশ্যই কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করবে, তোমাদের ও তাঁর মাঝে কোন আড়াল থাকবে না। তোমাদের মাঝে ও তাঁর মাঝে কথোপকথনের জন্য কোন দোভাষীর প্রয়োজন পড়বে না। তখন, তনি বলবেন, আমি কি তোমাদের নিকট নবী প্রেরণ করিনি? যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌছিয়ে দিয়েছেন। লোকেরা বলবে, হ্যাঁ, হে পরওয়ারদিগার! আপনি পাঠিয়েছেন। আল্লাহ

তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাদের সম্পদ দান করিনি? তোমাদের প্রতি কি অনুগ্রহ করিনি? লোকেরা বলবে, হ্যাঁ, করেছেন হে প্রভু! তখন সম্বোধিত ব্যক্তি তার ডানদিকে তাকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না, এমনিভাবে বাম দিকে তাকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না।

হযরত আদী রা. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, اتقوا النار ولو بشقّ تمرةٍ، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة খেজুরের একটি টুকরার বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর। (অর্থাৎ খেজুরের একটি টুকরা দান করার সামর্থ থাকলে তা দান করার মাধ্যমে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর) যে একটি খেজুরের টুকরা প্রদানেও সক্ষম নয়, সে যেন উত্তম কথার মাধ্যমে জাহান্নাম হতে বাঁচার চেষ্টা করে। (অর্থাৎ মানুষের সাথে উত্তম বাক্য বিনিময় করবে অথবা আল্লাহর যিকির, দুরূদ ও উত্তম কালিমার মাধ্যমে জাহান্নাম হতে বাঁচার চেষ্টা করবে।) হযরত আদী রা. বলেন, আমি অনেক মহিলাকে দেখেছি, সে হীরা হতে একাকী সফর করে এসে কা'বা তাওয়াফ করেছে। পথিমধ্যে তার আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কারো ভয় হয়নি। আমি কিসরাকে পরাজিতকারী মুজাহিদ বাহিনীর একজন ছিলাম। আর যদি তোমরা কিছু দিন হায়াত পাও, তাহলে নবীজির তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন স্বচক্ষে দেখতে পাবে। অর্থাৎ সকলে এত ধনী হয়ে যাবে যে, যাকাত গ্রহণের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

## হযরত আনাস বিন মালিক রা.কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

হযরত আনাস বিন মালিক রা.-এর হাদীস সহীহায়নে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। (দীর্ঘকাল হাশরের উত্তপ্ত ময়দানে থাকার কারণে) তারা অস্থির ও পেরেশান থাকবে। কোন কোন বর্ণনাকারী উল্লেখ করেন, فيلهمون لذالك তারা সে কারণে বিপদগ্রস্ত থাকবে। তারা তখন বলতে থাকবে, হায়! যদি কেউ আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে সুপারিশ করত, তাহলে হয়ত আমরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতাম। তাই তারা হযরত আদম আ.-এর নিকট এসে বলবে,

আপনি (আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান) সকল মানুষের পিতা আদম। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন ও আপনার মাঝে তাঁর পক্ষ হতে আত্ম দান করেছেন। আল্লাহর নির্দেশে ফিরিশতারা আপনাকে সিজদা করেছে। সুতরাং আপনি আপনার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমরা এ অবস্থা হতে মুক্তি পাই। তিনি তখন বলবেন, لَسْتُ هُنَاكُمْ তোমাদের এ দাবী পূরণ করার আমার সুযোগ নেই। তাঁর থেকে ঘটিত ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, যার কারণে তখন আল্লাহর নিকট আরযি পেশ করতে লজ্জা বোধ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা হযরত নূহ আ.-এর নিকট যাও। কেননা, তিনিই মুশরিকদের প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল। সবাই তখন হযরত নূহ আ. এর কাছে আসবে। তিনি তাদের আবেদনের উত্তরে বলবেন, لَسْتُ هُنَاكُمْ আমি এদাবী পুরণের সক্ষমতা রাখি না। তিনি তখন তাঁর থেকে সংগঠিত ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, যার কারণে তিনি সুপারিশ করতে লজ্জাবোধ করবেন আর বলবেন; বরং তোমরা হযরত ইবরাহীম আ.-এর নিকট যাও। যিনি আল্লাহ তা'আলার বন্ধু। তারা তখন ইবরাহীম আ.-এর নিকট গেলে তিনি তখন বলবেন, لَسْتُ هُنَاكُمْ আমি তোমাদের আবেদন পূরণ করতে সক্ষম নই। তিনি তখন তাঁর থেকে প্রকাশ পাওয়া ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যার কারণে তিনি আল্লাহর নিকট আরযি পেশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং হযরত মূসা আ.-এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করেছেন ও তাওরাত কিতাব পেয়েছেন। তারা তখন হযরত মূসা আ.-এর নিকট গেলে তিনিও বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তিনি তাঁর থেকে প্রকাশ পাওয়া ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। যার কারণে তিনি প্রভুর নিকট আরযি পেশ করতে লজ্জাবোধ করবেন। আর বলবেন, তোমরা হযরত ঈসা আ.-এর নিকট যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রূহ ও কালিমা। (হযরত ঈসা আ.-এর জন্ম পিতা ব্যতীতই হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মারয়াম আ.-এর নিকট ফিরিশতা পাঠিয়েছিলেন। যিনি তাঁর বুকে ফুঁ দিলেন। ফলে তিনি গর্ভ ধারণ করেন। এই আত্মা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। এ জন্যই হযরত ঈসা আ. কে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ বলা হয়।) তারা তখন হযরত ঈসা আ.-এর নিকট গেলে তিনি বলবেন, আমি

তোমাদের এ আরযি পূরণ করতে পারব না; বরং তোমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট যাও। যিনি আল্লাহ তা'আলার এমন বান্দা, যার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অতঃপর তারা আমার নিকট আসবে। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশের অনুমতি প্রার্থনা করলে আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি তখন আল্লাহ তা'আলাকে দেখে সিজদায় লুটে পড়ব। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমি সে অবস্থায়ই থাকব। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা তুলুন। আপনি যা বলার বলুন। আপনার সব কথাই শুনা হবে। আপনি যা প্রার্থনা করার করুন। আপনাকে তা দেয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা তুলে আল্লাহ তা'আলার শেখানো বাক্যাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব। আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব।

হযরত আনাস রা. বলেন, আমার মনে পড়ছে না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তৃতীয়বার না চতুর্থবার বলেছেন। অতঃপর আমি বলব, হে পরওয়ারদিগার! এখন তো জাহান্নামে শুধু তারাই রয়েছে, যাদের জন্য কুরআন প্রতিবন্ধক হয়েছে অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হল, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে গমনকারী আমিই প্রথম ব্যক্তি। সর্বপ্রথম আমার কবরই বিদীর্ণ হবে, এটা কোন অহংকার নয়। আমিই সকল মানুষের সরদার। এটা কোন অহংকার নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। এটা কোন অহংকার নয়। আমি জান্নাতের শিকল ধরলে আমাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে থাকবেন। আমি তখন সিজদায় লুটে পড়ব।

দারাকুতনী রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌএর ব্যাখ্যায় বলেন, زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা।

আবূ সালিহ রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আমার নিকট হযরত জিবরীল আ. এমতাবস্থায় এলেন, যখন তাঁর হাতে উজ্জ্বল আয়নার মত কিছু ছিল। যাতে কালো বিন্দুর মত একটি দাগ ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! আপনার হাতে এটা কী? উত্তর দিলেন, এটা হল জুমু'আ। আমি বললাম, জুমু'আ কি? জিবরীল আ. বললেন, এতে আপনার অনেক কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আমি বললাম, তাতে আমাদের কি উপকারীতা রয়েছে? বললেন, এটা আপনার জন্য ও আপনার পরবর্তী উম্মতের জন্য ঈদ। আর ইয়াহুদী-খস্টানরা এ ব্যাপারে আপনার অনুসারী। আমি বললাম, তাতে আমাদের আর কি উপকারীতা রয়েছে? বললেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যাতে বান্দা তার কোন ভাগ্য নির্ধারিত বস্তু আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন। আর যদি তার প্রার্থিত বিষয় তার ভাগ্যে নির্ধারিত না থাকে, তবে তাকে তার আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করেন। দুনিয়ায় লাভ করা অপেক্ষা আখিরাতে লাভ করা কতইনা সৌভাগ্যের বিষয়। আমি বললাম, তাতে কালো দাগটি কিসের? বললেন, এটাই হল মুহূর্ত। এটাকে আমরা ইয়াওমুল মাযীদ বলি। জিজ্ঞেস করলাম, ইয়াওমুল মাযীদ কি? বললেন, আপনার প্রভু জান্নাতে শুভ্র কস্তুরির টিলা তৈরী করেছেন। তিনি জুমু'আর দিন ইল্লিয়্যিন থেকে অবতরণ করে কুরসীতে বসবেন। সে কুরসীর চতুর্পার্শ্বে নূরের কুরসী থাকবে, তাতে নবীগণ বসবেন। সেগুলোর চতুর্পার্শ্বে মুক্তা খচিত স্বর্ণের মিম্বর থাকবে, যাতে শহীদগণ ও সিদ্দীকগণ বসবেন। প্রাসাদবাসীরা প্রাসাদ থেকে বের হয়ে কস্তুরির টিলায় বসে পড়বে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে বলবেন, আমি ঐ সত্তা, যে তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি

বাস্তবায়ন করেছে। আমি তোমাদেরকে আমার নিআমত পুর্ণাঙ্গরূপে প্রদান করেছি। এটা আমার বড়ত্বের স্থান। সুতরাং তোমরা আমার নিকট যা প্রার্থনা করার প্রার্থনা কর। তখন তারা প্রার্থনা করতে করতে এক পর্যায়ে তাদের আকাংখা ও প্রত্যাশা ফুরিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সে অবস্থায়ই তাদেরকে এমন নিআমত দান করবেন, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি, কোন মানব হৃদয়ে যার কল্পনাও উঁকি দেয়নি। এটা হবে তোমাদের জুমু'আ শেষে ফিরে যাওয়া সমপরিমাণ সময়। তখন তিনি নিজ কুরসীতে অধিষ্ঠিত হবেন। সাথে সাথে নবীগণ ও সিদ্দীকগণও দাঁড়িয়ে যাবেন। আর প্রাসাদবাসীরা স্ব-স্ব প্রাসাদে ফিরে যাবেন। যে প্রাসাদ হবে শুভ্র মুক্তার মালা, সবুজ পোখরাজ ও লাল পদ্মরাগ মণি দ্বারা নির্মিত। তার দরযাও সে মুক্তার মালা দ্বারা তৈরীকৃত হবে। প্রবহমান নদী থাকবে। তাতে তার স্ত্রী ও সেবকরা থাকবে। থাকবে ঝুলন্ত ফল। সুতরাং তাদের জুমু'আর দিন অপেক্ষা অন্য কোন বস্তুর প্রতি অধিক আগ্রহ থাকবে না। কেননা, তারা সেদিন তাদের প্রভু মহানের দীদার লাভ করবে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে বর্ণনা করেছেন, যাতে রয়েছে, এরপর আল্লাহ তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন। এমনকি তারা সে মহান সত্তাকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেন।

উক্ত রিওয়ায়েতটি আমর ইবনে আবী কায়স রা. হযরত আনাস রা. হতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে রয়েছে জুমু'আর দিন আল্লাহ তা'আলা নূরের মিম্বর বেষ্টিত কুরসীতে অবতরণ করবেন। তখন প্রাসাদবাসীরা এসে সে কস্তুরির টিলায় বসবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন, তারা তাঁকে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন, আমি সে সত্তা, যে তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। আমি তোমাদেরকে আমার নিআমত পূর্ণাঙ্গরূপে দান করেছি। কিন্তু এটা হল আমার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের স্থান। সুতরাং যা প্রার্থনা করার প্রার্থনা কর। তারা তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর সন্তুষ্টির প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার সন্তুষ্টিই তোমাদের জন্য এ স্থানকে নিরাপদ করে দিয়েছে। তোমরা তো আমার

বড়ত্বের অবস্থানকেও জয় করে নিয়েছ। সুতরাং তোমরা যা প্রার্থনা করার প্রার্থনা কর। তখনো তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই প্রার্থনা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টির সাক্ষী বানাবেন। এরপর তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি একপর্যায়ে তাদের আশা-আকাংখা ও প্রত্যাশা ফুরিয়ে যাবে। তারপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন। আলী ইবনে হারব রা. স্ব-সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরসীতে অধিষ্ঠিত হলে আম্বিয়ায়ে করাম, শহীদগণ ও সিদ্দীকগণও উঠে দাঁড়াবে। আর প্রাসাদবাসীরা স্ব-প্রাসাদে ফিরে যাবে।

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, আমি হযরত আনাস রা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই ছিলাম। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট হযরত জিবরীল আ. এমন অবস্থায় এলেন। তাঁর হাতে আরশির ন্যায় স্বচ্ছ কিছু ছিল। যার মাঝে একটি কালো বিন্দুর ন্যায় দাগ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! আপনার হাতে এটা কি? বললেন, এটা হল জুমু'আর দিন। আল্লাহ তা'আলা আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য ঈদ হিসাবে পাঠিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, হে জিবরীল! এতে এ কালো দাগ কিসের? উত্তর দিলেন, এটা জুমু'আর দিনেরই একটি ক্ষণ। এ জুমু'আর দিনই হল দুনিয়ার দিবস সর্দার। তাকে আমরা জান্নাতে ইয়াওমুল মাযীদ বলে থাকি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! আপনারা এটাকে ইয়াওমুল মাযীদ কেন বলেন? বললেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে শুভ্র কস্তুরির একটি উপত্যকা তৈরী করেছেন, (জান্নাতে) জুমু'আর দিন আমাদের প্রভু সে উপত্যকায় কুরসীতে অবতরণ করবেন। তাতে মুক্তাখচিত স্বর্ণের মিম্বর বেষ্টন করা থাকবে আর সে মিম্বরগুলিকে নূরের কুরসী বেষ্টন করে থাকবে।

তখন প্রাসাদবাসীদের মাঝে এ ঘোষণা দেওয়া হলে তারা তাদের বাহনসহ কস্তুরির টিলায় ঢুকে পড়বে। তাদের পরনে থাকবে, স্বর্ণ-রৌপ্যের কঙ্কণ এবং সূক্ষ্ম পুরু রেশমের পোশাক। এভাবে চলতে চলতে তারা এসে

উপত্যকায় উপনিত হবে এবং স্থিরচিত্তে সেখানে বসে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের উপর মুসিরাহ নামক এক প্রকার বাতাস বইয়ে দেবেন। সে বাতাস কস্তুরি বিন্দু উড়িয়ে এনে তাদের চেহারা ও পোশাকে ছড়িয়ে দেবে। সে দিন তারা হবে অপ্রয়োজনীয় পশম ও লোমমুক্ত। কাজল কালো চক্ষু বিশিষ্ট ৩৩ বছরের যুবক। তাদের আকৃতি হবে হযরত আদম আ.-এর আকৃতির মত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ব্যবস্থাপক রিযওয়ানকে ডেকে বলবেন, হে রিযওয়ান! আমার ও আমার বান্দাদের এবং আমার দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যকার আড়াল তুলে দাও। সুতরাং আড়াল তুলে দিলে আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্য দেখে তারা সিজদায় লুটে পড়তে চাইবে।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তখন বলবেন, তোমরা শির তোল, কেননা ইবাদতের স্থান তো ছিল দুনিয়া, এটা হল প্রতিদান স্থল। সুতরাং যা প্রার্থনা করার প্রার্থনা কর। আমিই তোমাদের সে প্রভু, যিনি তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। তারা বলবে, হে প্রভু! এমন কোন কল্যাণ কি রয়েছে, যা আপনি আমাদের দেননি? আপনি কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় আমাদের সাহায্য করেননি? আপনি কবরদেশে অন্ধকার ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের উপর দয়া করেননি? শিঙ্গায় ফুৎকারের ভয়াবহতার সময় আপনি কি আমাদের নিরাপদ রাখেননি? আপনি কি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেননি? আপনি কি আমাদের অপরাধগুলোকে আড়াল করে দেননি? আপনি কি জাহান্নামের পুল অতিক্রম কালে আমাদের পা দৃঢ় রাখেননি? আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকটতম প্রতিবেশী করেননি? আপনি কি আমাদেরকে আপনার মধুময় কথা শ্রবণ করাননি? আপনি কি আমাদের সামনে স্বীয় নূরসহ দৃশ্যমান হননি? মোটকথা, এমন কোন কল্যাণ ও মঙ্গল নেই, যা আপনি আমাদের প্রতি করেননি।

আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের স্বীয় কণ্ঠে ডেকে বলবেন, আমি তোমাদের সে প্রভু, যে তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছে। আমি তোমাদেরকে আমার নিআমত পূর্ণাঙ্গরূপে দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তারা তখন বলবে, আমরা আপনার নিকট আপনার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার সন্তুষ্টির ফলেই তো আমি তোমাদের যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছি ও তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে আড়াল করে দিয়েছি। তোমাদের আমার নিকটতম

প্রতিবেশী বানিয়েছি ও আমার কথা তোমাদের শ্রবণ করিয়েছি। আমার তাজাল্লীসহ তোমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছি। এটা আমার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের স্থান। সুতরাং আমার নিকট তোমরা যা প্রার্থনা করার প্রার্থনা কর। তারা তখন তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে থাকবে এমনকি এক পর্যায়ে তাদের সকল প্রত্যাশা ও আকাংখা ফুরিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের পুনরায় বলবেন, আমার কাছে প্রার্থনা কর।

তারা পুনরায় প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি একপর্যায়ে তাদের সকল প্রত্যাশা পূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় বলবেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তারা বলবে, হে প্রভু মোদের! আমরা সন্তুষ্ট, আনন্দিত। আল্লাহ তা'আলা তখন স্বীয় রহমতগুণে এমন বস্তু প্রদান করবেন, যা কোন চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি এবং যার চিন্তা কখনো কোন মানব হৃদয়ে উঁকি দেয়নি। এটা হবে তোমাদের জুমু'আ শেষে প্রত্যাবর্তন কালে। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি বললাম, আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, তাদের পৃথক হওয়ার সময় কতটুকু?

উত্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক জুমু'আ হতে অন্য জুমু'আ পরিমাণ সময়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার আরশ আনা হবে। তার সাথে ফিরিশতা, নবীগণও থাকবেন। তখন প্রাসাদবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে দেওয়া হলে তারা নিজ নিজ প্রাসাদে ফিরে যাবে। সে প্রাসাদ হবে সবুজ পান্না দ্বারা নির্মিত।

জুমু'আর দিন অপেক্ষা তাদের নিকট প্রত্যাশিত ও কাংখিত অন্য কোন বস্তু থাকবে না। কেননা, সেদিন তারা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করতে পারে ও তাঁর ফযল গুণে অতিরিক্ত নিআমত লাভ করতে পারে। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস এমন সময় শুনেছি, যখন অন্য কেউ ছিল না।

## হযরত বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব বর্ণিত হাদীস

হযরত বুরায়দা ইবনুল হুসায়ব রা.-এর হাদীস ইমামুল আইম্মাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মাহ রহ. স্ব-সনদে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই কিয়ামত দিবসে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে একাকী সাক্ষাৎ করবে। তার মাঝে

ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোন আড়াল থাকবে না ও কোন দোভাষীর প্রয়োজন হবে না।

## হযরত আবূ রাযীন আল উকায়লী রা. বর্ণিত হাদীস

হযরত আবূ রাযীন আল উকাইলী রা.-এর হাদীস ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে বর্ণনা করেছেন[৪২৭]। হযরত আবূ রাযীন রা. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা প্রত্যেকেই কি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দেখা পাব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের নিকট তাঁকে চিনার কি উপায় থাকবে? বললেন, তোমরা কি পূর্ণিমা রাতের চাঁদ দেখেছ? তিনি বললেন, আমি বললাম, জী, হ্যাঁ, আমরা তাও দেখি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু হতে বড় ও মহান।

## হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণিত হাদীস

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর হাদীস ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে আবুয-যুবায়র হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত জাবির রা.-এর নিকট শুনেছি, যখন তাকে জান্নাত ও দোযখে প্রবেশ হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তখন তিনি বলেছেন, আমরা কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা উঁচু হব। তখন প্রত্যেক উম্মতকে তাদের দুনিয়ার উপাস্য প্রতিমাসহ ডাকা হবে। অতঃপর আমাদের নিকট আমাদের প্রতিপালক এসে বলবেন, তোমরা কিসের প্রতীক্ষা করছ? তখন তারা বলবে, আমরা আমাদের প্রভুর অপেক্ষা করছি।

তিনি বলবেন, আমিই তোমাদের প্রভু। তারা বলবে, আমরা প্রত্যক্ষ করা ছাড়া এটা মানব না। আল্লাহ তা'আলা তখন হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন। হযরত জাবির রা. বলেন, অতঃপর তারা তাঁর পেছনে চলতে থাকবে এবং তাদের প্রত্যেককেই চাই মু'মিন হোক বা মুনাফিক হোক একটি জ্যোতি প্রদান করা হবে। অতঃপর তারা তাঁর পেছনে জাহান্নামের পুল অতিক্রম করবে। তাতে বক্র লৌহদণ্ড রয়েছে।

---

[৪২৭]. মুসনাদে আহমদ, খ. ৪, পৃ. ১১

লোহার কণ্টক রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পার হওয়া থেকে যাকে আটকাতে চাইবেন, তাকে কণ্টক ও লৌহদণ্ড ধরে ফেলবে। অতঃপর মুনাফিকদের জ্যোতি নিভিয়ে দেওয়া হবে আর মু'মিনগণ নাজাত পেয়ে যাবেন। মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রথম দলের চেহারা পূর্ণিমার চাদের ন্যায় উজ্জ্বল ও আভাময় হবে। এমন সত্তর হাজার সৌভাগ্যবান থাকবে, যাদের কোন হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে না। তাদের পরবর্তী দলের লোকদের চেহারা হবে আকাশের দিপ্তমান নক্ষত্রের ন্যায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে শ্রেণীবিন্যাস হবে।

এরপর সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। তখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ কালিমা পাঠকারী, যার আমলনামায় বিন্দু পরিমাণ নেক আমলও নেই, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। তাদেরকে জান্নাতের অলিন্দে আনা হবে। তখন জান্নাতীরা তাদের শরীরে পানি ছিটিয়ে দিলে তারা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, যেমন বানের মাঝে বীজ উৎপন্ন হয়। ইতোপূর্বে জাহান্নামে দগ্ধীভূত হওয়ার সকল চিহ্নই মুছে যাবে। তখন সে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলে তাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ ও তার চেয়ে দশগুণ বেশি দান করা হবে। উক্ত বর্ণনাটি ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আব্দুর রাযযাক রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের (জান্নাতীদের) সামনে দৃশ্যমান হলে তারা তাঁকে দেখে সিজদায় লুটে পড়বে। তখন তিনি তাদেরকে বলবেন, তোমরা মাথা উঠাও। কেননা, এটা ইবাদতের স্থান নয়।

আবূ কুরাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সকল উম্মতকে একত্রিত করা হবে। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন। যাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমরা চিনতে পারব। তিনি বলবেন, কিভাবে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে, তাকে তো তোমরা কখনো দেখইনি। উত্তরে তারা বলবে, আমরা জানি, তাঁর কোন উপমা বা তুলনা নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের সামনে দৃশ্যমান হলে তারা সিজদায় লুটে পড়বে।

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. তার সুনানে[৪২৮] হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা তাদের নিআমতে মশগুল থাকবে তখন তাদের সামনে একটি জ্যোতি উদ্ভাসিত হলে তারা মাথা উঠিয়ে দেখবে। তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ তা'আলা উঁকি মেরে তাদের দেখছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলার বাণী سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটাই।

হযরত জাবির রা. বলেন, তখন জান্নাতীরা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আল্লাহও তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। এই দীদার লাভ হবে জান্নাতীদের জন্য মহা নিআমত। এমন নিআমতঋদ্ধ। পরিস্থিতিতে তাদের দৃষ্টি অন্য কোনো নিআমতের দিকে যাবে না। যতক্ষণ না তাদের সামনে পর্দা ফেলা হয় তারা তাকিয়ে থাকবে। পর্দা ফেলার পরও দীদারের নূর ও বরকত তাদের মাঝে বিরাজ করবে। আর এ নূর নিয়ে তারা নিজ ঠিকানায় ফিরবে।

ইমাম বায়হাকী রহ. ইবাদানী রহ. এর সনদে বর্ণনা করেছেন, যাতে রয়েছে। হযরত জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা স্ব-স্ব-স্থানে অবস্থান করবে। তখনি একটি আলো উদ্ভাসিত হবে। তখন তারা মাথা তুলে দেখতে পাবে,আল্লাহ তা'আলা তাদের উঁকি মেরে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তারা বলবে, আমরা আপনার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার সন্তুটির ফলেই তো তোমরা এ স্থানে উপনীত হতে পেরেছ। তোমরা আমার সম্মান ও বুযুর্গীর অবস্থা জয় করেছ। এখন চাওয়া ও প্রার্থনার সময়। সুতরাং তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট যিয়াদাহ (অতিরিক্ত

---

৪২৮. পৃ. ১৭

পুরস্কার অর্থাৎ আপনার দীদার) প্রার্থনা করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তাদেরকে সবুজ পদ্মরাগ মণির উন্নত অশ্ব প্রদান করা হবে। যার লাগাম হবে সবুজ পান্না ও লাল মুক্তাখচিত। তারা সে অশ্বে আরোহণ করবে। অশ্ব তাদের নিয়ে এত দ্রুত ছুটবে, মুহূর্তেই দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে যাবে সেগুলোর পা।

আল্লাহ তা'আলা তখন বৃক্ষকে নির্দেশ দিলে তাদের নিকট ফল এসে যাবে। ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট রমণীরা তাদের নিকট এসে বলবে, আমরা নিআমতপ্রাপ্ত। আমরা কখনো দুরবস্থার সম্মুখীন হব না। মৃত্যু কখনো আমাদের স্পর্শ করবে না। আমরা সম্মানিত মু'মিনদের স্ত্রী। আল্লাহ তা'আলা শুভ্র সুগন্ধি বিচ্ছুরণকারী টিলাকে নির্দেশ প্রদান করলে তা তাদের উপর বাতাস প্রবাহিত করবে, যাকে মুছীরাহ বলা হয়। এভাবে চলতে চলতে তাদের অশ্ব তাদেরকে জান্নাতে আদনে নিয়ে হাযির হবে, যা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দরতম জান্নাত।

তখন ফিরিশতারা বলবে, হে প্রভু! সম্মানিত ব্যক্তিরা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, স্বাগতম! সত্যবাদীদেরকে স্বাগতম! সাগ্রহে আনুগত্যকারীদেরকে স্বাগতম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড়ত্বের পর্দা সরিয়ে দিবেন। তারা তখন আল্লাহ তা'আলার নূর দেখবে এবং এর স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করবে। তারা একে অপরের কথা পর্যন্ত ভুলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন, উপঢৌকন নিয়ে স্বীয় গন্তব্যে ফিরে যাও। তারা উপঢৌকন নিয়ে স্বীয় গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার সময় একে অপরকে দেখায় সম্বিত ফিরে পাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍএর উদ্দেশ্য এটাই।

ইমাম দারাকুতনী রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নবীগণ ব্যতীত অন্য লোকদের সামনে আম তাজাল্লী দিবেন আর হযরত আবূ বকরের সামনে খাস তাজাল্লী দিবেন।

## হযরত আবূ উমামাহ রা. বর্ণিত হাদীস

হযরত আবূ উমামাহ রা.-এর হাদীস ইবনে ওয়াহাব স্ব-সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে দাজ্জাল সম্পর্কে অধিক আলোচনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সে সম্পর্কে বলতেন ও ভীতি প্রদর্শন করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন আমাদের সামনে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল, আল্লাহ তা'আলা যত নবী প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলেই স্বীয় উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। নিশ্চয়ই আমি শেষ নবী আর তোমরা হলে শেষ উম্মত। দাজ্জাল অবশ্যই তোমাদের সময়ে আবির্ভূত হবে। যদি আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকাবস্থায় দাজ্জাল আবির্ভূত হয়, তবে আমি সকল মুসলমানের পক্ষে তার সাথে লড়াই করব। আর যদি আমার তিরোধানের পর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটে, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান নিজেই নিজের আত্মরক্ষাকারী। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমার খলীফা। (অর্থাৎ যেমনিভাবে আমার উপস্থিতিতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটলে আমি তোমাদের পক্ষে লড়াই করার কথা বলছি, আমার তিরোধানের পর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটলে আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে হিফাযত করবেন।) সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সুড়ঙ্গ পথ হতে আত্মপ্রকাশ করবে।

সে ডানে বামে সর্বত্র ফিতনা ফাসাদ ছড়িয়ে দেবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! অবশ্যই তোমাদেরকে ঈমানের উপর অটল থাকতে হবে। সে সর্বপ্রথম বলবে, আমি হলাম নবী। অথচ আমার পর কোন নবী আসবে না। এরপর সে বলবে, আমিই তোমাদের প্রভু, অথচ মৃত্যু পর্যন্ত কখনো তোমরা তোমাদের প্রভুকে কোনভাবেই দেখতে পাবে না। তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে 'কাফির' যা প্রত্যেক মু'মিনই পড়তে সক্ষম হবে। সুতরাং তোমাদের কেউ তাকে পেলে সে যেন সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়তে পড়তে তার মুখের উপর থুথু মারে। দাজ্জাল মানুষ

ধরে ধরে প্রথমে হত্যা করবে ও পরে পুনরুজ্জীবিত করবে। এভাবে সে মানব জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করবে। এর চেয়ে অধিক কোন কাজ সে করতে পারবে না। মানব ছাড়া অন্য কারো উপর তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তার অন্যতম ফিতনা হল, তার সাথে একটি জান্নাত ও একটি আগুন থাকবে। আগুনটি মূলত জান্নাত আর জান্নাতটি মূলত জাহান্নাম। সুতরাং সে যাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে, সে চক্ষু বন্ধ রাখবে ও আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করবে।

আল্লাহ তায়ালা তার জন্য আগুনকে শান্তিদায়ক করে দিবেন। যেমন ইবরাহীম আ.-এর জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দিয়েছেন। দাজ্জাল এ পৃথিবীতে চল্লিশ দিন থাকবে। এই চল্লিশ দিনের প্রথম দিন হবে বছরসম। পরের এক দিন হবে এক মাসসম। এর পরের দিন হবে এক সপ্তাহসম। আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতই হবে। আর তার শেষ দিন হবে মরীচিকার ন্যায়। সকালে কোন ব্যক্তি শহরের এক প্রান্তে থাকলে অন্য প্রান্তে পৌঁছার পূর্বে সন্ধ্যা নেমে আসবে।

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, আমরা সে দিনগুলোতে নামায কিভাবে পড়ব? অর্থাৎ যে দিনগুলি একবৎসর, একমাস ও একসপ্তাহ-এর নামায আদায় করব নাকি একদিনের নামায আদায় করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বড় দিনগুলির হিসাব করে সে পরিমাণ মত তোমরা নামায আদায় করবে। (বড় দিনে যতটুকু বিরতির পর নামাযের ওয়াক্ত হয়, ততটুকু সময় পর পর তোমরা নামায আদায় করবে।)

## হযরত যায়দ বিন ছাবিত রা. বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত যায়দ বিন ছাবিত রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি দু'আ শিখিয়েছেন আর তার পরিবারস্থদেরকে নিয়মিত তা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি সকালে এ দু'আ পড়বে,

لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول، أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر، فمشيئتك، بين يديه، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك على كل شيء قدير، اللهم ما صليت من

صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، إنك وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، من غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، وأعوذ بك أن أَظْلِمْ أو أُظْلَم أو أَعْتدِى أو يُعْتَدى عليّ أو أكتسب خطيئة أو ذنباً لا تغفره، اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة ذو الجلال والإكرام، فإني اعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك - وكفى بالله شهيداً - أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف، وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, আমি হাযির, আনুগত্যের জন্য আমি পুন:পুন: উপস্থিত। কল্যাণ ও মঙ্গল আপনারই কর্তৃত্বাধীন। আপনার পক্ষ হতেই কল্যাণ ও মঙ্গল। আপনার প্রতিই কল্যাণ আর মঙ্গল। হে আল্লাহ! আমি যাই বলি, যে মান্নতই করি, যে কসমই করি, তার সমুদয়ের উপর আপনার ইচ্ছা সর্বাগ্রে। আপনি যা চাবেন তা-ই হবে, যা চাবেন না, তা হবে না। সকল শক্তি ও সামর্থ একমাত্র আপনারই, আপনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আমি যে সকল রহমত কামনা করছি, সেই ঈপ্সিত রহমত আমারই উপর বর্ষণ করো। আর যে সব লোকের বিরুদ্ধে অভিশাপ দিয়েছি, সে অভিশাপ যেন তাদের উপর নিপতিত হয়। আপনিই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং নেককারদের সঙ্গী করে দিন। হে আল্লাহ! মৃত্যুর পর আপনার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! মৃত্যুর পর শান্তির জীবন প্রার্থনা করছি। আপনার দর্শনের তৃপ্তি ও স্বাদ প্রার্থনা করছি। আপনার সাক্ষাতের আনন্দ প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! যেন কষ্টদায়ক মুসীবতের সম্মুখীন না হই, যেন বিভ্রান্তিকারী ফিতনার শিকার না হই। হে আল্লাহ! আমি যালেম ও মাযলুম হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সীমা লংঘনকারী হওয়া থেকে ও সীমালংঘনের শিকার হওয়া

থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমল বিনষ্টকারী অপরাধ ও আপনার ক্ষমার অযোগ্য পাপ হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনিই ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। মাখলুকের নিকট দৃশ্য ও অদৃশ্য সবই আপনার জ্ঞাত। আপনিই মহান ও মহৎ সত্তা। সুতরাং এ পার্থিব জীবনে আপনার নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি। আপনাকেই সাক্ষী রাখছি। আপনার সত্তাই সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি,আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই তথা উপাস্য নেই। আপনি একক। আপনার কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও আধিপত্য একমাত্র আপনারই। সকল প্রশংসা আপনারই। আপনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনার সাক্ষাৎ সত্য। জান্নাত সত্য এবং কিয়ামতের দিন নির্ঘাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক মৃতকে আপনি পুনরুজ্জীবিত করবেন। আমি আরো সাাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি যদি আমাকে আমার নফসের অধীনস্থ করেন। তবে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ততা, দোষ-ত্রুটি, পাপ ও অন্যায়েরই অধীনস্থ করলেন। আমি একমাত্র আপনার উপরই ভরসা করি। সুতরাং আপনি আমার পাপ মার্জনা করুন। আপনি ব্যতীত পাপ মার্জনাকারী তো আর কেউ নেই। আমার তওবা কবুল করুন। আপনি ব্যতীত তাওবা কবুলকারী ও রহমকারী আর কেউ নেই।

## হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ রহ. স্ব-সনদে আবূ মিজলায রহ. হতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রা.-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ মিজলায রহ. বলেন, একবার হযরত আম্মার বিন ইয়াসির আমাদের নামাযের ইমামতি করলেন। তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ালেন। যে জন্য মানুষ তাকে সু-নযরে দেখল না। তাই তিনি বললেন, আমি রুকূ সিজদা পুরোপুরি আদায় করিনি? লোকজন বলল, তাতো অবশ্যই আদায় করেছেন। হযরত আম্মার রা. বললেন, তোমরা জেনে রাখ, আমি নামাযে সে দু'আ পড়েছি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে থাকতেন,

اللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي اذا كانت الوفاة خيرا لي، واسئلك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب

والرضاء، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولامضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

হে আল্লাহ! আপনি যেহেতু অদৃশ্যের খবর জানেন, আপনিই মাখলুকের উপর কর্তৃত্বশীল, সুতরাং যত দিন আমার জন্য জীবন কল্যাণকর হয়, ততদিন আমার জীবন দান করুন আর যখন আমার জন্য আমার মৃত্যু কল্যাণকর হয়, তখন আমার মৃত্যু দান করুন। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আমি আপনার ভয়-ভীতি প্রার্থনা করি। আনন্দ ও ক্রোধ সর্বাবস্থায় কথা বলার যোগ্যতা প্রার্থনা করি। দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা প্রার্থনা করি। আপনার দর্শন লাভের তৃপ্তি ও স্বাদ প্রার্থনা করি এবং আপনার সাক্ষাতের আনন্দ প্রার্থনা করি। কোন কষ্টদায়ক মুসীবতের মাঝে নিপতিত হওয়া ব্যতীত, কোন বিভ্রান্তিকর ফিতনায় নিপতিত হওয়া ব্যতীত। হে আল্লাহ! আমাকে ঈমানের সাজে সজ্জিত কর। আমাকে হিদায়েতপ্রাপ্ত হিদায়েত প্রদর্শক বানাও।

## উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা রা. বর্ণিত হাদীস

ইমাম হাকিম রহ. তার সহীহ গ্রন্থে হযরত আইশা রা. হতে বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির রা. কে বললেন, হে জাবির! আমি তোমাকে কি সু-সংবাদ দিব না? তিনি বললেন, কেন নয়? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের সু-সংবাদ দিতে থাকুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি জান? আল্লাহ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করে তাঁর সামনে বসিয়ে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নিকট যা কামনা করার কর। যা চাওয়ার চাও। আমি তোমাকে তা দান করব। তখন সে বলবে, হে প্রভু আমার! যেভাবে আপনার ইবাদত করা উচিত ছিল, সেভাবে আপনার ইবাদত করতে পারিনি। তাই আমি চাই আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন। তাহলে আমি আপনার নবীর সাথে জিহাদ করে আপনার রাস্তায় আবার শহীদ হতে পারব।

আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, আমার পক্ষ হতে এ ফায়সালা হয়ে গেছে যে, তুমি দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না।

ইমাম তিরমিযী রহ.[৪২৯] হযরত জাবির রা. হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, হযরত জাবিরের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হিযাম রা. ওহুদের দিন শহীদ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে জাবির! তোমার পিতার সাথে আল্লাহ তা'আলা কি আচরণ করেছেন, আমি কি তোমাকে তা বলব না? হযরত জাবির বললেন, অবশ্যই বলুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা সকলের সাথেই তাঁর বড়ত্বের পর্দার আড়াল হতে কথা বলেন, কিন্তু তোমার পিতার সাথে সামনাসামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ও আমার বান্দা! আমার নিকট তোমার আকাংখা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত কর, আমি তা পূর্ণ করব। তিনি বলেছেন, হে প্রভু আমার! আমাকে পুনরায় জীবন দান করুন, যেন আমি পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার পক্ষ হতে পূর্বেই এ ফায়সালা হয়ে গেছে, (মৃত্যুর পর) দুনিয়াতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা যাবে না। তখন তিনি বললেন, হে প্রভু আমার! পরবর্তী লোকদেরকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত নাযিল করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا *যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না।*

## হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর রা. বর্ণিত হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীস ইমাম তিরমিযী রহ. স্ব-সনদে জামে তিরমিযীতে উল্লেখ করেছেন।[৪৩০] হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী তার রাজত্বে দু'হাজার বছর দৃষ্টি ফিরাবে। তার দূরের স্থানও নিকটের স্থানের ন্যায় দেখতে পাবে। সে তাতে তার সিংহাসন, স্ত্রী ও খাদেমদের দেখতে পাবে আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী হবে সে ব্যক্তি, যে প্রত্যহ দু'বার আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে।

---

৪২৯. খ. ১, পৃ. ১৩০

৪৩০. খ. ২, পৃ. ৮২

সাঈদ ইবনে হাশীম রহ.স্ব-সনদে হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করব।

ইমাম দারাকুতনী রহ. হযরত ইবনে উমর রা. হতে আহমদ ইবনে সুলাইমানের সূত্রে বর্ণনা করেন। ইবনে উমর রা. বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? তারা বললেন, অবশ্যই বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর তিনি হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করেছেন। তাতে রয়েছে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের সমস্ত নিআমত উপভোগ করে ফেলবেন এবং মনে করবেন, এর বাইরে এর চেয়ে উত্তম আর কোনো উপভোগ্য নিআমত নেই। তখন সহসা আল্লাহ তাআলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, হে জান্নাতীরা! আমার তাসবীহ, তাহলীল ও বড়ত্ব বর্ণনা করতে থাক। যেভাবে তোমরা দুনিয়াতে বর্ণনা করতে। তখন তারা তাসবীহ তাহলীল পাঠ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে দাউদ! উঠ, আমার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা কর। তখন তিনি উঠে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করতে থাকবেন।

হযরত উসমান ইবনে সাইদ দারেমী রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের সকল নিআমত উপভোগ করে ফেলবেন এবং মনে করবেন, এর বাইরে এর চেয়ে উত্তম আর কোনো উপভোগ্য নিআমত নেই। তখন সহসা আল্লাহ তাআলা শুভাগমন করবেন। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার পর তারা পূর্বের উপভোগকৃত সকল নিআমতের কথা ভুলে যাবে।

## হযরত উমারাহ বিন রুয়ায়বা রা. বর্ণিত হাদীস

ইবনে বাত্তাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত উমারাহ ইবনে রুওয়াইবাহ রা.-এর হাদীস আল ইবানাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত উমারাহ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের যেমনিভাবে পূর্ণিমার চাঁদকে দেখতে কোন সমস্যা হয় না, ঠিক তেমনিভাবে তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে পরিষ্কার

দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা যদি সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায (আসর) আদায় করতে অসমর্থ না হও, তাহলে অবিচ্ছিন্নভাবে তা আদায় করে যাও (অর্থাৎ এর ফলে আল্লাহর দীদার পাবে।)

## হযরত সালমান ফারসী রা. বর্ণিত হাদীস

আবূ মুআবিয়া রহ. স্ব-সনদে সালমান ফারসী রা. হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত সালমান ফারসী রা. বলেছেন, (কিয়ামতের দিন শাফাআতের আবেদন করে সকল নবীর নিকট যাওয়ার পর) মানুষ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বলবে, হে আল্লাহর নবী! আপনার কারণেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেছেন এবং আপনার মাধ্যমেই নবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য প্রভুর নিকট সুপারিশ করুন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, হ্যাঁ, আমিই তোমাদের বন্ধু। (অর্থাৎ আমিই তোমাদের এ কাজ করতে সক্ষম হব।) তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে নিয়ে জান্নাতের দ্বারে উপস্থিত হবেন। তিনি দরযার কড়া নাড়লে বলা হবে কে? তখন উত্তর দেওয়া হবে, মুহাম্মদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতপর আমার জন্য জান্নাতের দরযা খুলে দেয়া হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে সিজদার অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে সিজদার অনুমতি দেয়া হবে।

## হযরত হুযায়ফাহ ইবনুল ইয়ামান রা. বর্ণিত হাদীস

ইবনে বাত্তাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট হযরত জিবরীল আ. এলেন। তাঁর হাতে সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও সুন্দর একটি আরশী ছিল, তাতে একটি কালো দাগ ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! আপনার হাতে এটা কি? বললেন, এটি হল

সৌন্দর্য ও লাবণ্যসমেত পৃথিবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বললাম, তার মাঝে এ কালো দাগ কিসের? তিন বললেন, এটা হল জুমু'আ। আমি বললাম, জুমু'আ কি? তিনি বললেন, জুমু'আ হল আপনার প্রভুর পক্ষ হতে মহত্ত্বপূর্ণ দিনগুলির একটি দিন। অচিরেই আমি আপনাকে সে দিনের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং তার আখিরাতের নাম সম্পর্কে জানাব। দুনিয়াতে তার গুরুত্ব ও ফযীলত এই, মাখলুকের সকল বিষয়ের ফায়সালা এই দিনেই করা হয়। সে দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যাতে কোন নর-নারী কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন। পরকালের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও নামকরণের প্রেক্ষাপট হল জান্নাতী ও জাহান্নামী প্রত্যেকেই যখন আপন ঠিকানায় চলে যাবে। আর তাদের উপর দিন-রাত ও মুহূর্তগুলো একে একে অতিবাহিত হয়ে যাবে। এই দিন-রাতের গণনা হবে আল্লাহর ইলম অনুযায়ী। নয়তো সেখানে দিনও নেই, রাতও নেই। সুতরাং তাঁর হিসাব মতে যখন জুমু'আর দিন আসবে আর জান্নাতীরা দুনিয়ায় জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য বের হওয়ার মুহূর্তটি চলে আসবে, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীরা! তোমরা অতিরিক্ত প্রতিদান প্রাপ্তির স্থল কস্তুরির টিলার দিকে যাও। যার দৈর্ঘ-প্রস্থ ও প্রশস্ততা সম্পর্কে এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ অবগত নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবীগণের খাদেম কিশোররা নূরের মিম্বর এবং সাধারণ মু'মিনদের খাদিম ও কিশোররা পদ্মরাগ মণির সিংহাসন বের করে রাখলে সকলে স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা মুছীরাহ নামক একটি বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা তাদের উপর শুভ্র কস্তুরি বিচ্ছুরণ করবে। সে বাতাস তাদের পোশাকের নিচ দিয়ে প্রবেশ করে চেহারা ও মাথার কেশ দিয়ে বের হবে। সে কস্তুরির সুঘ্রাণ বহন করে তোমরা যখন নিজ স্ত্রীদের কাছে ফিরবে তখন সে সুঘ্রাণ তাদেরকে মোহিত ও সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে ফেলবে। দুনিয়ার সকল সুঘ্রাণ একত্র করা হলেও তা ঐ কস্তুরির ঘ্রাণের কাছে হেরে যাবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা আরশ বহনকারীদের নির্দেশ প্রদান করলে তা জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থলে রাখা হবে। তার ও জান্নাতীদের মধ্যে আড়াল

হবে। তারা আল্লাহ তা'আলার থেকে সর্বপ্রথম যে কথা শুনবে, তা হল, তিনি বলবেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে না দেখেই আমার ইবাদত করেছ, আমার রাসূলগণকে সত্যায়ন করেছ ও আমার হুকুম-আহকামের অনুস্বরণ করেছ। সুতরাং আমার নিকট যা প্রার্থনা করার প্রার্থনা কর। কেননা, আজ হল ইয়াওমুল মাযীদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা সকলে তখন বলবে, আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার জবাব দেবেন এভাবে, হে জান্নাতবাসীরা! আমি যদি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হতাম, তবে তোমাদেরকে আমার জান্নাতে স্থান দিতাম না। সুতরাং তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। কেননা আজ হল ইয়াওমুল মাযীদ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা সকলেই প্রার্থনা করবে, তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার সত্তার দর্শন চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর বড়ত্বের পর্দা তুলে তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন। তখন তাঁর নূর তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তাদের ব্যাপারে যদি পূর্বেই ভস্মীভূত না হওয়ার ফায়সালা না হত, তবে সে নূরের তাজাল্লীতে তারা ভস্মিভূত হয়ে যেত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদেরকে স্বীয় গন্তব্যে ফিরে যেতে বলা হলে তারা স্ব-স্ব গন্তব্যে ফিরে যাবে। ইতোমধ্যে তাদেরকে নূর আচ্ছাদিত করেছে, ফলে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে এবং তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে সঠিকভাবে চিনতে সক্ষম হবে না। তারা তাদের গন্তব্যে ফিরে গেলে সে নূর আরো বৃদ্ধি পাবে। এরপর এক পর্যায়ে তারা তাদের পূর্বাকৃতিতে ফিরে যেতে সক্ষম হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের নিকট হতে প্রস্থান কালে তোমাদের চেহারা এক রকম ছিল আর প্রত্যাবর্তনের পর অন্য রকম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা বলবে, এর কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়েছেন। আমরা তাঁর দেখা পেয়েছি। এ কারণেই আমরা তোমাদের থেকে গোপন ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন, তাদের প্রত্যেককে তাদের অর্জিত বস্তু হতে দ্বি-গুণ প্রদান করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী, فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ○ এর উদ্দেশ্য এটাই।

আব্দুর রহমান মাহদী রহ. স্ব-সনদে হযরত হুযায়ফাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তার দর্শ লাভ করা।

## হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীস

ইবনে খুযাইমাহ রহ. স্ব-সনদে আবূ নুযরাহ রহ. এর সূত্রে ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার ইবনে আব্বাস রা. আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যক নবীরই একটি বিশেষ দু'আ থাকে। প্রত্যেকেই সেই দু'আ দুনিয়ায় নগদ নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি সে দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য নির্ধারিত রেখেছি। সুতরাং আমি জান্নাতের দরযায় গিয়ে কড়া নাড়ব। তখন জিজ্ঞেস করা হবে, কে আপনি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বলব, আমি মুহাম্মদ। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট যাব। তিনি আরশ বা কুরসীর উপর থাকবেন। তখন তিনি স্বীয় বড়ত্বের পর্দা সরিয়ে আমার সামনে দৃশ্যমান হবেন। আমি তখন সিজদায় লুটে পড়ব।

আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ প্রত্যেক শুক্রবারে কাফূরের টিলায় আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী সে দিন ঐ ব্যক্তি হবে, যে তাড়াতাড়ি জুমু'আর জন্য গিয়েছে ও সকাল থেকে জুমু'আর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আমর ইবনুল আস রা. বর্ণিত হাদীস

সাগানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে রা. মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের সাথে বলতে শুনেছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের জন্য বিভিন্ন ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন। কিছু ফিরিশতা রয়েছে, যাঁরা তাদের সৃষ্টিলগ্ন হতে কিয়ামত পর্যন্ত সারিবদ্ধ অবস্থায় দাড়িয়ে থাকবে। কিছু ফিরিশতা রয়েছে, যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিলগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রুকূ অবস্থায় বিনীত থাকবে। কিছু ফিরিশতা রয়েছে, যারা সিজদারত থাকবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন। তাঁরা সে মহান সত্তাকে দেখে বলে উঠবে سُبْحَانَكَ مَاعَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ আপনার সত্তা কতইনা পবিত্র। যেভাবে আপনার ইবাদত করা উচিত ছিল, আমরা সেভাবে আপনার জন্য ইবাদত করিনি।

## হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বর্ণিত হাদীস

দারাকুতনী রহ. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর হাদীস স্ব-সনদে উল্লেখ করেছেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাণী لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ এর ব্যাপারে বলেছেন, زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা।

মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ রহ. হযরত কা'ব ইবনে আজরাহ রা.-এর হাদীস স্ব-সনদে উল্লেখ করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাণী, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা।

## হযরত ফুযালাহ ইবনে উবাইদ রা. বর্ণিত হাদীস

উসমান ইবনে সাঈদ আল করাশী রহ. আবুদ-দারদা রা. এর সূত্রে হযরত ফুযালাহ ইবনে উবাইদ রা.-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত ফুযালাহ রা. বলতেন,

اللهم اني اسئلك الرضاء بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

হে আল্লাহ! আমি অপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যেন আপনার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকি। যেন মৃত্যুর পর শান্তিময় জীবন লাভ করি। যেন কষ্টদায়ক বিপদ বা বিপর্যস্তকারী ফিতনার মুখোমুখি না হয়েই আপনার পূতপবিত্র চেহারা মুবারকের প্রীতিময় দর্শন লাভ করতে পারি।

## হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত রা. বর্ণিত হাদীস

মুসনাদে আহমাদে[৪৩১] সনদসহ হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত রা.-এর হাদীস বর্ণিত রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। আমার শংকা হয় তোমাদের ব্যপারে, হয়ত তোমরা সে সম্পর্কে বুঝে উঠতে পারবে না। (তাই আমি তোমাদেরকে সে ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছি) তোমরা জেনে রাখ, দাজ্জাল হবে ক্ষুদ্রকায়ী। সে পায়ের পাতা ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলবে। কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট হবে। আভাহীন একচক্ষু বিশিষ্ট হবে। তার চোখ উত্থিত হবে, ভেতরে প্রবিষ্ট থাকবে না। সুতরাং তোমরা যদি দ্বিধান্বিত হও, তবে জেনে নাও, অবশ্যই তোমাদের প্রভু কানা নন। তোমরা মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে না।

সাগানী রহ. স্ব-সনদে আব্বাস ইবনে মানসুর রহ. হতে বর্ণনা করে বলেন, আমি হযরত আদী ইবনে আরতাতকে মাদায়েনে মিম্বরে বসে নসীহত করতে শুনেছি। তিনি ওয়ায শুরু করে নিজেও কাঁদলেন। আমাদেরকেও কাঁদালেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা সে ব্যক্তির ন্যায় হও; যে স্বীয় পুত্রকে এ নসীহত করে। হে বৎস! আমি তোমাকে নসীহত করছি, তুমি যে নামাযই পড়বে, তখন মনে করবে, এরপর মৃত্যু পর্যন্ত আমি আর কোন নামায পড়ার সুযোগ পাব না। আর যে বলে, হে বৎস! তুমি অগ্রসর হয়ে সে ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় আমল করবে, যারা আগুনের উপর দাঁড়িয়ে জায়নামায খোঁজ করে। (অর্থাৎ যে আগুনের পরওয়া না করেই নামাযের চিন্তা করে, আমরাও তাঁর মত করব) এরপর আদী ইবনে আরতাত বললেন, এগুলো

---

[৪৩১]. খ. ৫ পৃ. ৩২৪

আমি অমুকের থেকে শুনেছি। তিনি যে নাম বললেন, আব্বাদ ইবনে মানসুর সে নাম ভুলে গেলেন। আদী ইবনে আরতাত বলেন, এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাঝে সে ব্যক্তি ব্যতীত আর কোন মাধ্যম নেই। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ফিরিশতাদের স্কন্ধ কাঁপতে থাকবে। তাদের চক্ষু হতে প্রবাহিত অশ্রুও আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ ভূ-মণ্ডল ও নভমণ্ডলের সৃষ্টিলগ্ন হতেই কিছু ফিরিশতা সিজদায় পড়ে আছেন, তারা কখনো শির তোলেননি আর কিয়ামত পর্যন্ত তুলবেনও না। কিছু ফিরিশতা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে আছে, তারা কখনো এ সারি ভঙ্গ করবেন না। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন, তখন তারা তাঁকে দেখে বলবে, কতইনা পবিত্র অপনার সত্তা। যেভাবে আপনার ইবাদত করা উচিত ছিল, সেভাবে আপনার ইবাদত আমরা করতে পারিনি।

## আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের উক্তি

### হযরত আবূ বকর রা.-এর উক্তি

আবূ ইসহাক রহ.আমির ইবনে সা'দ রহ. হতে বর্ণনা করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ আয়াতটি পাঠ করলে শ্রবণকারীরা তাঁকে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! زِيَادَةٌ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? উত্তরে তিনি বললেন, زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা।

### হযরত আলী রা.-এর উক্তি

আব্দুর রহমান ইবনে আবী হাতিম রহ. স্ব-সনদে হযরত উমারাহ ইবনে আবদ রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আলী রা. কে বলতে শুনেছি, জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্ণতা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের মাধ্যমে সাধিত হবে।

## হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা.-এর উক্তি

ওকী রহ. স্ব-সনদে হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তাকে দেখা।

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর উক্তি

আবূ আওয়ানাহ রহ. হিলাল রহ. এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আকীম রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কে কুফার মসজিদে বলতে শুনেছি, তিনি আমাদের সাথে আলোচনার প্রাক্কালে বলেছেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা কিয়ামতের দিন কোন প্রকার আড়াল ব্যতীতই তোমাদের প্রভুর দর্শন লাভ করবে, যেমনিভাবে তোমরা পূর্ণিমার চাঁদ দেখে থাক। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তখন তোমাদেরকে তিনবার বলবেন, হে মানুষ! আমার ব্যাপারে কোন্ জিনিষ তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে? তিনবার বলবেন, তোমরা রাসূলের আহ্বানে কী উত্তর দিয়েছ? যা শিখেছ, তার উপর কী আমল করেছ?

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি

ইবনে আবী দাউদ রহ. স্ব-সনদে হযরত ইকরিমাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তিই কি আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করবে? উত্তরে তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করবে।

আসবাত ইবনে নাসর রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেছেন, زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করা।

## হযরত মু'আয বিন জাবাল রা.-এর উক্তি

আব্দুর রহমান ইবনে আবী হাতিম রহ. স্ব-সনদে হযরত মাইমুন ইবনে আবী হামযাহ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি একদিন আবূ ওয়াইল রহ. এর নিকট বসা ছিলাম। তখন আমাদের নিকট আবু আফীফ নামক এক ব্যক্তি এলে শাকীক ইবনে সালামাহ রহ. তাকে বললেন, হে

আবূ আফীফ! তুমি আমাদের নিকট হযরত মুআয বিন জাবালের হাদীস কি বর্ণনা করবে না? তিনি বললেন, কেন নয়? আমি তাঁকে (মুআয রা.) বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একটি সমতল ময়দানে একত্র করা হবে। তখন ঘোষণা করা হবে, খোদাভীরুগণ কোথায়? খোদাভীরুগণ তখন উঠে আল্লাহ তা'আলার এক পাশে একত্রিত হবেন। আল্লাহ তা'আলার মাঝে ও তাদের মাঝে তখন কোন আড়াল থাকবে না। আবূ আফীফ রহ.বলেন, আমি হযরত মুআয বিন জাবাল রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, মুত্তাকী কারা? উত্তরে বললেন, মুত্তাকী হল তারা, যারা শিরক ও মূর্তিপূজা হতে বিরত ছিল এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করত। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর উক্তি

ইবনে ওয়াহাব রহ. ইবনে লাহীআহ এর সূত্রে আবু নাসর রহ. হতে বর্ণনা করেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা.. বলতেন, তোমরা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করার পূর্বে কখনো তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে না।

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.এর উক্তি

হুসাইন আল জু'ফী রহ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি তার রাজত্বে দু'হাজার বছর পর্যন্ত দৃষ্টি ফিরাবে। তার দূরের স্থানকে নিকটের স্থানের মতই দেখতে পাবে। সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী হল সে ব্যক্তি, যে প্রতিদিন দু'বার আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।

## হযরত ফুযালাহ ইবনে উবাইদ রা. এর উক্তি

আবুদ দারদা রা. বর্ণনা করেন, হযরত ফুযালাহ ইবনে উবাইদ রা. বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভাগ্যলিপির পর আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি আর মৃত্যুর পর সুখময় জীবন ও আপনার দীদারের তৃপ্তি ও স্বাদ কামনা করি।

## হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. এর উক্তি

ওকী' রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণনা করেন, زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা। ইয়াযীদ ইবনে

হারূন আবী সনদসহ হযরত আবূ মূসা আশআরী রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি লোকদের সামনে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তখন তারা তাঁর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সেদিকে দৃষ্টি ফিরালে কেন? তারা উত্তর দিল, চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আবূ মূসা রা. বললেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমরা সামনাসামনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে!

## হযরত আনাস বিন মালিক রা.-এর উক্তি

ইবনে আবী শাইবাহ রহ. স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, মাযীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মু'মিনদের সামনে আবির্ভূত হবেন।

## হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর উক্তি

মারওয়ান ইবনে মুয়াবিয়াহ রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী সম্মান প্রদান করা হবে, তখন তাদের সামনে পদ্মরাগ মণির এমন অশ্ব পেশ করা হবে, যা মলমূত্র ত্যাগ করবে না, সেগুলোর পাখা থাকবে। জান্নাতীরা সেগুলোতে আরোহণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট আগমন করলে আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন, তখন তারা সিজদায় লুটে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, হে জান্নাতীরা! তোমরা শির তোল, আমি তোমাদের প্রতি এতটাই সন্তুষ্ট যে, এরপর আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না।

## তাবারী রহ.-এর অভিমত

তাবারী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ২৩ জন সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন, হযরত আলী রা. হযরত আবূ হুরায়রা রা. হযরত আবূ সাঈদ রা. হযরত জারীর রা. হযরত সুহাইব রা. হযরত জাবির রা. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত আনাস রা. হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত রা. হযরত হুযায়ফা ইবনুল

ইয়ামান রা. হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত রা. হযরত আদী ইবনে হাতিম রা. হযরত আবূ রাযীন আল উকাইলী রা. হযরত কা'ব ইবনে আরজাহ রা. হযরত ফুযালাহ ইবনে উবাইদ রা. হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব রা. প্রমূখ।

দারা কুতনী রহ. স্ব-সনদে মুফায্যল ইবনে গাস্সান রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মুঈনকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের ব্যাপারে আমার নিকট সতেরটি হাদীস রয়েছে।

ইমাম বায়হাকী রহ. বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের ব্যাপারে আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হযরত আবূ মূসা রা. সহ অন্যান্য সাহাবা থেকে একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছি।

কিন্তু কোন সাহাবী এর বিপরীত মত পোষণ করেননি। যদি এ ব্যাপারে কোন দ্বি-মত থাকত, তবে অবশ্যই তা আমাদের পর্যন্ত পৌছত। যেমন দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আখিরাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ব্যাপারে এত সংখ্যক বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোতে কোন দ্বি-মত পাওয়া যায়নি। সুতরাং বুঝা গেল, সকলে এ ব্যাপারে সমমত পোষণকারী ।

## কতিপয় তাবেঈর উক্তি

এ ব্যাপারে তাবেঈন, মর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গ, হাদীস, ফিক্হ, তাফসীর ও তাসাউফের ইমামগণ থেকে অনেক বর্ণনা রয়েছে। যার মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল।

## হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ.-এর উক্তি

ইমাম খালিক র. ইয়াহইয়া রহ.-এর সূত্রে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. হতে বর্ণনা করেন, (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ও وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করা।

## হযরত হাসান বসরী রহ.-এর উক্তি

ইবনে হাতেম রহ. হযরত হাসান বসরী হতে বর্ণনা করেন, زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার তথা দর্শন লাভ করা।

## হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লার রহ.-এর উক্তি

হাম্মাদ ইবনে যায়দ রহ. ছাবিত রহ.-এর সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা হতে বর্ণনা করেন। زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা।

## হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-এর উক্তি

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ. তাঁর গভর্নরের নিকট যে পত্র লিখেছেন, তাতে রয়েছে 'আমি তোমাকে খোদাভীতি ও তাঁর আনুগত্যকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরার এবং তোমার প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব পূর্ণরূপে আঞ্জাম দেয়া সহ আল্লাহর কিতাব পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, আল্লাহর ওলীগণ এই তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা পেয়েছেন এবং এর মাধ্যমে নবীগণের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছন। এ কারণেই তাদের চেহারা সজীব হয়েছে। একারণেই তারা স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভ করবে।

এ তাকওয়া তথা খোদাভীতির মাধ্যমে দুনিয়ার ফিতনা ও আখিরাতের ভয়াবহ মুসিবত হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

## হযরত হাসান বসরী রহ.-এর উক্তি

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, যদি ইবাদতকারীরা দুনিয়াতে জানত, আখিরাতে তারা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করতে পারবে না, তাহলে দুনিয়াতেই তাদের প্রাণবায়ু গলে গলে বের হয়ে যেত।

## ইমাম আ'মাশ এবং সাইদ ইবনে যুবাইর রহ. এর উক্তি

আ'মাশ রহ. ও সাঈদ ইবনে যুবাইর রহ. বলেন, সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে।

## হযরত কা'ব রহ.-এর উক্তি

হযরত কা'ব রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে দেখলেই বলেন, তুমি তোমার অধিবাসীদের জন্য উত্তম ও উন্নত হয়ে যাও। এ কথার সাথে সাথে তার সৌন্দর্যও দ্বি-গুণ বৃদ্ধি পায়। তার অধিবাসী তাতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা চলতেই থাকবে। দুনিয়াতে যে ক'দিন পর ঈদের দিন (জুম'আর দিন) উপস্থিত হয়, সে পরিমাণ সময়ের পর তারা জান্নাতের বাগ বগিচায় বের হবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন। তারা তখন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। বায়ু তখন তাদের প্রতি কস্তুরি বিচ্ছুরণ করবে। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট যা-ই প্রার্থনা করবে, তা-ই তাদেরকে প্রদান করা হবে। অতঃপর তারা স্ব-স্ব গন্তব্যে ফিরে যাবে। পূর্বের তুলনায় তাদের রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যে সত্তর গুণ বৃদ্ধি ঘটবে। তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট গিয়ে দেখতে পাবে, তাদেরও রূপ সৌন্দর্যে এরূপ বৃদ্ধি ঘটেছে।

## হিশাম ইবনে হাসসান রহ.-এর উক্তি

হিশাম ইবনে হাসসান রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের সামনে দৃশ্যমান হলে তারা যখন তাঁকে দেখবে, তখন অন্য সকল নিআমতের কথা তারা ভুলে যাবে।

## আবূ ইসহাক সাবীঈ রহ.-এর উক্তি

আবূ ঈসহাক সাবীঈ রহ. বলেন, زِيَادَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা।

## আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা রহ.-এর উক্তি

হাম্মাদ বিন যায়দ রহ. ছাবিত রহ. এর সূত্রে আবদুর রহমান ইবনে আবী লাইলা রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা যা প্রার্থনা করবে, তাই প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে বলবেন, তোমাদের একটি হক বাকী রয়েছে, যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়নি। এরপর আল্লাহ তা'আলা

তাদের সামনে আবির্ভূত হবেন। জান্নাতীদের নিকট তখন ইতোপূর্বে লাভ করা নিআমতগুলো এর তুলনায় কোন মূল্যই থাকবে না। সুতরাং এ আয়াতে الحسنى দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জান্নাত আর زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তাদের চেহারায় কখনো মলিনতা দেখা দেবে না বা তার আলামত পরিস্ফুটিত হবে না। (বরং সর্বদা শুভ্র সুন্দর সজীব থাকবে।)

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর উক্তি

আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কে আল্লাহ তা'আলার বাণী فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا *(যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।)* সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের আশাবাদী, সে যেন কোন প্রকার লৌকিকতা ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে।

নাঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. বললেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যাকে আড়ালে রাখবেন, যাকে দর্শন দেবেন না, তাকেই আযাবে নিপতিত করবেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ○ *না, অবশ্যই সে দিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে,* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ *অতঃপর তারাতো জাহান্নামে প্রবেশ করবে,*

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ○

*অতঃপর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে*[৪৩২]।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে, সুতরাং আজ তোমরা তাঁর দীদার হতে বঞ্চিত থাকবে।

---

[৪৩২]. সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত : ১৫-১৭

## হযরত শরীক ইবনে অবদুল্লাহর রহ. উক্তি

আব্বাদ ইবনে আওয়াম রহ. বলেন, শরীক ইবনে আবদুল্লাহ রহ. পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমার এখানে আসা-যাওয়া করতেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! আমাদের এখানে মু'তাযিলাদের একটি দল আছে, যারা শেষ রাতে আল্লাহর সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে অস্বীকার করে। এ ছাড়াও তারা জান্নাতীদের আল্লাহর দর্শন লাভের হাদীসসমূহকেও অস্বীকার করে বেড়ায়। তখন তিনি তার প্রমাণ স্বরূপ আমার নিকট দশটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আমরা তো দীনের দীক্ষা তাবেঈদের থেকে গ্রহণ করেছি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীগণ থেকে নিয়েছেন। কিন্তু এরা (মু'তাযিলারা) তাদের দীনের দীক্ষা কাদের কাছ থেকে নিয়েছে?

## হযরত আকাবাহ ইবনে কবীসাহ রহ.এর উক্তি

আকাবাহ ইবনে কাবীসাহ রহ. বলেন, আমি একদিন আবূ নাঈম রহ. এর নিকট গেলাম। তিনি তাঁর ঘরে উঁচু স্থান থেকে মাঝে বসে পড়লেন, যেন তিনি ক্রোধাবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি স্ব-সনদে হযরত শরীক ইবনে আবদুল্লাহ নাখঈ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম রা. এর সন্তানগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা দেখা দিবেন। কিন্তু এক ইহুদীর ছেলে তা অস্বীকার করেছে।

# চার ইমামসহ অন্যান্য ইমামদের উক্তি

## হযরত মালিক বিন আনাস রহ.-এর উক্তি

আহমদ ইবনে সালিহ রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রহ. হতে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ স্ব-চক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। হারিছ ইবনে মিসকীন রহ. আশহাব রহ. হতে বর্ণনা করেন, ইমাম মালিক রহ. কে আল্লাহ তা'আলার বাণী وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ○ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাকিয়ে থাকবে, তারা কি প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহ

তা'আলাকে দেখতে পাবে? বললেন, হ্যাঁ, বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, কেউ কেউ বলে, ○ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার পার্শ্বে অবস্থিত বস্তু দেখতে পাবে। হযরত মূসা আ. আল্লাহ তা'আলার নিকট আরযি পেশ করেছিলেনرَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখবো। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ○ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ *না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে।*

তাবারী রহ. সহ অন্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণিত আছে, ইমাম মালিক রহ. কে বলা হল, এরা (মু'তাযিলা) দাবী করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দর্শন লাভ সম্ভব হবে না। ইমাম মালিক রহ. বললেন, السيف السيف এদের অস্বীকারের একমাত্র প্রতিকার হল তরবারি।

## ইবনুল মাজিশূন রহ.-এর উক্তি

আবূ হাতেম আর রাজী রহ. হতে বর্ণিত, আযীয ইবনে আবী সালামাহ আল মাজিশূন রহ. কে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যেগুলো জাহমিয়ারা অস্বীকার করে থাকে। তখন তিনি বললেন, শয়তান তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছে। এমনকি তারা আল্লাহ তা'আলার وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○ কে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসেছে। তাই তারা বলছে, কিয়ামতের দিন কেউ আল্লাহকে দেখবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে যে নিআমত ও সম্মাননা প্রদান করবেন তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমত ও সম্মাননা হচ্ছে আল্লাহর দীদার লাভ করা। সুতরাং আসমান ও যমীনের প্রভুর শপথ! আল্লাহ তা'আলার দর্শন কিয়ামতের দিন তারাই লাভ করবে, যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করেছে। এর মাধ্যমে তাদের চেহারা সজীব হবে। কিন্তু পাপিষ্ঠরা তাঁর দীদার লাভ করবে না। আল্লাহর বাণী, ○ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ দ্বারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার দীদার অস্বীকারকারীদের উপর তাদের দাবী ফলে যায়। যারা মনে করে, আল্লাহকে দেখা যাবে না, তাঁর সাথে বাক্যলাপ করা যাবে

না। তাঁর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে ন। তারা এই كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ এর প্রতিপাদ্য। তারাই সে দীদার হতে অন্তরিত দল।

## ইমাম আওযাঈ রহ.-এর উক্তি

ইবনে আবী হাতিম রহ. তার থেকে বর্ণনা করেন, আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা ভণ্ড জাহম ও তার অনুসারীদেরকে (জাহমিয়্যা) তাঁর থেকে আড়ালে রাখবেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা হলো তাঁর দীদার। কিন্তু ভণ্ড জাহম ও তার অনুসারীরা সে নিআমতকেই অস্বীকার করেছে।

## লাইস ইবনে সা'দ রহ. এর উক্তি

ইবনে আবী হাতিম রহ. স্ব-সনদে ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি ইমাম আওযাঈ রহ. সুফিয়ান ছাওরী রহ. মালিক বিন আনাস রহ. ও লাইস ইবনে সা'দ রহ. কে আল্লাহ তা'আলার দীদার সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, مُرٌّ بلا كيف পদ্ধতি জানা ব্যতীতই অতিক্রম কর। (অর্থাৎ অবশ্যই বিশ্বাস রাখবে, কিন্তু পদ্ধতি জানার পেছনে পড় না।)

## সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ রহ.-এর উক্তি

তাবারী রহ. তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার কালাম বলে মানে না এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে বিশ্বাস করে না, সে অবশ্যই জাহমিয়্যাদের সাথে সম্পর্ক রাখে। জাহমিয়্যা হলো, যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে অবিশ্বাসী।

## জারীর ইবনে আবদুল হামীদ রহ.-এর উক্তি

ইবনে আবী হাতিম রহ. বর্ণনা করেন, তিনি زيادة এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা। তখন এক ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে তাঁর মজলিস থেকে বের করে দেন।

## হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর উক্তি

আব্দুর রহমান ইবনে আবী হাতিম রহ. বর্ণনা করেন। জাহমিয়্যাদের অনুসারী এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কে জিজ্ঞেস করল, সে জগতে আল্লাহ তা'আলাকে কিভাবে দেখা যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, চোখ দ্বারা।

ইবনে আবিদ-দুনিয়া রহ. স্ব-সনদে নাঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা যাকেই তাঁর থেকে আড়ালে রাখবেন, সে-ই আযাবে নিপতিত হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ○ *না, অবশ্যই সে দিন তারা তাদের প্রভু হতে অন্তরিত থাকবে।* ○ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ *অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।* ○ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ *অতঃপর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে।*

## ওকী' ইবনুল জাররাহ রহ.-এর উক্তি

ইবনে আবী হাতিম রহ. তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মু'মিনদেরকে দর্শন দিবেন। শুধু মু'মিনরাই আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।

## হযরত কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ.-এর উক্তি

ইবনে আবী হাতিম রহ. তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, এ ব্যাপারে হাদীস ও আইম্মায়ে ইসলামের মত এটাই। আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের উপর ঈমান রাখতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীস সমূহের সত্যায়ন করতে হবে।

## আবূ উবায়দুল কাসিম ইবনে সালাম রহ.-এর উক্তি

ইবনে বাত্তাহ প্রমুখ উল্লেখ করেন, আবূ উবায়দ রহ. এর সামনে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এ হাদীসগুলো আমাদের নিকট সত্য। সেগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী সূত্রেই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। কিন্তু আমার নিকট সেগুলোর ব্যাখ্যা চাওয়া

হলে (অর্থাৎ তার পদ্ধতি ও পন্থা) আমি সেগুলোর ব্যাখ্যা করা ব্যতীত সেগুলোকে আপন অবস্থায় রেখেই সামনে অগ্রসর হতাম। (অর্থাৎ উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা সে বিষয়টি তথা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ প্রমাণিত হয়, তার প্রতি বিশ্বাস রেখেই সামনে অগ্রসর হই। তার পদ্ধতি ও পন্থা উদঘাটনের পেছনে পড়ি না।)

## আসওয়াদ ইবনে সালিম রহ -এর উক্তি

মারওয়াযী রহ. বলেন, আবদুল ওয়াহাব আল ওয়াররাক রহ. আমার নিকট বর্ণনা করেন, তাকে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি স্ত্রী তালাকের শপথ করে বলব, সেগুলো সত্য।

## হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ্-শাফেঈ রহ.-এর উক্তি

ইতোপূর্বে তাঁর থেকে রবী রহ. এর সূত্রে বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আল্লাহর বাণী ○ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ এর ব্যাখ্যায় তিনি উল্লেখ করেন। তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাদেরকে আড়াল করে রাখবেন। তাহলে এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন ও তাদেরকে দর্শন দিবেন। রবী রহ. বলেন, আমি বললাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! আপনি কি এমতই পোষণ করেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ কারণেই তো আমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করি। যদি মুহাম্মদ ইবনে ইদরীসের আল্লাহ তা'আলাকে দেখার দৃঢ় বিশ্বাস না থাকতো, তবে তাঁর ইবাদতই করত না।

ইবনে বাত্তাহ স্ব-সনদে ইমাম শাফেঈ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী,○ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, এর দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়, কিয়ামত দিবসে মানুষ আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।

## হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর উক্তি

ইসহাক ইবনে মানসুর রহ. বলেন, ইমাম আহমদ রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা কি জান্নাতীদেরকে দেখা দিবেন না? আপনি কি

এসব হাদীসের অনুরূপ মত পোষণ করেন না? বললেন, হ্যাঁ, এ মতই সঠিক ও সত্য।

ফযল ইবনে যিয়াদ রহ. বলেন, আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম আহমদ রহ.) কে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যারা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করাকে অস্বীকার করে, তারা জাহমীয়্যাহ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। ফযল ইবনে যিয়াদ রহ. বলেন, আমি শুনেছি, ইমাম আহমদ রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ পৌছল, সে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করাকে অস্বীকার করে। এ শুনে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, যে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভকে অস্বীকার করে, সে কাফির। তার উপর আল্লাহর লা'নত ও গযব নাযিল হোক; চাই সে যে কেউ হোক না কেন? কেননা, আল্লাহ তায়ালা কি ইরশাদ করেননি? وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○ এবং তিনি আরো বলেছেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ○।

ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, আমি শুনেছি, ইমাম আহমদ রহ.কে যখন সে ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে বলে, আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ হবে না। তখন তিনি বললেন, যে এ কথা বলে, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত হোক, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করুক।

আবূ বকর মারওয়াযী রহ. বলেন, আবূ আবদুল্লাহকে ঐ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যাতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. কে বলেছেন, যদি এ পাহাড় স্ব-স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। আর যদি স্থির না থাকে, তবে আমাকে দেখতে পাবে না। দুনিয়াতেও না, আখিরাতেও না। এ কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। এমনকি ক্রোধের আলামত তার চেহারায় ফুটে উঠলো। তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন এবং তার পাশে লোকজন ছিল। এরপর বসা থেকে উঠে পড়লেন আর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমানিত করুক। এ হাদীস লিখাও ঠিক হবে না। বললেন, যে ব্যক্তি এ আকীদা পোষণ করে, সে জাহমী, কাফির। সে আল্লাহ তা'আলার বাণী وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○ কে অস্বীকারকারী ও كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ○ কে

অস্বীকারকারী। আল্লাহ তা'আলা সে খবীছ-ভ্রষ্টকে অপমানিত করুন। আবূ তালিব রহ. বলেন, ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ *তারা শুধুই এ কথাার প্রতীক্ষায় রয়েছে, আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন।*

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً *এবং যখন তোমার প্রতিপালাক উপস্থিত হবেন এবং সারিবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণও।*

সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভকে অস্বীকার করে, তারা কাফির।

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে হানী রহ. বলেন, আমি আবূ আবদুল্লাহকে (ইমাম আহমদ) বলতে শুনেছি, আল্লাহর দীদার লাভ করাকে অস্বীকারকারী জাহমী। আর জাহামীরা কাফির।

আবূ ইউসুফ ইবনে মূসা বলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জান্নাতীরা কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে? তার সাথে কথা বলবে? আল্লাহ তা'আলাও কি তাদের সাথে কথা বলবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তারা আল্লাহকে দেখবে এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে দেখবেন। তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলবেন। আল্লাহ তা'আলাও যখন ইচ্ছা করেন, যেভাবে ইচ্ছা করেন, তাদের সাথে কথা বলবেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ প্রসঙ্গে বুযুর্গানে দীন হতে যে মতবিরোধ-এর কথা উল্লেখ রয়েছে, তা হলো পার্থিব জগতে দর্শন লাভ প্রসঙ্গে, পরজগতে নয়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, আমি আমার সকল শাইখকে দেখেছি, তারা আল্লাহর দর্শন লাভ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোকে হুবহু সত্যায়ন করতেন। বিন্দুমাত্র অস্বীকার করতেন না। তারা হাদীসকে তার অবস্থায় রেখে হুবহু বর্ণনা করতেন। দর্শনের কোনো পন্থা বলতেন না, বা তার প্রতি সংশয় বোধ করতেন না। ইমাম আহমদ রহ. আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً

*মানুষের এমন মর্যাদা নেই, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে কিংবা দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে*[৪৩৩]।

আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর সাথে পর্দার অন্তরাল হতে কথা বলেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরযি পেশ করলেন, হে প্রভু আমার! আপনি আমাকে দেখা দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না; বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্ব-স্থানে স্থির থাকলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, তিনি তাঁকে পরজগতে দেখতে পাবেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ○ *অবশ্যই তারা সে দিন প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে।*

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে حجاب (হিজাব) অর্থাৎ অন্তরিত হওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা শুধু দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাকেই দর্শন দিবেন। কিন্তু কাফিররা তাঁর দেখা পাবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ○ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○ *সেদিন কিছু চেহারা সজীব থাকবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।*

হাম্বল রহ. বলেন, আমি ইমাম আহমদ রহ. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার বাণী لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ এর মধ্যে زيادة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আমরা বিশ্বাস রাখি, নিশ্চয়ই এ হাদীসগুলো সত্য। আমরা এও বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ হবে। আমরা কিয়ামত দিবসে আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব। এ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই।

---

[৪৩৩] সূরা শূরা, আয়াত : ৫১

ইমাম আহমদ রহ. এ কথাও বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, কিয়ামতের দিন কেউ আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে না, সে কুফুরী করল ও কুরআনকে অস্বীকার করল। এরূপ ব্যক্তিকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবাহ করে, তবে তো ভাল আর তাওবা না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। (কেননা, সে ধর্মদ্রোহী)

বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইমাম আহমদ রহ.কে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ সব বর্ণনা সহীহ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা সহীহ সনদে বর্ণিত হবে, আমরা তাকে সত্যায়ন করি। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়, আমরা তা যদি সত্যায়ন না করি, তবে আমরা পক্ষান্তরে আল্লাহর বাণীকেই প্রত্যাখ্যানকারী বলে পরিগণিত হব। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا। *রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে তোমরা বিরত থাক*[৪৩৪]।

## ইসহাক ইবনে রাহওয়া রহ.-এর উক্তি

হাকীম রহ. ও শাইখুল ইসলাম রহ. বর্ণনা করেন, খুরাসানের বাদশাহ আবদুল্লাহ তাহির ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়কে আল্লাহ তা'আলার দর্শন সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ও আল্লাহ তা'আলার প্রথম আকাশে অবতরণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শরীআতের আহকাম তথা রোযা, নামায, তাহারাত ইত্যাদি সংক্রান্ত হাদীসগুলো যাদের থেকে বর্ণিত, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোও তাদের থেকে বর্ণিত। সুতরাং সে সকল হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি তারা আদিল-নিষ্ঠাবান তথা সত্যবাদী হন, তবে এগুলোর ব্যাপারেও তাঁরা অবশ্যই আদিল। অন্যথায় তো দীনের আহকামই বাতিল হয়ে যাবে। বাদশাহ তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রশান্তি দান করুন। যেমনিভাবে তুমি আমাকে প্রশান্তি দান করেছ।

---

৪৩৪. সূরা হাশর, আয়াত : ৭

## সকল মু'মিনের সর্বসম্মত মত

ইমামুল আইম্মাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ রহ. স্বীয় গ্রন্থে লিখেন, মু'মিনদের এ ব্যাপারে কোন দ্বি-মত নেই, মু'মিনগণ কিয়ামতের দিন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে দেখবে। সুতরাং যে এ কথা অস্বীকার করল, সে মু'মিনদের নিকট ঈমানদার-ই থাকবে না।

## ইমাম মুযানী রহ.-এর উক্তি

'ইমাম তাবারী রহ. আস্-সুন্নাহ নামক গ্রন্থে ইবরাহীম রহ. এর সূত্রে আবূ দাউদ আল মিসরী রহ. হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নাঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. এর নিকট বসা ছিলাম, তিনি তখন মুযানী রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, ما تقول في القران؟ কুরআন কারীমের ব্যাপারে আপনার মত কি? فقال : اقول أنه كلام الله উত্তর দিলেন,আমি বিশ্বাস করি, তা আল্লাহ তা'আলার বাণী। فقال : غيرمخلوق؟ পুন: প্রশ্ন করলেন, তা কি মাখলূকের অন্তর্ভূক্ত নয়? فقال : غيرمخلوق উত্তর করলেন, হ্যাঁ, তা মাখলূকের অন্তর্ভুক্ত নয়। وتقول : ان الله يرى يوم القيامة নাঈম রহ. পুন: প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মনে করেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ হবে? قال : نعم উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি এ মত পোষণ করি। লোকজন চলে গেলে মুযানী রহ. উঠে নাঈম রহ. কে এসে বললেন, হে আবূ আব্দুল্লাহ! তুমি আমাকে মানুষের সামনে অপমান করেছ। তখন তিনি বললেন, মানুষ আপনার ব্যাপারে অনেক কথা বলে থাকে, তাই আমি জনসাধারণের সামনেই সে সব প্রশ্ন থেকে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছি।

## অভিধান বেত্তাদের সর্বসম্মত মত

আবূ আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তাহ রহ. বলেন, আমি ভাষাবিদ আবূ ওমর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদকে বলতে শুনেছি, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া সা'লাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়ালু।* تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ *যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সেদিন তাদের সাথে অভিবাধন হবে সালাম।*

অভিধানবেত্তাদের সর্বসম্মত মত হলো, উক্ত আয়াতে لقاء দ্বারা উদ্দেশ্য হল চাক্ষুষ দেখা। আল্লাহ তা'আলার সাথে এভাবে প্রত্যক্ষ সাক্ষাত হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বীরে মাউনার ঘটনায় হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, انا قد لقينا ربنا فرضي عنّا وأرضانا আমরা আমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত উবাদাহ রা. হযরত আইশা সিদ্দীকা রা. হযরত আবূ হুরায়রা রা. ও হযরত ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখ হতে এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে, من احب لقاء الله احب الله لقائه যে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতকে পসন্দ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষাতকে পসন্দ করেন।

হযরত আনাস রা. হতে এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে, انكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله আমার পরে তোমরা স্বার্থপরতা ও স্বীয় মতকে প্রাধান্য দেওয়ার অভ্যাসটি দেখতে পাবে। তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষাতের অপেক্ষা কর।

হযরত আবূ যারর রা. হতে এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে لو لقيتَنِى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتَنِى لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা যদি আমার সাথে কোন অংশীদার সাব্যস্ত না করা অবস্থায় পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়ে আমার নিকট হাজির হও, তবে আমি সে পরিমাণ মার্জনা ও ক্ষমা নিয়ে হাজির হব।

হযরত আবূ মূসা রা. হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, من لقي الله لايشرك به شيئا دخل الجنة যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় তাঁর দরবারে হাজির হবে, সে জান্নাত লাভ করবে।

## আল্লাহর দীদার অস্বীকারের ভয়াবহতা ও শাস্তি

আল্লাহ তা'আলার বাণী ○ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা যার থেকে আড়ালে থাকবেন, তাকেই আযাব দিবেন। অতঃপর তিনি এ

আয়াত পাঠ করেন, ○ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ○ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ অতঃপর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, তাদের সে অস্বীকৃত বিষয় হল, আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের বিষয়টি।

ইমাম মুসলিম রহ. স্বীয় সহীহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, সাহাবায়ে কিরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত দিবসে কি আমরা আমাদের প্রভুর দেখা পাব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দ্বি-প্রহরে যখন আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে, কোন মেঘ না থাকে, তখন তোমাদের সূর্য দেখতে কি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে, সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আকাশে কোন মেঘ না থাকলে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে মুহাম্মদ-এর জীবন, স্বীয় প্রভু মহানকে দেখতেও তোমাদের কোন সমস্যা হবে না, চন্দ্র-সূর্য দেখার সমস্যাহীনতার ন্যায়। এরপর তিনি স্বীয় বান্দাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বলবেন, আমি কি তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করিনি? আমি কি তোমাকে মর্যাদাবান করিনি? আমি কি তোমাকে স্ত্রী-পরিজন দান করিনি? আমি কি অশ্ব ও উষ্ট্রী তোমার অনুগত করে দেইনি? তোমাকে কি আমি নেতৃত্ব-সরদারী লাভের জন্য অবমুক্ত রাখিনি? তখন বান্দা বলবে, হে প্রভু আমার! শপথ আপনার! আপনি সব কিছুই দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন, তুমি কি আমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী ছিলে? বান্দা বলবে, না প্রভু! আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যেমনিভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অপর এক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করে সেভাবেই প্রশ্নোত্তর করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যেমনিভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম। অতঃপর আল্লাহ

তা'আলা তৃতীয় এক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করে এ প্রশ্নগুলোই করলে সে উত্তর দিবে, হে আমাদের প্রভু! আমি আপনার প্রতি, আপনার প্রেরিত রাসূল, আপনার অবতারিত কিতাবসমূহের প্রতি, আপনার প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। নামায আদায় করেছি। রোযা রেখেছি। সদকা করেছি। সাধ্যমত আপনার হাম্‌দ ও সানা করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এখানে, এ সময়ও অর্থাৎ এখানেও মিথ্যা বলছ? এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখন আমি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী পেশ করব। তখন তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে। তার উরুকে বলা হবে, তুমি বল। তখন তার উরু, গোশত, হাড় তার আমল সম্পর্কে বলতে থাকবে (অর্থাৎ সে কি কাজ করেছে) এটা এ জন্য করা হবে, যেন সে তার গুনাহের আধিক্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এ ব্যক্তি হবে মুনাফিক, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট।

সুতরাং বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন, একটি হল فانكم سترون ربّكم অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুর দেখা পাবে। অপরটি হল, আল্লাহর সাক্ষাতে অবিশ্বাসীর ব্যপারে আল্লাহর বাণী, অবশ্যই আমি আজ তোমাকে তেমনি ভুলে গিয়েছি, যেমনিভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। এর দ্বারা এ ফলাফল দাঁড়ায়, মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলার لقاء তথা সাক্ষাৎ লাভ হবে। আর অভিধান বেত্তাগণ একমত, لقاء দ্বারা উদ্দেশ্য হল, চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভকে অস্বীকারকারী ব্যক্তিই এ শাস্তির বেশি উপযোগী। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে ভুলে যাবেন অর্থাৎ তার প্রতি কোন রহম করবেন না।

## আল্লাহর দর্শন লাভের প্রমাণাদির ব্যাপকতা

ঈমানদারগণ জান্নাতে স্ব-চক্ষে প্রভু মহানের দেখা পাবে। এই বিষয়টি কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবাহ, আইম্মায়ে ইসলাম, মুহাদ্দিসীনে কিরাম, মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যক্তিগণ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নৈকট্য লাভকারীগণের ঐকমত্যের দ্বারা বুঝা যায়। কাজেই কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ঠিক তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমনি মেঘহীন পরিচ্ছন্ন পূর্ণিমার চন্দ্র দেখতে পায় এবং দ্বি-প্রহরের সূর্য দেখতে পায়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, তা যদি বাস্তব হয় এবং তা অবশ্যই বাস্তবও, তাহলে তারা আল্লাহকে তাদের উপরে দেখতে পাবে। কেননা, তারা নিজের নীচে বা পেছনে বা সামনাসামনি কিংবা ডানে অথবা বামে দেখা সম্ভব নয় কোনো মতেই। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবহিতকৃত বিষয় বাস্তব না হয়, যেমন সাবীঈরা, দার্শনিকরা, অগ্নিপূজকরা, অভিশপ্ত নাস্তিকেরা বলে থাকে, তাহলে কুরআন ও শরীআত সবই বাতিল হয়ে যায়। যাঁদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এ হাদীসগুলো পৌঁছেছে, তাদের মাধ্যমেই আমাদের কাছে আমাদের দীন পৌঁছেছে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কিছু হাদীসকে মান্য করা আর কিছু হাদীসকে অমান্য করা কোন ভাবেই জায়েয হবে না। কোন ব্যক্তির নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ বাণীগুলো পৌঁছার পর তার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে সেগুলোকে অস্বীকার করা আবার উল্টো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, এ দু'টি বিষয় কখনো একত্রিত হতে পারে না।

সকল প্রশংসাই সে সত্তার, যিনি আমাদের সে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। যদি তিনি দিশা না দিতেন, তবে আমরা সু-পথপ্রাপ্ত হতাম না। আমাদের রাসূল সত্য নিয়েই আগমন করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে এর ক্ষেত্রে দু'টি বিভ্রান্ত গোষ্ঠি রয়েছে। এক গোষ্ঠী তো হল, যারা মনে করে দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা সম্ভব এবং তার সাথে দুনিয়াতেই কথোপকথন করা সম্ভব। অপর গোষ্ঠী হল, যারা এ মত পোষণ করে, আখিরাতেও আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সম্ভব নয় এবং আখিরাতেও তাঁর সাথে কথোপথন সম্ভব নয়। সুতরাং উভয় গোষ্ঠীই এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী, তাঁর রাসূলসহ সাহাবায়ে কিরাম ও আইম্মায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতকে অস্বীকারকারী। হকের পথে অটল থাকা ও ভ্রান্তি হতে রক্ষা পাওয়ার তাওফীক দানকারী একমাত্র আল্লাহই।
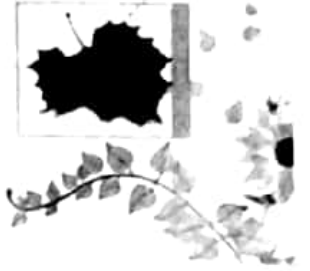
# মহান প্রভুর অভিবাদন ও কথোপকথন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَايُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি[৪৩৫]।

যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়েতকে গোপন করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। *আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাদের সাথে কথা বলবেন না।*

সুতরাং যদি তিনি মু'মিন বান্দাদের সাথেও কথা না বলেন, তবে তো মু'মিন ও দুশমন সকলেই সমান হয়ে যাবে এবং তাঁর দুশমনদের সাথে কথা না বলার বিষয়টি উল্লেখ করা একেবারেই নিরর্থক হয়ে পড়বে। নিরশ্বরবাদী ও বান্দাকে পুতুল বিশ্বাসকারী ফিরকাহ বলে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে কথা বলা তাদের সাথে পানাহার করার মতই। তারা এটাকে এমন সব জিনিসের সাথে তুলনা করে, যা হতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি জান্নাতীদেরকে সালাম করবেন। এর দ্বারা বাস্তবার্থেই সালাম উদ্দেশ্য। যেমন তাঁর বাণী سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ

---

৪৩৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৭৭

رَّحِيمٍ এ আয়াতের তাফসীরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা পূর্বোল্লিখিত হযরত জাবির রা. কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীসে রয়েছে। তাতে আছে, আল্লাহ তা'আলা উপর থেকে উঁকি দিয়ে জান্নাতীদেরকে বলবেন, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি সালাম। এরপর তিনি তাদের সরাসরি দেখা দিবেন।

উক্ত হাদীসে আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ, তাঁর সাথে কথোপকথন ও তিনি উপরে থাকার বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়। কিন্তু মু'আত্তালাহরা এ তিনটি বিষয়কেই অস্বীকার করে। এ মত পোষণকারীদেরকে তারা কাফির বলে।

জান্নাতের বাজার সংক্রান্ত হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসে রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে অনুষ্ঠিত মজলিস সমূহে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার কি সে দিনের কথা স্মরণ আছে, যেদিন তুমি এমন এমন কাজ করেছিলে?

হযরত আদী রা.-এর এ হাদীসও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যাতে আছে, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কথোপকথন করবেন। আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ সংক্রান্ত হযরত আবূ হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যাতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমি কি তোমাকে ইয্যত দান করিনি? আমি কি তোমাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করিনি?

হযরত বুরাইদাহ রা.-এর বর্ণিত হাদীসও পূর্বে আলোচিত হয়েছে, যাতে রয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলার সাথে পৃথক পৃথক কথা বলবে। যেখানে কোন আড়াল থাকবে না এবং কোন ভাষ্যকারেরও প্রয়োজন পড়বে না।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সংক্রান্ত হাদীসে চিন্তা করলে অধিকাংশ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة (অর্থাৎ জান্নাতীদের সাথে আল্লাহ তা'আলার

কথোপকথন বিষয়ক অধ্যায়) নামে শিরোনামে অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করেছেন। এরপর জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা উত্তম নিআমত হল, আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা ও তাঁর সাথে কথোপকথন করা। সুতরাং এটা অস্বীকার করা মানে জান্নাতের প্রাণকেই অস্বীকার করা। জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম নিআমতকেই অস্বীকার করা। যা ব্যতীত জান্নাতীরা কোন কিছুতেই স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করবে না। আর আল্লাহই সর্বোত্তম সহায়তাকারী।

## চিরস্থায়ী জান্নাত

এটি এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জানানো ব্যতীত জানা কোনো মতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرض إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَمَجْذُوذ ○

*পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার*[৪৩৬]।

إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ এর মধ্যে যে استثناء তথা বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে সালাফ তথা পূর্ববর্তী আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে হযরত মা'মার রহ. যাহ্হাক রহ. হতে বর্ণনা করেন। এর দ্বারা সে সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা প্রথমে জাহান্নামে ছিল, পরবর্তীতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন هم خالدون في الجنة إلا مدة مكثهم في النار তারা জান্নাতে অমর হবে, পূর্বে তাদের জাহান্নামে সাময়িক অবস্থানের মুহূর্তগুলো ব্যতিরেকে।

গ্রন্থকার বলেন, এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

**একটি হল,** وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا দ্বারা সকল নেককার উদ্দেশ্য নয়; বরং নির্দিষ্ট শ্রেণীর নেককারগণ উদ্দেশ্য, তারা হল সে সব নেককার, যাদেরকে

---

৪৩৬. সূরা হুদ, আয়াত ১০৮

জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। অপর সম্ভাবনা হল এই, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا দ্বারা সকল নেককার লোক উদ্দেশ্য। استثناء দ্বারা বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। (তখন এর অর্থ দাড়ায়, যে সকল মু'মিনকে সাজা ভোগ করার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তারা ব্যতীত সকল নেককার লোকই জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে।)

উল্লিখিত উভয় সম্ভাবনার চেয়ে إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ এর মধ্যে বিদ্যমান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা দ্বারা সকলকেই উদ্দেশ্য নেওয়া উত্তম। কেননা, সকল মু'মিনই যতক্ষণ পর্যন্ত হাশরের মাঠে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে ছিল না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্য দলের কথা হল এখানে استثناء তথা বাদ তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা এরূপ করবেন না। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি এ কাজটির ন্যায় والله لأضربنك الا ان أرى غير ذالك অর্থাৎ কাউকে মারার একান্ত ইচ্ছা করে কেউ বলে, আমি অবশ্যই তোমাকে মারব। হ্যাঁ, যদি এর বিপরীত বিষয়টা এতদপেক্ষা উত্তম হয়। (সুতরাং এর অর্থ দাড়ায়, তারা সর্বদা জান্নাতেই থাকবে। হ্যাঁ, তোমার প্রভু যদি বিপরীত ইচ্ছা করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের চিরস্থায়ী জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু ইচ্ছা করবেন না। কারণ, তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে রাখাই তাঁর একান্ত ইচ্ছা।)

**তৃতীয় দলের মত হল :** আরবরা যখন কোন বস্তুকে তার সমজাতীয় অনেক গুলো হতে استثناء তথা বাদ দেয়, তখন الا ও واو এর অর্থ سوى অর্থাৎ ব্যতীত। সে হিসাবে এর অর্থ হবে, سوى ماشاء ربك তোমার প্রভু যা ইচ্ছা করেন, এটা ব্যতীত। অর্থাৎ আসমান-যমীনের স্থায়ীত্বের সময়কাল অপেক্ষা অধিক। (এখানে যমীন ও আসমান দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আখিরাতের আসমান যমীন। যেমন আল্লাহর বাণী, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ অর্থাৎ যেদিন আসমান ও যমীনকে অন্য আসমান ও যমীন দ্বারা পরিবর্তিত করা হবে আর জান্নাতের আসমান ও যমীন হবে চিরস্থায়ী। সুতরাং মু'মিনগণও জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।)

এমতটি হচ্ছে দুই নাহুবিদ সিবওয়াইহ ও ফাররার রহ.। তারা বলেন, এ আয়াতে الا শব্দটি سوى এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন, এর উপমা হল, যেমন কেউ বলল لِيعليك الف الا الالفين الذين قبلها অর্থাৎ পূর্বের দু'ই হাজার ব্যতীত তোমার নিকট আমি এক হাজার পাব। ইবনে জারীর রহ. বলেন, পূর্বের দু'টি ব্যাখ্যা হতে এটিই আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এমন এক সত্তা, যিনি কখনো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

**চতুর্থ দল মনে করে,** الا এখানে তার মূল অর্থ استثناء অর্থাৎ বাদ দেয়ার জন্য ব্যবহার হয়েছে। প্রয়োজন তো ছিল, জান্নাতী লোকদের পার্থিব জীবনের সমাপ্তির সাথে সাথেই তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। কিন্তু তাদের মৃত্যু হতে পুনরুত্থান পর্যন্ত যেহেতু তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়নি, তাই আল্লাহ তা'আলা সে সময়টাকে জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন হতে বাদ দিয়েছেন বলেই এ আয়াতে الا ব্যবহার করেছেন।

**পঞ্চম দল মনে করে,** জান্নাতীদের জান্নাতে সর্বদা থাকার ফায়সালা তো হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর বিপরীত করলে করতে পারেন। সুতরাং তিনি জানালেন, জান্নাতী জান্নাতে চিরস্থায়ী হলেও সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ *যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আপনার নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশ বাণী ফিরিয়ে নিতে পারি।*

ওয়াহী আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে না নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও কর্তৃত্বাধীন। তিনি এতে সক্ষম, অক্ষম নন। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ *আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতে পারেন।* (নবূওয়াত প্রদানের পর মোহর না আঁটার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন) তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ হে *নবী! আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তবে আমি তোমাদের নিকট কুরআন কারীম তিলাওয়াত করব না।* এরূপ আরো উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, সকল

কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও কর্তৃত্বাধীন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না।

**ষষ্ঠ দলের মত হল :** مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ দ্বারা এ পৃথিবীর যমীন ও আসমানের সময়সীমা উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, তারা আসমান যমীনের সময় সীমা পর্যন্ত জান্নাতে থাকবে। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ সময় হতে অধিক সময় রাখার ইচ্ছা করেন।

**সপ্তম দলের মত হল :** ما شاء ربُّك এর মধ্যে ما শব্দটি من এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ এর মধ্যে ما শব্দটি من এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তোমরা মাহরাম মহিলা ব্যতীত অন্য কোন নারীকে ভালো লাগলে বিবাহ করতে পার। সুতরাং এ অবস্থায় অর্থ হবে, إلا مَا شَاءَ رَبُّك অর্থাৎ নেককার লোক চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকবে। হ্যাঁ, নেককারদের মধ্যে যাকে তার গুনাহের কারণে তোমার প্রভু জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন সে ছাড়া।

**অষ্টম দলের মত হল :** مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ দ্বারা জান্নাতের আসমান-যমীন উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী, إلا مَا شَاءَ رَبُّك এর মধ্যে ما শব্দটি যদি من অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এর দ্বারা সে সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা প্রথমে জাহান্নামে ছিল অতঃপর জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর ما দ্বারা যদি সময় উদ্দেশ্য হয়, তবে এর দ্বারা আলমে বরযখ তথা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান উদ্দেশ্য।

**নবম দলের মত হল** : এর দ্বারা তাদের দুনিয়ায় অতিবাহিত সময় উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত মতামতগুলো উদ্দেশ্যের দিক থেকে অত্যন্ত কাছাকাছি এবং এগুলোতে সমন্বয় সাধনও সম্ভব। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জান্নাতীরা সর্বদা জান্নাতে অবস্থান করবে, তবে সে পরিমাণ সময়, যে পরিমাণ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের জান্নাতে অবস্থান করানো ইচ্ছা করেননি। সে সময়ের মধ্যে তাদের দুনিয়ায় অবস্থানের সময়, বরযখে থাকার সময়, হাশরের ময়দানে থাকার সময়, পুলসিরাতে থাকার সময় ও

কারো কারো জাহান্নামে থাকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে এ সকল সম্ভাবনাও রয়েছে, তবে আল্লাহ তা'আলার বাণী عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ হল মুহকাম। তেমনিভাবে ○ إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ *নিশ্চয়ই এটা আমার পক্ষ হতে অবতারিত রিয্ক, যা কখনো নি:শেষ হবে না।* তেমনিভাবে আল্লাহর বাণী أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا *তার ফল ও ছায়া স্থায়ী।* এমনিভাবে আল্লাহর বাণী, وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ তারা জান্নাত হতে বহিস্কৃত হবে না। কুরআন কারীমে অনেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের স্থায়ীত্বকে সর্বদা বিশেষণ দ্বারা দৃঢ় করেছেন। (অর্থাৎ خالدين فيها এর সাথে ابدا শব্দটিকে تاكيد হিসাবে উল্লেখ করেছেন) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, তারা প্রথমবারের মৃত্যু (দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে আড়ালকারী মৃত্যু) ব্যতীত সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে। কিন্তু এ মৃত্যু যেহেতু তাদের চিরস্থায়ী জীবনের সূচনার পূর্বের। সুতরাং বুঝা যায়, তাদের জান্নাতী জীবনে মৃত্যু আসবে না; বরং তাদের জান্নাতী জীবন হবে চিরস্থায়ী।

পূর্বোল্লিখিত হাদীসে রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা প্রাচুর্য ও আভিজাত্যে থাকবে। কখনো সে দুরবস্থার সম্মুখীন হবে না। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। কখনো মৃত্যু মুখে পতিত হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতে এক ঘোষক ঘোষণা করতে থাকবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা সর্বদা সুস্থ সবলে থাকবে, কখনো রুগ্ন ও পীড়িত হবে না। তোমরা সর্বদা তরুণ থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। চিরস্থায়ী হবে, কখনো মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না।

সহীহায়নে[৪৩৭] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** يجاء بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار একটি কালো-ধলো বর্ণ মিশ্রিত দুম্বার আকৃতিতে মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নাম-এর মধ্যবর্তী

---

৪৩৭. **বুখারী-খ. ২ পৃ. ৬৯১ মুসলিম, খ. ২ পৃ. ৩৮২**

স্থলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون مشفقين অতঃপর আহ্বান করা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাকাবে.ثم يقال يا أهل النار فيطلعون فرحين এরপর আহ্বান করা হবে, হে জাহান্নামীরা! তখন তারা আনন্দ চিত্তে তাকাবে, (এটা এ জন্য, তারা মনে করবে, হয়ত এর মাধ্যমে নরক থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে)؟فيقال هل تعرفون هذا তখন বলা হবে, তোমরা কি জান, এটা কি?فيقولون نعم هذا الموت তারা উত্তর দিবে, হ্যাঁ, এটা হল মৃত্যু। فيذبح بين الجنة والنار অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থলে যবাহ করা হবে।ثم يقال : ياأهل الجنة خلود فلا موت এরপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! এখানে স্থায়ী জীবন, কখনো মৃত্যু আসবে না। ثم يقال : يا أهل النار خلود فلا موت এরপর বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! এখানে স্থায়ী জীবন, কখনো মৃত্যু আসবে না। (তখন জান্নাতীদের আনন্দের কোন সীমা থাকবে না। আর জাহান্নামীদেরও দু:খের কোন সীমা থাকবে না)

উম্মতে মুহাম্মদীর পরবর্তী প্রজন্মের উলামায়ে কিরামের মাঝে এ বিষয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের থেকে তিন ধরনের অভিমত লক্ষ্য করা যায়।

**প্রথম মত :** জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

**দ্বিতীয় মত:** উভয়টিই স্থায়ী ও অবিনশ্বর। কখনো ধ্বংস হবে না।

**তৃতীয় মত:** জান্নাত স্থায়ী, কখনো ধ্বংস হবে না আর জাহান্নাম অস্থায়ী, তা কোন এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে।

নিম্নে এ মতামতগুলোর পক্ষের-বিপক্ষের দিকগুলো উল্লেখ করব ও প্রত্যেক মতের দলীল উল্লেখ করে কুরআন-সুন্নাহের সাথে সাংঘর্ষিক মতকে খণ্ডন করব।

প্রথম মতটি অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি অস্থায়ী হওয়ার মতটি হল মু'আত্তালাহদের ইমাম জাহম ইবনে সাফওয়ানের। তার পূর্বে সাহাবা, তাবেঈন, আইম্মায়ে ইসলাম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যে কেউ এ মত পোষণ করেননি। এটা তার এমন একটি আকীদা, যার কারণে আইম্মায়ে ইসলাম তার ও তার অনুসারীদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসণা

করেছেন। তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা আওয়ায তুলেছেন। যেমন ইমাম আহমদ রহ. এর পুত্র আবদুল্লাহ রহ. কিতাবুস্-সুন্নাহতে খারিজাহ ইবনে মুস'আব রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, জাহমিয়ারা কুরআন শরীফের তিনটি আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহ তা'আলার বাণী أُكُلُهَا دَائِمٌ وظِلُّهَا *জান্নাতের ফল ও ছায়া হবে স্থায়ী। অথচ সে বলে তা অস্থায়ী।*

দ্বিতীয়টি হল إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ○ *এটা আমার পক্ষ হতে রিযিক, যা কখনো নি:শেষ হবে না।*

তৃতীয়টি হল مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ হে মানব সকল! তোমাদের নিকট যা রয়েছে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমার নিকট যা রয়েছে, তা ধ্বংস হবে না; বরং তা হবে স্থায়ী।

এ মত পোষণকারীরা তাদের ভ্রান্ত ও ভুল কিয়াসের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যা কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা, কুরআন-হাদীস ও সহীহ আকল দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার বাণী ও কর্ম হল অসীম। যা অন্য কোন কর্মের কারণে নি:শেষ হয়ে যায় না। পূর্বোক্ত কাজের কারণে বাধাগ্রস্তও হয় না। (মানুষ এক সময়ে একাধিক কাজ করতে পারে না, এক কাজ সমাপ্ত করে অন্য কাজ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাজ এমন নয়; বরং তিনি সকল কাজই তাঁর শান মোতাবেক আদি হতে অন্ত পর্যন্ত করে যাচ্ছেন। আমরা তার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানি না।)

## আল্লাহ তা'আলার বাণী ও কর্ম অসীম হওয়ার দলীল

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا *বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নি:শেষ হয়ে যাবে, আমি এটার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও*[৪৩৮]।

---

৪৩৮. সূরা কাহাফ, আয়াত : ১০৯

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَانَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

*পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি ও তার সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবু আল্লাহর বাণী নি:শেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়*[৪৩৯]।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় হওয়ার দরুন তাঁর বাণী কখনো নি:শেষ হবে না। উভয়টিই তাঁর সিফাতে যাতিয়া তথা সত্তা সংশ্লিষ্ট গুণের অন্তর্ভূক্ত।

ইবনে আবী হাতিম স্বীয় তাফসীরে সুলায়মান ইবনে আমির রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রবী ইবনে আনাস রহ.কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলার ইলমের মোকাবেলায় সমস্ত মাখলূকের ইলমের তুলনা সমুদ্রের তুলনায় একটি বিন্দুর ন্যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَوْ أَنَّمَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ

তিনি আরো বলেন, قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এটাই বললেন, হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহর বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র কালিতে রূপান্তরিত হয় এবং বৃক্ষরাজি কলমে পরিণত হয় (এবং সকল মানুষ লিখতে শুরু করে) তবে কলম ক্ষয় হয়ে যাবে, সমুদ্র নি:শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী অবশিষ্ট থাকবে, নি:শেষ হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণীকে আয়ত্ব করতে কেউ সক্ষম হবে না। কেউ তাঁর শানের যথোপযোগী প্রশংসা করতে সক্ষম নয়; বরং তিনি তাঁর যেভাবে প্রশংসা করেছেন, তিনি ঠিক তেমনি। তিনি তাঁর যেভাবে সিফাত বর্ণনা করেছেন, তিনি সে সিফাতের সাথে গুণান্বিত; বরং তিনি তাঁর থেকেও উর্ধ্বে। (কেননা, তিনি মাখলুককে তাঁর সমস্ত সিফাত সম্পর্কে জানাননি। তাই তিনি তাঁর যে সিফাতের বর্ণনা দিয়েছেন, তা অপেক্ষাও তাঁর সত্তা অনেক উর্ধ্বে।) পার্থিব জগতের পূর্বাপর সকল নিআমত আখিরাতের মোকাবেলায় ঠিক তেমনি, যেমনিভাবে সমগ্র

---

[৪৩৯] সূরা লুকমান, আয়াত : ২৭

পৃথিবীর তুলনায় একটি তিল। (এটাও তো শুধু মানুষকে বুঝানোর জন্য উপমা স্বরূপ, অন্যথায় আখিরাতের নিআমতের সাথে দুনিয়ার নিআমতের কোন তুলনাই হয় না।)

## জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার বর্ণনা

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। এ ব্যাপারে তাবেঈদের থেকেও মতনৈক্য স্বত:সিদ্ব।

গ্রন্থকার বলেন, এ বিষয়ে সাতটি অভিমত রয়েছে।

**প্রথম অভিমত :** তাতে যে-ই প্রবেশ করবে, সে আর কখনো বের হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাতে প্রবেশ স্থায়ীভাবেই হবে। এটা মু'তাযিলা ও খারিজীদের মত।

**দ্বিতীয় অভিমত :** জাহান্নামীরা একটা সময় পর্যন্ত তাতে শাস্তি পেতে থাকবে। তখন তাদের স্বভাবই আগুনের স্বভাব হয়ে যাবে। ফলে তারা তাতে এক প্রকার স্বাদ ও তৃপ্তি লাভ করবে। এটা হল ইবনে আরাবী আত্ তায়ী-এর মত। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ফুসূসে উল্লেখ করেন, প্রতিশ্রুতি পালন প্রশংসনীয় বিষয়, ধমকি বাস্তবায়ন নয়। আর আল্লাহর সত্তার মহত্ত্ব এমন প্রশংসার দাবীদার, যা তার সত্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই আল্লাহর সত্তার প্রশংসা হবে তার প্রতিশ্রুতি পূরণের উপর; দণ্ড প্রয়োগের উপর নয়। বরং দণ্ড মার্জনার উপর প্রশংসা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلَهُ *তুমি কখনো মনে করো না, আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন*[৪৪০] ।

আল্লাহ তা'আলা مُخْلِفَ وَعْدِه বলেছেন, তিনি مُخْلِفَ وَعْدِه বলেননি। সুতরাং বুঝা যায়, তিনি বলেছেন, ونتجاوز عن سيئاتهم অর্থাৎ আমি তাদের পাপরাশি মার্জনা করে দিব। পাপকার্যের ব্যাপারে ধমকি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বললেন। তিনি হযরত ইসমাঈল আ.-এর প্রশংসায় বলেছেন, তিনি হলেন, অঙ্গীকার বাস্তবায়নকারী।

---

৪৪০. সূরা ইব্‌রাহীম, আয়াত : ৪৭

গ্রন্থকার বলেন, এঅভিমত পোষণকারীরা একদিকে আর মু'তাযিলারা অন্যদিকে। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলার জন্য তাঁর প্রদত্ত ধমকির বিপরীত করা বৈধ নয়; বরং তিনি যে ধমকি প্রদান করেছেন, সেগুলোর বাস্তবায়ন করা তাঁর জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক। সুতরাং মু'তাযিলাদের মতে যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সে কখনো নাজাত পাবে না। আর ইবনে আরাবী আত্ তাঈর মতে কেউ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। এ উভয় দলের মতই সে নীতির সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাধ্যমে জানিয়েছেন।

**তৃতীয় অভিমত :** কারো কারো অভিমত হল, জাহান্নামীদের কিছু দিন সাজা দেওয়ার পর তা হতে মুক্তি দেওয়া হবে। এরপর তাদের স্থলে অন্যদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ইহুদীরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে এ মত ব্যক্ত করলে তিনি তাদের মতকে মিথ্যায় পর্যবসিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ মতকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে বলেন,

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ *তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তোমরা কি আল্লাহ তা'আলা হতে অঙ্গীকার নিয়েছ? যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না; কিংবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?* بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ *হ্যাঁ, যারা পাপকার্য করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে[৪৪১]।*

আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরো বলেন,

قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

*যারা বলে থাকে, দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদেরকে স্পর্শই করবে না। তাদের নিজেদের দ্বীন সম্বন্ধে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে[৪৪২]।*

---

[৪৪১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৮০-৮১

[৪৪২] সূরা আল ইমরান, আয়াত : ২৪

সুতরাং এ মত হল খোদার দুশমন ইয়াহুদীদের। তারাই এ মত পোষণকারীদের গুরু। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে সাহাবাহ ও আইম্মায়ে ইসলামের মতানুসারে এটা ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট মত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ *তারা কখনো আগুন হতে বের হতে পারবে না*[৪৪৩]। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَمَاهُمْ مِنْهَا بِخَارِجِيْن *তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না*[৪৪৪]। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا *যখন-ই তারা যন্ত্রনায় কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে*[৪৪৫]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا *যখনই তারা বের হতে চাবে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাতে*[৪৪৬]। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, لَايُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلَايُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا *তাদের (জাহান্নামীদের) মৃত্যু আদেশ দেওয়া হবে না,তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করাও হবে না*[৪৪৭]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ *এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র পথে উষ্ট্রী প্রবেশ করে*[৪৪৮]।

এ আয়াতের ভাষ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কাফিররা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

**চতুর্থ অভিমত :** কেউ কেউ বলে, জাহান্নামীদের জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে, কিন্তু জাহান্নাম আপন অবস্থায় বাকী থাকবে। সেখানে সাজার জন্য আর কেউ থাকবে না। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ

---

৪৪৩. সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৭

৪৪৪. সূরা হিজর, আয়াত : ৪৮

৪৪৫. সূরা হাজ্জ, আয়াত : ২২

৪৪৬. সূরা সাজদাহ, আয়াত : ২০

৪৪৭. সূরা ফাতির, আয়াত : ৩৬

৪৪৮. সূরা আরাফ, আয়াত : ৪০

মতটি নকল করেছেন। কিন্তু এ মতটি কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত।

**পঞ্চম অভিমত :** কেউ কেউ মনে করে, জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা, তা নব সৃষ্টি, যা পূর্বে ছিল না। আর যার নব সৃষ্টি হওয়া প্রমাণিত, তা স্থায়ী হওয়া অসম্ভব। এটা হল জাহম ইবনে সাফওয়ান ও তার অনুসারীদের মত। এ ব্যাপারে তার মত হল, জান্নাত ও জাহান্নামে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

**ষষ্ঠ অভিমত :** কেউ কেউ মনে করে, জাহান্নামীরা কোন এক সময় জড় বস্তুতে পরিণত হবে। তাদের জীবনীশক্তি নি:শেষ হয়ে যাবে। তারা কোন দু:খ-কষ্ট অনুভব করবে না। মু'তাযিলাদের ইমাম আবূ হুযাইল আল আল্লাফ এ মত পোষণ করেন।

**সপ্তম অভিমত :** কেউ কেউ মনে করে, জাহান্নামের সৃষ্টিকর্তা নিজেই তাকে ধ্বংস করে দিবেন। কেননা তিনি তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরী করেছেন। সে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে তিনি তা ধ্বংস করে দিবেন। এমতটি হযরত উমর, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সাঈদ রা. প্রমুখ হতে বর্ণিত।

আবদ ইবনে হুমাইদ রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে স্ব-সনদে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হযরত উমর রা. বলতেন, জাহান্নামীরা যদি সমগ্র বালুকারাশির সমপরিমাণও জাহান্নামে থাকে, তবুও একটা সময় আসবে, যখন তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে

হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল রহ. স্ব-সনদে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, হযরত উমর রা. বলেছেন, যদি জাহান্নামীরা সমগ্র বালুকারাশি পরিমাণ সময়ও জাহান্নামে অবস্থান করে, তবু একটা সময় আসবে, যখন তারা জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি পাবে। এ মত পোষণকারীরা বলেন, আলী ইবনে আবী তালহা আল ওয়ালেবী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○ *(জাহান্নাম হল তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে সর্বদা থাকবে, তবে আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।)* এর তাফসীরে উল্লেখ করেন, আল্লাহ তা'আলার মাখলূকের

ব্যাপারে আল্লাহর উপর কারো ফয়সালা করা উচিত নয়। কাউকে জান্নাতী এবং জাহান্নামী ফয়সালা দেওয়াও উচিত নয়। তারা বলে, আয়াতে خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا এ ধমকি শুধুমাত্র আহলে কিবলার (অর্থাৎ ঈমানদার কিন্তু গুনাহের কারনে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে) সাথে খাস নয়; কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

*সেদিন তিনি সকলকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছিলে এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং তুমি আমাদের জন্য সে সময় নির্ধারিত করেছিলে, এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি, সেদিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে, যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।* وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ *এভাবে আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য যালিমদের এক দলকে অন্য দলের বন্ধু করে থাকি*[৪৪৯]।

মানবদের মাঝে জিনদের বন্ধু কাফিররাও হবে। কেননা, গুনাহগার মুসলমানদের তুলনায় কাফিররাই জিনদের বন্ধু হওয়ার বেশি উপযোগী। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ *যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক বানিয়েছি*[৪৫০]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *শয়তানদের ঈমানদারদের উপর কোন কর্তৃত্ব নেই,*

---

[৪৪৯] সূরা আন্‌আম, আয়াত : ১২৮-১২৯

[৪৫০] সূরা আ'রাফ, আয়াত : ২৭

*কেননা তারা তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে।* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ○ *নিশ্চয় তার অভিভাকত্ব হল, তার উপর যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে আর তারা হল মুশরিকরা।*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ *যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, তাদেরকে শয়তান যখন কু-মন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।* وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ *তাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না*[৪৫১] *।*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ *তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ যারা তোমাদের শত্রু*[৪৫২]*?*

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ *তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর*[৪৫৩] *।*

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○ *তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত*[৪৫৪] *।*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ○ *নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়, যদি তোমরা তাদের কথা মত চল, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে*[৪৫৫] *।*

---

[৪৫১]. সূরা আরাফ: আয়াত : ২০১-২০২

[৪৫২]. সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫০

[৪৫৩]. সূরা নিসা, আয়াত : ৭৬

[৪৫৪]. সূরা.মুজাদালাহ, আয়া ১৯

[৪৫৫]. সূরা আন'আম, আয়াত : ১২১

## জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার দলীল

যারা বলে, জাহান্নাম অবশ্যই চিরস্থায়ী হবে, তাদের ছয়টি দলীল রয়েছে।

**প্রথম দলীল :** সকলে ঐকমত্য। উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, জাহান্নামের চিরন্তনত্ব ও চিরস্থায়িত্বের উপর সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণ বিনা মতানৈক্যে একমত। এবিষয়ের মতভেদগুলো পরবর্তীতে সৃষ্ট। তাও বিদআতী মহল হতেই উদ্ভূত

**দ্বিতীয় দলীল :** কুরআনুল কারীম দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, عَذَابٌ مُقِيمٌ অর্থাৎ স্থায়ী শাস্তি।

তাদের থেকে সে আযাব কখনো লাঘব করা হবে না। যেমন কুরআনের ভাষ্য, لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ *তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না।* তাদের শাস্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। যেমন কুরআনের ভাষ্য, فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا *আমি তো তোমাদের শুধু শাস্তিই বৃদ্ধি করব।*

তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا *তারা সেখানে সর্বদা থাকবে।* وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ *তারা কখনো আগুন হতে বের হতে পারবে না।* وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ *তারা সেখান থেকে বহিস্কৃত হবে না।* আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ *আল্লাহ তা'আলাতো এ দু'টিকে হারাম করেছেন কাফিরদের জন্য*[৪৫৬]।

**আল্লাহ তা'আলা** ঘোষণা করেন, وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ *তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সুঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্রী প্রবেশ করে*[৪৫৭]।

**আল্লাহ তা'আলা** আরো বলেন, لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا *তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না, তারা মরবে এবং তাদের*

---

৪৫৬. সূরা আরাফ, আয়াত : ৫০

৪৫৭. সূরা আরাফ, আয়াত : ৪০

*থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না*[৪৫৮]। এ সকল আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে বুঝা যায়, জাহান্নাম চিরস্থায়ী।

**তৃতীয় দলীল** : হাদীসে মাশহূর দ্বারা বুঝা যায়, যাদের অন্তরে শস্য পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তারাও জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি পাবে, কিন্তু কাফিররা নিষ্কৃতি পাবে না। শাফাআত সংক্রান্ত সকল হাদীস দ্বারা পাপী মু'মিনদের জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার বিষয়টি বুঝে আসে। তা তাদের সাথেই খাস। সুতরাং যদি কাফিররাও জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পায়, তবে ঈমানদার ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য থাকে কি? আর ঈমানদারের বিশেষত্ব-ই বা রইল কোথায়?

**চতুর্থ দলীল** : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ মত অনুযায়ী-ই দীক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং অন্য কোন বর্ণনা ব্যতীতই আমরা শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারি, জাহান্নাম চিরস্থায়ী হবে, তাঁর দীক্ষা দ্বারা জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার বিষয়টি বুঝে আসে।

**পঞ্চম দলীল** : সালফে সালেহীনের ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত-এর আকীদায় এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই সৃজিত এবং সেগুলো কখনো ধ্বংস হবে না; বরং সেগুলো চিরস্থায়ী। এগুলোর অস্থায়িত্বের আকীদা বিদ'আতীদের আকীদা।

**ষষ্ঠ দলীল** : যুক্তির নিরিখেও বুঝা যায়, কাফিররা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। মূলত: এ বিষয়টি নির্ভর করে অন্য একটি মূলনীতির উপর, তা হল, পূণ্যাত্মাকে পুণ্যের প্রতিদান করা ও পাপাত্মাকে পাপের প্রায়শ্চিত্য ভোগ করার বিষয়টি কুরআন-হাদীস ব্যতীত শুধুমাত্র যুক্তির আলোকে বুঝা সম্ভব, নাকি কুরআন হাদীস ব্যতীত বুঝা সম্ভব নয়? এ ব্যপারে দু'টি মত রয়েছে। একটি হল, কুরআন হাদীস হতে শ্রুত দলীলের সাথে সমন্বয় করে যুক্তির নিরিখেও এটা বুঝা সম্ভব। কুরআন কারীমের কয়েক স্থানে এরূপ বিবৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের ধারণাকে খণ্ডন করেছেন, যারা মনে করে, নেককার ও বদকারদের জীবন ও মৃত্যু

---

৪৫৮. সূরা ফাতির, আয়াত : ৬৫

সমপর্যায়ের। আল্লাহ তা'আলা তাদের ধারনাকে খণ্ডন করেছেন, যারা মনে করে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলূককে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন। তারা স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। তাদের ধারনাকেও আল্লাহ তা'আলা খণ্ডন করেছেন, যারা মনে করে, তাদেরকে এমনিতেই রেখে দেওয়া হবে অথবা কোন সাওয়াবও দেওয়া হবে না, আযাবও দেওয়া হবে না। অথচ এমন ধারণা তাঁর প্রজ্ঞা ও পূর্ণতাকে ক্রটিযুক্ত করার নামান্তর। সুতরাং তাঁর প্রতি এ ধারণা পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। তারা কখনো কখনো এ কথা স্বীকার করে, মানবাত্মা অবশিষ্ট থাকবে আর মানবাত্মার আকীদা-বিশ্বাস ও সিফাত এমন ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত, কখনো সেগুলো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। সে সকল আত্মা এ ভুল আকীদা ও বিশ্বাস রাখার দরুন তারা যে শাস্তির সম্মুখীন হবে, সে জন্য তারা লজ্জিত হবে। কিন্তু এ ভুল আকীদা পোষণ করা বা ভুল সিফাত ধারণ করার কারনে তারা লজ্জিত হবে না; বরং আযাব তুলে নিলে তারা পুনরায় পূর্বের আকীদাই পোষণ করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

*তুমি যদি দেখতে, তাদেরকে যখন আগুনের পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না, আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।* بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ○ *না, তারা পূর্বে যা গোপন করত, তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে। আর তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, পুনরায় তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী*[৪৫৯]।

সুতরাং তারা শাস্তি ভোগ করার পরও তাদের শাস্তির কারণ ও তাদের শাস্তির সম্মুখীনকারী বিষয় তাদের হতে বিদূরিত করা হবে না; বরং তাদের নষ্টামি ও কুফরী তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। ফলে তাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠালেও তারা পূর্বের ন্যায় কুফরীই করবে। এর দ্বারা বুঝা যায়,

---

[৪৫৯]. সূরা আনআম, আয়াত : ২৭-২৮

যুক্তিরও দাবী হল, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে, যেমনিভাবে কুরআন-হাদীস হতে শ্রুত দলীল দ্বারা বুঝা যায়।

দ্বিতীয় পক্ষ, যারা জাহান্নামের অস্থায়িত্ব ও এক সময় ধ্বংস হওয়ার প্রবক্তা তারা উক্ত প্রমাণাদির উত্তরে বলে, এই প্রমাণগুলো আলোচনার মাধ্যমে অসার হয়ে যাবে।

**প্রথম দলীলের জবাব :** তারা বলে, তোমরা যে ইজমার কথা বর্ণনা করছ, মূলত: তার কোন হাদীস নেই। এ মাস'আলাতে মতবিরোধ সম্পর্কে অবহিত না হওয়াকেই তোমরা ইজমা বলে ধারণা করেছ, অথচ এ মাস'আলাতে পূর্বাপর সব যুগেই মতবিরোধ চলেই আসছে। এমনি এ মাস'আলাতে ইজমার দাবীদারকে দশজন বা তার চেয়েও কম সংখ্যক সাহাবী হতে তাদের দাবীর সপক্ষে বর্ণনা উপস্থাপন করতে বলা হলে তারা সক্ষম হবে না, অথচ আমরা আমাদের মতের পক্ষে সাহাবায় কিরাম হতে একাধিক সুস্পষ্ট বর্ণনা উপস্থাপন করেছি।

**দ্বিতীয় দলীলের জবাব :** দ্বিতীয় দলীলের জবাবে তারা বলে, তোমরা বলেছ, জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার ও ধ্বংস না হওয়ার ব্যাপারে কুরআন কারীমের ভাষ্য রয়েছে। কিন্তু কুরআন কারীমের এমন দলীল কোথায় আছে? হ্যাঁ, কুরআন কারীমে রয়েছে, কাফিররা জাহান্নামে সর্বদা থাকবে। তাদেরকে তা হতে কখনো নিষ্কৃতি দেওয়া হবে না। তাদের শাস্তি কখনো লাঘব করা হবে না। তারা সেখানে মৃত্যুবরণ করবে না। তারা সর্বদা আযাবে থাকবে। আর জাহান্নামের আযাব তাদের জন্য আবশ্যকীয়। এ সকল বিষয়ে সাহাবা ও তাবেঈদের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। এটা আমাদের বিরোধিত বিষয়ও নয়। আমাদের বিরোধিত বিষয় হল, জাহান্নাম চিরস্থায়ী না কি ধ্বংসশীল! কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলি দ্বারা বুঝা যায় না, জাহান্নাম চিরস্থায়ী। বরং এর দ্বারা বুঝা যায়, জাহান্নাম যতদিন থাকবে, ততদিন তারা শাস্তি ভোগ করবে এবং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না ইত্যাদি। অর্থাৎ জাহান্নাম বিদ্যমান থাকাবস্থায় তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি দেওয়া হবে না, যেমনিভাবে পাপী মু'মিনদেরকে জাহান্নাম বিদ্যমান থাকাবস্থায়ই নিষ্কৃতি দেওয়া হবে। এদের উপমা হল, সেই দুই বন্দীর ন্যায়, যাদের একজনকে জেলখানা বিদ্যমান থাকাবস্থায় মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আর অপরজনকে জেলখানা ধ্বংস হওয়ার পর মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

**তৃতীয় দলীলের জবাব :** আপনারা হাদীসে মাশহূর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, কবীরাহ গুনাহতে লিপ্ত মুমিন ব্যক্তি জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে কিন্তু মুশরিকরা নিষ্কৃতি পাবে না। এটা সঠিক ও এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর দ্বারাও কেবল মাত্র তা-ই বুঝা যায়, যা আমরা ইতোপূর্বে বলেছি অর্থাৎ পাপী ঈমানদাররা জাহান্নাম বিদ্যমান থাকাবস্থায়ও তা হতে নিষ্কৃতি পাবে। কিন্তু মুশরিকরা জাহান্নাম যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন সেখানে অবস্থান করবে।

**চতুর্থ দলীলের জবাব :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দীক্ষা দ্বারা বুঝা যায়, কাফিররা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথার উপর দলীল পেশ করা, জাহান্নাম চিরস্থায়ী, এটা সঠিক নয়।

**পঞ্চম দলীলের জবাব :** জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়ে গেছে এবং এগুলো কখনো ধ্বংস হবে না। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। এতে কোন সন্দেহ নেই আর উভয়টা ধ্বংস হওয়ার আকীদা নিশ্চয়ই বিদ'আতী, জাহমিয়াদের ও মু'তাযিলাদের আকীদা। সাহাবা, তাবেঈন ও আইম্মায়ে ইসলাম কেউ এরূপ মত পোষণ করেননি। কিন্তু শুধু জাহান্নাম ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আমরা কতিপয় সাহাবা ও তাবেঈদের মত উল্লেখ করেছি। সুতরাং সাহাবা ও তাবেঈদের মত উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তা বিদ'আতীদের আকীদা কিভাবে বলা যেতে পারে? জান্নাতের স্থায়িত্ব ও জাহান্নামের অস্থায়িত্ব; এভাবে দু'ভাগ করে অভিমত কোনো বিদআতী মহল থেকে শুনা যায়নি।

**যুক্তিঋদ্ধ দলীলের জবাব :** আপনারা জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী হওয়ার উপর যুক্তির আলোকে যে দলীল পেশ করেছেন, তার উত্তর হল, এটি যুক্তির উর্ধ্বের বিষয়ে যুক্তি প্রয়োগের জ্বলন্ত উদাহরণ। এটি এমন একটি মাসআলা; যা যুক্তি দিয়ে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না এ বিষয়ে মহান রাসূল হতে সুস্পষ্ট ঘোষাণা বা বিবৃতি না আসে। তবে হ্যাঁ, এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, সেটি হল, ছাওয়াব ও আযাবের যোগ্য হওয়ার বিষয়টি কুরআন হাদীসে শ্রুত দলীলের সাথে সাথে যুক্তি দ্বারাও বুঝা সম্ভব কিনা? এ ব্যাপারে চার ইমাম ও তাদের অনুসারীগণ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের

থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়। তবে বিশুদ্ধতম বিষয় হল, যুক্তির নিরিখে সমষ্টিগতভাবে বুঝা যায়, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং ছাওয়াব ও আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এর দ্বারা বিস্তারিত কিছুই জানা যায় না; বরং তা একমাত্র কুরআন হাদীসে বর্ণিত দলীল দ্বারাই জানা সম্ভব। সুতরাং কুরআন-হাদীসের দলীল দ্বারা জানা যায়, নেককার লোকদের ছাওয়াব তথা প্রতিদান স্থায়ী হবে আর পাপী ঈমানদের শাস্তি স্থায়ী হবে না; বরং এক সময় তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু মুশরিকদের ব্যাপারে স্থায়ী হওয়া বা সমাপ্তি ঘটা এই বিষয়টি হচ্ছে বিতর্কের প্রতিপাদ্য। কাজেই কুরআন হাদীসের ভাষ্য যে দলের পক্ষে যাবে, সে দলই সঠিক ও বিজয়ী রূপে সৌভাগ্যবান হবে।

## সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে

সহীহায়নে[৪৬০] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, যে সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে ও সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে ব্যক্তি নিতম্ব হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। সে তখন জান্নাতের নিকট এসে মনে করবে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে গিয়ে বলবে, হে প্রভু! আমি তো জান্নাত পরিপূর্ণ পেলাম। (অর্থাৎ আমার জন্য সেখানে স্থান কোথায়?) আল্লাহ তা'আলা তাকে পূনরায় বলবেন, যাও, গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতের নিকট গেলে তার মনে এ ধারণাই জাগবে। ফলে সে পুনরায় ফিরে গিয়ে বলবে, হে প্রভু! আমি তো তা পরিপূর্ণ পেলাম। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে বলবেন, যাও, গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য দুনিয়া ও তদপেক্ষা দশগুণ বড় জান্নাত রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ বড় জান্নাত রয়েছে। সে তখন বলবে, হে প্রভু! আমার সাথে কি উপহাস করছেন? অথচ আপনি হলেন, অধিপতি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি এ দৃশ্য বর্ণনা কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এরূপ হাসতে দেখেছি,তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ হল সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী।

---

৪৬০. বুখারী: খ:২ পৃ: ৯৭২, মুসলিম: খ: ১ পৃ: ১০৫

সহীহ মুসলিমে[৪৬১] হযরত আবূ যার রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, যে সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে ও সর্বশেষ জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি পাবে। সে হবে ঐ ব্যক্তি, যাকে কিয়ামত দিবসে আনা হবে এবং বলা হবে, তার ছোট ছোট গুনাহগুলো সামনে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গুনাহগুলো তুলে নাও। তখন তার ছোট ছোট গুনাগুলো উপস্থিত করা হবে। তাকে বলা হবে, তোমার কি স্মরণ আছে, তুমি অমুক দিন অমুক কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। তার অস্বীকারের কোন ক্ষমতা থাকবে না; বরং সে এ জন্য ভীত থাকবে, তার বড় গুনাহগুলো তার সামনে উপস্থিত করা হবে কিনা। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার প্রত্যেক পাপের বিনিময়ে রয়েছে নেকী। সে তখন বলবে, হে প্রভু! আমার তো আরো আমল রয়েছে, যা আমি এখানে দেখছি না। (অর্থাৎ সে বলবে, আমার তো আরো গুনাহ রয়েছে) হযরত আবূ যারর রা. বলেন, এ কথা বর্ণনা কালে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ পরিমাণ হাসতে দেখেছি,তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত আবূ উমামাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি সে, যে ঐ শিশুর ন্যায় হবে, যাকে তার পিতা প্রহার করার কারণে পলায়ন করেছে, সে পুলসিরাতের উপর দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে উপস্থিত হবে আর সে তার আমলের কারণে পলায়ন করার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমাকে যদি আমি জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেই, তাহলে কি তুমি তোমার সকল গুনাহ-এর স্বীকারোক্তি করবে? সে বলবে, হে প্রভু! তোমার বড়ত্ব ও ইযযতের শপথ! যদি আপনি আমাকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান, তবে আমি আপনার সামনে আমি আমার সকল প্রকার গুনাহ ও ত্রুটির স্বীকারোক্তি করব। অতঃপর সে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে ও মনে মনে বলতে থাকবে, যদি আমি আমার

[৪৬১] খ: ১ পৃ: ১০৬

গুনাহ ও ত্রুটির স্বীকারোক্তি দেই, তাহলে তিনি আমাকে পুনরায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি আমার সামনে তোমার গুনাহের স্বীকারোক্তি দাও, আমি তোমার সে গুনাহ ক্ষমা করে দিব। সে বলবে, হে প্রভু! আপনার বড়ত্ব ও বুযুর্গির শপথ! আমি কখনো কোন গুনাহ করিনি, কখনো কোন অন্যায় করিনি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার বিরুদ্ধে আমার নিকট সাক্ষী রয়েছে। সে ডানে-বামে তাকিয়ে কাউকে না দেখে বলবে, আমাকে সাক্ষী দেখান। আল্লাহ তা'আলা তখন তার ত্বককে বাক শক্তি দান করবেন, যা তার ছোট ছোট গুনাহগুলো প্রকাশ করবে। এ অবস্থা দেখে সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনার সত্ত্বার শপথ! আমার তো এর চেয়ে বড় বড় পাপ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি তোমার থেকে অধিক অবগত। সুতরাং আমার সামনে তুমি সেগুলো স্বীকার করে নাও, আমি তোমার সে গুনাহগুলো ক্ষমা করে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। তখন তার গুনাহের স্বীকারোক্তি দিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। এ ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরিমাণ হাসলেন,তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তিই হল সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী। তাহলে সর্বোচ্চ স্তরের অবস্থা কিরূপ হবে ?

সহীহ মুসলিমে[৪৬২] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী ঐ ব্যক্তি, যে পুলসিরাতের উপর দিয়ে চলতে থাকবে আর একটু পরপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। কখনো অগ্নি তার নিকট এসে পড়বে। সে যখন পুল অতিক্রম করে চলে যাবে, তখন সে তার দিকে তাকিয়ে বলবে, বরকতপূর্ণ সে সত্তা, যিনি আমাকে নাজাত দিয়েছেন। তিনি আমাকে এমন বস্তু দান করেছেন, যা পূর্বাপর কাউকে দান করেননি। তার সামনে তখন একটি বৃক্ষ উপস্থাপিত হলে সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিন, যাতে আমি তার ছায়ায় বসতে পারি ও তা হতে পানি পান করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন,

---

[৪৬২]. খ: ১ পৃ: ১০৫

আমি তা দিলে তুমি এটা ব্যতীত অন্য কিছু আমার নিকট প্রার্থনা করবে। সে অঙ্গীকার করে বলবে, 'না' আমি এর অধিক আর কিছু প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা তার এ আবেদন পূর্ণ করবেন। কেননা তিনি জানেন, সে আর ধৈর্য রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সে বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিবেন। সে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় বসবে এবং তার হতে পান করবে। অতঃপর তার সামনে আরো সুন্দর একটি বৃক্ষ উপস্থাপন করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে তার নিকটবর্তী করে দিন, যেন তার ছায়ায় বসতে পারি এবং তার রস হতে পান করতে পারি। আমি আপনার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কেন? তুমি তো আমার সাথে অঙ্গীকার করেছ, আমার নিকট এর চেয়ে অধিক আর কিছুই প্রার্থনা করবে না। তিনি আরো বলবেন, আমি তোমাকে এটা দিলে তুমি তো আমার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা করবে। সে পুনরায় অঙ্গীকার করবে, আমি এর চেয়ে আপনার নিকট আর কিছু প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদা ভঙ্গের ওযর কবূল করে নিবেন। কেননা তিনি জানেন, সে এ ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে পারছে না। আল্লাহ তা'আলা তাকে সে বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিবেন। সে তার ছায়া গ্রহণ করবে ও তার রস পান করবে। অতঃপর তার সামনে বেহেশতের দরযার নিকটবর্তী একটি বৃক্ষ উপস্থাপন করা হবে, যা পূর্বোক্ত বৃক্ষ দু'টি অপেক্ষা উত্তম ও মনোরম। সে তখন বলবে, হে প্রভু! আমাকে এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন আমি তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার রস পান করতে পারি। আমি আপনার নিকট এটা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কেন? তুমি না আমার সাথে অঙ্গীকার করেছিলে, আর কিছু আমার নিকট প্রার্থনা করবে না। সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে এটা দান করুন, এরপর আর কিছু আপনার নিকট প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা তার অঙ্গীকার ভঙ্গের ওযর গ্রহণ করবেন, কেননা, তিনি জানেন, সে এ ব্যাপারে ধৈর্য রাখতে সক্ষম না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সে বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিবেন।

সে ব্যক্তি বৃক্ষের নিকটবর্তী হলে জান্নাতীদের আওয়ায শুনে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, হে বান্দা! আমার পক্ষ হতে কি পেলে তুমি তৃপ্ত হবে?

তোমাকে দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দান করলে তুমি কি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হবে? সে বলবে, হে প্রভু! আপনি কি আমার সাথে উপহাস করেছেন? অথচ আপনি হলেন রাব্বুল আলামীন। এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হযরত ইবনে মাসউদ হেসে উঠে বললেন, তোমরা আমাকে হাসার কারণ কেন জিজ্ঞেস করছ না? শ্রোতাগণ তখন জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন হাসছেন? তিনি বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এ স্থানে হেসেছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে কেন হাসলেন? তিনি বললেন, ঐ লোকটির এ কথা বলার কারণে আল্লাহও হেসে উঠবেন। আল্লাহর হাসির কারণে আমারও হাসি পেয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না; বরং আমি যা চাই, তা-ই করতে সক্ষম।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বাপেক্ষা কম আযাবে নিপতিত জাহান্নামী হল সে ব্যক্তি, যাকে অগ্নিজুতা পরিধান করানো হবে। সে জুতার তাপে তার মস্তিষ্ক স্ফুটিত হতে থাকবে আর সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তি হল সে, যাকে আল্লাহ তা'আলা দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে জান্নাত অভিমুখী করে দিবেন ও ছায়াযুক্ত বৃক্ষ তার সামনে উপস্থাপন করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে উক্ত বৃক্ষের নিচে অবস্থান দিন, যেন আমি তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি যদি তোমাকে তার ছায়াতে অবস্থান দেই, তবে তুমি আরো প্রার্থনা করতে থাকবে। সে বলবে, আপনার ইয্যত ও বুযুর্গীর শপথ! আমি আর কিছু প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে সে বৃক্ষের নিচে অবস্থান করে দিবেন। তখন তার সামনে ছায়াদার একটি ফল বিশিষ্ট বৃক্ষ উপস্থাপন করা হবে, সে তা দেখে বলবে, হে প্রভু! আমাকে উক্ত বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিন, যাতে আমি তার ছায়া ও ফল লাভ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাকে তা প্রদান করলে হয়ত আরো কিছু আমার নিকট প্রার্থনা করবে। সে বলবে, হে প্রভু! আপনার ইয্যতের শপথ, আমি আপনার নিকট এর চেয়ে অধিক আর কিছু প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে সে বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। অতঃপর তার সামনে ছায়াদার ফল বিশিষ্ট ও পানি বিশিষ্ট অপর একটি বৃক্ষ উপস্থিত করা হবে। সে তা দেখে বলবে, হে প্রভু!

আমাকে এ বৃক্ষটির নিকট পৌছিয়ে দিন, যাতে আমি তার ছায়ায় অবস্থান করতে পারি, ফল খেতে পারি ও পানি পান করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাকে এটা দান করলে তুমি অন্য কিছু হয়ত আমার নিকট প্রার্থনা করবে। সে বলবে, হে প্রভু! আপনার ইয্যতের শপথ! এটা ব্যতীত অন্য কিছু আর প্রার্থনা করব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে তখন সে বৃক্ষের নিকট পৌছিয়ে দেবেন। তার সামনে তখন জান্নাত দৃশ্যমান হলে সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে জান্নাতের দরযায় নিয়ে যান, যাতে আমি জান্নাতের অলিন্দে অবস্থান করতে পারি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, تحت نجاف الجنة انظر إلى أهلها অর্থাৎ যাতে আমি জান্নাতের অলিন্দের নিচে অবস্থান করতে পারি ও তার অধিবাসীদের দেখতে পাই। আল্লাহ তা'আলা তাকে সেখানে পৌছে দেবেন, সে তখন জান্নাতীদেরকে ও জান্নাতস্থ সব কিছু দেখতে পেয়ে বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। তখন সে বলবে, এটা আমার। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি তোমার আকাংখা ব্যক্ত কর। সে তার আকাংখা তখন ব্যক্ত করতে থাকবে আর আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো আশা আকাংখার কথা স্বরণ করিয়ে দেবেন,এটাও প্রার্থনা কর। সে তার আকাংখা ব্যক্ত করা সমাপ্ত করলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এগুলো সহ আরো দশগুণ বেশি পাবে। তখন সে আপন বাসভবনে প্রবেশ করলে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট দু'জন হূর এসে বলবে, الحمد لله الذي احياك لنا واحيانا لك। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য; যিনি আমাদের জন্য তোমাকে এবং তোমার জন্য আমাদেরকে জীবন দান করেছেন। সে তখন বলবে, ما اعطي مثل ما اعطيت আমাকে যে পরিমাণ দান করা হয়েছে, অন্য কাউকে সে পরিমাণ দান করা হয়নি।

সহীহ মুসলিমে[৪৬৩] হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বা রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত মূসা আ. স্বীয় প্রভুর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, সর্ব নিম্নস্তরের জান্নাতী ব্যক্তি কে? আল্লাহ

---

[৪৬৩] খ. ১, পৃ. ১০৬

তা'আলা বললেন, সকল জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করার পর এক ব্যক্তি আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে প্রভু! কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করব। সকলেই তো স্বীয় অবস্থান গ্রহণ করে ফেলেছে। যা কিছু নেওয়ার সব নিয়েছে। তাকে তখন বলা হবে, দুনিয়ার কোন বাদশাহকে যে পরিমাণ প্রাচুর্য দান করা হয়েছে, তোমাকে সে পরিমাণ দান করলে তুমি সন্তুষ্ট তো? সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট। তাকে তখন বলা হবে, তোমার জন্য এটা ও এর সমপরিমাণ। এটা ও এর সমপরিমাণ। এটা ও এর সমপরিমাণ। এভাবে পঞ্চমবার বলার পর সে বলবে, হে প্রভু আমার! আমি এতেই সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে বলবেন, তোমার জন্য এটা ও এর দশগুণ রয়েছে। তোমার মন যা চায়, তোমার চক্ষু যার দ্বারা শীতল হয়, সবই তোমার জন্য রয়েছে। সে তখন বলবে, হে প্রভু আমার! আমি সন্তুষ্ট। (এ হল সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী) হযরত মূসা আ. পুনরায় প্রশ্ন করলেন, সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাতী কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাতী হল সে, যার জন্য আমি নিজ হাতে সম্মানের বৃক্ষ রোপন করেছি ও তাতে মোহর এঁটে দিয়েছি। যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ন শ্রবন করেনি এবং কোন মানব হৃদয়ে যারে কোন কল্পনা কখনো উঁকি দেয়নি। আল্লাহ তা'আলার বাণী فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ এর ভাবার্থও তাই, *কেউ জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃত কর্মের পুরস্কার স্বরূপ*[৮৬৪] ।

# কতিপয় টুকরো বিষয়

## জান্নাতীদের ভাষা

ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ.স্ব-সনদে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের শারীরিক কাঠামো আদম আ.-এর অবয়বের ন্যায় ফিরিশতাদের ষাট হাত বরাবর হবে। সৌন্দর্য হবে হযরত ইউসুফ আ.-এর ন্যায়। বয়স হবে হযরত ঈসা আ.-এর ন্যায় ৩৩ বছর। তাদের ভাষা হবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ন্যায়। (অর্থাৎ আরবী ভাষা) তারা হবে শ্মশ্রু বিহীন, লোমবিহীন এবং কাজল কালো আঁখি বিশিষ্ট।

দাউদ ইবনে হুসাইন রহ. ইকরিমাহ রা. এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন لسان أهل الجنة عربي। জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবী। আকীল রহ. যুহরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবী।

## জান্নাত ও জাহান্নামের পরস্পরে বড়ত্ব প্রকাশ

সহীহায়নে[৪৬৫] হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে বড়ত্ব প্রকাশ করবে। জাহান্নাম গৌরব করে বলতে থাকবে, আমার মধ্যে বড় বড় অহংকারী ও পরাক্রমশালীরা প্রবেশ রবে। আর জান্নাত বলবে, আমার মধ্যে দুর্বল আর নি:স্ব ব্যক্তিরা প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা

---

[৪৬৫]. বুখারী. খ. ২, পৃ. ৭১৯. মুসলিম. খ. ২, পৃ. ৩৮৬

তখন জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি হলে আমার শাস্তি। আমি যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা শাস্তি দেব। আর জান্নাতকে লক্ষ করে বলবেন, তুমি আমার রহমত। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার মাধ্যমে রহম করব। তোমাদের উভয়কেই আমি পরিপূর্ণ করব।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ে একে অপরের উপর বড়ত্ব প্রকাশ করবে, তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে, অহংকারী ও বড় বড় পরাক্রমশালীদের মাধ্যমেই আমাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জান্নাত বলবে, আমার মধ্যে শুধু দরিদ্র, নিঃস্ব, দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরই প্রবেশ করানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখন জান্নাতকে বলবেন, তুমি হলে আমার রহমত, আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তোমার দ্বারা দয়া করব। আর জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আমার আযাব। তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা সাজা দিব। তোমাদের প্রত্যেককেই আমি পরিপূর্ণ করে দিব। জাহান্নাম পরিপূর্ণ না হলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কদম তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, যথেষ্ট, আর নয়। তার একাংশ অপর অংশে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাখলুকের কারো প্রতি যুলুম করবেন না। আর জান্নাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা আরো মানুষ সৃষ্টি করবেন।

## একমাত্র জান্নাতেরই শূন্যস্থান পূরণে নব সৃষ্টির উন্মেষ

সহীহায়নে হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামে একাধারে জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করা হবে, সে তখন বলতে থাকবে, هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ আরো আছে কি? আল্লাহ তা'আলা এক পর্যায়ে তার উপর আপন কদম রাখবেন, যার ফলে তার একাংশ অপর অংশের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে আর তা বলতে থাকবে, আপনার ইয্যত ও দয়ার শপথ! যথেষ্ট, আর নয়। তদ্রূপ জান্নাতে তেমনি স্থান অবশিষ্ট থেকে যাবে। আল্লাহ তা'আলা নতুন মানব সৃষ্টি করে সে স্থানে তাদেরকে প্রবেশ করাবেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে এরূপ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মোতাবেক জান্নাতের স্থান অবশিষ্ট থেকে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নব মানব সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে অবস্থান করাবেন।

মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার পরিমাপ মত কিছু স্থান শূন্য থেকে যাবে।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীসে এভাবে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ইচ্ছা, জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করবেন ও তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করবেন। আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, هَلْ مِنْ مَزِيْد আরো অধিক আছে কি? উক্ত বর্ণনায় কোন বর্ণনাকারী হতে ভুলক্রমে শব্দ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যাকে সহীহ হাদীস ও কুরআনের আয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি জাহান্নামকে ইবলীস ও তার অনুসারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। لاملئن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين *(আমি তোমার ও তোমার অনুগামীদের দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করে দিব)* তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা শুধু মাত্র তাদেরকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রাসূলদের অবাধ্যতার কারণে তাদের জাহান্নামী হওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ *তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম আর বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি*[৪৬৬]।

আল্লাহ কাউকে বিনা অপরাধে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করে তার উপর যুলুম করতে পারেন না।

## জান্নাতীরা নিদ্রা যাবে না

ইবনে মারদাওয়ায়হ রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, النوم اخو الموت। অর্থাৎ নিদ্রা মৃত্যু তুল্য। واهل الجنة لا ينامون আর জান্নাতীরা নিদ্রা যাবে না।

---

৪৬৬. সূরা মুল্ক, আয়াত ৮-৯

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করা হয়েছে, জান্নাতীরা কি নিদ্রা যাবে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিদ্রা হল মৃত্যু তুল্য। সুতরাং জান্নাতীরা নিদ্রা যাবে না।

## নিম্নস্তর থেকে জান্নাতীর উর্ধ্ব স্তরে আরোহণ

ইমাম আহমদ রহ.[৪৬৭] স্ব-সনদে হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণনা করেনঅ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর নেককার বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকবেন। فيقول يارب انى لي هذه সে বলবে, হে প্রভু! কিসের বিনিময়ে আমার এ প্রাপ্তি? باستغفار ولدك لك আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তিগফারের বিনিময়ে তুমি এটা লাভ করেছ।

মু'মিনদের সন্তানদেরকে তাদের সমপর্যায়ের মর্যাদা প্রদান করা হবে, যদিও তারা সে পরিমাণ আমল না করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ যারা *ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে।* وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ *এবং তাদের কর্ম ফল আমি কিছু মাত্র হ্রাস করব না,* ○ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ *প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী*[৪৬৮]।

কায়েস রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সন্তানদেরকে তাদের মর্যাদা ও স্তরে উন্নীত করবেন। যদিও তাদের সন্তানরা তাদের তুলনায় নিম্নস্তরের হয়। তাদের সাথে তাদের সন্তানের মিলন ঘটাবেন। যেন উপরের স্তরের মু'মিনগণ তাদের নিম্নস্তরের সন্তানদের মাধ্যমে তাদের চক্ষু শীতল করতে পারে। এরপর হযরত ইবনে

---

৪৬৭. মুসনাদে আহমদ খ. ২, পৃ. ৫০৯

৪৬৮. সূরা তূর, আয়াত : ২১

আব্বাস রা. এ আয়াত তিলাওয়াত করেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ○ *যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছু হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী*[৪৬৯]।

ইবনে মারদাওয়ায়হ স্বীয় তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পর স্বীয় মাতা-পিতা, স্ত্রী-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাকে বলা হবে, তারা তোমার সমপর্যায়ের জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হয়নি। তখন সে বলবে, আমি আমার জন্য ও তাদের জন্য আমল করেছি। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস রা. উক্ত আয়াতটি পাঠ করেছেন وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ উল্লিখিত আয়াতে ذُرِّيَّتُهُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান নাকি প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরীনে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনটি মত রয়েছে।

**প্রথম মত :** একদল মুফাস্সির বলেন, আয়াতের অর্থ হল, ঐ সকল লোক, যারা নিজেরা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও তাদের অনুগামী হয়েছে। সাথে সাথে তাদের পূর্বপুরুষদের সমপরিমাণ ঈমানসহ পরকালে এসেছে। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি তাদেরকে তাদের পিতাদের সমপর্যায়ে উন্নীত করব। যারা وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ এর মধ্যে ذُرِّيَّة ক্রিয়ার কর্তা (فعل-এর فاعل) সাব্যস্ত করেছেন, তাদের কিরাত এ মতকে সমর্থন করে।

তারা বলেন, ذُرِّيَّة শব্দটি শুধু মাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ক্ষেত্রেও শব্দটি প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمِن ذُرِّيَّتِه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ *এবং তার বংশধর হল দাউদ এবং সুলাইমান*[৪৭০]।

---

[৪৬৯] সূরা তূর আয়াত : ২১

[৪৭০] সূরা আন্‌আম, আয়াত : ৮৪

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ হেতাদের *বংশধর! যাদেরকে নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম*[৪৭১], আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ *আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের কারণে তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে*[৪৭২]? এটি অত্যন্ত জ্ঞানী লোকদের মত।

তারা বলেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর মারফূ বর্ণনা দ্বারা এ মতের শক্তিশালী সমর্থন পাওয়া যায়। যে হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের সন্তানদেরকে তাদের সমপর্যায়ে উন্নীত করবেন। যাতে তারা তাদের মাধ্যমে নিজেদের চক্ষুকে শীতল করতে পারেন। উক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, তারা জান্নাতে যাবে নিজেদের নেক আমলের কারণেই। কিন্তু তাদের মর্যাদা তাদের পিতাদের সমপর্যায়ের হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের পিতাদের সমপর্যায়ে উন্নীত করবেন। যদিও তাদের আমল এর চেয়ে কম হয়। তারা এও বলেন, ঈমান হল তিন বিষয়ের সমন্বয়ের নাম। এক, মুখের স্বীকৃতি, দু'ই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা মুখে স্বীকৃত বিষয়ের বাস্তবায়ন, তিন, নিয়্যাত।

এ সমন্বিতকাজ প্রাপ্ত বয়স্কদের মাধ্যমেই হতে পারে। সে হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে একত্রিত করবেন, যদি তারাও তাদের পিতাদের ন্যায় ঈমান আনয়ন করে থাকে, কেননা, বাস্তব অনুগামী তো এটাই। ঈমানের সাথে আমলও তাদের পিতাদের ন্যায় হবে, যদিও তাদের ঈমান তাদের পিতাদের ঈমান অপেক্ষা দুর্বল হয়। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পুরুষদের সাথে একত্রিত করবেন, যেন তারা তাদের মাধ্যমে নিজেদের চক্ষু শীতল করতে পারে ও তাদের নিআমতের পূর্ণতা লাভ হয়। এটা তেমনি, যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পত্নীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই থাকবেন, যদিও তারা নিজেদের আমল দ্বারা এ পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম নন। (কেননা, নবী

---

[৪৭১]. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩

[৪৭২]. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ১৭৩

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আমল পরিমাণ কারো আমল হতে পারে না।)

**দ্বিতীয় অভিমত :** অন্য এক দল মুফসসির বলেন, এ আয়াতে ذُرِّيَّة দ্বারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান উদ্দেশ্য। সুতরাং এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হল, যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী করে দিয়েছি। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে একত্রিত করে দেব আর এ কথা বিদিত, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদেরকেই কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অনুগামী মনে করা হয়। দুনিয়াবী হুকুমের ক্ষেত্রেও তারা তাদের পিতা-মাতার অনুগামী, যেমন তাদের উপর জানাযার নামায পড়া হয়, তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হয় ইত্যাদি।

উলামায়ে কিরাম বলেন, উক্ত অভিমতটি নিম্নের যুক্তিসঙ্গত হয়ে যায়। যুক্তিটি হল, পাপ-পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। সুতরাং তাকে কারো অনুগামী বলা যায় না। তারা দুনিয়াবী হুকুমের ক্ষেত্রেও পিতা-মাতার অনুগামী নয়, ছাওয়াব-শাস্তির ক্ষেত্রেও পিতা-মাতার অনুগত নয়। কেননা, তারা তো স্বতন্ত্র। (তারা স্বাধীন, অনুগত নয়) আর যদি ذُرِّيَّة দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে তো সাহাবাদের সন্তান সাহাবীদের স্তরের হওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। তাবেঈদের সন্তানও তাবেঈদের সমস্তরের হয়ে যাবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। যার ফলে পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের সমস্তরের হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

উলামায় কিরাম বলেন, এ মতের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি হল, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পুরুষদের অনুগামী করেছেন স্তরের দিক থেকে, যেমনিভাবে অনুগামী করেছেন ঈমানের ক্ষেত্রে। সুতরাং তারা যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হত, তবে তো তারা ঈমানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অনুগামী হত না; বরং তারা স্বাধীন হত।

উলামায়ে কিরাম বলেন, এ মতের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি হল আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। সে লোকদের আমল মোতাবেক, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আর যারা তাদের অনুগামী। সুতরাং

আল্লাহ তা'আলা অনুগতদেরকে অনুসৃতদের মর্যাদায় উন্নীত করবেন, যদিও অনুগতদের আমল তাদের আমলের ন্যায় না হয়। এমনিভাবে হূরে ঈন ও জান্নাতীদের খাদিমদেরকেও সে পর্যায়ে উন্নীত করবেন, যদিও তাদের কোন আমল নেই। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মুকাল্লিফদের অবস্থা এমন নয়; বরং তারা সে পর্যায়ভূক্ত হবে, যে পরিমাণ তাদের আমল রয়েছে। (অর্থাৎ তাদের আমল যেমন হবে, তারা সে স্তর লাভ করবে।)

**তৃতীয় অভিমত :** অন্য একদল মুফাস্‌সির বলেন, যাদের মধ্যে ওয়াহেদী রহ. রয়েছেন, উক্ত আয়াতে ذُرِّيَّة দ্বারা প্রাপ্ত বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক উভয় শ্রেণীর সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অনুগামী আর অপ্রাপ্ত বয়স্করা তাদের পিতার ঈমানের কারণে তাদের অনুগামী।

তারা বলেন, ذُرِّيَّة শব্দটি প্রাপ্ত বয়স্ক-অপ্রাপ্ত বয়স্ক, এক-একাধিক, পিতা-পুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○ *তাদের জন্য এক নিদর্শন এই, আমি তাদের বংশধরদের এক বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম*[৪৭৩]।

এআয়াতে ذُرِّيَّة দ্বারা উদ্দেশ্য হল, পিতৃপুরুষ। আর ঈমান এটি যেমনিভাবে স্বেচ্ছায় অর্জনকৃত ঈমানের উপর প্রযোজ্য, তেমনিভাবে অনুগামী ঈমানের উপরও প্রযোজ্য। (অর্থাৎ অনুসৃত ব্যক্তি মু'মিন হওয়ার ফলে অনুগত ব্যক্তিকেও মু'মিন গণ্য করা, যেমন মু'মিনের ঈমানের ফলে তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে মু'মিন বলে গণ্য করা হয়, এটা ঈমানে তাবঈ।

আর ঈমানে কাসাবী হল, অনুসৃত ব্যক্তি ঈমান আনার ফলে অনুগত ব্যক্তিও নিজে স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ করা।) প্রকৃতিগতভাবে মু'মিন হওয়া, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ *একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা*[৪৭৪]।

---

[৪৭৩] সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৪১

[৪৭৪] সূরা নিসা, আয়াত : ৯২

এখানে হত্যার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে যদি কেউ এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন গোলাম আযাদ করে, যার পিতা-মাতার মধ্যে কোন একজন মুসলমান, তাহলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (কেননা, তার মধ্যে ঈমানে তাবঈ পাওয়া গেছে) এ মত পোষণকারীরা বলেন, সালাফে সালেহীনদের উক্তিও এ মতকে সমর্থন করে। যেমন হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সন্তান-সন্ততিদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের পিতাদের স্তরে উন্নীত করবেন। যদিও তার আমল তার পিতা অপেক্ষা কম হয়। যেন সে তাদের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তার চক্ষু শীতল করতে পারে। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ।

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে উঁচু স্তর লাভ করেছে আর তার সন্তানও জান্নাত লাভ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার সে সন্তানের মর্যাদা উন্নীত করে তার সমপর্যায়ে করে দিবেন। যদিও সে তার আমলের মাধ্যমে এ স্তরে পৌছতে সক্ষম না হত। যেন সে তার মাধ্যমে তার নিজ চক্ষু শীতল করতে পারে। (অর্থাৎ সে স্বীয় আমল দ্বারা এ স্তর লাভ করতে সক্ষম হয় না, তবু তাকে এ স্তরে উন্নীত করা হয়েছে।)

আবূ মিজলায রহ. বলেন, পৃথিবীতে যেমনিভাবে তারা একত্রে থাকতে পসন্দ করত, জান্নাতেও আল্লাহ তা'আলা তেমনিভাবে তাদেরকে একত্রিত করে দিবেন।

শা'বী রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার আমলের কারণে সন্তান-সন্ততিদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কালবী রহ. বলেন, যদি পিতা উঁচুস্তর লাভ করেন আর সন্তান নিম্নস্তর লাভ করে, আল্লাহ তা'আলা সন্তানদেরকে পিতা-মাতার স্তরে উন্নীত করাবেন। আর যদি সন্তান উঁচু স্তরের জান্নাত লাভ করে, পিতা-মাতা নিম্ন স্তরের জান্নাত লাভ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতাকে সন্তানের স্তরে উন্নীত করাবেন।

ইবরাহীম রহ.বলেন, সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার পরিমাণ প্রতিদান প্রদান করা হবে, কিন্তু পিতা-মাতার পরিমাণ হতে মোটেও হ্রাস করা হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, এখানে ذُرِّيَّة শব্দটি দ্বারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান উদ্দেশ্য নেয়াই সুস্পষ্ট ও উত্তম। তাহলে পশ্চাতগামীরা অগ্রগামীদের সমপর্যায়ে হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান উদ্দেশ্য নিলে এটা আবশ্যক হয় না। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান তারই স্তরের হবে। والله اعلم।

## জান্নাত বলবে কথা

পূর্বে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী উল্লিখিত হয়েছে। যাতে রয়েছে, احتجت الجنة والنار। জান্নাত-জাহান্নাম একে অপরের উপর বড়ত্ব দাবী করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, জান্নাত বলবে, يارب قد اطردت انهاري হে প্রভু! আমার নহরগুলো পূর্ণ মাত্রায় প্রবহমান, ثماري وطابت আমার ফলগুলো পেকে গেছে। فعجل عليّ باهلي সুতরাং আমার অধিবাসীদেরকে আমার মাঝে দ্রুত প্রেরণ করুন।

ইসমাইল ইবনে আবী খালিদ রহ. সাঈদ আত-তাঈ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি জেনেছি, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করে তাকে সুসজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দান করলে তা সুসজ্জিত হয়ে গেল। এরপর তিনি তাকে বললেন, কথা বল, তখন সে বলে উঠল, সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট।

কাতাদাহ রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে সৃষ্টি করে কথা বলার নির্দেশ দান করলে সে বলে উঠল, খোদাভীরুদের জন্য সুসংবাদ।

তাবারানী রহ. স্ব-সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 'আদন' জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। তখন তাতে এমন সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা কোন চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি, কোন কর্ন কখনো শ্রবন করেনি, কোন মানব হৃদয়ে যার কোন চিন্তা কখনো উঁকি দেয়নি। অতঃপর তিনি তাকে কথা বলতে বললে, তা বলে উঠলো, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ নিশ্চয়ই মু'মিনরা সফলকাম।

## জান্নাতের বর্ধনশীল রূপ লাবণ্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ রহ. স্ব-সনদে হযরত কা'ব রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখনি জান্নাতের প্রতি দৃষ্টি দিবেন, তখনি বলবেন, তোমার সৌন্দর্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করো। তখন তার সৌন্দর্য দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তার অধিবাসীরা তাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

## হূরে-ঈন স্বীয় স্বামীদের প্রতি সদা আসক্ত থাকবে

হযরত মুআয বিন জাবাল রা. হতে বর্ণিত হাদীসটি পূর্বে বিধৃত হয়েছে। যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী হূরদের এই মন্তব্য নকল করেছেন, জান্নাতের হূররা মুমিনের দুনিয়াবী স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে,তাকে কষ্ট দিও না। আশঙ্কা হয়, সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।

হযরত ইকরিমাহ রা. হতে বর্ণিত আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার জন্য জান্নাতের হূর নির্ধারিত রয়েছে, তার জন্য সে হূর দু'আ করতে থাকে اللهم أعنه على دينك হে আল্লাহ! তাকে আপনার দ্বীনের উপর চলার ক্ষেত্রে সাহায্য করুন।واقبل بقلبه على طاعتك, তার অন্তরকে আপনার আনুগত্যমুখী করে দিন।

ইবনে আবিদ-দুনিয়া রহ. আবূ সুলায়মান আদ-দারেমী রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, ইরাকে অত্যন্ত ইবাদাতগুযার এক তরুণ ছিল। সে একদিন তার সাথীদের সাথে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করল। পথিমধ্যে তার সাথীরা যখন বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলত, তখন সে নামাযে লিপ্ত হয়ে যেত। যখন তার সাথীরা খাবারে লিপ্ত হত, তখন সে রোযা থাকত। তার সাথীরা কিছু বললে, সে ধৈর্য ধারণ করত। অতঃপর যখন সে তাদের থেকে বিদায় নিতে চাইল, তখন তার সাথীরা তাকে জিজ্ঞেস করল, হে ভাই! আমরা তোমাকে যে আমলগুলো করতে দেখলাম, এর প্রতি তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলল, আমি জান্নাতের প্রাসাদসমূহ হতে একটি প্রাসাদ দেখেছি, তার একটি ইট স্বর্ণের, অপর ইট রৌপ্যের। যখন তার নির্মাণ সম্পন্ন হল, তখন দেখা গেল, তার একটি গম্বুজ পদ্মরাগ

মণির তৈরী, অপরটি পোখরাজের তৈরী। উভয়টিতে ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূর রয়েছে। সে বলছিল, আমাকে পেতে চাইলে আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার চেষ্টা কর। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সে যুবক তার সাথীদেরকে বলল, সুতরাং আমি তাকে পাওয়ার জন্যই এ আমল করছি। আবূ সুলায়মান রহ. বলেন, এ যুবক একজন হূরকে পাওয়ার জন্য এ পরিমাণ পরিশ্রম করছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এর চেয়ে অধিক প্রাপ্তির আশা রাখে, তার কতটুকু পরিশ্রম করা উচিত!

## জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে মৃত্যুকে যবাহ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْقُضِيَ الْأَمْرُوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ○ তাদেরকে সতর্ক করে দাও, পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। এখন তারা গাফিল এবং বিশ্বাস করে না[৪৭৫]।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুকে শুভ্র-কৃষ্ণ ডোরাকাটা দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে ও তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড় করিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! তোমরা কি এটা চিন? তারা ঘাড় উঠিয়ে দেখে বলবে, হ্যাঁ, এটা হল মৃত্যু। অতঃপর বলা হবে, হে দোযখবাসী! তোমরা কি এটা চিন? তারা তখন ঘাড় উঠিয়ে দেখে বলবে, হ্যাঁ, এটা হল মৃত্যু। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর তাকে যবাহ করার নির্দেশ প্রদান করা হবে এবং জান্নাতীদেরকে বলা হবে, হে জান্নাতীরা! তোমরা এখানে চিরস্থায়ী। মৃত্যু কখনো তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। জাহান্নামীদেরকে বলা হবে, হে জাহান্নামীরা! তোমরা এখানে চিরস্থায়ী। মৃত্যু আর কখনো তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ এ আয়াতটি পাঠ করেন। এ বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে[৪৭৬]।

---

[৪৭৫]. সূরা মারয়াম, আয়াত : ৩৯

[৪৭৬]. বুখারী. খ. ২, পৃ. ৬৯১

সহীহায়নে[৪৭৭] হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর তাদের মাঝে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীরা! এখন আর তোমাদেরকে মৃত্যু স্পর্শ করবে না। হে জাহান্নামীরা! এখন আর তোমাদেরকে মৃত্যু স্পর্শ করবে না। যে যেখানে আছ, সে সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে।

হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশের পর মৃত্যুকে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড় করানো হবে। (তাকে যবাহ করা হবে) অতঃপর এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীরা! এখন আর মৃত্যু তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। হে জাহান্নামীরা! এখন আর মৃত্যু তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তখন জান্নাতীদের আনন্দে বৃদ্ধি ঘটবে আর জাহান্নামীদের পেরেশানীতে বৃদ্ধি ঘটবে।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশের পর মৃত্যুকে বেঁধে আনা হবে ও তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি দেয়ালে রাখা হবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতীরা! তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঁকি মেরে দেখবে। অতঃপর বলা হবে, হে দোযখীরা! তখন তারা শাফাআত লাভের আশায় উৎসাহ ভরে তাকাবে। এরপর জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি এটা চিন?

উভয়ের অধিবাসীরা উত্তর দিবে, হ্যাঁ, আমরা এটা চিনি, এ তো সে মৃত্যু, যাকে আমাদের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তাকে সে দেয়ালের উপর শুইয়ে যবাহ করা হবে এবং বলা হবে, হে জান্নাতীরা! তোমরা চিরস্থায়ী, মৃত্যুবরণ করবে না, হে জাহান্নামীরা! তোমরা চিরস্থায়ী, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ রহ.ও এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

---

[৪৭৭]. বুখারী. খ. ২, পৃ. ৯৬৯, মুসলিম. পৃ. ৩৮২

মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে হাযির করা, তাকে শোয়ানো, যবাহ করা এবং জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের প্রত্যক্ষ করা সবই বাস্তবে ঘটবে। এগুলো কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। এ ব্যাপারে অনেকে মহা ভ্রান্তিতে পতিত। তারা বলে, মৃত্যু হল একটি নিজস্ব সত্তাহীন বস্তু, যার কোন অবয়ব নেই। তাহলে তাকে কিভাবে যবাহ করা হবে? তাদের এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে সৃষ্টি করবেন।

যেমনিভাবে তিনি আমলসমূহকে সৃষ্টি করবেন, যার মাধ্যমে তিনি প্রতিদান এবং শাস্তি দিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান ও সর্ববিষয়ে সক্ষম। সুতরাং তাদের এ ধরনের চিন্তাধারা তাদের জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অশরীরী বস্তুকেও অবয়ব দান করতে সক্ষম। তেমনিভাবে অবয়ব বিশিষ্ট বস্তুকে অবয়বহীন বস্তুতে রূপান্তর করতে সক্ষম। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে[৪৭৮]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, تجي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنّهما غمامتان কিয়ামত দিবসে সূরা বাকারা, ও সূরা আল ইমরান মেঘমালার আকৃতিতে উপস্থিত হবে। সুতরাং এগুলো অবয়বহীন অশরীরী বস্তু, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে মেঘের আকৃতি দান করবেন।

এমনিভাবে অন্য হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,[৪৭৯] ان ماتذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش তোমরা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের কারণে তাঁর যে প্রশংসা কর, পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তাঁর একত্ববাদ বর্ণনা কর, সেগুলো আরশের পাশে ঘোরাফেরা করে,لهنّ دويّ كدويّ النحل يذكرن بصاحبهن মৌমাছির ন্যায় সেগুলোর গুনগুন আওয়ায হবে, যার মাধ্যমে তা তার পাঠকারীর স্বরণ করতে থাকবে। কবরের শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কিত হাদীসে এ কথাও আছে,প্রত্যেকের আমলনামা তার আকৃতিতে উপস্থিত হবে। তখন সে প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, কে তুমি? সে বলবে আমি তোমার নেক আমল। দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার প্রশ্নের উত্তরে বলবে, আমি তোমার বদ

---

৪৭৮. মুসলিম খ. ১, পৃ. ২৭০

৪৭৯. মুসনাদে আহমদ, খ. ৪ প. ২২৮

আমল। এটি কোনো চিত্রকল্প নয়। বরং বাস্তব ঘটনা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তির নেক আমলকে উত্তম রূপে সৃষ্টি করবেন আর বদকারের আমলকে খারাপ আকৃতিতে সৃষ্টি করবেন। এমনিভাবে কিয়ামত দিবসে ঈমানদারদের মাঝে যে নূর বিতরণ করা হবে তা হবে তাদের ঈমানের নূর। আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমান হতে এমন নূর তৈরী করবেন, যা ঐ ব্যক্তির আগে দৌড়াতে থাকবে। এ ব্যাপারে যদি কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি নাও থাকত, তবু যুক্তি ও কিয়াসের মাধ্যমে তা বুঝা সম্ভব ছিল। সুতরাং যখন এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি বিদ্যমান, তাহলে বিষয়টিকে আকলী ও নকলী উভয় প্রকার দলীল দ্বারা প্রমাণিত বলা যেতে পারে।

হযরত সাঈদ রহ. হযরত কাতাদাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তি যখন কবর থেকে উঠবে, তখন তার যাবতীয় নেক আমলকে উত্তম রূপ প্রদান করা হবে। সে ব্যক্তি তখন প্রশ্ন করবে, তুমি কে? আল্লাহর শপথ! আমার তো ধারণা, তুমি উত্তম ব্যক্তি। উত্তরে তা বলবে, আমি তোমার নেক আমল। তা তার জন্য নূর হবে এবং সে ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌছে দেবে আর কাফির যখন কবর থেকে উঠবে, তার আমলকে খারাপ আকৃতি প্রদান করা হবে। সে তখন বলবে, তুমি কে? তোমাকে অত্যন্ত খারাপ মানুষ মনে হচ্ছে। বলবে, আমি হলাম তোমার আমল। তাকে নিয়ে তা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। মুজাহিদ রহ.ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে যুরায়জ রহ. বলেন, নেককার ব্যক্তির আমলকে উত্তম, পবিত্র, সুগন্ধিময় আকৃতি দান করা হবে। তা তার সম্পাদনকারীর মনস্তুষ্টিকল্পে তাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সুসংবাদ দিবে। সে ব্যক্তি বলবে, কে তুমি? তা বলবে, আমি হলাম তোমার আমল। অতঃপর তাকে তার জন্য জ্যোতি হয়ে যাবে। তা তাকে জান্নাতে পৌছে দেবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ *তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমান হেতু তাদের পথ নির্দেশ করবেন*[৪৮০]। এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর কাফিরের আমলকে

---

৪৮০. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯

খারাপ ও দুর্গন্ধময় আকৃতি দান করা হবে। তা সে ব্যক্তিকে জড়িয়ে থাকবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা পর্যন্ত।

ইবনুল মুবারক রহ. মুবারক ইবনে ফুযালা রহ.-এর সূত্রে হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ○ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ○ প্রসঙ্গে বলেন, যে নিআমতের পর মৃত্যু রয়েছে সে মৃত্যু সে নিআমতের যবনিকা টেনে দেবে। সে নিআমত সম্পর্কে তারা অবহিত হয়ে সে প্রসঙ্গে বলবে, আমরা কি প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যুবরণ করব? আমরা কি আযাবে নিপতিত হব? তাদেরকে তখন বলা হবে, না, তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না আর তোমাদের কোন শাস্তি প্রদান করা হবে না।

ইয়াযীদ আর-রুক্কাশী রহ. বলেন, জান্নাতীদের মৃত্যু-চিন্তা থাকবে না। তাদের জীবন হবে স্বাচ্ছন্দ্যময়। তারা সকল প্রকার ব্যাধিমুক্ত থাকবে। ধন্য তারা, যারা আল্লাহ তা'আলার চিরস্থায়ী প্রতিবেশী হবে। এ কথা বলে ইয়াযীদ আর-রুক্কাশী এ পরিমাণ ক্রন্দন করলেন, অশ্রুবারিতে তার শ্মশ্রু ভিজে গেল।

## যিক্‌র জান্নাতে একমাত্র ইবাদত

যিকর ব্যতীত জান্নাতে কোনো প্রকার ইবাদত থাকবে না। একমাত্র যিক্‌রই সর্বদা চলতে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমে[৪৮১] হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে পানাহার করবে, কিন্তু শ্লেষ্মা ও মল-মূত্র ত্যাগ করবে না। তাদের খাবার হযম হবে এমন ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে, যা কস্তুরির ন্যায় সুগন্ধিময়। সেখানে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তাসবীহ ও তাহমীদ চলতে থাকবে।

## জান্নাতীদের পৃথিবীর ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ *তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে* قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي

---

[৪৮১] খ. ২ পৃ. ৩৭৯

قَرِينٌ *তাদের কেউ বলবে, আমার ছিল এক সঙ্গী*[৪৮২] । এ প্রসঙ্গে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ *তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে,* قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ○ *আর বলতে থাকবে, আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।* ○ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ *অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন*[৪৮৩] ।

ইবনে আবিদ দুনিয়া স্ব-সনদে হযরত আনাস রা. হতে মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর পরস্পর সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করবে। তখন একেক জনের সিংহাসন অন্যজনের প্রতি ধাবিত হবে এ ভাবে সকলে একত্রিত হয়ে যাবে। প্রত্যেকে হেলান দিয়ে বসে পড়বে। তখন তাদের একজন তার সাথীকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার কি মনে পড়ে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কখন ক্ষমা করে দিয়েছেন? সে বলবে, হ্যাঁ অমুক দিন অমুক জায়গায়, সে দিন আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করছিলাম আর তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তাদের এ পারস্পরিক কথোপকথনের মাঝে দুনিয়ার কঠিন জ্ঞানগর্ভ মাসআলা থেকে শুরু করে কুরআন-হাদীসের নানা গভীর জ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনাও উঠে আসবে। দুনিয়াতেই যখন পানাহার এবং স্ত্রী-সম্ভোগের চেয়ে কোনো ইলমী আলাপচারিতা খুব বেশি তৃপ্তিদায়ক ও প্রশান্তিকর অনুভূতি দিয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই আখিরাতে তার আলোচনা আরো অধিক তৃপ্তিদায়ক হবে। এটা আলিমদের সাথে বিশেষিত হবে। সকল জান্নাতী অপেক্ষা তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকবে। এটি এমন এক তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি যা একমাত্র আহলে ইলমই অনুভব করে থাকেন। আর এ অনুভূতিই তাদেরকে অন্যদের হতে আলাদা করে দিয়ে থাকে। আর আল্লাহই উত্তম সহায়ক।

---

[৪৮২]. সূরা সাফ্ফাত, আয়াত : ৫০-৫১

[৪৮৩]. সূরা তূর, আয়াত : ২৫

## জান্নাতের সুসংবাদ লাভের যোগ্য যাঁরা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ *যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবহিত হয়*[৪৮৪] ।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ *জেনে রাখ! আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, তারা কোন দু:খিতও হবে না।* ○ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ *যারা ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করে।* لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ *তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটাই মহা সাফল্য*[৪৮৫] ।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ○ *যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার জন্য আনন্দিত হও*[৪৮৬] ।

---

৪৮৪. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫

৪৮৫. সূরা ইউনুস, আয়াত : ٦٠-٦٢

৪৮৬. সূরা হামীম, আয়াত : ৩৪

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ○ *অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন*[৪৮৭]।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ *যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই সফলকাম।* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ○ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○ *তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আছে মহা পুরস্কার*[৪৮৮]।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ○ *যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছুই চাবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাই পাবে। এটাই তো মহা অনুগ্রহ।* ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ *এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে*[৪৮৯]।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ○ *তুমি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পার, যে*

---

৪৮৭. সূরা যুমার, আয়াত : ১৭-১৮

৪৮৮. সূরা তাওবা, আয়াত : ২০-২২

৪৮৯. সূরা শুরা আয়াত ২২-২৩

*উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তাকে তুমি মহা পুরস্কার ও ক্ষমার সংবাদ দাও*[৪৯০] ।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ *হে নবী! আমি তো তোমাকে বানিয়েছি সাক্ষী এবং সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে।* ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا *আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।* ○ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا *তুমি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ*[৪৯১] ।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ○ *যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা রিয্কপ্রাপ্ত।*

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ○

*আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত আর তাদের পেছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এই জন্য, তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দু:খিতও হবে না।* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْمُؤْمِنِينَ ○ *আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা অনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে, আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না*[৪৯২] ।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

---

৪৯০. সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ১১

৪৯১. সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৫-৪৭

৪৯২. সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৬৯-১৭১

فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

*নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই তো মহা সাফল্য*[৪৯৩]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ○ *আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে।*

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ *যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○ *এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয় আর এরাই সৎপথে পরিচালিত*[৪৯৪]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○ *এবং তিনি দান করেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ। আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও*[৪৯৫]।

জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ *জান্নাত মুত্তাকী তথা খোদাভীরুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।*

---

[৪৯৩]. সূরা তাওবা আয়াত : ১১১

[৪৯৪]. সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৭

[৪৯৫]. সূরা সাফ্ফ, আয়াত : ১৩

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ জান্নাত *সে সকল লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে*[৪৯৬]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ অবশ্যই *সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা।* ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ *যারা বিনয়ী-নম্র নিজেদের নামাযে।* ○ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ *যারা অসার কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে।* ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ *যারা যাকাত দানে সক্রিয়।*○ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।* ○ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ○ *নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ○ *এবং কেউ তাদেরকে ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী।* ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *এবং যারা নিজেদের আমামনত এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।* وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ○ *এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে।* أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ○ *তারাই হবে উত্তরাধিকারী।* ○ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *যারা অধিকারী হবে ফিরদাউসের, তারা তাতে স্থায়ী হবে*[৪৯৭]।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○

অবশ্যই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ এবং আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও

---

[৪৯৬] সূরা হাদীদ, আয়াত : ২১

[৪৯৭] সূরা মু'মিনূন, আয়াত : ১-১১

সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ এবং অধিক স্মরণকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান[৪৯৮]।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

*তারা তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজদাকারী, সৎকর্মের নির্দেশদাতা, অসৎকার্যে নিষেধকারী ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। মু'মিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও[৪৯৯]।*

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○ *এই সে জান্নাত, যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে[৫০০]।*

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ○ *ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○ *যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।* الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○ *এবং যারা কোন অশ্লীল কার্য করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি*

---

৪৯৮. সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৫

৪৯৯. সূরা তাওবা, আয়াত : ১১২

৫০০. সূরা মারয়াম, আয়াত : ৬৩

*যুলুম করলে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের কারণে ক্ষমা প্রর্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? তারা যা করে ফেলে, জেনেশুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না।* أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ○ *তারাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা স্থায়ী হবে আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম হয়*[৫০১]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○ *হে মু'মিনরা! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সংবাদ দিব, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে?* تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ *তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে!* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ *আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত আর স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য।* وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○ *এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ, আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও*[৫০২]।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ *আর যে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান*[৫০৩]।

---

৫০১. সূরা আল ইমরান, আয়াত : ১৩৩-৩৬

৫০২. সূরা সাফ্‌ফ, আয়াত : ১০-১৩

৫০৩. সূরা আর রহমান, আয়াত : ৪৬

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى। *পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে,* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ○ *জান্নাতই হবে তার আবাস*[৫০৪]।

এ বিষয়ে অনেক আয়াত কুরআনে কারীমে রয়েছে, যার ভিত্তি হল তিনটি বিষয়ের উপর। এক, ঈমান, দুই. তাকওয়া, তিন. সুন্নাত মত চলে নিজের যাবতীয় আমলকে এক মাত্র আল্লাহর জন্যই করা। যারা এ তিনটি বিষয়ের পাবন্দী করবে, তারাই কেবল এ সুসংবাদের উপযুক্ত। এছাড়া অন্য কেউ এ সুসংবাদের উপযুক্ত নয়। কেননা, কুরআন ও হাদীসে এ সংক্রান্ত যত সুসংবাদ রয়েছে, এ তিনটি বিষয়ের উপরই তার ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে দু'টি মূলনীতি রয়েছে। এক. আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে নিষ্ঠা সৃষ্টি। দুই. মাখলুকের সাথে সদ্ব্যবহার করা। আবার এ দু'টি বিষয়ও একটি বিষয়ের মাঝে নিহিত। তা হল, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর পসন্দের আনুকূল্য রক্ষা করা। আর এটা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জাহেরী ও বাতেনী তাবেদারীর মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

যে কোনো আমল এ মূলনীতির বিশদ বিবরণ ক্ষেত্রে তার মধ্যে সত্তরের অধিক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হল لا إله إلا الله আল্লাহ তা'আলার একাত্ববাদের স্বীকৃতি। আর সর্বনিম্ন স্তর হল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। এ দু'য়ের মাঝেই রয়েছে বাকী সব স্তর, অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনীত সকল বিষয়ে তাঁকে সত্যায়ন করা এবং তাঁর নির্দেশিত সকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করা, চাই সেটা ওয়াজিব হোক বা মুস্তাহাব হোক। যেমন আল্লাহ তা'আলার নাম, সিফাত, কর্ম ইত্যাদির উপর কোন প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীত, কোন অবস্থার সাথে বিশেষিত করা ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে অবহিত করেছেন, হুবহু সেভাবে ঈমান আনা।

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, সকল প্রশংসা সে সত্তার, যিনি ঐ গুণাবলীতে গুণান্বিত, যা তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন এবং যা মানুষের বর্ণনা হতেও

---

৫০৪. সূরা নাযি'আত, আয়াত : ৪০

অনেক উর্ধ্বে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাণী اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول (অর্থাৎ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনারই জন্য সেরূপে, যেরূপে স্বয়ং আপনি বলেছেন এবং আমরা আপনার যেরূপ গুণগান করি, তা হতে উত্তম।) এর অনুকরণে এটা বলেছেন।

## যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা অত্যাবশ্যক

এ গ্রন্থের শুরুতে আমি এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সে সব মত ও আকীদা উল্লেখ করেছি, যাতে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। সকল উলামা, হাদীসবেত্তাগণ, ফুকাহা, মুফাস্‌সির সকলেরই এতে সমমত রয়েছে। সুতরাং যে এর বিপরীত মত পোষণ করবে, সে বিদ'আতী।

গ্রন্থকার বলেন, যে সকল বুযুর্গানে দীন হতে ইলম অর্জন করেছি, তাদের সকলের মত হল, ঈমান মুখের স্বীকারোক্তি, অন্তরের বিশ্বাস ও সুন্নাত মোতাবেক তা কার্যক্ষেত্রে বস্তবায়ন করার নাম। ঈমান হ্রাস পায় ও বৃদ্ধি পায়। কারো কারো মতে মূল ঈমানই হ্রাস পায় ও বৃদ্ধি পায়। আর কারো মতে মূল ঈমানে হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটে না। কারণ, ঈমান হল অন্তরের বিশ্বাসের নাম। হ্যাঁ, ঈমানের পর্যায় ও বিস্তারিত ক্ষেত্রে তার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। যে এমত পোষণ করে, ঈমান শুধুমাত্র মুখের স্বীকৃতির নাম, আমলের কোন দখল নেই, সে মুরজিয়াদের অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে যে মনে করে, ঈমান শুধুমাত্র মুখে স্বীকৃতির নাম আর আমল হল আহকামে শরঈ, সেও মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে মনে করে, ঈমানে বৃদ্ধি তো ঘটে, কিন্তু হ্রাস পায় না, সেও মুরজিয়াদের মতই মত পেশ করল। এমনিভাবে যে মনে করে, তার ঈমান হযরত জিবরীল আ. ও অন্য ফিরিশতাদের ঈমানের ন্যায়, সেও মুরজিয়াদের মতো মত পোষণ করল। এমনিভাবে যে মনে করে, মারিফাত অন্তরের বিষয় যদিও মুখে না থাকে, তবে সেও মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল-মন্দ, কম-বেশি বাহ্যিক-অভ্যন্তরীন, মিষ্ট-তিক্ত, পসন্দনীয়-অপসন্দনীয়, নেকী-বদী, আদি-অন্ত সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই।

বান্দার উপর তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। বান্দাদের উপর তার লিপিবদ্ধ ভাগ্যলিপিই চূড়ান্তভাবে ঘটিতব্য। কারো পক্ষে আল্লাহর ইচ্ছা লংঘন করার

ন্যূনতম সামর্থ নেই। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তাই ঘটবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেকের ভাগ্যে তাই ঘটবে যা তার জন্য লিপিবদ্ধ আছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তই পূর্ণ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মন্দ কাজসমূহ যেমন: চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান, অন্যায়, হত্যা, হারাম মাল ভক্ষণ, শিরক, এ যাবতীয় গুনাহ তাঁরই ফায়সালা মোতাবেক হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোন মানুষই আল্লাহ তা'আলার উপর কোন অভিযোগ আরোপ করতে পারে না; বরং মাখলুখের উপর তাঁর পূর্ণ দলীল প্রমাণ রয়েছে, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ *তাঁর (আল্লাহর) কার্যবলী সম্পর্কে কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না, কিন্তু তাদের (মাখলুকের) কার্যবলী সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে হয়।* আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানেন, মাখলুককে স্বাধীনতা দিলে সে এ কাজ করবে, সে হিসাবে তিনি তা লিখে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইবলীস ও তৎপরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল নাফরমানদের নাফরমানী সম্পর্কে অবগত। বান্দাদের ব্যাপারেও জানেন এবং সে জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর অনাগত বান্দাদের ব্যাপারেও জানেন এবং সে জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তেমনি আমল করে থাকে, যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার তাকদীর লিখিত পথেই চলে। কেউ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ও কর্তৃত্ব বহির্ভূত হতে পারবে না। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করেন।

যে ব্যক্তি এ আকীদা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল চান, কিন্তু বান্দা নাফরমানী ও অহংকারী করে এর বিপরীত আমল করে থাকে। তাহলে এ আকীদা পোষণকারী আল্লাহর ইচ্ছা অপেক্ষা বান্দার ইচ্ছাকে অধিক কার্যকর মনে করল। আল্লাহ তা'আলার উপর এর চেয়ে বড় অপবাদ আর কি হতে পারে?

যে ব্যক্তি মনে করে, ব্যভিচার আল্লাহ তা'আলার তাকদীর অনুযায়ী হয় না, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, মহিলা ব্যভিচার দ্বারা গর্ভ ধারণ করল ও সন্তান জন্ম দিল, তাহলে কি এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়নি? এটা কি আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল না,এ সন্তান এভাবেই সৃষ্টি হবে? যদি সে বলে, আল্লাহর জানা ছিল না, তাহলে সে আল্লাহর সাথে অন্য সৃষ্টিকর্তাকে মেনে নিল, যা সরাসরি শিরক।

যে ব্যক্তি মনে করে, চুরি করা, মদ্যপান, হারাম মাল ভক্ষণ এটা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী হয় না। তাহলে এ কথা বিশ্বাসকারী মনে কর, বান্দা আল্লাহর রিযিক ব্যতীত অন্য কারো রিযিক গ্রহণে সক্ষম। এটা সম্পূর্ণ অগ্নিপুঁজকদের আকীদা। এটা মোটেও ঠিক নয়; বরং সে নিজের রিযিকই ভক্ষণ করল। এটা ছিল তার তাকদীর।

যে ব্যক্তি মনে করে, হত্যা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী হয় না, তাহলে সে যেন এটাই বিশ্বাস করল, নিহত ব্যক্তি তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুবরণ করেনি। এরচেয়ে স্পষ্টতর কুফরী আকীদা আর কি হতে পারে? বরং নিহত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা মোতাবেক-ই মৃত্যু বরণ করেছে। এটাই মাখলূকের প্রতি তাঁর ইনসাফ আর এটাই তার ভাগ্যলিপি ছিল, যা তিনি মাখলুকের ব্যপারে পূর্ব থেকেই জানেন এবং এটাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সুতরাং সঠিক কথা হল, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই করে থাকেন।

আমরা কোনো আহলে কেবলার ক্ষেত্রে তার গুনাহের কারনে তাকে জাহান্নামী বলি না। যদি না তার সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট হাদীস এসে থাকে। তদ্রূপ আমরা কাউকে তার জীবনের নেক আমলের কারনে তাকে জান্নাতী বলি না। হ্যাঁ, যদি কারো ব্যাপারে কোনো হাদীসে এ ধরণের সুসংবাদ থাকে, তবে তার কথা ভিন্ন।

এ ধরা পৃষ্ঠে যতক্ষণ পর্যন্ত দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খলীফা কুরায়শদের থেকেই হবে। তাদের সাথে এ ব্যাপারে বিরোধ করা কারো জন্য উচিত নয়। আমাদের জন্য তাদের বিরোধিতা করা কোনভাবেই উচিত নয়। আমাদের জন্য তাদের খিলাফতের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তাদের ব্যতীত অন্যদের খিলাফতের স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের জন্য কোনভাবেই উচিত নয়।

জিহাদ সৎ বা গুনাহগার তার নেতৃত্বে সর্বদা চলতে থাকবে। কোন যালিমের যুলুম, ইনসাফকারীর ইনসাফ তা বাতিল করতে পারবে না। জুমু'আ ও দু'ঈদের নামায বাদশাহর তত্ত্বাবধানেই সম্পাদিত হবে, যদিও সে ইনসাফগার এবং খোদাভীরু না হয়। (অর্থাৎ যেখানে মুসলিম শাসক রয়েছে, চাই সে নেককার হোক বা ফাসিক হোক, সে-ই জুমু'আ আর দু'ঈদের নামায পড়াবে, যদি সে তার যোগ্য হয়। যেখানে মুসলিম

বাদশাহ না থাকে, সেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি যাকে নির্ধারণ করবে, সে-ই জুমু'আ ও ঈদের নামায পড়াবে। যদি কেউ বলে, যেখানে মুসলিম শাসক নেই, সেখানে জুমু'আ ও ঈদের নামায ঠিক হবে না। তাহলে তার কথা পরিত্যাজ্য।)

সাদকা, উশর, খিরাজ, মালে ফাই ও গনীমতের মাল বাদশাহর নিকট একত্রিত করা হবে, চাই সে ন্যায়পরায়ণ হোক বা যালিম হোক। আল্লাহ যাকে রাজত্ব দান করেন বাদশাহ নিযুক্ত হয়, তার আনুগত্য ওয়াজিব। তার আনুগত্য প্রত্যাহার করা উচিত নয়। যদি সে শরীআতের খিলাফ কোন হুকুম না দেয়। আর যদি সে শরীআতের খিলাফ কোন হুকুম দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য জায়েয নেই, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق আল্লাহর নাফরমানীর ক্ষেত্রে বান্দার অনুগত্য করা যাবে না। তার বায়আত ভঙ্গ করা যাবে না। যদি কেউ তা করে, তাহলে সে বিদআতী, বিরুদ্ধবাদী ও জামাতচ্যুত প্রতিপন্ন হবে।

আর ফেতনা থেকে বেঁচে থাকা শাশ্বত সুন্নাত ও অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। যদি তুমি ফেতনার সম্মুখীন হও, তাহলে নিজেকে দীনের কাছে সমর্পণ করে দিবে। নিজ হাত বা কথার মাধ্যমে ফেতনার সহযোগিতা করা যাবে না। নিজের যবান, হাত ও রসনাকে সংযত রাখতে হবে।

দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। সে দাজ্জাল সকল মিথ্যাবাদী অপেক্ষা জঘন্য ও সেরা মিথ্যাবাদী। কবরের আযাব সত্য। কবরে বান্দাকে তার দীন, রব ও জান্নাত-দোযখের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। মুনকার-নাকীর (কবরে প্রশ্নকারী ফিরিশতা) সত্য। এরা উভয়েই কবরে মহা পরীক্ষা। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সে সময়ের দৃঢ়তা প্রার্থনা করি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাউযে কাওছার সত্য। এটা হল সে হাউয, যাতে উম্মতে মুহাম্মদী আসবে আর সেখানে পাত্র থাকবে, যার দ্বারা তারা তার পানি পান করবে। পুলসিরাত সত্য। যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত। মানুষ তা অতিক্রম করবে। জান্নাত তার পরে অবস্থিত। মীযান সত্য। যার দ্বারা নেক আমল ও বদ আমল আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছা অনুযায়ী মাপবেন। শিংগায় ফুৎকার দেওয়া সত্য। ইসরাফিল আ. তাতে ফুৎকার দিবেন। তখন সকল

সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি তাতে ফুৎকার দিলে পুনরায় জীবিত হবে এবং হিসাব-নিকাশের জন্য। মোকাদ্দমার ফায়সালার জন্য, প্রতিদান ও শাস্তির জন্য, জান্নাত-জাহান্নামের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হবে।

লাওহে মাহফূয সত্য। যা হতে পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী বান্দার আমল তাদের প্রতি স্থানান্তরিত হয়। কলম সত্য। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর লিপিবদ্ধ করেছেন। কুরআন কারীমে তার আলোচনা করেছেন।

কিয়ামত দিবসের শাফাআত সত্য। কিয়ামতের দিন একদল অন্যদলের জন্য সুপারিশ করবে। তখন তারা জাহান্নামে গিয়ে কিছু লোককে বের করে নিয়ে আসবে। তারা জাহান্নামে প্রবেশের পর আল্লাহর নির্ধারিত সময় পরিমাণ সেখানে অবস্থানের পর তাদেরকে বের করে নিয়ে আসা হবে। আর কিছু লোক সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে, তারা হল মুশরিক, আল্লাহকে অবিশ্বাসী কাফির। মৃত্যুকে কিয়ামত দিবসে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থলে এনে যবাহ করা হবে।

জান্নাত ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জাহান্নাম ও তন্মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টা সৃষ্টি করেছেন ও সেগুলোর জন্য মাখলূকও সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো ও সেগুলোতে অবস্থিত বস্তুসমূহ ধ্বংসশীল নয়। সুতরাং যদি কোন বিদ'আতী ব্যক্তি সেগুলো ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ সকল বস্তুই ধ্বংস হবে, একমাত্র তোমার প্রভু ব্যতীত) দ্বারা দলীল পেশ করে, তবে তাকে বলা হবে, এদ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে সকল বস্তু ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে, কেবলমাত্র সেগুলোই ধ্বংস হবে। আর জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলা স্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন, ধ্বংস হওয়ার জন্য নয়। তাছাড়া সেগুলো হল আখিরাতের বস্তু, পার্থিব জগতের নয়। জান্নাতের হূররাও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় মৃত্যুবরণ করবে না। তারা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন, ধ্বংসের জন্য নয়। তাদের ভাগ্যলিপিতে

মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং যে এর বিপরীত মত পোষণ করবে, সে বিদ'আতী এবং সত্যপথ বিচ্যুত।

আল্লাহ তা'আলা সাত আকাশ ও সাত যমীন স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। সর্বাপেক্ষা উপরের যমীন ও সর্বাপেক্ষা নিচের আকাশের মধ্যে পাঁচশত বছরের দূরত্ব রয়েছে। আর প্রত্যেক আকাশ হতে অপর আকাশের মধ্যে পাঁচশত বছরের দূরত্ব রয়েছে। সপ্তম আকাশের উপর পানি। পানির উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ। আর আল্লাহ তা'আলা আরশে অধিষ্ঠিত। কুরসী হল তাঁর পায়ের স্থলে। আকাশে, যমীনে ও তার মধ্যবর্তী স্থলে, সমুদ্রের তলদেশে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। প্রতিটি বৃক্ষ, তরুলতা, বীজ উৎপন্ন হওয়ার স্থল, পতিত পাতা, সকল বাণীর সংখ্যা, বালুকারাশি, মাটি-কংকর, বৃহৎ পাহাড়-পর্বত থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সকল বিষয়ই তাঁর নখদর্পণে। বান্দার আমল, তার ফলাফল, তাদের কথা-বার্তা, শ্বাস-প্রশ্বাস সব কিছুই তিনি জানেন। কোন বস্তুই তাঁর নিকট গোপন নয়। তিনি সপ্তম আকাশের উপর আরশে অধিষ্ঠিত। (তাঁর শান মোতাবেক) তাঁর সামনে অগ্নি, জ্যোতি ও অন্ধকার সহ তার জ্ঞাত অনেক বস্তুরাশি দিয়ে আড়াল সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। সুতরাং যদি কোন বিদ'আতী ব্যক্তি এ আকীদার বিপরীত আকীদার উপর আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর দ্বারা দলীল পেশ করে, যাতে রয়েছে,○ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ *আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর*[৫০৫]।

আল্লাহর বাণী, مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أدنى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّاهُوَ مَعَهُمْ أين مَاكَانُوا *তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না , পাঁচ ব্যক্তির মাঝেও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তিনিতো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানে থাকুক না কেন*[৫০৬]।

---

[৫০৫]. সূরা ক্বাফ, আয়াত : ১৬

[৫০৬]. সূরা মুজাদালাহ, আয়াত : ৭

এ জাতীয় মুতাশাবিহ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে, তাহলে তাদের জবাবে বলা হবে, এটা হল আল্লাহ তা'আলার ইলম হিসাবে, অর্থাৎ তিনি সপ্ত আকাশে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সব কিছুই জানেন। মাখলুকের সকল কিছুই তার কাছে সুস্পষ্ট। কোন স্থানই তাঁর ইলম বহির্ভূত নয়।

তিনি নিরাকার, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। তিনি দানশীল, কৃপণ নন। তিনি সহনশীল, তাড়াহুড়াকারী নন। তিনি সংরক্ষক, তাঁর কখনো বিস্মৃতি ঘটে না। তিনি সকলের কাছেই, কখনো উদাসীন নন। তিনি কথা বলেন ও দেখেন, হাসেন, সন্তুষ্ট হন, কোন বস্তু পসন্দ করেন আবার কোন বস্তু অপসন্দ করেন। তিনি ক্রোধান্বিত হন, দয়া করেন, তাঁর সদৃশ কেউ নেই। তিনি প্রতি রাতের শেষাংশে সর্বনিম্নের আকাশে অবতরণ করেন। বান্দার অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু'আংগুলের মাঝে। তিনি তাকে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।

তিনি হযরত আদম আ. কে তাঁর আকৃতিতে (তাঁর সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয় আকৃতিতে) সৃষ্টি করেছেন। কিয়ামত দিবসে আসমান-যমীন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে। তিনি তাঁর পা জাহান্নামে রাখলে তা সংকুচিত হয়ে যাবে, তিনি তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা জাহান্নাম থেকে কিছু লোককে বের করে আনবেন। জান্নাতীরা তাঁর দর্শন লাভ করবে। তিনি তাদেরকে সম্মাননা প্রদান করবেন ও তাদের সামনে দৃশ্যমান হবেন। বান্দাকে তাঁর সামনে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত করানো হবে। তখন তিনি স্বয়ং তাদের হিসাব নিবেন। তাঁর কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। এটা তাঁরই কথা। কুরআন মাখলুক নয়। যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক মনে করবে, সে জাহমিয়্যাহ ফিরকার অনুসারী হয়ে কাফির প্রতিপন্ন হবে। যে কুরআনকে আল্লাহর বাণী স্বীকার করবে, কিন্তু মাখলুক না হওয়ার স্বীকারোক্তি দেবে না, সে আগেরজন থেকেও জঘন্য। যে বলবে, কুরআন তো আল্লাহর বাণী। কিন্তু আমাদের উচ্চারিত শব্দ ও তিলাওয়াত মাখলুক, সেও জাহমী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ.-এর সাথে কথোপকথন করেছেন, নিজ হাতে তাকে তাওরাত কিতাব দান করেছেন। (কুরআন কারীমে এটার উল্লেখ রয়েছে) আদি হতে অন্ত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বক্তা।

স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে। স্বপ্ন সত্য। সুতরাং কেউ স্বপ্ন দেখলে সে যেন সন্দেহাতীতভাবে কোন প্রকার রদবদল ব্যতীত সত্যাসত্য কোন আলিমের নিকট বর্ণনা করে। আলিম কোন রদবদল ছাড়াই তার ব্যাখ্যা করলে তা সত্য স্বপ্ন। আর নবীগণের স্বপ্নতো ওহী। সুতরাং কোন জাহেল, যে স্বপ্ন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে ও স্বপ্নকে কিছুই মনে করে না। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ان رؤيا المؤمن كلام يكلم به الربّ عبده মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন হল বান্দার সথে রবের কথাবার্তা। তিনি এও বলেছেন, ان رؤيا من الله স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়ে থাকে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সকল সাহাবা কিরামের আলোচনা উত্তমভাবে করতে হবে। তাদের পরস্পরে যে লড়াই ও বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর আলোচনা হতে বিরত থাকতে হবে। সুতরাং যে সাহাবা কিরামকে বা তন্মধ্য হতে কাউকে মন্দ বলল, অথবা তাদের শানে গোস্তাখী করল বা তাদের প্রতি বিদ্রূপ করল বা কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশে সচেষ্ট হল, সে বিদ'আতী, রাফেযী ও ভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তার কোন দান-সাদকা গ্রহণ করবেন না। বরং সাহাবায়ে কিরামকে মহব্বত করা সুন্নাত। তাদের জন্য দুআ করা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাদের অনুসরণ নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরে উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. অতঃপর হযরত উমর রা. অতঃপর হযরত উছমান রা. অতঃপর হযরত আলী রা.। কেউ কেউ এ স্তর বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত উসমান পর্যন্ত এসে বিরত রয়েছেন। (অর্থাৎ শুধু তিন জনের নাম ধারাক্রমে উল্লেখ করেছে। কিন্তু সঠিক কথা, হযরত উছমানের পরই হল হযরত আলী রা.-এর মর্যাদা) তারা হলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন। তাঁরা হিদায়েত প্রাপ্ত। এ চার জনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সকল সাহাবা অন্য সকল মানুষ (নবীগণ ব্যতীত) অপেক্ষা উত্তম। কারো জন্যই তাদের মন্দ উল্লেখ করা ও আলোচনা করা জাইয নেই। তাদের প্রতি বিদ্রূপ করাও কারো জন্য জায়েয নয়। যে ব্যক্তি এমন করবে, তাকে শাস্তি প্রদান করা তখনকার মুসলিম শাসকের উপর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। বাদশাহর জন্য এ ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করাও জায়েয নয়; বরং তাকে শাস্তি প্রদান করা

ও তাওবা করানো শাসকের জন্য অত্যাবশ্যক। যদি সে তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা গ্রহণ করা হবে আর যদি তাওবা না করে, তাহলে তাকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করা, তাকে কারাগারের অন্ধ কুঠরীতে বন্দী করে রাখতে হবে। যতক্ষণ না সে মরে যায় বা তাওবা না করে। আমাদের উচিত, আরবদের অধিকার, মর্যাদা, উত্তমতা ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার বিষয়টির স্বীকৃতি প্রদান করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীসের কারণে তাদেরকে মহব্বত করা উচিৎ। কেননা তাদের মুহাব্বত করা ঈমানের পরিচায়ক আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ করা নিফাকের পরিচায়ক।

যে হালাল পন্থায় ব্যবসা উপার্জনকে হারাম মনে করে, সে মূর্খ এবং অবশ্যই ভ্রান্ত; বরং যে সকল উপার্জনের মাধ্যম হালাল, সেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং ব্যক্তির জন্য উচিত, স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহর ফযল তথা জীবিকা অন্বেষণ করা। সুতরাং কেউ যদি জীবিকা উপার্জনকে নাজায়েয মনে করে তা পরিহার করে, তবে সে সত্যপথ বিচ্যুত হয়ে পড়ল। আল্লাহর কিতাব, নবী হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হতে এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব, যা পরস্পরে সমর্থক এবং যার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম , সাহাবায়ে কিরাম রা., তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের অনুসারীয় দীনদার, চরম সত্যবাদী বিদআত পরিপন্থী মহান ইমামদের কাছে পৌঁছে যায়। উক্ত বিষয়াবলীর সমন্বিত নামই হল দীন।

এতক্ষণ যা বর্ণনা করলাম, এটাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চিরন্তন আকীদা ও বিশ্বাস। এ আকীদা আমরা তাদের কাছ থেকে শিখেছি, যাদের কাছ থেকে আমরা ইলম পেয়েছি, কুরআন-হাদীস পেয়েছি। যারা সবার কাছেই সমাদৃত ইমাম। যারা চির অনুসরণীয় ও চির বরণীয়। যাদের সত্তার উপর মিথ্যা, বিদআত, সংমিশ্রণ ও কপটতার সামান্যতম আঁচড়ও পড়েনি। তারা উক্ত আকীদাগুলো তাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে জেনে আমাদের জানিয়েছেন। এ আকীদাগুলো আমরা ইমাম হরব রহ. রচিত المسائل المشهورة গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলাম। তিনি হলেন ইমাম আহমদ, হযরত ইসহাক, হযরত সাঈদ বিন মানসূর ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের শিষ্য ও তাদের সমস্তরের আলিম।

## পরিশিষ্ট

আমি আমার এ গ্রন্থকে যেভাবে সূচনা করেছিলাম, সেভাবে শেষ করব, অর্থাৎ জান্নাতীদের দু'আর শেষাংশের আলোচনার মাধ্যমেই এ গ্রন্থ শেষ করব।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○ *যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ, তাদের প্রতিপালক তাদের ঈমান হেতু তাদেরকে পথ-নির্দেশ করবেন, সুখদ কাননে তাদের পাদদেশে নহর প্রবাহিত হবে।* دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ *সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম, এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে "সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য"*[৫০৭]।

হাজ্জাজ ইবনে জুরায়জ রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতীদের উপর দিয়ে পাখি উড়ে গেলে তারা তা প্রত্যাশা করে বলবে, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ তখন ফিরিশতারা তাদের প্রত্যাশিত বস্তু নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সালাম করবে। তারা তাদের সালামের উত্তর দিবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ এর উদ্দেশ্য এটাই। তিনি বলেন, জান্নাতীরা যখন কোন বস্তু খাবে, তখন তারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

---

[৫০৭] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৯-১০

সাঈদ রহ. কাতাদাহ রহ. হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী, دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, এটা হবে জান্নাতীদের দু'আ। জান্নাতে জান্নাতীরা পরস্পর সাক্ষাৎ করলে সালাম দ্বারা অভিবাদন জানাবে।

আল আশজাঈ রহ. বলেন, আমি সুফিয়ান ছাওরী রহ.কে বলতে শুনেছি, জান্নাতীরা যখন কোন বস্তু কামনা করবে, তখন তারা বলবে سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ তখন তাদের প্রত্যাশিত বস্তু তাদের নিকট পৌঁছে যাবে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার শানের খিলাফ, তাঁর বুযুর্গী ও বড়ত্বের পরিপন্থী, সে বিষয় হতে তাঁকে পবিত্র মনে করা।

সুফিয়ান রহ.স্ব-সনদে হযরত মূসা ইবনে তালহা রহ. হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলাকে সকল মন্দ হতে পবিত্র মনে করা।

ইবনুল কুওয়া রহ. হযরত আলী রা. কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা এমন একটি বাক্য, যা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য পসন্দ করেছেন।

হাফ্স ইবনে সুলায়মান রহ. স্ব-সনদে হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলাকে সকল মন্দ হতে পবিত্র মনে করা।

তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানাচ্ছেন,জান্নাতী কোন কিছু কামনা করার সময় বলবে, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ আর তাদের তা অর্জিত হলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ দু'আ যেমন প্রশংসার অর্থে আসে তেমনি চাওয়ার অর্থেও আসে।

হাদীসে রয়েছে[৫০৮] افضل الدعاء الحمد لله। অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উত্তম দু'আ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ এটা দু'আ এবং এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তরে এ দু'আটি ঢেলে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আর শেষাংশ ও শুরু অংশ প্রসঙ্গে অবহিত করেছেন,তাদের দু'আর শুরু হবে তাসবীহ দ্বারা আর শেষ হবে আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ তথা প্রশংসা দ্বারা।

উল্লিখিত আলোচনা হতে সুস্পষ্ট অবহিত হওয়া যায়, জান্নাতীদের উপর কোনো প্রকার নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সেখানে কোনো ইবাদত থাকবে না। اَللّٰهُمَّ سُبْحَانَكَ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ জাতীয় শব্দগুলো তারা জান্নাতে ওযীফা হিসাবে পাঠ করবে না। বরং আল্লাহ এগুলো তাদের মনে ইলহামের মাধ্যমে ঢেলে দিবেন। তাদের কথার সূচনা হবে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ দিয়ে আর সমাপ্তি হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দিয়ে। এটি শুধু খাবার প্রার্থনার সাথে খাস নয়; যেমনটি কেউ কেউ মনে করেন। কেননা, তা যেমন আয়াতের অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তেমনি জান্নাতীদের অবস্থানের সাথেও সঙ্গতি পূর্ণ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

وَصَلَّى اللهُ تعَالَى عَلى خَيْرِ خَلْقه مُحَمَّدٍ وعَلى آلِه وأصحَابِه وأتبَاعِه إلى يَومِ الدِّين .

## জান্নাতের বর্ণনামূলক কবিতার অনুবাদ

◆ যোগ্যতা ব্যতিরেকে কেউ জান্নাত পাবে; একথা আত্মসম্মানবোধ পরিপন্থী। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বাধিক অবহিত।

◆ যদি আমাদের জন্য জান্নাতকে অপ্রিয় বিষয়াবলী দিয়ে বেষ্টন করে রাখা হয় এবং আত্মার জন্য কষ্টদায়ক ও পীড়াবাহক এমন বস্তু দিয়ে তা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়।

◆ হায় আল্লাহ! জান্নাতের অভ্যন্তরে কত যে উৎসবের আয়োজন রয়েছে। আরো রয়েছে রংবেরংয়ের সুস্বাদু নিআমত।

◆ শপথ প্রভুর! জীবনের সত্যিকার শীতলতা জান্নাতী তাঁবু, বাগিচার ভেতর। যে পুষ্পদামে সমুদ্রের বিশালিতা হেসে উঠে।

◆ আল্লাহর কসম! তার প্রান্তর ভালবাসার প্রতিনিধিদের জন্য অতিরিক্ত প্রাপ্তির অঙ্গীকার, যদি তুমি তাদের একজন হয়ে থাক।

◆ এই প্রান্তরে সেই প্রেমাস্পদের ভালবাসা আন্দোলিত হয়; যে ভালবাসাকে মনে করে সংগ্রাম করে বিজয় করা উপহার।

◆ আল্লাহর শপথ! প্রেমিকের সত্যিকার উৎসব তখুনি হবে যখন উপর থেকে আল্লাহ তাদেরকে সম্মোধন করে সালাম পেশ করবেন।

◆ আল্লাহর শপথ! কত চোখ সরাসরি আল্লাহকে দেখবে, কোনো মেঘ তাকে আচ্ছাদন করতে পারবে না। কোনো চোখ এতে বিরক্ত হবে না।

◆ হায় সেই দৃষ্টি! যা চেহারাকে ঔজ্জ্বল্যে ভরে দেবে এরপরেও কি মোহাচ্ছন্ন প্রেমাস্পদ প্রবোধ খুঁজবে ?

◆ সৌন্দর্য আল্লাহর! কতো কল্যাণ যখন হেসে ওঠে তখন তার ছটায় প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ে।

◆ সে কী দৃষ্টির প্রশান্তি যখন সে আসবে; সে কী শ্রবণের সুখ; যখন সে বলবে।

◆ কোমল ডালের ভাঁজগুলো যখন নমনীয় হয় প্রভাতদ্বয়ের ত্রিকোনের বাঁকে; যখন সে হেসে ওঠে।

◆ যদি তুমি তার প্রেমে রক্তাক্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাক, তাহলে তা না পেয়ে কখনো তা লাঘব হতে পারে না।

◆ বিশেষ করে মিলনকালে তার সেই চুম্বনদৃশ্য; যখন গলার নীচ দিয়ে তোমার হাত জড়িয়ে থাকবে।

◆ তাকে দেখবে, যখন তার অবয়বের সৌন্দর্য তাকে ফুটিয়ে তুলবে,। মিলনের পূর্বেই সেই সুখময় অনুভূতি তোমাকে শিহরিত করবে।

◆ সেই নূরানী চেহারার উদয় থেকে চোখ এতটাই বিস্মৃত হবে,তার বৈচিত্রময় শীষগুলো অস্তিত্বের জানান দেবে।

◆ আঙ্গুরের গুচ্ছ, বাগানের আপেল ও মনোহরী ডালের উপর থোকা থোকা আনার।

◆ রাঙ্গা গণ্ডদেশ সুশোভিত গোলাপ ঠোঁটের উপর আলতো ছোঁয়ানো মদ্য রস।

◆ সৌন্দর্যের সব ধারা এক মোহনায় মিলিত হচ্ছে; সে কি আশ্চর্য! আবার সেই মোহনা হতে ভাগ হচ্ছে।

◆ সৌন্দর্যের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ সেখানে একীভূত হয়; যার সম্মিলিত রূপে প্রবোধের অনুভূতি দূর করে দেয়।

◆ যার দৃষ্টি জান্নাতে; সেতো রহমানের যিকির করবেই। নিরবচ্ছিন্নভাবে। সে তাসবীহ জপে যাবে।

◆ পার্থিব পেরেশানী যদি পঙ্গপালের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জান্নাতের অপার্থিব সুখানুভূতি তার পক্ষ নিয়ে প্রতিরোধ করে তাড়িয়ে দেবে।

◆ সে চির সুন্দরীদের পানিপ্রার্থী যদি আগ্রহী হয়ে থাকো, এখন মোহর সংগ্রহের সময়; একাজই প্রণিধানযোগ্য

◆ যখন যৌবনসুধা সেই সুন্দরীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হবে, নিশ্চিত যেন এ সুধারস কভু ফুরিয়ে যাবে না।

◆ ভালবাসার সাথে প্রতারণাকারী দুনিয়ার নারীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে গ্রহণ করো তাদেরকে ।

◆ তুমি যেমনই হও না কেন, তোমার জন্য ঐ অনিন্দ্য সুন্দরী অপ্সরীরা জান্নাতে আদনে অনন্তকাল পর্যন্ত অবিবাহিত কুমারী থেকে যাবে।

◆ পৃথিবীর দিনগুলোতে তুমি রোযা রাখ। কেননা, হতে পারে আগামীর দিনগুলোতে তুমি ঈদুল ফিতরের মহা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত থাকবে। যেদিন অন্যরা অনাহারে থাকবে।

◆ পৃথিবীর অতৃপ্ত জীবনে তুষ্ট না হয়ে সামনে এগিয়ে যাও। কেননা, যে সামনে অগ্রসর হয় না, সে জীবনের সত্যিকার স্বাধগুলো আস্বাদনের সুযোগ পায় না।

◆ গোটা পৃথিবী যদি তোমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং সেখানে যদি তোমার জন্য পরিচয় দেওয়ার মত কোন নিবাসও না থেকে থাকে।

◆ তাহলে এসো সেই জান্নাতে আদনে। সেখানে তোমাকে সুস্বাগতম। যা আমাদের শ্রেষ্ঠতম নিবাস। সেখানে রয়েছে বিশাল প্রাসাদ ও উদ্যানোস্থিত বিশাল মুক্তার তাঁবু।

◆ কিন্তু আমরা তো এখনো শত্রুদের হাতে বন্দী। আমরা কি মুক্ত হয়ে আমাদের মাতৃভূমিতে ফেরার সুযোগ পাব বলে তোমার কি মনে হয়?

◆ তারা মনে করে, কোন মুসাফির যখন অনেক দূরে চলে যায়, তখন তার মাতৃভূমির খুব কম লোকই তার সাথে সাক্ষাত করতে আসে। সে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

◆ শত্রুরা যখন আমাদেরকে শাসন করছে তাহলে আমাদের চেয়ে বড় অসহায় মুসাফির কে আছে আর?

◆ এসো সে বিপণিবিতান ও বাণিজ্যকেন্দ্রে। যেখানে প্রেমাস্পদেরা পরস্পরে সাক্ষাত করবে, মিলিত হবে স্বজনদের সাথে।

◆ এখান থেকে যা মনে চায় বিনামূল্যে নিয়ে নাও। এখানে কোন ক্রেতা-বিক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। সবাই নিরাপদে ফিরবে।

◆ এসো সেই ইয়াওমুল মাযীদে, যেদিন দর্শন মিলবে উভয় জাহানের মহান প্রভুর। এদিন তো বিশেষ দিন।

◆ এসো সেই প্রান্তরে, যার থেকে কস্তুরির মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। যার ঘাসের ডগাগুলো কস্তুরির ঢিবি হতেও বড় মনে হবে।

◆ সেখানে রয়েছে এমন নূরের মিম্বর, যা গঠন করা হচ্ছে নিখাদ রৌপ্য ও নিষ্কলুষ স্বর্ণের সংমিশ্রণে যা কখনো ভেঙ্গে পড়বে না।

◆ আরো রয়েছে, কস্তুরির ঢিবি যা হবে মিম্বরের অধিকারী জান্নাতীদের হাতে নিম্নস্তরের জান্নাত লাভকারীর আসন।

◆ তারা যখন এই মনোমুগ্ধকর জীবন, মহা উল্লাস ও অবিচ্ছিন্য ধারায় বহমান রিযকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবে।

◆ তখন সহসা উপর থেকে জান্নাতের দিগদিগন্ত আলোকিত করে প্রচণ্ড আলোর তীব্র বিচ্ছুরণ তাদের উপর নিপতিত হবে।

◆ আসমান-যমীনের অধিপতি তাদের সামনে প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হবেন। তিনি আরশের উপর থেকে সহাস্য কথপোকথন করবেন।

◆ সালাম নিবেদন করবেন। প্রত্যেকেই সেই সালাম পেশকালে নিজ কানে সালামের শব্দগুলো সুস্পষ্ট শুনতে পাবে।

◆ বলবেন, চাও আমার কাছে যা মন চায়, আমার কাছে তোমরা যা-ই চাইবে আমি দয়াপরবশ হয়ে তখনই তা দান করবো।

◆ তখন প্রত্যেকেই সমস্বরে বলবে, আমরা চাই আপনার সন্তুষ্টি। আপনিই তো সেই সত্তা যার কাছে তাবৎ সৌন্দর্য, দয়া, অনুগ্রহ ও অনুকম্পা।

◆ আল্লাহ তাদের প্রার্থনা মনযূর করবেন। প্রত্যেকে তা প্রত্যক্ষ করবে। কতই না পবিত্র মহান ও সম্মানিত সেই সত্তা।

◆ কাজেই নগদ তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র মূল্যে এত বিশাল পণ্যের বিক্রয়কারী! তুমি কি এসব বৃত্তান্ত জানো না? জেনে রাখ, অচিরেই তুমি জানবে।

◆ যদি তুমি না জেনে থাক, তাহলে তা বিপদই বটে। কিন্তু যদি জেনে থাক, তাহলে তা নির্ঘাত বিশাল মুসীবত ও মহা আপদ।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ .

تمت